প্রকাশক :
ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ-১৯৩৯

মুদ্রাকর :
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬বি, শুড়িপাড়া রোড,
কলিকাতা-১৫

পরিচয়

এই গ্রন্থের সংগ্রাহক ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ও পরিচয় ঘটে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, তাঁহার লিখিত 'অগ্নিযুগের পথচারী' ও 'উপনিষদ পরিচয়' —দুইখানি বই হাতে করিয়া অপরিচিত শ্রীমৌলিক আসিলেন আমার গৃহে, এ প্রকার অনেকেই আসেন। বই দুইখানি আমার টেবিলের উপরে রাখিয়া সেদিন তিনি একপ্রকার নীরবেই বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ব্যবহারে কৌতূহলী হইয়া 'অগ্নিযুগের পথচারী' বইখানার পাতা উল্টাইয়া কিছু পড়িতেই আর ছাড়িতে পারিলাম না, বই দুইখানা পড়িয়া ইংরাজীতে একটা প্রশস্তি লিখিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলাম। এই ইংরেজীতে লেখা প্রশস্তিতে আমার মনের কথাই জানাইতে চেষ্টা করি। বস্তুত 'অগ্নিযুগের পথচারী' বইখানির বহু খুঁটিনাটি মন্তব্য উপাখ্যান, আলোচনা ও চরিত্র-চিত্রন আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শ্রীমৌলিক আমার সেই প্রশস্তি-পত্র তাঁহার তৃতীয় বই 'অগ্নিযুগের ফেরারী'র মুখবন্ধের প্রথমে ছাপাইয়াছেন।

আমার পত্র পাইয়া শ্রীমৌলিক আমার গৃহে আসিলে তাঁহার মুখে শুনিলাম, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ফরিদপুর জেলার পাংসা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অগ্নিযুগের বিখ্যাত নেতা পুলিন দাসের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীদলের গুপ্ত সমিতির সভ্য হন। সমিতিতে তাঁহার নাম ছিল 'মণি রায়'। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তাঁহার উপরে উৎপীড়ন আরম্ভ করে। মণি রায় ও ক্ষিতীশ মৌলিক যে একই ব্যক্তি—এই স্বীকারোক্তি আদায়ের

জন্য তাঁহার উপরে তৎকালের পুলিশ কয়েকবার অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন চালাইয়াছে, দীর্ঘকালের জন্য হাজতে পুরিয়া রাখিয়াছে, বিপ্লবী বন্দীরূপে সুদূর বক্‌সা বন্দীশিবিরে কয়েক বৎসর অন্তরীন করিয়া রাখিয়াছে। শেষ পর্যন্ত ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে পুলিশ-গোয়েন্দা বিভাগের রায়বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবী বন্দীদের হাতে নিহত হওয়ায় মণিরায়কে ধরিবার জন্য দুই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা সহ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইলে, শ্রীমৌলিক ফেরার হইয়া সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে বহু দেশে ভ্রমণ করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবীদলের আহ্বানে তিনি পুনরায় বিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত হন। শেষে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বিপ্লবী দলের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পূর্ববঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া প্রাচীন পল্লীগাথা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন।

যদিও ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে শ্রীমৌলিকের সঙ্গে আমার পরিচয়, তথাপি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের পূর্বে আমি জানিতাম না যে, শ্রীমৌলিক পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগাথা সংগ্রহ ও সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমি লোকমুখে শুনিয়া তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটি পালার পাণ্ডুলিপি লইয়া পড়িয়া দেখিয়াছি, এবং পালাগুলি সম্পর্কে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি।

পূর্ববঙ্গ যে, ঐতিহাসিক তথ্য-সমৃদ্ধ সত্যঘটনা মূলক প্রাচীন পল্লী-গাথার ভাণ্ডার, তাহা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ পূর্বে জানিতেন কিনা সন্দেহ। অধ্যাপক ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রথম এই ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন, এবং গাথাগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বিদেশী সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

সেন মহাশয় নিজে পূর্ববঙ্গের পল্লীতে ঘুরিয়া কোনো গাথা সংগ্রহ করেন নাই। তাঁহার নিকটে উৎসাহ পাইয়া পূর্ববঙ্গের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী, মুন্‌সি জসিমুদ্দিন, প্রভৃতি পালা সংগ্রাহকগণ,

যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, সেন মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসিয়া তাহাই ছাপাইয়া চারিখণ্ড 'গীতিকা' গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে তাঁহার সম্পাদিত অনেকগুলি পালার অবস্থা হইয়াছে সংগ্রহশালার (Museum) প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে রক্ষিত ক্ষতবিক্ষত প্রাচীন যুগের সুকুমার ভাস্কর্যের মত চিত্তাকর্ষক, কিন্তু বহুলাংশে দুর্বোধ্য। এই কারণেই অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ায় কিছু প্রচারলাভ করিলেও তিন খণ্ড 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' পাঠক-পাঠিকা সমাজে সুপরিচিত হইতে পারে নাই। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সেন মহাশয়ের প্রথম গ্রন্থ 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রথম প্রকাশিত হইলে শ্রীমৌলিকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। ইহার পূর্বেই তিনি প্রকাশিত পালার অনেকগুলি পূর্ববঙ্গের গায়েন ও বয়াতীদের মুখে শুনিয়াছিলেন। প্রকাশিত পালাগুলির মধ্যে যেগুলির বর্ণনা অসম্পূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন তাহাই শ্রীমৌলিকের অন্তরে প্রেরণা দিয়াছিল, নিজে পালাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে।

সুদীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীমৌলিক পূর্ববঙ্গে ঘুরিয়া পল্লীগাথা সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং ঐ সব গাথার গায়ক 'বয়াতী' ও 'গায়েন'দের সঙ্গে আলোচনা করিয়া গানের সুর, তাল ও ছন্দ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাছাড়া পালাগুলির কাহিনী বর্ণনায় অস্পষ্ট স্থানে তিনি কথ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ পাঠক-পঠিকার পক্ষে সহজবোধ্য করিয়াছেন। পাঠান্তর, দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ-তাৎপর্য ও প্রতিটি পালার পরিচয়-ভূমিকা দ্বারা শ্রীমৌলিকের সম্পাদনা সমৃদ্ধ।

প্রাগ্‌ব্রিটিশ যুগের ঐতিহাসিক উপাদানের দিক হইতে এই প্রাচীন পল্লী গাথা সাহিত্য বিশেষ মূল্যবান। একটা দেশ বা জাতির ইতিহাস বলিতে যদি দেশের জনসাধারণের ইতিহাস বুঝায়, তবে সে যুগের

বাংলাদেশের—এমন কি ভারত-ইতিহাসের বহুলাংশ এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। রাজধানী হইতে বহুদূরবর্তী পল্লীবাসী পল্লীর কবি সত্য ঘটনার আধারে যেসব গাথা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সেই অন্ধকার যুগের প্রকৃত অবস্থার প্রতি বেশ কিছু আলোক পাত করিয়াছে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত ভারতে বিদেশী ইংরেজ শক্তির সঙ্গে যতগুলি যুদ্ধ বা সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, উহা প্রায় সমস্তই তৎকালের নবাব-বাদশাহ-রাজা-মহারাজাদের ব্যক্তিস্বার্থের সংঘাত-জনিত ঘটনা। উহাকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আখ্যা দিলে, বোধহয় স্বাধীনতা শব্দের অপলাপ করা হয়। পক্ষান্তরে ঐ একশত বৎসরে ধর্মান্ধতাহীন অসাম্প্রদায়িক ব্রিটিশ শাসনাধীনে প্রজাসাধারণের অধিকাংশই তাহাদের নিরাপত্তা ও অধিকার সম্পর্কে বহুলাংশে নিশ্চিন্ত হইয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তানায়ক-গণই প্রথম জনস্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া বিদেশী বণিক ইংরেজের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন, এবং জনমত গঠন করিয়া পাশ্চাত্য আদর্শে জাতীয়তা বোধ ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেতনা জাগাইতে সচেষ্ট হন। এই সময়ে একশ্রেণীর ভাবপ্রবণ লেখক ইংরেজ-শাসন বিরোধিতার রঙ্গীন চশমা চোখে দিয়া প্রাগ্‌ইংরেজীয় পাঁচশত বৎসরের মধ্যে দেখিয়াছিলেন স্বাধীন বাংলার 'সুবর্ণযুগ'। সেই সঙ্গে কেবল মাত্র ইংরেজ বিরোধী বলিয়াই সিরাজুদ্দৌলা হইতে তিতুমীর পর্যন্ত সকলেই তাঁহাদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের 'শহীদ' রূপে প্রতিভাত হইয়া-ছিলেন। পূর্ববঙ্গের এই প্রাচীন সত্যকাহিনীমূলক পল্লীগাথাগুলি সেই রঙ্গীন চশমা অপসরণ করিতে সাহায্য করিবে।

শ্রীমৌলিকের বয়স সত্তর অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। তাঁহার মুখে যাহা শুনিলাম তাহাতে তাঁহার সংগৃহীত ও সম্পাদিত পালাগুলি

ছাপাইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে বেশ কয়েক বৎসর লাগিবে। শ্রীমৌলিক দরিদ্র সাহিত্যিক। বাংলা-সরকার তাঁহাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা 'দুঃস্থ সাহিত্যিক বৃত্তি' প্রদান করেন, ইহাই তাঁহার এক-মাত্র নির্দিষ্ট আয়। দেশের সদাশয় সরকার ও জনসাধারণ সকলের সমীপে নিবেদন করি, জাতীয় ও ঐতিহাসিক সাহিত্য-সম্পদ এই গ্রন্থ সম্পাদনকে একটি অত্যাবশ্যক জাতীয় অনুষ্ঠান রূপে গ্রহণ করিয়া যথোচিত অর্থানুকূল্য ও উৎসাহ দানে প্রস্তাবিত গ্রন্থ আট খণ্ড ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে সাহায্য করিবেন। শ্রীভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মহাশয় সুস্থ দেহে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া তাঁহার আরব্ধ কর্ম সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হউন।

শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।
মানবিকী বিদ্যায় ভারতের জাতীয় অধ্যাপক,
তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রাপ্তাবসর সম্মানিত অধ্যাপক, ভারতীয় সাহিত্য
আকাদেমির সভাপতি।

ভূমিকা

বাংলা সন ১৩২২ সাল, ইংরাজী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ, আষাঢ় মাসের এক মেঘলা রাত্রে মৈমনসিংহ জেলায় মশাখালী বাজারে প্রথম শুনিলাম পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পালা-গান 'সুনাই সুন্দরী' পালা। গায়ক ছিলেন গফরগাঁও নিবাসী 'গায়েন' সুরথ মিস্ত্রী।

'শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে (২।২২।—) ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবদের উপদেশ দিয়াছেন, 'গ্রাম্য গীতি না শুনিবে'। বাল্যকাল হইতেই যাত্রা থিয়েটার, রামায়ণ, পদকীর্তন, প্রভৃতি আমি শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু সেই মশাখালী বাজারে একপালা গান শুনিয়া যে নেশা আমার মন ও কানে চাপিয়া বসিয়াছে, তাহা আজ এই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দেও ছাড়ে নাই। এখন বুঝি, শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থকার কোন শ্রেণীর 'গ্রাম্যগীতি' শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন।

সেই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২২-এর মধ্যে পূর্ববঙ্গে শিষ্যবাড়ী ভ্রমণের সুযোগে অনেকগুলি পালাগান আমার শোনা হয়। তাহার পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বক্সা বিপ্লবী-বন্দীশিবিরে অবস্থান কালে 'ইংলিসম্যান' অথবা 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' সংবাদপত্রে দেখিলাম, মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ, ডি, লিট্ মহাশয়ের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববঙ্গের তেরটি পালাগান 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নাম দিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

সেকালের ইংরাজ সরকার বিপ্লবী রাজবন্দীদের গীত, চণ্ডী, প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িতে না দিলেও রায়বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ, ডি,লিট্ মহাশয়ের মত খ্যাতনামা লেখকদের লেখা বা সম্পাদিত গ্রন্থাদি পড়িতে বিশেষ উৎসাহ দিতেন, এবং সর্ব-প্রকারে সাহায্য করিতেন। সেই সুযোগে আমিও পরম আগ্রহে বইখানা আনাইলাম। বই আসিলে উহার ভূমিকা পড়িয়া হইলাম দুঃখিত, পালাগুলি পড়িয়া হইলাম হতাশ। ভূমিকা পড়িয়া দুঃখিত হইবার হেতু আমার ব্যক্তিগত; কারণ, হিন্দুজাতি, ধর্ম্ম, সমাজ, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি সম্পর্কে সেন মহাশয় যে সমস্ত মন্তব্য

করিয়াছেন উহা ঐতিহাসিক বিচার সাপেক্ষ। আমি ইতিহাসে সুপণ্ডিত নহি, সেজন্য দুঃখিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। হতাশ হইবার কারণ, মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকাশিত তেরটি পালার মধ্যে আটটি পালা পূর্বেই আমার শোনা ছিল; কোনো কোনো পালা তিন-চারবার বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন গায়েনের মুখে শুনিয়াছিলাম। প্রকাশিত পালাগুলিতে দেখিলাম কোনো কোনো স্থলে ঘটনার কিছু অংশ বাদ গিয়াছে। বহু জায়গায় বর্ণনা পারম্পর্যহীন, একজনের উক্তি আর একজনের মুখে চলিয়া গিয়াছে। বহু গানের শব্দসজ্জা ও বানান বিভ্রাটের ফলে ভাটিয়ালী গানের কোনো ধাঁচ ও লহরেই পড়ে না। পরে দেখিয়াছি 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'মুড়াই', 'ভাওইয়া', 'সাইগরী' ও 'হাল্‌দাকাটা' সুরের গানগুলিরও ঐ একই অবস্থা।

শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয় মৈমনসিংহ গীতিকা গ্রন্থের ভূমিকার শেষে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী সেই সময়ে বক্‌সা বন্দীশিবির হইতে আমার বক্তব্য জানাইয়া কয়েকবার পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোনো উত্তর আমি পাই নাই। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলে গ্রন্থখানা পড়িয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যদি সময় ও সুযোগ পাই, তবে আমি নিজে পালাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব। সে সুযোগ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে আমি পাই নাই। ইহার মধ্যে সেন মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পালা সংগ্রহে ব্রতী হইয়া আমার প্রথমেই উপলব্ধি হইল, কেন সেন মহাশয়ের সম্পাদিত পালাগুলির ঐ প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে। সেন মহাশয় নিজে বোধহয় পূর্ববঙ্গে ঘুরিয়া কোনো পালাই সংগ্রহ করেন নাই। চন্দ্রকুমার দে, আশু বাবু, প্রমুখ পালা সংগ্রাহক ভদ্রমহোদয়গণের সংগৃহীত যাহা কিছু, তাহাই যথাবৎ সেন মহাশয় ছাপাইয়াছেন, একটা আকার-ইকারেরও পরিবর্তন করেন নাই। সংগ্রাহকগণও বোধ হয় কাহারও কাছে কিছু পাইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় সেন মহাশয়ের দপ্তরে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, ঐ পালার আরও কিছু কোথাও কাহারও কাছে আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করেন নাই। ইহা ছাড়া সেন মহাশয় লিখিত মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা তিন খণ্ডে প্রকাশিত পালাগুলির ভূমিকা পড়িলে জানা যায়, পালা সংগ্রাহকগণ গায়কের মুখে শুনিয়া পালাগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন, কেহ

কোনো লিখিত খাতা পান নাই। (তাহাই যদি হয়, তবে তাঁহাদের লেখায় এত বানান ভুল হইল কি করিয়া? তাঁহারা সকলেই তো অল্পবিস্তর শিক্ষিত!) আর একটি লক্ষণীয় বিষয়, সেন মহাশয়ের মতে, যে পালাগুলির রচয়িতা কবির নাম পাওয়া যায় নাই, সেগুলি সব মুসলমান কৃষক কবির রচিত। এই সিদ্ধান্তের হেতু বা কোনো প্রমাণ কিন্তু তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নাই। ইহা ছাড়া আর একটি অদ্ভুত ধারণা লক্ষ্য করিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গে এই সব পালাগানের সঙ্গে পরিচিত উচ্চ-শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা, কবি চন্দ্রাবতীর মত দুই একজন ছাড়া আর সকলেই নিরক্ষর কৃষক কবি! অতএব তাঁহাদের রচনার লিখিত কোনো খাতাপত্র ছিল না। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, মানুষ একসঙ্গে দুইটি বিষয়ে অখণ্ড মনোনিবেশ করিতে পারে না। কবিতা রচনা করিতে যেমন একাগ্র মনের প্রয়োজন, উহা কণ্ঠস্থ করিতেও তেমনি মনের একাগ্রতা আবশ্যক। তাহা না হইলে উহা উন্মাদের প্রলাপ হইয়া যায়। যদি কেহ উপস্থিত মত দশছত্র কবিতা রচনা করিয়া পর মুহূর্তেই তাহা হুবহু আবৃত্তি করিতে পারেন, তবে তিনি অতি মানুষ। আমার মনে হয় এইসব কবিদের মধ্যে যদি কেহ নিরক্ষর থাকিয়া থাকেন, তবে তিনি ব্যাসদেবের মহাভারত রচনায় গণেশের মত লেখক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত পাণ্ডুলিপি ছিল, এখন তাহা পাওয়া যায় না।

সেন মহাশয়ের ভূমিকাগুলি পড়িয়া প্রথম দিকে আমারও ধারণা হইয়াছিল, পালা সংগ্রহ করিতে হয়তো আমিও লিখিত কিছু পাইব না। কর্মক্ষেত্রে নামিয়া দেখিলাম, ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

* * *

সুপ্রাচীন কাল হইতে পূর্ববঙ্গে পল্লীকবি রচিত সত্যঘটনা মূলক পালা গানের প্রচলন আছে। যাঁহারা রামলীলা বা পদকীর্তনের আসরের মত আসর করিয়া পাছ দোহার ও বাদ্যযন্ত্রাদি সহযোগে সমগ্র পালা গান করেন, তাঁহাদের 'গায়েন' বলা হয়। এমনও দেখা যায়, কোনো একটা বংশে পরপর কয়েক পুরুষ গায়েনগিরি করায় সেই বংশের কৌলিক উপাধি হইয়াছে 'গায়েন'। গায়েনদের অধিকাংশই হিন্দু, এবং আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন। যে সব পালা তাঁহারা গান করেন, তাহা তাঁহাদের খাতায় লেখা থাকে। ছাত্র ও আপনজন ছাড়া আর কাহাকেও তাঁহারা খাতা দেখাইতে চাহেন না। এই দিক হইতে আমার গুরুগিরি ও ভাগবত-পাঠ গায়েনদের মনের দরজা খুলিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

পূর্ববঙ্গে বিবাহাদি উৎসব, পূজাপার্বন ও বারোয়ারি উপলক্ষে গায়েন ডাকিয়া পালাগান দেওয়া হয়। ইহাতে গায়েনদের বেশ ভালো প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালী ও ফরিদপুর জেলার হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে ভালো গায়েন পালাগান গাহিয়া বৃষ্টি নামাইতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে গায়েন কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'কাঞ্চন মালা' প্রভৃতি পালার মত করুণ-রসাত্মক পালা প্রয়োজনমত কয়েক রাত্রি গান করেন, এবং গানের সঙ্গে একটি বিশেষ ধুয়া পাছ দোহার গাহিয়া থাকে—

'ও কাণা মেঘা রে, একবার ফিইর্‌যা চাও,
এক মুইট্ট ধানের ভাত খাই।'

আর এক শ্রেণীর গায়কদের বলা হয় 'বয়াতী'। 'বয়াতী' ও 'বাইতি' কিন্তু একার্থক নহে। পূর্ববঙ্গে বরিশাল, নোয়াখালী, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে ঢাক-ঢোল-সানাই বাদকদের 'বাইতি' বলা হয়। 'গায়েন' উপাধির মত কোনো কোনো ঢাক-ঢোল বাদক বংশের উপাধি হইয়াছে 'বাইতি'।

বয়াতীরা বিভিন্ন পালা হইতে নিজের পছন্দমত গান সংগ্রহ করিয়া সেই গান ইচ্ছামত সুর দিয়া গান করেন, কোনো পালাই সমগ্র গান করেন না। অনেকে সমগ্র পালাটিও জানেন না। ইহাদের খাতায় কোনো সম্পূর্ণাঙ্গ পালা আমি দেখি নাই। বয়াতীদের খাতায় এমন অনেক গান দেখিয়াছি, যাহা বোধ হয় কোনো পালার গান নহে। এই প্রকার গানকে ঐ দেশে 'ছুটাগান' বলে।

বয়াতীর নিজস্ব কোনো দল নাই। সমবেত জনমণ্ডলী হইতে কেহ কেহ অথবা কর্মরত শ্রমিকগণ বয়াতীর গানের সুর বা লহর টানেন। বেহালা, সারিন্দা, দোতারা,—ইহার যে কোনো একটা বয়াতীর হাতের বাদ্য যন্ত্র। দালান বাড়ীর ছাদ পিটানো ও হাটুরে বড়ো বড়ো ছিপ নৌকার পঞ্চাশ-ষাটখানা হাত বৈঠার তাল রক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থ দিয়া বয়াতী নিযুক্ত করা হয়। ইহা ছাড়া বড়ো জোতদারের জমি নিড়ানো ও পাট ধুইবার সময় শ্রমিকদের শ্রম লাঘবের জন্য বয়াতীর গান দেবার প্রচলন আছে।

এই পালা সংগ্রহ ব্যাপারে আমি বহু বয়াতীর খাতা দেখিয়াছি। সে সব খাতায় সুন্দর সুন্দর ছুটা গান আছে। নমুনা স্বরূপ এই গ্রন্থের শেষে দুইটি ছুটা গান দেওয়া হইল।

*   *   *

পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল হইতে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পল্লীকবিগণ যে সুরে গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সুরটিকে 'ভাটিয়ালী' বলা হয়। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রভাবে 'ভাটিয়ালী' সুরে গান রচনা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভাটিয়ালী সুরের প্রাণ—ঐ অঞ্চলের কথ্য ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গী। বর্তমান শতাব্দীর পূর্বে পূর্ববঙ্গের কবিগণ তাঁহাদের কথ্য ভাষায় গান রচনা করিয়া তাহার উচ্চারণ ভঙ্গী অনুযায়ী শব্দের বানান ব্যবহার করিতেন। এখন সকলে লিখিতে পশ্চিমবঙ্গের লেখ্য ভাষা-বানান ব্যবহার করেন। ফলে ভাটিয়ালী সুরে গান রচনা উঠিয়া গিয়াছে।

অঞ্চল ভেদে ভাটিয়ালী সুরের পাঁচটি 'ধাঁচ্' আছে। ধাঁচ্ পাঁচটির নাম—'সুষঙ্গী', 'ভাওয়াইল্যা', 'বিক্রমপুইর‍্যা', 'বাখরগঞ্জ্যা' ও 'গোপালগঞ্জ্যা'। এই ধাঁচের পার্থক্য কিন্তু গানের ছন্দ রচনার উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে গায়কের কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ ভঙ্গী ও শিক্ষার উপরে। দেখা গিয়াছে, এক অঞ্চলের গায়ক দূরবর্তী অঞ্চলের ধাঁচ আয়ত্ব করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার অভ্যস্ত উচ্চারণ ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর হয় ধাঁচের বাধক।

এই ব্যাপারটা বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনেও আছে। পূর্ববঙ্গে যাহাকে ধাঁচ বলা হয়, পশ্চিমঙ্গে তাহাকেই 'ঢং' বলে। পদাবলী কীর্তনে 'গরাণহাটী', 'রেণেটি', 'মন্দারিণী', 'ঝারখণ্ডী' ও 'মনোহরসাহী'—এই পাঁচটি ঢং বিখ্যাত। এক অঞ্চলের গায়কের কণ্ঠে আর এক অঞ্চলের ঢং ভালো উৎরায় না, 'বড়ো দশকুশী' তালের ঢং সম্ভবই হয় না

ভাটিয়ালী গানের প্রত্যেকটি ধাঁচে চারটি 'লহর' আছে। এই লহরকে কেহ কেহ 'টান্' বলেন। লহর চারটির নাম—'বিচ্ছেদ', 'সারী', 'ঝাঁপ' ও 'ফেরুসাই'। লহর কিন্তু গানের ছন্দ রচনার উপরে নির্ভর করে! এই জন্য অভিজ্ঞ গায়ক কবির রচিত ছত্রের শব্দগুলি প্রয়োজন মত একটু এদিক-ওদিক করিয়া, এবং 'না, ঐনা, এইনা, রে, আরে, হায়, হায় রে, যে, সে, লো, গো' প্রভৃতি নিরর্থক শব্দ বসাইয়া লহরের ছন্দ ঠিক করেন। এই উপায়ে ভাটিয়ালী সুরে রচিত গান যে কোনো লহরে অভিজ্ঞ বয়াতী ও গায়েন গাহিতে

পারেন। ইহার ফলে দেখা যায়, এক গায়কের লিখিত খাতার ছন্দের সঙ্গে আর এক গায়কের খাতার ছন্দে অমিল হইয়া থাকে।

এই ধাঁচ, ঢং ও লহর যে কি ব্যাপার, তাহা একই গান বিভিন্ন ধাঁচ বা ঢং-এর গায়কের মুখে না শুনিলে বুঝা যায় না। ভাটিয়ালী গানের বোধহয় আর একটি বৈশিষ্ট্য, ইহার লহর প্রায়ই নারীকণ্ঠে উৎরায় না। এই কারণে প্রাক্ স্বাধীনযুগে পূর্ববঙ্গের পল্লী মহিলারা ভাটিয়ালী সুরের গান না গাহিয়া 'হাঁওলা' ও 'ভাওইয়া' সুরের গান গাহিতেন। এই 'ভাওইয়া' ও ভাটিয়ালীর 'ভাওয়াইল্যা' কিন্তু এক নহে। উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া জেলার 'ভাহইয়া' ও পূর্ববঙ্গের 'ভাওইয়া'-ও এক সুর নহে।

চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার পল্লীগীতিতে আরও তিনটি সুর আছে। উহার নাম—'হাল্‌দাফাটা', 'সাইগরী' বা 'সাওরী' ও 'মুড়াই'। এই তিনটি সুরের মধ্যে মুঢ়াই সুরে 'পরীবানু' ও 'মাঞ্জুর মাও' পালার গান গাহিতে শুনিয়াছি। সাধারণত এই তিনটি সুরে 'ছুটাগান' গাওয়া হয়। ইহার লহরের রকমারি আছে, কিন্তু তাহার নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ভাটিয়ালী সুরের 'বিচ্ছেদ লহর' একমাত্র করুণ রসাত্মক গানে ব্যবহার হয়। সুর ধীর গতিতে শেষে যেন অনন্তে মিলাইয়া যায়। বিচ্ছেদ লহরের গানের সঙ্গে বেহালা ও সারিন্দা ছাড়া অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র অভিজ্ঞ গায়েন ও বয়াতী বাজাইতে দেন না। দেখিয়াছি 'মলুয়া' ও 'কাঞ্চনমালা'র মত পালার শেষ গানটি গায়েন এমন করুণ সুরে গান করেন যে, গান শেষ হইয়া গেলেও শ্রোতারা অভিভূতের মত সজল নয়নে কয়েক মিনিট বসিয়া থাকেন, গানের আসর ত্যাগ করিবার জন্য হুড়াহুড়ি করেন না।

সারীলহর একটানা হাওয়ায় নদীর ঢেউয়ের মত সমতালবিশিষ্ট। এইজন্য দালান বাড়ীর ছাদ পিটাইতে পিটুনীর তাল হাটুরে ছিপ নৌকার হাত বৈঠার তাল রাখিতে সারীলহর উপযোগী। এই লহরে করুণ রসাত্মক গান কেহ গাহেন না। সারীলহরে হাস্যরসাত্মক গান ভালো জমে।

ঝাঁপ লহর দম্‌কা হাওয়ার মত। ইহার ছন্দের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। 'সুনাই সুন্দরী' পালা হইতে এই ছন্দের একটা নমুনা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

'ঘাটের পথে যাইছ কন্যা, তোমার পায়ে বাজে মল।
ঐনা বাজন শুইন্যা আমার পরাণ হয় বিকল।
আমি পর্‌ভাত কালে রে,
আমি দুইপর বেলা রে,
আমি সইন্ধ্যা কালে রে,
রাইতে স্বপন দেখি কইন্যা আমি তোমারে ॥,

ঝাঁপ লহরে সব রকম রস-পরিবেষণের যোগ্যতা থাকিলেও করুণ রস পরিবেষণে মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য করুণ রসাত্মক পালার শেষ গানগুলি গায়েন এই লহরে গান করেন না।

ভাটিয়ালী সুরের এই তিনটি লহর ছাড়া আর সব 'ফেরুসাই লহর' নামে পরিচিত।

'হাল্‌দাফাটা' সুরের গান চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্রোপকূলের পল্লীতে শোনা যায়। 'হাল্‌দাফাটা' শব্দের অর্থ—ঐ অঞ্চলে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার স্রোতে ভাঙ্গা অসমতল জমি। বোধহয় ঐ প্রকার জমির সঙ্গে এই সুরের গানের ছন্দের সাদৃশ্য আছে বলিয়া 'হাল্‌দাফাটা' নাম হইয়াছে। এই ছন্দের একটা নমুনা 'রাজা তিলক বসন্ত' হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

রাজার এক কন্যা সাত পুত্রু আন্ধাইর ঘরের বাত্তি।
হাসিতে রতন ঝলে, কান্দিতে মাণিক জলে,
এইমন সুন্দর কন্যা তির্‌ভুবনে নাই ॥
মাথার কেশ ভূমিত্‌ পড়ে, সাজন পাড়ন তেল সিন্দূরে,
আবিয়াত কন্যা।
কত আইয়ে কত যায়, রাজা না পছন্ত তায়,
কত রাজপুত্রু ফির্‌যা, ফির্‌যা যায় ॥'

এই পালাটি রচিত হইয়াছিল অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বর্তমানকালে যে একপ্রকার কবিতা রচিত হইতেছে, এই 'হাল্‌দাফাটা' ছন্দ বোধ হয় তাহার পূর্বসূরী।

'মুড়াই' সুরের গান শোনা যায় ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার পার্বত্য অঞ্চলে। ঐ অঞ্চলে পাহাড়কে 'মুড়া' বলে। কণ্ঠস্বর যথেষ্ট উচ্চগ্রামের না হইলে মুড়াই সুর সম্ভব হয় না। এই সুরের দোলন অতি চমৎকার। হবিগঞ্জে তারকনাথ

গায়েনের মুখে ১৯৩৫ সালে 'পরীবানু' পালার গান মুড়াই সুরে শুনিয়াছিলাম। এই সুরের ছন্দ বুঝাইবার জন্য নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।—

'পরীর হাতত্ লাল বাখরি মাঝে মাঝে লেখা।
ঝুম্‌কামালা কানত্ পরীর চান্‌বোলাকৃটা' বেঁকা।
পাড়াইল্যা মা ভইনে আসি চাইল নয়ান ভরিরে,
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥'

'সাইগরী' বা 'সাওরী' সাধারণত দক্ষিণাঞ্চলে নৌকার মাঝিদের গানের সুর। নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় 'মইষাল বন্ধু' পালার কয়েকটা গান গায়েনদের এই সাইগরী সুরে গাহিতে শুনিয়াছি। এ সুর খোলা জায়গা ও রাত্রি একটু গভীর না হইলে সেপ্রকার আমেজ আনে না। নীরব নিঝুম রাত্রে নদীর বুকে একটু দূরে থাকিয়া এ সুরের গান শুনিলে জীবনে তাহা ভুলা যায় না।

পূর্ববঙ্গের পল্লীগীতির সুর সম্পর্কে যাহা এখানে আলোচনা করিলাম, ইহা সবই আমার শোনা কথা। গায়েন, বয়াতী ও ছুটা গানের গায়কদের মুখে বিভিন্ন সুরের গান শুনিয়া কৌতুহলী হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই এখানে লিখিলাম। এই সুরগুলি মৈমনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর জেলার পল্লীগীতির সুর। পালাগান সংগ্রহের জন্য এই ছয়টি জেলায় ঘুরিয়াছি। ইহা ছাড়া পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে অপরাপর জেলাগুলির পল্লী অঞ্চলে কি আছে, তাহা জানিবার সময় ও সুযোগ আমার হয় নাই। কারণ, আমার উদ্দেশ্য ছিল, মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত পালাগুলি সংগ্রহ করা। ইহাতেই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমাকে প্রবৃত্ত থাকিতে হইয়াছে।

* * *

বাংলা অক্ষর-মালার অনেকগুলি অক্ষর পূর্ববঙ্গে ভিন্নরূপে উচ্চারিত হয়। এই ব্যাপারটা শিক্ষিত সমাজের কথ্য ভাষা অপেক্ষা সাধারণ সমাজেই বেশী। বর্গের চতুর্থ বর্ণ ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ; দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে ছ, ঠ; এবং র, শ, স, হ, যথাক্রমে গ, জ, ড, দ, ব, চ, ট, ড়, হ, ছ, অ উচ্চারিত হয়। কিন্তু লিখিবার সময় তাঁহারা ঠিক মতই লিখেন। তাহা না লিখিয়া যদি 'শেওলা' লিখিতে 'হেওলা' লেখা হয়, তবে পাঠক-পাঠিকা পড়িবেন 'অ্যাওলা', যাহার অর্থ কেহই বুঝিবেন না। এই নিয়ম যে, সব শব্দেই পালিত হয়, তাহা নহে। কোনো কোনো শব্দে ঐ বর্ণগুলি

ঠিক মতই উচ্চারিত ও লিখিত হয়। আমি যতগুলি গায়েনের খাতা দেখিয়াছি, সবগুলিই এই পদ্ধতিতে লেখা। আমি পালাগুলি সম্পাদনায় গায়েনদের লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছি, উচ্চারণ অনুযাই শব্দের বানান পদ্ধতি অনুসরণ করি নাই।

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যের ভাষায় চন্দ্রবিন্দুর (ँ) ব্যবহার ছিল না। তাহার পরিবর্তে যে অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু থাকার কথা, সেই অক্ষরের পরবর্তী অক্ষর বর্গীয় এবং কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ-অসংযুক্ত থাকিলে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ ঐ অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হইত। যেমন—'চাঁদ-চান্দ', 'কাঁকাল-কাঙ্কাল'। আর যদি চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত অক্ষরের পরবর্তী অক্ষর বর্গীয় না হয়, তবে শব্দটি চন্দ্রবিন্দুহীন অবস্থায় উচ্চারিত ও লিখিত হইত। বর্তমান যুগে এই নিয়ম পূর্ববঙ্গে অনেকেই অনুসরণ করেন না। গায়েনদের খাতায়ও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

এই সব পালাগানের অনেকগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে। আমার মনে হয়, এইসব পালার রচয়িতা কবিগণ তাঁহাদের রচনায় যেসব আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহার কিছু কিছু পরিত্যক্ত হইয়া পরবর্তী কালের শব্দ ও ভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণভঙ্গী পালার ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। দেখা যায় উত্তর মৈমনসিংহ জামালপুর মহকুমার অধিবাসী গায়েনের খাতায় লেখা পালার সঙ্গে বিক্রমপুরের অধিবাসী গায়েনের খাতার ভাষায় বেশ কিছু পার্থক্য আছে। এই কারণে যে অঞ্চলে কবির বাস ছিল, অথবা যে অঞ্চলের ঘটনা অবলম্বনে পালা রচিত হইয়াছিল, সেই অঞ্চলের গায়েনের লিখিত খাতার ভাষা আমি গ্রহণ করিয়াছি। এই সমস্ত কারণে, দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত চারখণ্ড গীতিকা গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি পালার ভাষা, শব্দ উচ্চারণ ভঙ্গী ও বানানের সঙ্গে এই সম্পাদনায় কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যাইবে।

সেকালে এইসব পালাগানের কবি বোধ হয় কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, এককালে তাঁহাদের রচিত পল্লীগাথা মুদ্রণ যন্ত্রে ছাপা হইয়া গ্রন্থাকারে শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকার পাঠ্য হইতে পারে। তাঁহাদের রচনা গায়েন ও বয়াতী গান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে শুনাইবে, এই ছিল ধারণা। সেজন্য তাঁহারা গায়েন ও বয়াতীদের গাহিবার উপযোগী করিয়া পালা রচনা করিয়াছিলেন। এই পালাগুলির মধ্যে, 'মহুয়া', 'মলুয়া', প্রভৃতি পালার মত এমন কতকগুলি পালা আছে, যাহা যথাযথ ছাপাইলে কাহিনী সামঞ্জস্যহীন বলিয়া মনে হইবে। অভিজ্ঞ গায়েন শ্রোতার

সম্মুখে গান গাহিতে পালার ঐপ্রকার স্থানগুলি নিজের কথ্য ভষায় বুঝাইয়া গান করেন। পদকীর্তনের কীর্তনীয়াদের মধ্যেও এই প্রকার প্রথা প্রচলিত আছে। আমিও গায়েনদের প্রথা অবলম্বন করিয়া কয়েকটি পালার সামঞ্জস্যহীন বা অস্পষ্ট বর্ণনাগুলি ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

* * *

পূর্ববঙ্গের এই প্রাচীন পালাগানগুলির অধিকাংশই সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত। এই প্রকার পালার ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, '—ইতিহাস লক্ষ্মীর লীলা শুধু রাজসভায় অবসান হইত না, সেই ইতিহাসের ধারা পল্লীর কুটীরে কুটীরে প্রবাহিত হইয়া আদর্শ ধর্মবীর, কর্মবীর ও দিগ্বিজয়ী সম্রাটদের কীর্তিগাথা অমর করিয়া রাখিয়াছে। আমার বিশ্বাস বঙ্গদেশের পল্লীসাহিত্যে যে প্রভূত ঐতিহাসিক উপাদান পাইতেছি নিকটবর্তী আর কোনো প্রদেশে সেরূপ নাই। আমরা পল্লী-সাহিত্যকে অবজ্ঞা করিয়া এই মূল্যবান উপকরণ হারাইয়া ফেলিতেছি।*** আমাদের বাঙ্গালা পালাগানগুলির মধ্যে যে, ইতিহাসের প্রচুর উপাদান আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। * * * চাষীরা রাজরাজড়াদের সম্বন্ধে যে সকল গান রচনা করিয়াছে তাহাতে স্থানে স্থানে উদ্ভট কল্পনা ও অতিরঞ্জনের বিকৃতি সহজেই প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু তথাপি সেগুলি অন্ধকার যুগের ঐতিহাসিক রহস্যের অনেকটা সমাধান করিবার উপকরণ বহন করিতেছে।'

মাননীয় সেন মহাশয়ের এই মন্তব্য অতীব সত্য। প্রচলিত ইতিহাস পুস্তকের পাতায় আমরা যাহা পাই, উহা দেশের 'রাজরাজড়ার' ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের উত্থান-পতন ও জৌলুষের কাহিনী। দেশের প্রজা জনসাধারণের আর্থিক, সমাজিক ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে অতি অল্প বিবরণই এইসব ইতিহাস পুস্তকে পাওয়া যায়। আরও একটি কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না, এইসব ইতিহাসের মূল ঐতিহাসিক প্রায় সকলেই তৎকালিক শাসকবর্গের অনুগ্রহভাজন অথবা অনুগ্রহপ্রার্থী লেখক। এই প্রকার ঐতিহাসিকের লেখায় ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের সৎকর্ম-উয়ের ঢিবি পর্বত প্রমাণ, আর কুকর্মের দ্রোণপুকুর গোষ্পদ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে এইসব পল্লী-কবির লেখায় দেশের জনসাধারণের অবস্থার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা বাস্তব। কারণ, ইঁহারা

রাজানুগ্রহ বা নাম-যশের কাঙাল ছিলেন না, যাহার জন্য অনেকগুলি কবির নামই জানা যায় না।

১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সামসুদ্দিন ইলিয়াস সমগ্র বাংলাদেশ জয় করিয়া দিল্লীর বাদশাহী শাসনাধীনে আনয়ন করেন। সেই হইতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার পতন পর্যন্ত বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায়, শাসকগোষ্ঠীর বাদশাহ হইতে কাজী পর্যন্ত কাহার কি অধিকার, সে অধিকারকে কতখানি নিরঙ্কুশভাবে প্রয়োগ করিতেন, প্রজাসাধারণের ধন-প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা কি প্রকার ছিল, দেশের আর্থিক অবস্থা, সমাজিক আচার, সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার, প্রভৃতি নানা অজ্ঞাত বিষয়ে এই পালাগুলি ঐতিহাসিক আলোক সম্পাত করিয়াছে। এই যুগে হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা অতিশয় ব্যাপক হয়। শিশুকন্যার বিবাহ, সতীদাহ, বৈষ্ণবমতে কন্ঠিবদল করিয়া বিধবা কন্যার বিবাহ, সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের অসূর্যম্পশ্যা হইয়া অন্তঃপুরে অবরোধ, প্রভৃতি প্রথা হিন্দু সমাজে এই যুগেই প্রবর্তিত হইয়াছিল।

জনসমাজের স্বার্থে প্রয়োজন না হইলে কোনো নূতন প্রথা জনসমাজ গ্রহণ করে না। জনস্বার্থের বিরোধী বা অপ্রয়োজনীয় কোনো প্রথা যদি কেহ জনসমাজের উপরে চাপাইয়া দেন, তবে সে প্রথা অল্পদিনেই লোপ পায়। কিন্তু দেখা যায়, স্মার্তরঘুনন্দন প্রদত্ত ব্যবস্থা রাজশক্তির সহায়তা ছাড়াই বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ বিগত পাঁচ শতাব্দী মানিয়া চলিয়াছিল। ইহার অনেকগুলির ঐতিহাসিক হেতু এই পালাগুলির মধ্যে পাওয়া যাইবে।

জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা যে তৎকালে কি প্রকার ছিল, তাহা 'মলুয়া' ও 'দস্যু কেনারাম' পালায় দুইটি দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় পাওয়া যাইবে। বাংলা সন ১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল সমগ্র পশ্চিম, মধ্য ও উত্তরবঙ্গে পর পর তিন বৎসর অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির ফলে। এবং সে সময়ে ভারতে মুসলিম রাজত্বের অবসান ও ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ জনিত শাসন সংরক্ষণে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। ঐ দুইটি পালায় বর্ণিত দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল কয়েকটি গ্রাম ও পরগণায় বৎসরের একটি ফসল নষ্ট হওয়ার ফলে, এবং দেশে সে সময় সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি ছিল।

এই পালাগুলিতে আর একটি ঐতিহাসিক তথ্য জানা যাইবে। প্রাক্ বৃটিশ যুগে বাংলা দেশে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল না। ধর্মের দিক হইতে পরমত সহিষ্ণুতা তো ছিলই; কবি, গায়েন ও

বয়াতিগণ উভয় সম্প্রদায়ের দেব-দেবতা, পীর-পয়গম্বর তীর্থস্থানের বন্দনা করিয়া গান রচনা ও তাহা জনসাধারণের সম্মুখে গাহিতে পারিতেন। দেশের আপদ বিপদেও উভয় সম্প্রদায় একযোগে কাজ করিতেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পালা সংগ্রহ অরম্ভ করিয়া বুঝিলাম, পূববঙ্গে জন চিত্ত আলোড়নকর কোনো ঘটনা ঘটিলে ঘটনার অব্যবহিত পরেই সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া পল্লীকবি পালাগান রচনা করেন। একমাত্র রামায়ণ ও চাঁদসদাগর-বেহুলার কাহিনী ছাড়া আর কোনো পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত পালাগান আমার হাতে পড়ে নাই। আমার মনে হয়, বিগত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে রচিত সত্যঘটনা মূলক পালাগানগুলিও ঘটনার অব্যবহিত পরেই রচিত হইয়াছিল। মাননীয় সেন মহাশয়ও তাঁহার কয়েকটি ভূমিকায় আমার এই মত সমর্থন করিয়াছেন। এরূপ হইলে মূল ঘটনার কোনোপ্রকার বিকৃতি ঘটানো কবির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ, পালা রচনা করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে গাহিতে গেলে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও প্রত্যক্ষদর্শী থাকা সম্ভব। সেজন্য এইসব পালায় বর্ণিত মূল কাহিনী এবং তৎকালের দেশ ও সমাজ চিত্রগুলি অকৃত্রিম ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

* * *

আমার ইচ্ছা ছিল, কিছু পালা সংগ্রহ ও পূর্ববঙ্গে পল্লীগীতির সুর-ছন্দ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইব। দুর্ভাগ্যের বিষয় এদিক হইতে আমি প্রস্তুত না হইতেই ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমি পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা—এই ছয়টি জেলা হইতে প্রাচীন পালাগান সংগ্রহ করি। সেন মহাশয়ের সংগ্রাহকগণের অনুসন্ধানও ঐ ছয়টি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ জেলাগুলির পল্লী অঞ্চলে বহু গায়েন ও বয়াতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে আমার ভাগবত পাঠক গোস্বামী পরিচয় বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। যাহার জন্য গায়েন ও বয়াতীদের লিখিত খাতাপত্র আমি দেখিয়া লিখিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, এবং কোথায় কাহার নিকটে কি আছে তাহার সন্ধানও তাঁহারা আমাকে দিতেন। যে সব পালা সেন মহাশয়ের গ্রন্থে অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি আমি এই গায়েন ও বয়াতীদের সাহায্যে সম্পূর্ণ সংগ্রহ

করিতে সমর্থ হই। এই গায়েন ও বয়াতীদের মুখে সংবাদ পাইতাম, উত্তরবঙ্গে—বিশেষ করিয়া বগুড়া ও রংপুর জেলায় অনেকগুলি ভালো পালা আছে। আমার ইচ্ছাছিল, পূর্ববঙ্গে অনুসন্ধান শেষ করিয়া উত্তর বঙ্গে যাইব, কিন্তু দেশের পরিস্থিতি আমার সে আশা সফল করার বাধক হইয়া উঠিল।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমি পালা সংগ্রহের নেশায় মাতিয়া ছিলাম, সংগৃহীত পালা কি উপায়ে ছাপাইয়া প্রকাশ করিব, সে চিন্তা বিশেষ করি নাই। সে বৎসর কঠিন রোগে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকিয়া বুঝিলাম, এবার বার্ধক্যকে আর অস্বীকার করা চলিবে না। অতএব আমার এই সুদীর্ঘকালের সাধনা জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আমি নিজে দরিদ্র, এই গ্রন্থ ছাপানোর অর্থসঙ্গতি আমার নাই। আশা ছিল, যেমন দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংগ্রহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমার সংগ্রহও কোনো প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করিবেন। সেই আশায় পাঁচ বৎসর ঘুরিয়া বুঝিলাম আমি রায়বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ, ডিঃ লিট্ মহাশয়ের মত কেহ নই।

হতাশায় যখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছি তখন হঠাৎ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডিঃ লিট্ মহাশয় একপ্রকার রাস্তার ফুটপাথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়া আমার সম্পাদিত কয়েকটি পালা পড়িলেন, তাহার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী ডক্টর ভবতোষ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়া দিলেন। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থ সাহায্য ও ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় আমার সাধনা সফল হইতে চলিয়াছে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা

প্রথম খণ্ড

বাইদ্যা কন্যা

মহুয়া

কবি দ্বিজ কানাই বিরচিত

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

বাইদ্যা কন্যা মহুয়া পালার

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট্ মহাশয় সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে প্রকাশিত মহুয়া পালাটির ছত্র সংখ্যা ৭৫৫। এই সম্পাদনায় ছত্র সংখ্যা ৯৮৬, অতিরিক্ত ২৩১ ছত্র। মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকাশিত ৭৭টি ছত্রের এই সম্পাদনায় পাঠান্তর ঘটিয়াছে। পাঠান্তরগুলি পাদটীকায় দেওয়া হইল। শব্দের উচ্চারণ ও বানানের পাঠান্তর দেওয়া হইল না। নূতন সংগ্রহ বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

মহুয়া পালার রচয়িতা কবি 'দ্বিজ কানাই'। দ্বিজ কানাই সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মৈমনসিংহ গীতিকা গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'নমশূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বিজ কানাই নামক কবি ৩০০ বৎসর (১৬২৩ খৃঃ অঃ) পূর্বে এই গান রচনা করিয়াছিলেন। প্রবাদ, এই দ্বিজ কানাই নমশূদ্র সমাজের অতি হীনকুল জাতা এক সুন্দরীর প্রেমে মত্ত হইয়া বহু কষ্ট সহিয়াছিলেন, এ জন্যই নদেরচাঁদ ও মহুয়ার কাহিনীতে তিনি এরূপ প্রাণঢালা সরলতা প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন'।

ঘটনার কাল সম্পর্কে সেন মহাশয় কোনো অভিমত প্রকাশ করেন নাই। সাধারণত দেখা যায় পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলে কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিবার অব্যবহিত পরেই সেই ঘটনা অবলম্বনে পল্লীকবি গান রচনা করেন। তদনুযায়ী এই পালার ঘটনাটি ১৬০০ হইতে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঘটিয়াছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু এ সম্পর্কে কিছু সন্দেহের অবকাশ আছে। এই সন্দেহের প্রথম হেতু, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ঐ অঞ্চলগুলি মুসলমান দেওয়ানদের অধিকারে আসে। সেই অবস্থায় বেদের দলের পক্ষে মহুয়ার মত সুন্দরী কন্যাকে

নিয়ে গ্রামে গ্রামে খেলা দেখানো সম্ভব নহে। দ্বিতীয় আপত্তি, এই পালার ভাষা ও ছন্দ। এই ভাষা ও ছন্দে দেখা যায়, উহা বর্তমান মৈমনসিংহ জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৩৫০—৪০০ বৎসর মধ্যে প্রচলিত ভাষা ও ছন্দ নহে, মধ্য মৈমনসিংহে পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ভাষা ও 'ভাওয়ালী' ছন্দ। মধ্যে মধ্যে তদপেক্ষা প্রাচীন ভাষা ও 'সুষঙ্গী ধাঁচের' ছন্দও দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় ঘটনাটি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঘটিয়াছিল। দ্বিজ কানাই ভাওয়াল পরগণায় জন্মগ্রহণ করিয়া সেন মহাশয় লিখিত প্রেমের দায়ে দেশত্যাগ করত নদীয়ারচাঁদ ও মহুয়ার দেশ উত্তরাঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন; এবং পালাটি পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত জনপ্রিয় বলিয়া মূল রচনার শব্দ সম্ভারের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আমি অনেকগুলি গায়েনের খাতা দেখিয়াছি, তাহাতে উত্তরাঞ্চলের গায়েনদের ভাষার সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের গায়েনদের ভষায় যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কোনো কোনো খাতায় একেবারে মঙ্গল কাব্যের ভাষাও পাইয়াছি।

'জৈতার পাহাড়' বোধহয় গারো পাহাড়ের অন্তর্গত জয়ন্তী পাহাড় নহে। কারণ, তাহা হইলে কবির বর্ণনা অসঙ্গত হয়। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে জয়ন্তী পাহাড়কে স্থানীয় লোকে জৈতার পাহাড় বলে। হুমরা বেদের বর্ষাকালীন বাসস্থান এই জৈতার পাহাড়ে ছিল। এখান হইতে পালাইয়া মহুয়া ও নদেরচাঁদ ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া মৈমনসিংহ জেলার উত্তর-পূর্ব কোণে মনোরম পার্বত্য বনভূমিতে বাসা বাঁধিয়াছিলেন।

বামুন কান্দা ও উলুই কান্দা গ্রাম দুইখানি প্রাক্ স্বাধীন যুগে মৈমনসিং জেলার নেত্রকোণা মহকুমায় ছিল। এই গ্রাম দুইখানির নিকটে 'ভলার হাওড়' নামে একটা বড়ো বিল আছে। উলুইকান্দা গ্রামে 'বেদের দীঘি' এবং বামুন কান্দা গ্রামে 'ঠাকুর বাড়ীর ভিটা' বোধহয় এখনও মহুয়া ও নদেরচাঁদ ঠাকুরের স্মৃতি বহন করিয়া টিকিয়া আছে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আমি

ঐ স্থানগুলি দেখিয়াছিলাম। তখন লক্ষ্য করিয়াছি, ঐ অঞ্চলে প্রত্যেকেই মহুয়ার কাহিনী জানে; এবং পরবর্তীকালে এই কাহিনী অবলম্বনে বয়াতীরা বহু 'সারিগান' রচনা করিয়াছেন।

এই পালার প্রথমে দুইটি বন্দনা দেওয়া হইল। দ্বিতীয় বন্দনা সেন মহাশয় সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে আছে। প্রথম বন্দনা আমি হিন্দু গায়েনদের খাতায় দেখিয়াছি ও গানের আসরে তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি। এই দুইটি বন্দনার কোনটি কবির রচনা, বা আদৌ কবির রচনা কিনা, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পালাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গায়েন মহুয়া পালা গাহিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, প্রথম বন্দনাটি মূল। পরবর্তীকালে কোনো মুসলমান গায়েন মূল বন্দনার কিছু রূপান্তর ঘটাইয়াছেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

১নং

পূবেতে বন্দনা করি পূবের ভানুশ্বর[১]।
একদিকে উদয় রে ভানু চৌদিকে পশর[২] ॥
দক্ষিণে বন্দনা গো করি ক্ষীরনদী সাগর।
যেইখানে বাণিজ্যে যাইতেন চান্দসদাগর ॥
উত্তরে বন্দনা গো করি কৈলাস পর্‌বত।
যেইখানে বসতি করেন গৌরী মহেশ্বর ॥ +
পশ্চিমে বন্দনা গো করি কাশী বিন্দাবন। +
যেইখানে আছেন শিব কৃষ্ণ প্রাণধন ॥ +
চাইরকুনা পির্‌থিমি বইন্দ্যা মন করলাম থির[৩]।
হিন্দুর দেবতা বন্দি মুসলমানের পীর ॥ +
সভা কইর‍্যা বইছ[৪] ভাই সব হিন্দু-মুসলমান।
সবার চরণে আমি জানাই পরণাম[৫] ॥
কিবা গান গাইবাম্[৬] আমি বন্দনা করলাম ইতি।
উস্তাদের[৭] চরণ বন্দি করিয়া মিন্নতি[৮] ॥

২নং

পূবেতে বন্দনা করলাম পূবের ভানুশ্বর।
একদিকে উদয় রে ভানু চৌদিকে পশর ॥

১। ভানুশ্বর—ভানু-ঈশ্বর, সূর্য দেবতা। ২। পশর—প্রকাশ। ৩। থির—স্থির। ৪। বইছ—বসিয়াছ। ৫। পরণাম্—প্রণাম। ৬। গাইবাম্—গাহিব। ৭। উস্তাদের—ওস্তাদের, শিক্ষকের। ৮। মিন্নত্তি—মিনতি।

দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম ক্ষীরনদী সাগর।
যেখানে বাণিজ্য করে চান্দ সদাগর।
উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাস পর্‌বত।
যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর[৯] মালামের পাথর[১০] ॥
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা হেন স্থান।
উর্‌দিশে বাড়ায়[১১] সেলাম মোমিন[১২] মুসলমান ॥
সভা কইর‍্যা বইছ ভাইরে হিন্দু মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাইলাম সেলাম ॥
চাইরকুনা পির্‌থিমি বইন্দ্যা মন করলাম থির।
সুন্দরবন মুকামে বন্দলাম গাজী জিন্দাপীর।
আশমানে জমিনে বন্দলাম সূরুজ্[১৩] আর চান্[১৪]।
আলাম কালাম[১৫] বন্দুম কিতাব আর কুরাণ ॥
কিবা গান গাইবাম্ আমি বন্দনা করলাম ইতি।
উস্তাদের চরণ বন্দলাম করিয়া মিন্নতী ॥

৯। আলীর—আলী নামক আরব দেশীয় বীরের। ১০। মালামের পাথর—কুস্তি করিবার জন্য ব্যবহৃত পাথর। মৈমনসিংহগীতিকার মতে 'পদচিহ্নযুক্ত পাথর'। ১১। উরদিশে বাড়ায়—উদ্দেশে হাত বাড়াইয়া। ১২। মোমিন—ধার্মিক। ১৩। সুরজ্—সূর্য। ১৪। চান্—চান্দ, চাঁদ। ১৫। আলাম কালাম—সাধুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য।

পালা আরম্ভ।

১

উত্তুর‍্যা[১] না গারো পাহাড় ছয়মাইস্যা পথ।
তাহার উত্তরে আছে হিমানী পর্‌বত॥

হিমানী পর্‌বত পারে তাহারই উত্তর।
তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুদ্দর॥

চান্দ সূরুজ্ নাই তথায় আন্ধারিতে[২] ঘেরা।
বাঘ ভাল্লুক বইসে[৩] মাইন্‌সের নাই লড়াচড়া[৪]॥
বনেতে করিত বাস হুম্‌রা বাইছ্যা নাম।
তাহার কথা শুন ভাই রে হিন্দু মুসলমান।
ডাকাতি করিত বেটা ডাকাতের সদ্দার।
মাইন্‌ক্যা নামে ছুডুভাই[৫] আছিল তাহার॥

ঘুরিয়া ফিরিয়া তারা ভর্‌মে[৬] দেশে দেশে।
অচরিত[৭] কাইনী[৮] কথা কইবাম্[৯] সবিশেষে॥

আরে ভাইরে বিধির কিবান্ কাম।
গোবর গাদায় পদ্মফুল কানার পদ্মলোচন নাম॥ (—ধুয়া)+
ভর্‌মিতে[১০] ভর্‌মিতে তারা কি কাম করিল।
ধনুনদীর তীরে যাইয়া উপস্থিত হইল॥

১। উত্তুরা—উত্তর দেশের। ২। আন্ধারিতে—অন্ধকারে। ৩। বইসে—বাস করে। ৪। লড়াচড়া—নড়াচড়া, গমনাগমন। ৫। ছুডু ভাই—ছোট ভাই ৬। ভরমে—ভ্রমণ করে। ৭। অচরিত—অপূর্ব। ৮। কাইনী—কাহিনী। ৯। কইবাম্—কহিব। ১০। ভরমিতে—ভ্রমণ করিতে।

কাঞ্চনপুর নামে তথায় আছিল গেরাম।
তথায় বসতি কর্ত এক বির্দ্ধ বরাহ্মণ[১১] ॥
ছয়মাইস্যা শিশু কন্যা পরম সুন্দরী।
রাইত নিশাকালে হুমরা তারে কর্ল চুরি ॥
চুরিনা করিয়া হুমরা ছাইড়্যা গেল দেশ।
কইবাম্[১২] সেই কন্যার কথা শুন সবিশেষ ॥

হুমরা বেদের কোনো সন্তানাদি ছিল না, কন্যাটিকে চুরি করে দিল তার স্ত্রীকে প্রতিপালন করতে।

পাইয়া সুন্দর কন্যা হুমরা বাইদ্যার নারী[১৩]।
ভাইব্যা চিন্ত্যা নাম রাখে মহুয়া সুন্দরী ॥
ছয় মাসের শিশু কন্যা বচ্ছরের হইল।
পিঞ্জিরায়[১৪] রাখিয়া পঙ্খী পালিতে লাগিল ॥

বেদেদের প্রধান ব্যবসা ছিল ভোজবাজী খেলা দেখানো। এ খেলায় চিরকালই মেয়েদের খেলা দর্শকসমাজে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। সেজন্য মহুয়াকেও বেদেরা—

এক দুই তিন কইর‍্যা ষুলো[১৫] বচ্ছর যায়।
খেলা কছ্রত্[১৬] তারে যতনে শিখায় ॥

মহুয়া শিখ্ল 'বাঁশবাজী' খেলা। খেলা শিখে সে যখন প্রকাশ্যে খেলা দেখাতে আরম্ভ করল, তখন হুমরা বেদের ব্যবসা খুব জমে উঠল। খেলা দেখার চাইতে অপূর্ব সুন্দরী মহুয়াকে দেখতেই বেশীরভাগ দর্শক আসে, দেখে পয়সাও দেয়। মহুয়ার রূপ—

সাপের মাথায় থাইক্যা[১৭] যেমন জ্বলে রতন মণি।
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী ॥

১১। বির্দ্ধ বরাহ্মণ—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ১২। কহিবাম্—কহিব। ১৩। নারী—স্ত্রী। ১৪। পিঞ্জিরায়—পিঞ্জরে, খাঁচায়। ১৫। ষুল—ষোল। ১৬। কছরত—কৌশল। ১৭। থাইক্যা—থাকিয়া।

মহুয়াকে দেখে দর্শকেরা ভাবে—

বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা।
আন্ধাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা॥
হাইট্ট্যা[১৮] না যাইতে কন্যার পায়ে পড়ে চুল।
মুখেতে ফুইট্যাছে[১৯] কন্যার কনক চম্পা ফুল॥ *—
আগল ডাগল[২০] আঙ্খি কন্যার আশ্‌মানের তারা।
তিলেক মাত্র দেখিলে কন্যা না যায় পাসরা॥
বাইদ্যার কন্যার রূপে ভাইরে মুনির টলে মন।
এই কন্যা লইয়্যা বাইদ্যা ভর্‌মে তির্‌ভুবন॥

(২)

ছ'মাস বয়সে মহুয়া বেদের হাতে প'ড়ে বেদের দলেই প্রতিপালিত হয়ে ষোল বছরের হয়েছে। এই ষোল বছরেও সে কিন্তু বেদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল না। হুমরা ও তার স্ত্রী মহুয়াকে আপন কন্যার মত ভালোবাসে, স্নেহ যত্নও করে। তথাপি একমাত্র পালং নামে একটি মেয়ে ছাড়া সে আর কারও সঙ্গে মেশে না। পালংও বোধহয় শিশুকালে অপহৃতা। মহুয়া অপেক্ষা পালং বয়সে বড়ো, ধীর স্থির বুদ্ধিমতী মেয়ে।

বেদের দল এক জায়গায় বেশীদিন থাকে না, এরা চির যাযাবর। তবে বর্ষাকালে যখন এদের ব্যবসা চলে না, তখন কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে। বর্ষা কাটানোর জন্য সেখানে ঘর-দুয়ারও করে। হুমরার দলের বর্ষাকালীন বাসস্থান ছিল হিমালয়ের পাদদেশে জৈতা পাহাড়ের বনভূমিতে। সেবার বর্ষাশেষে—

১৮। হাইট্ট্যা—হাঁটিয়া। ১৯। ফুইট্যাছে—ফুটিয়াছে। ২০। আগল—ভাসাভাসা, ডাগল—বড়ো।

পাঠান্তর :—*মুখেতে ফুট্ট্যা উঠে কনক চম্পা ফুল।

হুম্‌রা বাইদ্যা ডাক দিয়া কয় "মাইন্‌ক্যা ওরে ভাই।
খেলা দেখাবার লাইগ্যা[১] চল বৈদেশেতে[২] যাই ॥"
মাইনক্যা বাইদ্যা উইঠ্যা কয় "ভাই শুন দিয়া মন।
বৈদেশেতে যাইবাম্‌ আমরা শুক্কুর বাইরা[৩] দিন ॥"

শুক্কুর বাইর‍্যা দিন আইলে সকালে উঠিয়া।
দলের লোক চলে যত গাট্টি বুচ্‌কা লইয়া ॥
আগে চলে হুমরা বাইদ্যা পাছে মাইন্‌ক্যা ভাই।
তার পাছে চলে লোক লেখাজুখা নাই ॥
বাঁশ লইল তাম্বু লইল আর দড়ি কাছি।
তাম্বু খাটাইবার লাইগা লইল যত বাঁশের গুজি[৪] ॥+
তোতা লইল ময়না লইল আর লইল টিয়া।
সোনামুখী দইয়ল[৫] লইল পিঞ্জিরায় ভরিয়া ॥
ঘোড়া লইল গাধা লইল কত কইব আর।
সাবধানে সঙ্গে লইল রাও চণ্ডালের হাড়[৬] ॥
শিকারী কুকুর লইল শিয়াল হেজা[৭] ধরে।
মনের সুখেতে চলে বৈদেশ করিবারে ॥
সকলের মধ্যে চলে মহুয়া সুন্দরী।
তার সঙ্গে পালং সই গলা ধরাধরি ॥
এক দুই তিন কইর‍্যা মাস গুয়াইল[৮]।
বামনকান্দা গেরামে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥

১। লাইগ্যা—লাগিয়া, জন্য। ২। বৈদেশেতে—বিদেশে। ৩। শুক্কুর বাইরা—শুক্রবারের। ৪। গুজি—মাটিতে পুতিবার জন্য খুঁটা। ৫। দইয়ল—দোয়েল পাখি। ৬। রাও চণ্ডালের হাড়—রাজ চণ্ডালের হাড়, ভেল্‌কী খেলা দেখাইতে ব্যবহৃত যাদুদণ্ড। ৭। হেজা—সজারু। ৮। গুয়াইল—কাটাইল।

বামনকান্দা গ্রামে ছিলেন একঘর ব্রাহ্মণ জমিদার। বৃদ্ধ জমিদার জমিদারী দেখাশুনায় অসমর্থ। জমিদারের পুত্র নদেরচাঁদ ঠাকুর মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে জমিদারী পরিচালনা করেন। নদের চাঁদ পরমসুন্দর নবীন যুবক। সেদিন—

সভা কইর‍্যা বইস্যা আছে ঠাকুর নদ্যার চান্।
আশমানের তারার মধ্যে পূন্ন্মাসীর চান্[৯] ॥
আগে পাছে বইছে লোক সভা যে করিয়া।
পর্‌বেশ করিল লেংড়া[১০] সেলাম জানাইয়া ॥

লোকটি খোঁড়া ছিল, সে জন্য তাহার নাম লেংড়া।

"শুন শুন ঠাকুরমশয় বলি যে তোমারে।
নতুন একদল বাইন্থা আইছে তাম্‌সা[১১] দেখাবারে ॥
পরম সুন্দর এক কন্যা সঙ্গেতে তাহার।
জন্মিয়া ভর্‌মিয়া*[১২] এমুন দেখি নাইকো আর ॥"
এই কথা শুনিয়া ঠাকুর কি কাম করিল।
মা জননীর কাছে যাইয়া উপনীত হইল ॥
"শুন শুন মা জননী বলি যে তোমারে।
নতুন একদল বাইন্থা আইছে তাম্‌সা করিবারে ॥
তোমার আদেশ পাইলে মা গো আর কিছু না চাই।
আদেশ যদি কর মা গো তাম্‌সা করাই ॥"

পুত্রের আগ্রহ দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন,—

"বাইন্থার তাম্‌সা করাইতে কয়শ' ট্যাকা লাগে।"

নদের চাঁদ উত্তর দিলেন,—

বাইন্থার তাম্‌সা করাইতে একশ' ট্যাকা লাগে।"

৯। পুন্ন্মাসীর চান্—পূর্ণিমার চাঁদ। ১০। লেংড়া—হুমরাবেদের দূত। ১১। তাম্‌সা—তামাসা, কৌতুকজনক খেলা। ১২। ভরমিয়া—ভ্রমণ করিয়া।

পাঠান্তর :— *'—ভন্মিয়া—'

শুনে মা অনুমতি দিয়ে বললেন,—

"শুন শুন নছ্যার চান্ বলি যে তোমারে ॥
বাইদ্যার তামসা করাও নিয়া বাইর বাড়ীর ময়ালে[১৩]

(৩)

জমিদার বাড়ীর সম্মুখে খোলা জায়গায় বেদের দলের খেলা দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। অপূর্ব সুন্দরী মহুয়ার কথা লোকমুখে জমিদার পুত্র নদের চাঁদ আরও শুনেছেন, সেজন্য আয়োজন বেশ ভালো রকমই হল। খেলা দেখানোর সময় হলে—

হুমরা বাইদ্যা ডাইক্যা কয় "ওরে মাইন্ক্যা ভাই।
ধনুক কাড়ি[১] লয়্যা চল তাম্সা কর্তে যাই ॥"
যখন নাকি হুমরা বাইদ্যা ডুলে[২] মাইল[৩] বাড়ি।
বামুন কান্দার যত মানুষ লাগ্ল দৌড়া দৌড়ি ॥
একজনে ডাইক্যা কয় আর এক জনের ঠাই।
"ঠাকুর[৪] বাড়ী বাইদ্যার তাম্সা চল দেইখ্যা আই[৫] ॥"

খেলা আরম্ভ হল। ঠাকুর নদের চাঁদ খেলা দেখতে এসেছেন। খেলা দেখার চাইতে মহুয়াকে দেখার জন্যই তিনি বেশী উৎসুক। প্রথম দিকে মহুয়ার কোনো খেলা ছিল না, সে দেখাবে শেষ খেলা বাঁশবাজী। তরুণ যুবক নদের চাঁদ কিন্তু তাঁর অন্তরের কৌতুহল চেপে রাখতে পারলেন না।

চাইর দিকেতে বইছে[৬] লোক তাম্সা দেখিবারে।
মধ্যে বইয়া[৭] নদ্যের ঠাকুর উকি ঝুকি মারে ॥

১৩। ময়ালে—মহলে।

১। কাড়ি—বাঁশবাজীর জন্য কাঁড় বাঁশ। মৈঃ গীঃ মতে কাঠি। ২। ডুলে—ঢোলে। ৩। মাইল—মারিল। ৪। ঠাকুর—জমিদারের উপাধি। ৫। আই—আসি। ৬। বইছে—বসিয়াছে। ৭। বইয়া—বসিয়া

খেলার শেষের দিকে এল মহুয়া বাঁশবাজী দেখাতে।

যখন নাকি বাইত্যার ছেড়ী বাঁশে মাইল লাড়া[৮]।
বইস্যা আছিল নত্যার ঠাকুর উইঠ্যা হইল খাড়া॥
দড়ি বাইয়া উইঠ্যা যখন বাঁশে বাজী করে।
নত্যার ঠাকুর উইঠ্যা কয় পইড়্যা[৯] বুঝি মরে॥

বেদের দলে খেলায় গান বাজনাও ছিল। খেলার শেষে মহুয়া করতাল বাজিয়ে গান ধরল,—

"করতালের রুনু ঝুনু ডুলে মাইর বাড়ি।
গাহান করতে আইলাম আমরা নত্যা ঠাকুরের বাড়ী॥
বাজী করলাম তাম্‌সা করলাম ইনাম বক্‌সিস চাই।"

সেদিন কিন্তু মহুয়া প্রথম বুঝল, তার—

মনে বলে "নত্যার ঠাকুর মন যেন তর[১০] পাই"॥

মহুয়াকে দেখে নদের চাঁদ একেবারে মোহিত হয়ে পড়লেন। চারচক্ষুর মিলনও হয়েছে। মহুয়া চেয়েছে ইনাম বক্‌সিস, অতএব নদের চাঁদ তাঁর গায়ের—

হাজার ট্যাকার শাল দিলেন আরও ট্যাকা কড়ি।
বস্‌ত করতে হুমরা বাইত্যা চাইল একখান বাড়ী॥

এ প্রস্তাবে জমিদার নদের চাঁদ ঠাকুর অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন,—

"জমি দিবাম্ জমা দিবাম্ পাডা কইলৎ[১২] দিয়া। *—
ভালা কইর‍্যা বান্ধ বাড়ী উলুইকান্দা গিয়া॥
ডাইল দিলাম চাইল দিলাম রসুই কইর‍্যা খাইও।
নয়া বাড়ী বাইন্ধ্যা তোমরা সুখে নিদ্রা যাইও॥" —

৮। মাইল লাড়া—মারিল নাড়া। ৯। পইড়্যা—পড়িয়া। ১০। তর—তোমার। ১১। জমা=চাষের জমি। ১২। পাডা কইলৎ=পাট্টা কবুলিয়ত স্থায়ী দলিল।

পাঠ্যান্তর :—*পাডা করলাম কইলৎ করলাম।

৪

হুমরা বেদের দলে সুজন নামে একটি খেলোয়াড় ছিল। সুজন বয়সে যুবক, দলের ভালো খেলোয়াড়, গায়ে অসুরের মত শক্তি। সে জন্য তার একনাম 'কালাদেওয়া'। হুমরার ইচ্ছা সুজনের সঙ্গে মহুয়ার বিয়ে দেয়, কিন্তু মহুয়া সে প্রস্তাবে সম্মত নয়। এ বিষয়ে মহুয়ার অমতে হুমরা কিছু করতে সাহস পায় না।

সুজন মহুয়াকে ভালোবাসে, তার মন পাওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। উলুই-কান্দা গ্রামে জমিজমা পেয়ে সুজন—

নয়া বাড়ী লইয়্যা রে বাইন্থা বানাইল জুইতের[১] ঘর।

কিন্তু ভালো পছন্দসই ঘর বাঁধ্‌লে কি হবে, ওদিকে—

লীলুয়া বয়ারে[২] কন্যার গায়ে উঠ্‌ল জ্বর॥

নবীন অনুরাগের লীলাচঞ্চল হিল্লোলে মহুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার মনপ্রাণ যা চায়, তা পাওয়া তারমত বেদেনীর পক্ষে অসম্ভব বুঝে সময় সময় ব্যাকুল হয়ে কাঁদে। মহুয়াকে কাঁদতে দেখলে সুজন ছুটে আসে। এসে তার বুদ্ধি-বিবেচনা মত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে।

নয়া বাড়ী লইয়া রে বাইন্থা
আরে বাইন্থা লাগাইল বাইগন[৩]।
সেই বাইগন তুলিতে কন্যা
আরে কন্যা জুড়িল[৪] কান্দন।
"না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা,
আলো কন্যা না কান্দিও আর।
এই না বাইগন বেইচ্যা[৫] কন্যা,
দিবাম্[৬] তোমার গলার হার॥"

১। জুইতের=পছন্দমত। ২। বয়ারে=বাতাসে। ৩। বাইগন=বেগুন। ৪। জুড়িল=আরম্ভ করিল। ৫। বেইচ্যা=বিক্রয় করিয়া। ৬। দিবাম=দিতেছি।

নয়া বাড়ী কইর‍্যা রে বাইদ্যা
আরে বাইদ্যা লাগাইল উরি[৭]।
"এই না উরি বেইচ্যা কন্যা,
দিবাম্[৮] তোমার হাতের চুড়ি॥+
নয়া বাড়ী কইর‍্যা রে বাইদ্যা
আরে বাইদ্যা লাগাইল কচু।
"এই না কচু বেইচ্যা লো কন্যা,
দিবাম্ তোমার হাতের বাজু॥"
নয়া বাড়ী লইয়্যা রে বাইদ্যা
আরে বাইদ্যা লাগাইল কলা।
"এইনা কলা বেইচ্যা লো কন্যা,
দিবাম্ তোমার গলার মালা॥"
নয়া বাড়ী পাইয়া রে বাইদ্যা
আরে বাইদ্যা বানাইল চৌকারী[৯]।
চৌদিকে মালঞ্চের বেড়া
ঘরে আয়না সারি সারি॥
"এইনা ঘরে আইস লো কন্যা,
তুমি আমার গলার হার।+
তুমি না আইলে কন্যা,
আমার দুনিয়া অইন্ধকার॥+
সাধ কইর‍্যা বানাইলাম ঘর
আরে ঘর কত না যতন করি।+
তুমি না আইলে কন্যা,
আলো কন্যা, আমার গলায় ছুরি॥+

৭। উরি = শিম। ৮। দিবাম্ = দিব। ৯। চৌকারী = চৌরীঘর।

হাঁস মারবাম্ কইতর মারবাম্
আর বাইছ্যা[১০] মারবাম্ টিয়া।
ভালা কইর‍্যা রাইন্ধ বেন্নুন[১১] ॥
আলো কইন্যা কাইলা জিরা দিয়া ॥

(৫)

এক দিন না নগুার ঠাকুর
পন্থে[১] করে মেলা[২]।
ঘরের কুনায় বাত্তি জ্বলে
ভর-সইন্ধ্যা বেলা[৩] * ॥
তাম্‌সা কইর‍্যা[৪] বাইগ্যার ছেড়ী
ফির্‌ছে নিজের বাড়ী।
নগুার ঠাকুর পন্থে পাইয়্যা
তারে কয় তড়াতড়ি[৫] ॥
"শুন শুন কন্যা ওরে
তুমি আমার কথা রাখো।
মনের কথা কইবাম্ আমি
কন্যা, একটু কাছে থাকো ॥"

১০। বাইছ্যা=বাছিয়া। ১১। বেন্নুন=ব্যঞ্জন।

১। পন্থে=পথে। ২। মেলা=গমন। ৩। ভর সইন্ধ্যা বেলা=সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইলে। ৪। তামসা কইর‍্যা=খেলা দেখাইয়া। ৫। তড়াতড়ি=তাড়াতাড়ি।

পাঠান্তর :—*তিন সন্ধ্যার বেলা ॥'—মৈঃ গীঃ।

মহুয়ার কাছে এ ব্যাপার একেবারে অভাবনীয়। সে প্রথমে বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে নদের চাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে দৃষ্টি নত করে সলজ্জ কণ্ঠে বলল,—

"তুমিত সুন্দর কুমার
আমি বাইগ্যা নারী।+
একেলা এই পন্থে কথা
আমি কইতে ত না পারি॥"+

মহুয়া কথা কইতে না পারলেও তার চোখ-মুখে যা প্রকাশ পেল, তাতে সাহস পেয়ে নদের চাঁদ বললেন,—

সইন্ধ্যা বেলা চান্নি[৬] উঠে
সুরুজ্ বইসে পাটে।
সেইনা কালে যাইও কন্যা
তুমি একলা জলের ঘাটে॥
সইন্ধ্যা বেলা নদীর ঘাটে
কন্যা একলা যাইও তুমি।
ভরা কলসী কাঙ্খে[৭] তোমার
তুইলা দিবাম্+ আমি॥"

এইখানেই সেদিনের কথা শেষ। পরদিন অসুস্থতার ছল করে মহুয়া খেলা দেখাতে গেল না। সন্ধ্যা হতেই—

কলসী করিয়া কাঙ্খে
মহুয়া আইল জলে।
নদ্যার চান্ ঘাটে আইসে
সেইনা সইন্ধ্যা কালে॥

৬। চান্নি=চাঁদিনী। ৭। কাঙ্খে=কক্ষে।

পাঠান্তর :—ং'—দিয়াম—:—মৈঃ গীঃ। দিয়াম=দিতেছি—বর্ত্তমান কাল, দিবাম=দিব—ভবিষ্যৎকাল।

নদের চাঁদ এসে ঘাটের উপরে দাঁড়ালেন। মহুয়া দেখেও যেন দেখেনি, এই-ভাবে জলে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কলসী নাড়াচাড়া করতে লাগল। তার ভাবভঙ্গী দেখে নদের চাঁদ বললেন,—

"জল ভর সুন্দরী কন্যা
ঐনা জলে দিয়া মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা
কন্যা আছে নি স্মরণ ॥"

মহুয়া মুখ না ফিরিয়েই মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল,—

"শুন শুন ভিন্‌দেশী[৮] কুমার
বলি তোমার ঠাই।
কাইল বা কি কইছিলা কথা
আমার মনে নাই ॥"

প্রকৃতপক্ষে নদের চাঁদ মহুয়াকে আগের দিন এমন কিছু বলেন নি, যা সে স্মরণে রাখবে। জলের ঘাটে আসতে বলেছিলেন, তা সে এসেছে। তথাপি নিজের মনোভাব অনুযায়ী দুঃখিত হয়ে নদের চাঁদ বললেন,—

"নবীন যইবন কন্যা
ভুলা তোমার মন।
এক রাইতে এই কথাটা
তুমি হইলা বিস্মরণ ॥"

মহুয়া তার চোখের দৃষ্টি না ফিরিয়ে মাথা নীচু করে উত্তর দিল,—

তুমি বরাহ্মণ রাজার কুমার
আমি বাইদ্যা নারী।+
আমার সঙ্গে কথায় কি কাম
বুঝ্‌বার নাইসে পারি ॥+

৮। ভিন্‌দেশী = অপরিচিত অর্থে।

নদের চাঁদ এবার একটু সাহস পেয়ে বললেন,—

"বাইদ্যা বাইদ্যা কয় লোকে
কন্যা, বাইদ্যা আমি চিনি। +
তুমি না হও বাইদ্যার কন্যা
আলো কন্যা, শপথ আমি মানি॥ +
কেবা তোমার পিতা কন্যা।
কেবা তোমার মাতা।
বাইদ্যার দলে আইবার[৯] আগে
কন্যা, তুমি আছিলা কুথা॥"

এবার মহুয়ার অন্তরে জাগল একটা দারুণ হাহাকার। সে উদাস নয়নে দূরের পানে চেয়ে বলল,—

"না জানি কে পিতা মাতা
কেবা গর্ভসোদর ভাই।
সুতের[১০] শেওলা হইয়া
আমি ভাইস্যা বেড়াই॥

কপালে আছিল লিখন
বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি।
নিজের আগুনে আমি
নিজে পুইড়া মরি॥

এই দেশে দরদী নাই রে
কারে কইবাম্ কথা।
কোন জনা বুঝিব আমার
পুড়া মনের বেথা॥

৯। আইবার = আসিবার। ১০। সুতের = স্রোতের।

রাইত পোষায়[১১] আখির জলে
দিন যায় পথে পথে ।+
অভাগ্যা আমার কেউ নাই রে
সুধায়[১২] থাইক্যা সাথে ॥+
ভাইস্যা যায় রে সুতের শেওলা
সে ও ত ঘাট পায় ।+
অভাগ্যা আমার ঠাঁই
কুথায়ও না হয় ॥+
আমার দুঃখের কথা কইবার
নাইত কোনো জনা ।+
কুথায় গেলে পাইবাম্ রে আমি
আমার দুঃখের সীমানা ॥+
কি করবাম্ কুথায় যাইবাম্
নাই ঠিক ঠিকানা ।+
আমার কথা কইতে আমার
মন যে করে মানা[১৩]
আমার নাই ঠিক-ঠিকানা ॥' +

মহুয়ার চোখে জল দেখে নদের চাঁদ ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে এসে বললেন,—

"না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা,
তুমি মুছ চউক্ষের পানি ।+
তোমার চউক্ষের জল দেইখ্যা
আমার আকুল পরাণি
কন্যা, মুছ চউক্ষের পানি ॥+

১১। পোষায়=পোহায়। ১২। সুধায়=জিজ্ঞাসা করে। ১৩। মানা=নিষেধ

না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা,
মোরে সত্য কইরা বল্ ।+
কোন জনা আইনাছে তর
এমুন সুন্দর চউক্ষে জল
লো কন্যা, মোরে সত্য কইরা বল্ ॥+

নদের চাঁদের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে মহুয়া মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল,—

"আমার দুক্ষের[১৪] কথা তোমার
জাইনা কিবা কাম ।+
সুতের শেওলা আইছি
আবার ভাইস্যা যাইবাম্ ॥+
মনের সুখে রইছ ঠাকুর
সুন্দর নারী[১৫] লইয়া ।
আপন হালে[১৬] কর ঘর
সুখেতে বান্ধিয়া ।
তোমার জাইনা কিবা কাম ॥"+

নদের চাঁদ এবার মহুয়ার কথায় বাধা দিয়ে বললেন,—

"জল ভর সুন্দরী কন্যা
তোমার শানে[১৭] বান্ধা হিয়া ।
মিছা কথা কইছ তুমি
আমি না কইরাছি বিয়া ॥
তোমার কথা শুইনা আমার
ফাইট্যা যায় পরাণি ।+

১৪। দুক্ষের=দুঃখের। ১৫। নারী=এখানে অর্থ—বিবাহিত স্ত্রী। ১৬ হালে=পছন্দ মত। ১৭। শানে=পাষাণে।

চউখে দেইখ্যা কওনা কথা
একবার আমি শুনি ।।' +

এবার মহুয়া বিস্মিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নদের চাঁদকে বলল,—

"কঠিন তোমার মাতা পিতা
কঠিন তোমার প্রাণ ।
এমন যইবন তোমার
যায় অকারণ ।।
কঠিন তোমার মাতা পিতা
কঠিন তান্‌রার[১৮] হিয়া ।
এমন স্থন্দর কুমাররে তান্‌রা
না দিয়াছে বিয়া *
ঠাকুর, কঠিন তোমার হিয়া ।। +

নদের চাঁদ এবার একটু হেসে উত্তর দিলেন,—

"কঠিন আমার পিতা মাতা
কঠিন আমার হিয়া ।
তোমার মতন নারী পাইলে
করবাম্‌ আমি বিয়া ।।"

এবার মহুয়া কৃত্রিম ক্রোধে গর্জন করে উঠল,—

"লজ্‌জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর
লজ্‌জা নাই রে তর[১৯] ।
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা
ঐ না, জলে ডুইব্যা মর ।।"

১৮। তানরার=তাঁহাদের। ১৯। তর=তোর।

পাঠান্তর :—*এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া ॥

মহুয়া গর্জন করে গালাগালি দিল বটে, কিন্তু তার চোখ মুখের ভাব যা বলল, তাতে আরও সাহস পেয়ে নদের চাঁদ বললেন,—

"কোথায় পাইবাম্ কলসী কন্যা,
কোথায় পাইবাম্ দড়ি।
তুমি আমার গহীন গাঙ্গ কন্যা,
আইস আমি ডুইব্যা মরি ॥"*

(৬)

মহুয়া বুঝেছে, বেদের ঘরে প্রতিপালিতা, বেদের মেয়ে বলে পরিচিতা তার পক্ষে ব্রাহ্মণ রাজকুমার নদের চাঁদকে বিবাহ করা সম্ভব নহে ; করলে নদের চাঁদের অনিষ্ট হবে। তথাপি দিনান্তে নদীর ঘাটে তাকে দেখার লোভ সে ছাড়তে পারল না। ঘটনাটা ক্রমে লোক জানাজানি হয়ে পড়ল, হুমরার কানেও উঠল, কিন্তু সে বিশ্বাস করল না। পালং কিন্তু কথাটা একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে লক্ষ্য রাখল মহুয়ার ওপরে। শেষে একদিন পালং খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করল,—

"শুন শুন বইন[১] মহুয়া
আরে আমার মাথা খাও।
একলা কেনে সইন্ধ্যা বেলা
তুমি জলের ঘাটে যাও ॥
সারা নিশি কাইন্দ্যা পুয়াও[২]
তোমার চউক্ষে ঝরে পানি।
একটি বার মনের কথা
কওনা কেনে শুনি ॥

১। বইন = বহিন। ২। পুয়াও = পোহাও।

পাঠান্তর :—*তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি।

হাইম্ ফেইলা[৩] চাইয়া থাক
ঠাকুর বাড়ীর পানে।
নচ্যার ঠাকুর হইছে পাগল
শুন্ছি তোমার গানে ॥"
এইনা কথা শুইন্যা মহুয়া
কয় ধীরে ধীরে।
"মনের আগুন বল সই,
নিবাই কেমন কইরে ॥
নদীর পাড়ে কেওয়ার বন
ফুইট্যা রইছে ফুল। +
কোথার্তনে[৪] আইসে ভম্‌রা
হইয়া আকুল ॥ +
গুঞ্জুরিয়া আইসে ভম্‌রা
না মানে ফুলের মানা[৫] । +
কি করিতে পারে ফুল
সই, কও না নিশানা[৬] ॥ +
তুমিত পরাণের সই
শুন আমার কথা। +
তুমি সে বুঝিবা কিছু
আমার মনের বেথা ॥" +

পালংসই ব্যাপারটা বুঝল, বুঝে চিন্তিত হয়ে বলল,—

"বরাহ্মণের পুত্র ঠাকুর
তরে না লইব ঘরে। +

৩। হাইম ফেইলা=হাঁই তুলিয়া। ৪। কোথার তনে=কোথা হইতে
৫। মানা=নিষেধ। ৬। নিশানা=উপায়।

জাইনা শুইনা কিসের লাইগ্যা
মন দিলি তুই তারে ॥" +

মহুয়া দুঃখিত হয়ে উত্তর দিল,—

"ঐ না ভরা গাঙ্গের পানি
সাওর[৭] পানে ধায়। +
কেমন কইরা ধইরা রাখবাম্
সই, কওনা উপায় ॥ +
পাথর চাপা পইড়্যা ঘাটে
না রয় গাঙ্গের পানি। +
বাও বাতাস পাইলে লড়ে[৮]
যেমুন কলার পাতা খানি ॥ +
আমি ত না দিছি মন সই,
আমার মন সে গেছে উইড়া। +
কি আর কর্‌বাম্ লো আমি
খালি পিঞ্জ্‌রা আছে পইড়া ॥ +
এই না দেশ ছাইড়া চল
মোরা ভিন্ দেশেতে যাই।
বুঝাইলে না বুঝে মন
বল কি দিয়া বুঝাই ॥"

কিন্তু দেশ ছেড়ে যাওয়া তো সহজ কথা নয়। বেদেরা এখানে জমিজমা পেয়ে, বাড়ীঘর হাল-আবাদ করে, বেশ সুখে আছে। তারা এসব ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনযাত্রার পথে যেতে চাইবে কেন? এইসব চিন্তা করে বুদ্ধিমতী পালং বলল,—

"শুন শুন বইন মহুয়া,
আমার এই কথাটি রাখো।

৭। সাওর = সাগর। ৮। লড়ে = নড়াচড়া করে, ঢেউ তুলে।

সাত দিন না যাও জলের ঘাটে
তুমি ঘরে বইসা থাকো ॥
তর দুখুঃ দেইখ্যা বইন
পরাণ ফাইট্যা যায়। +
ডাকাইতের ঘরে থাইক্যা আর ত
না দেখি উপায় ॥ +
জলের ঘাটে আইলে ঠাকুর
বইলা দিবাম্[১] তারে।
কাইল নিশিতে সুন্দর নারী
গেছে তোমার মইরে ॥"

পালংএর এ প্রস্তাবে মহুয়া অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বলল,—

"আগে না বলিও সই,
ও সে মনে পাইব বেথা।
আগে আমি মইরা যাই
পরে কইও সেই কথা ॥*
চান্দ সুরুজ সাক্ষী হইও
আর সাক্ষী হইও তুমি।
নত্থার ঠাকুর হইল আমার
পরাণের সোয়ামী ॥
বাইত্থার সঙ্গে আমি লো সই,
যথায় তথায় যাই।

১। দিবাম = দিতেছি।

পাঠান্তর :—* { এই কথা শুনিয়া মহুয়া কয় ধীরে ধীরে।
আগে আমি যাইবাম্ মইরা মুরতেক না দেখিলে

আমার মন বাইন্ধ্যা রাখ্‌বো
এমন স্থান আর নাই ॥

সোয়ামীরে না পাইবাম্‌ আমি
আমি বাইদ্যা নারী ।+
রাজার পুত্র বন্ধু আমার
রাজার ঘর বাড়ী ॥+

বন্ধুরে লইয়া আমি
না হইবাম্‌ দেশান্তরী । *
বিষ খাইয়া মরবাম্‌ কিম্বা
গলায় দিবাম্‌ দড়ি ॥"

"শুন শুন পরাণের মহুয়া,
কই যে তোমারে ।+
ভাইবা চিন্ত্যা কইর কাম
সুখে থাক্‌বা পরে ॥+

রাজার পুত্র বন্ধু তোমার
বড়ো ঘরে বাসা ।+
আশ্‌মানেতে হাত বাড়াইছ
কইর‍্যা চান্দের আশা ॥+

আইজ জলে যাইবার কালে মোরে
সঙ্গে লইবা তুমি ।+
নদ্যার ঠাকুর আইলে ঘাটে
বুইঝা লইবাম্‌ আমি ॥"+

পাঠান্তর :—বন্ধুরে লইয়া আমি অইবাম্‌ দেশান্তরী ।

(৭)

নদের চাঁদের সঙ্গে আলাপ করে বুদ্ধিমতী পালং বুঝল, এদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো আর সম্ভব নয়। তখন সে নানা উপায়ে উভয়ের মিলনে সাহায্য করতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যে হুমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। নদের চাঁদ ঠাকুরের দান জমিজমা পেয়ে ভবঘুরে বেদের দল স্থায়ী বাড়ী ঘর, চাষ-আবাদ করে বেশ সুখে আছে। কিন্তু দলের সর্দার হুমরা বেদের প্রধান উপার্জন খেলা দেখানো। সে খেলায় মহুয়াই দর্শকদের প্রধান আকর্ষণ। সেই মহুয়াই যদি দল ছেড়ে পালায়, তবে সর্বনাশ। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে একদিন হুমরা তার ভাইকে বলল,—

"শুন শুন মাণিক ভাই রে
ও ভাই বলি যে তোমায়।
এইনা দেশ ছাইড়্যা চল
মোরা অন্য দেশে যাই॥

কি হইব ভাই বাড়ী ঘরে
আমি খাইবাম্ ভিক্ষা মাইগ্যা।
আমার কন্যা পাগল হইছে
নদ্যার ঠাকুরের লাইগ্যা॥"

মাইনক্যা বলে "এমুন কথা
আর না কইবা তুমি।
ছাইড়্যা যাইতে মন চলে না
এমুন সোনার বাড়ী জমি॥

শানে বান্ধা পুষ্কুন্নি রে ভাই
তার গলায় গলায় জল।

পাইক্যা আইছে সাইলের ধান[১]
ক্ষেতে সোনারই ফসল ॥

ফসল তুইল্যা* কুইট্যা[২] খাইবাম্
সাইল্যা ধানের চিড়া।
এই দেশ না ছাইড় ভাই রে
শুন আমার মাথার কিরা[৩] ॥"

মানিক ভাইয়ের বিরোধীতায় হুমরা দেশছেড়ে পালাতে পারল না, অপরদিকে দেশের জমিদার নদের চাঁদের সঙ্গে মহুয়ার মিলনে বাধা দিতেও সাহস পায় না। এইভাবে আরও কিছুদিন গেলে—

ফাল্গুন মাস চইল্যা যায় রে
চৈতর[৪] মাস আইসে।
সোনার কুইল[৫] কু ডাকে রে
গাছের ডালে বইসে* ॥

আগ্ রাঙ্গিয়া[৬] সাইল্যার ধান
উইঠ্যাছে পাকিয়া।
মাইঝ্ রাইতে নন্থার চান্
উইঠ্যাছে জাগিয়া ॥

শিয়রে আছিল আড় বাঁশি
আরে বাঁশি তুইল্যা নিল হাতে।ক

১। সাইলের ধান = পূর্ববঙ্গের বোরো ধান। ২। কুইটা = কুটিয়া। ৩। কিরা = শপথ। ৪। চৈতর = চৈত্র। ৫। কুইল = কোকিল। ৬। আগ রাঙ্গিয়া = অগ্রভাগ রাঙ্গা হইয়া।

পাঠান্তর :—*তা দিয়া।
পাঠান্তর :—*'—কু ডাকে বইস্যা গায়ছ গছে।'
ক শিরে ছিল আর বাশীটি তুল্যা নিল হাতে।'

দুইপর[৭] রাইতে চলে ঠাকুর
সেই না উলুইকান্দার পথে ॥+
ঘাটে বইস্যা বাজায় বাঁশি
সেই না নিশি রাইতে।+
ঠার দিয়া[৮] বাজাইল বাঁশি
পিয়া[৯] মহুয়ারে আনিতে ॥

আশমানেতে চৈতার বউ[১০]
আরে ডাকে ঘনে ঘন।
বাঁশি শুইন্যা সুন্দর কন্যার
আরে ভাইঙ্গ্যা গেল ঘুম ॥

সুখে ঘুমায় বাইদ্যার দল
তারা নয়া ঘরে শুইয়া।
ঘরের বাইর হইল কন্যা
রাইতে বাউড়ী[১১] হইয়া ॥

ছুইট্যা চলে পাগল কন্যা
নদীর ঘাটে আসি ॥*
আইস্যা দেখে নদ্যার ঠাকুর
বাজায় প্রেমের বাঁশি ॥

চৈতি হাওয়ায় দোল দিল রে
কন্যার বইক্ষের আইঞ্চল[১২] খানি।+

৭। দুহপর =দ্বিপ্রহর। ৮। ঠার দিয়া=সঙ্কেত করিয়া। ৯। পিয়া=প্রিয়া ১০। চৈতার বউ='বউ কথা কও' পাখি পাপিয়া। ১১। বাউরী= পাগলিনী। ১২। আইঞ্চল=অঞ্চল।

* ধীরে ধীরে চল্যা কন্যা নদীর ঘাটে আসি।'

চৈতার বউ কুইলা বইস্যা
গাছে কইছে কানাকানি ॥+

আমের গাছে জড়ায় যেমন
ঐনা সোনার মধুলতা ।+
নদ্যার চানের গলা ধইর‍্যা
কন্যা কয় মনের কথা ॥+

বাইদ্যার ছেড়ী[১৩] কান্দে ধইর‍্যা
নদ্যা ঠাকুরের গলা ।
"আমি যে পাগলিনী বন্ধু,
আরে বন্ধু, তুমি আমার গলার মালা ॥

একদিন না দেখিলে রে বন্ধু,
আমি হই যে পাগলিনী ।
পিঞ্জিরায় রাইখ্যাছে বাইন্ধ্যা
এইনা পাগলা পঙ্খিনী ॥

ফুত যদি হইলা রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, যদি ফুল হইতা তুমি ।
কেশেতে ছাপাইয়া[১৪] রাখ্‌তাম
আমি ঝাইড়্যা বান্‌তাম্‌ বেণী ॥

পাতা যদি হইতা রে বন্ধু,
আরে পাতা হইতা তুমি ।+
বইক্ষে কইর‍্যা ঢাইক্যা রাখ্‌তাম্‌
আমি টাইন্যা আইঞ্চল খানি ॥+

১৩। ছেড়ী=ছুঁড়ী, মেয়ে। ১৪। ছাপাইয়া=ঢাকিয়া, সাজাইয়া

তুমি আমার দিনের সূরুজ্ রে বন্ধু,
আমার আন্ধাইর রাইতের তারা[১৫] ।+
একদিন না দেখিলে বন্ধু,
আমি হই যে দিশা হারা ॥+

তুমি বরাহ্মণ রাজার কুমার
বন্ধু, আমি বাইদ্যা নারী ।+
চান্দের কলঙ্ক রে বন্ধু,
আমি সইতে[১৬] তো না পারি ॥+

আমি মরি জলে ডুইব্যা রে বন্ধু,
তুমি আমার মাথা খাও ।
ছাড়ান্ দিয়া[১৭] আমার আশা
বন্ধু, ঘরে চইল্যা যাও
রে বন্ধু, আমি অভাগ্যা নারী ।”

নদ্যার ঠাকুর কয় “কন্যা,
তুমি শুন দিয়া মন ।*
বিধাতা মিলাইছে লেখন
না হইব খণ্ডন ॥+

মাও ছাড়বাম্ বাপ ছাড়বাম্
ছাড়বাম্ ঘর বাড়ী ।
তোমারে লইয়্যা কন্যা

১৫। আন্ধার রাইতের তারা=ধ্রুবতারা। ১৬। সইতে=সহিতে। ১৭। ছাড়ান দিয়া=ছাড়িয়া।

পাঠান্তর :—*‘কোলাকলি গলাগলি করে দুইজন।
নদ্যার ঠাকুর কহে কথা শুন দিয়া মন ॥

আমি হইবাম্ দেশান্তরী
কন্যা, শুন দিয়া মন ॥”

রাইত ভোরে নদ্যার ঠাকুর
ফিরে নিজের বাড়ী।
সকালবেলা চলে কন্যা
লইয়া ঘাঘুরী[১৮] ॥

(৮)

রাত্রি দ্বিপ্রহরে নদের চাঁদ উলুইকান্দা গ্রামে ঘাটে বসে মহুয়ার জন্য বাঁশি বাজিয়েছিলেন। সে বাঁশি হুমরাও শুনতে পায়, পেয়ে মহুয়াকে অনুসরণ করে ঘাটে এসে,—

দুইজনে এতেক করে হুমরা তাহা দেখে।
চইল্যা গিয়া কতক দূরে পাছে পাছে থাকে ॥
পরভাত কালে মহুয়া কন্যা আইল আপন ঘরে।+
হুমরা বাইছ্যা ডাইক্যা কইল মাইন্ক্যা বাইছ্যারে ॥+
‘সন্দে[১] গুইচ্যা[২] গেল ভাই রে আর না থাকবাম এই দেশে।
আমার কথা রাইখ্যা চল যাইগা অন্য দেশে ॥
পইড়্যা থাকুক বাড়ী ঘর থাকুক সাইলের চিড়া।
এই দেশে না থাইক ভাইরে আমার মাথার কিরা[৩] ॥’

এবার মাণিক আর আপত্তি করল না। পালানোর জন্য গোপন আয়োজন চলল। যেদিন রাত্রে বেদেরা পালাবে, সেইদিন সন্ধ্যাবেলা মহুয়া ও পালং

১৮। ঘাঘুরী=গগরী, কলসী।
১। সন্দে=সন্দেহ। ২। গুইচ্যা=ঘুচিয়া। ৩। কিরা=দিব্য।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল। কিন্তু সেই রাত্রেই যে বেদের দল পালাবে, তা মহুয়া বুঝতে পারে নি। তবে এটা বুঝেছিল, এরপর যে ক'দিন তারা উলুইকান্দা থাকবে, সে ক'দিন রাত্রে নদের চাঁদের সঙ্গে বোধহয় আর মিলন সম্ভব হবে না। সেদিনও পালংসইয়ের বুদ্ধি চাতুর্যে সন্ধ্যার পর দুইজনের দেখা হলে মহুয়া কাতর কণ্ঠে নদের চাঁদকে বলল,—

"শুন শুন নছ্যার ঠাকুর,
আরে ঠাকুর, বলি যে তোমারে।
এইনা গেরাম ছাইড়া মোরা
যাইবাম্ দেশান্তরে ॥*

মাও বাপে সঙ্গে কইর‍্যা
ছাইড়া যাইব বাড়ী।
আর না আইবাম্[৪] রে বন্ধু,
এইবার হইবাম্ দেশান্তরী ।+

তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে রে বন্ধু,
এইনা শেষ দেখা।
কেমন কইর‍্যা থাকবাম্ রে বন্ধু,
হইয়া অদেখা ॥

আমি যে অবলা নারী রে বন্ধু,
আমার আছে কুল মান।
বাপের সঙ্গে না যাইলে
না রইব[৫] জাতি মান ॥‡

৪ আইবাম্ = আসিব। ৫। রইব = রহিবে।

পাঠান্তর ঃ—* 'এইনা গেরাম ছাইড়্যা যাইবাম্ আজি নিশি।'
+ 'তোর সঙ্গে যাইবাম্ রে বন্ধু হইয়া দেশান্তরী।'
‡ 'বাপের সঙ্গে নাহি গেলে নাহি থাকব মান।'

পইড়্যা[৬] রইব ঘর বাড়ী
আরে বন্ধু, পইড়্যা রইবা তুমি।
কেমন কইর‍্যা পাগ্‌লা মনরে
বাইন্ধ্যা রাখ্‌বাম্ আমি॥

আব না শুন্‌বাম্ রে বন্ধু,
ঐনা তোমার গুণের বাঁশি।
আর না জাগিয়া রে বন্ধু,
দোয়ে[৭] পুয়াইবাম্ নিশি॥

জাগিয়া না দেখ্‌বাম্ রে বন্ধু,
আরে বন্ধু তোমার সোনামুখ।
তোমার সঙ্গে ভর্‌মিয়া রে বন্ধু,
আর না পাইবাম্ সুখ॥

যাইবার কালে একটি কথা
বন্ধু, বইল্যা যাই তোমারে।
জৈতার পাহাড়* যাইও তুমি
কয়েক দিনের পরে॥

নল-খাগড়ের বেড়া দেখ্‌বা
আছে দক্ষিণ দোয়াইর‍্যা ঘর।
আমার বাড়ীত্ যাইও রে বন্ধু,
অম্‌নি[৮] বরাবর॥

সেইখানেতে আমরা সবে
বার্ষ্যার[৯] কয়মাস থাকি।

৬। পইড়্যা=পড়িয়া। ৭। দোয়ে=দোঁহে। ৮। অম্‌নি=ঐ রকম পথ দিয়া। ৯। বর্ষ্যার=বর্ষাকালের।

পাঠান্তর :—* উত্তর দেশে—'।

সেইখানেতে যাইও বন্ধু,
আমার কথা রাখি ॥+

গেরামের নাম না জানিরে বন্ধু,
তুমি জিগাইয়া[১০] লইও পথে ।+
বাইছ্যার দলের বাসা নেই না
আমি কইলাম বিধি মতে[১১] ॥+

সেইখানে যাইও রে বন্ধু,
অতিথ হইয়া তুমি ।
তোমার লাইগ্যা বার্ধ্যার মাস
পরাণ রাখবাম্ আমি ॥+

আমার বাড়ীত্ যাইও রে বন্ধু,
বইতে[১২] দিবাম্ পিড়া ।
জলপান করিতে দিবাম্
সাইল্যা ধানের চিড়া ॥

ঘরে থাকে মইষের দই রে বন্ধু,
তুমি খাইবা তিনো বেলা ।
সাইল্যা ধানের চিড়া দিবাম্
আরও দিবাম্ সব্‌রি কলা[১৩] ॥

মনে যদি লয় রে বন্ধু,
তুমি রাইখো অবাগীর কথা ।
দেখা করতে যাইও রে বন্ধু
খাওরে আমার মাথা ॥

১০। জিগাইয়া=জিজ্ঞাসা করিয়া। ১১। বিধিমতে=যাহা আমি জানি
১২। বইতে=বসিতে। ১৩। সবরি কলা=মর্তমান কলা।

এইখানে থাকিলে বন্ধু,
আর না হইব দেখা ।+
আইজের দেখা শেষ দেখা রে বন্ধু,
আর কোথায় হইব দেখা ॥' +

(৯)

রাইতের নিশি ঘোর হইল
জুনাকি না দেয় বাতি ।+
উলুই কান্দার মানুষ রে ভাই
ঘুমাইছে নিশুতি ॥+

গাছে না ডাকে চৈতার বউ
ফুলে নাই ভমরা[১] ।+
গেরামে কুকুর কান্দে রে ভাই
রাইত দুঃখে ভরা ॥+

সেইনা কালে বাইছ্যার দল
আন্ধাইর্যা নিশিতে ।
পলাইল বাড়ী ছাইড়্যা
মহুয়ারে লয়্যা সাথে ॥*

পইড়্যা রইল ঘর দরজা
বাড়ী জমিন্ পড়া[২] ।

১ । ভমরা = ভ্রমর । ২ । পড়া = মালিক হীন ।

পাঠান্তর :—* বাঁশ লইল দড়ি লইল সকল লইল সাথে ।

এই কথানা শুইন্যা লোকের
লাগে চমকৃতারা[৩] ॥

যখন নাকি নইদ্যার ঠাকুর
এই কথা শুনিল।
খাইতে বইস্যা মুখের গরাস[৪]
ভূমিতে ফালাইল ॥
মায়ে ডাকে বাপে ডাকে
ঠাকুর না শুনে কারও কথা।
নদ্যার ঠাকুর পাগল হইল
সকল লোকের মনে বেথা ॥*

১০

নদের চাঁদের সঙ্গে সন্ধ্যারাতে দেখা হয়েছিল মহুয়ার। সেই রাতেই যে বেদের দল পালাবে, তা দু'জনে বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারলে মহুয়াকে নিয়ে পালানো সহজ হত না, দেশের জমিদার নদের চাঁদ। মহুয়াকে নিয়ে বেদের দলের নিরুদ্দেশের সংবাদ পেয়ে নদের চাঁদ একেবারে পাগল হয়ে গেলেন। পাগল নদের চাঁদ বেদেদের পরিত্যক্ত পাড়ায় ঘোরেন, আর কাঁদেন,—

'এইনা ভাঙ্গা ঘর পইড়্যা রইছে
চালে নাই রে ছানি[১]।
পিঞ্জিরা করিয়া খালি
হায় রে উইড়্যাছে পঙ্খিনী ॥

৩। চমকতারা=অতি বিস্ময়ের চমক। ৪। গরাস=গ্রাস।
১। ছানি=ছাউনি।

পাঠান্তর :—*'—সকল লোকে কয়।'

এইত না উঠানে কন্যা
নিরালায় বসিয়া।
বিনা সূতে গাস্থিত মালা
আমার লাগিয়া ॥

দিন যায় রে মাস যায় রে
আর না হয় দেখা।
আমার পরাণের পঙ্খী
কোথায় রইছে একা ॥+

সাক্ষী আছ চান্দ সুরুজ্
আশমানের তারা।+
কোন বা দেশে গেল আমার
পরাণ পিয়ারা ॥+

আছিলাম বরাহ্মণের পুত্র
হায় রে কপালের এই লেখা।
কোন বা ক্ষেণে[২] হইলরে আমার
বাইদ্যার কন্যার সঙ্গে দেখা ॥"+

কিছুদিন পরে নদের চাঁদ একটু সুস্থ হলেন। তাঁর মনে পড়ল, মহুয়া জৈতার পাহাড়ে খোঁজ করতে বলেছিল। মনে পড়তেই তিনি তীর্থযাত্রার ছলে বিদায় নিতে গেলেন মায়ের কাছে।

'বিদায় দেও গো মা জননী
বিদায় দেও আমারে।
তীর্থ করিতে আমি
যাইবাম্ দেশান্তরে ॥

২। ক্ষেণে = ক্ষণে।

ভাত রাইন্ধো মা জননী
না ফালাইও ফেনা[৩]।
আমি পুত্র বৈদেশে যাইতে
না করিও মানা[৪] ॥

বিদায় দেও গো মা জননী
বিদায় দেও আমারে।
তীর্থ করিতে যাইবাম্
আমি দূর দেশান্তরে ॥"

মায়ে বলে "পুত তুমি
আমার আঙ্খির তারা।
তিলেক দণ্ড না দেখিলে
আমি হই যে পাগল পারা ॥

তোমারে না দেখিলে পুত্র
আমি গলায় দিবাম্ কাতি[৫]।
তুমি পুত্র বিনে যে নাই
আমার বংশে দিতে বাতি ॥

ভিক্ষা মাইগ্যা খাইয়াম্ আমি
তোমারে লইয়্যা।
উরের[৬] ধন দূরে দিবাম্
তবু না দিবাম্ ছাড়িয়া ॥

৩। ভাত=ফেনা—পূর্ববঙ্গে কোনো কোনো অঞ্চলে বিশ্বাস, মায়ে ভাত রাঁধিয়া যদি ফেন না ফেলেন তবে বিদেশ গত পুত্রের কোনো বিপদ ঘটে না। ৪। মানা=নিষেধ। ৫। কাতি=কাটারি ছুরি বা দড়ি। ৬। উরের ধন=বুকের বা কোঁচের।

ওরে আধা পিঠ খাইল মায়ের
পুতের গুয়ে আর মুতে।
আধা পিঠ খাইল মায়ের
দারুণ মাঘ মাইস্যা শীতে ॥

ওরে বিদেশে বিবাসে[৭] যদি
মায়ের পুত্র মারা যায়।
দেশে না জানিবার আগে
জানে কেবল মায় ॥

পরবুধ্[৮] না মানে মনে
কেম্‌নে থাকবাম্ ঘরে।
তুমি পুত্র ছাইড়্যা গেলে
আমি যাইবাম্ মইরে ॥"

নদের চাঁদের তীর্থযাত্রায় মা সম্মতি দিলেন না। কিন্তু তাঁকে যে তাঁর 'পরাণ পিয়ার' সন্ধানে যেতেই হবে। তাই একদিন—

রাইতের নিশাকালে পুত্র কি কাম করিল।
উর্‌দিশে[৯] মায়ের পায়ে পর্‌ণাম করিল ॥
"সাক্ষী হইও চান্দ সূরুজ সাক্ষী হইও তুমি।
ঘর ছাইড়্যা বৈদেশী হইলাম আইজ হইতে আমি ॥
মা রইল বাপ রইল রইল রে সোদর ভাই।
সকল থাকিতে আমার কেউ যেন আর নাই ॥
চান্দ সূরুজে পর্‌ণাম করি পর্‌ণাম করি সবে।
বৈদেশে যাইবার লাইগ্যা পর্‌ণাম করি বাপে ॥"*

৭। বিবাসে=বিপাকে। ৮। পরবুধ=প্রবোধ। ৯। উরদিশে=উদ্দেশে।

পাঠান্তর :—* 'মায় বাপে পন্নাম করি যাইব বৈদেশে।

পিরিতের দায় বড়ো দায় রে
না মানে কোনো মানা।+
হাড়ি ডোম না মানে রে ভাই
রাজা হয় দেওয়ানা[১০] ॥+
রাজার কুমার বরাহ্মণ ঠাকুর*
কি কাম করিল।
বাইদ্যার ছেড়ীর লাইগ্যা ঠাকুর
বৈদেশী হইল ॥

(১১)

কিসের গয়া কিসের কাশী কিসের বিন্দাবন।
বাইদ্যার কন্যা খুইজা ঠাকুর ভর্‌মে[১] তির্‌ভুবন[২] ॥
একমাস দুইমাস কইর‍্যা ভালা তিন মাস যায়।
খুইজ্যা না পাইল দেখা ভর্‌মিয়া বেড়ায়।
কোথায় আছে জৈতার পাহাড় কোথায় গহীন বন।
পাগল হয়্যা নদ্যার চান্দ ভর্‌মে তিরভুবন ॥
পন্থে যারে দেখে ঠাকুর ডাইক্যা পুছ্‌করে[৩]।
"বিদেশী বাইদার লাগাল[৪] পাইবাম্‌ কত দূরে ॥"

জমিদার নদের চাঁদের ভয়ে বেদের দল নিকটে কোথাও থামে নি। মহুয়াকেও তারা আবরু দিয়ে ঢেকে পথ চলেছে। সে জন্য নদেরচাঁদ তিন মাসের মধ্যে

১০। দেওয়ানা=ভাবোন্মাদ পথের ভিখারী।

১। ভর্‌মে=ভ্রমণ করে। ২। তির্‌ভুবন=ত্রিভুবন। ৩। পুছ্‌করে=প্রশ্ন করে। ৪। লাগাল=নাগাল, সান্নিধ্য।

পাঠান্তর—* 'রাত্র নিশাকালে ঠাকুর—'।

কোনো সন্ধান পেলেন না। শেষে একদিন একমাঠে অনেকগুলি রাখাল দেখে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,—

"গরু রাখো রাউখাল[৫] ভাইরে কর লড়ালড়ি[৬]।
এই পন্থে যাইতে নি দেখ্‌ছ[৭] মহুয়া সুন্দরী ॥

মেঘের মতন কেশ কন্যার তারার মতন আঁখি।
এই দেশে নি উইড়্যা আইছে আমার তোতাপাখি ॥

বাঁশ বাইয়া বাজী করে সুন্দর বাইদ্যার নারী।
চাঁচর চিকণ কেশ কন্যার পরম সুন্দরী ॥

বনে ফুটে ফুল রে ভালা পুন্নিমায় জোছনা।
আন্ধাইর ঘরে থইলে[৮] কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা ॥*

বনের শোভা ফুল রে ভাই পর্‌বতের শোভা মণি।+
বাইদ্যার তাম্‌সার শোভা রে ভাই মহুয়া পঙ্খিনী ॥+

তারই লাইগা দেশে দেশে আমি ঘুইর্‌যা মরি।+
তোমরা নি দেইখ্যাছ ভাইরে সেই সে বাইদ্যা নারী ॥"+

এইখানে বেদের দল ছাউনি ফেলে কয়েক দিন থেকে খেলা দেখিয়েছিল। রাখালেরা সেই ছাউনির জায়গাটা নদের চাঁদকে দেখাল। কিন্তু সেখান থেকে বেদের দল কোথায় গিয়েছে, তা তারা বলতে পারল না। নদের চাঁদ সেই ছাউনির জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখেন আর কাঁদেন,—

"এই না ঘাটে ভরিত জল রে
(আরে ভালা,) আমার মহুয়া সুন্দরী।

৫। রাউখাল=রাখাল। ৬। লড়ালড়ি=ছুটাছুটি। ৭। দেখ্‌ছ=দেখিয়াছ। ৮। থইলে=থুইলে।

পাঠান্তর:—* { বনে ফুটে ফুল রে ভালা পরবতে জ্বলে মণি।
আন্ধাইর ঘরে থইলে কন্যা কাঞ্চা সোনা জ্বলে ॥"

এইনা ঘাটের জলে রে আমি
ডুইব্যা কেন্ না মরি ॥
এইনা পন্থে চলিত কন্যা
কাঙ্কে কলসী লইয়া
আমি থাক্‌লে দেখ্‌তাম তারে
এই না দূরে দাঁড়াইয়া ॥*
উইড়্যা যাওরে আশমানের পঙ্খী ✢
তোমার নজর বহু দূর।
এই না পন্থে বাইদ্যার দল
আরে গেল কত দূর ॥
উইড়্যা যাও রে আশমানের পঙ্খী
তোমরা ফির দেশ দেশ। +
লাইম্যা[১] আইস্যা কইয়া যাও
আমার মহুয়ার উর্‌দেশ ॥ +
কোথায় গেলে পাইবাম্ লো কন্যা,
আমি তোমার দরশন।
তোমারে না পাইলে কন্যা
আমার হইব মরণ ।⁂
কোন বা দেশে যাইবাম্ রে আমি
কোন বা নদীর পার। +
কোন বা দিগে গেলে রে আমি
পাইবাম্ জৈতার পাহাড় ॥" +

১। লাইম্যা—নামিয়া।

পাঠান্তর :—*'দূরে থাক্যা আমি রূপ ভালা দেখ্‌তামরে চাহিয়া'
✢'—যাওরে পশুপঙ্খী—'।
⁂'তিলেক আদেখা হইলে আছিল মরণ ॥'

যেইখানে বসিয়া কন্যা করিত রন্ধন।
তথায় বইস্যা নদ্যার ঠাকুর জুড়িল[১০] কান্দন ॥

ঘোড়ার খুরের দাগ আছে ছাগলের ঘাস।
এইখানে আছিল কন্যা দারুণ বৈহাক[১১] মাস * ॥

বৈহাক জৈষ্ঠ দুই মাস গেল এই মতে।
কাইন্দ্যা বেড়ায় নদ্যার ঠাকুর উচা নীচা পথে ॥

আষাঢ় শাওন দুই মাস এই মতে যায়।
পূবেতে গর্জ্জিয়া দেওয়া[১২] পশ্চিমেতে ধায় ॥

পেটে নাই রে ভাত ঠাকুরের চউখে[১৩] নাইরে ঘুম।+
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা অক্ষির কুনার পইড়্যা গেল চুন ॥+

রাজার কুমার নদ্যার চান্ মেঘে ভিইজ্যা যায়।+
রইদে পুইড়্যা সোনার অঙ্গ কালি ঢালে গায় ॥+

ভাদ্দর আশ্বিন মাস আরে গেল এই মতে।
দিন রাইত নদ্যার ঠাকুর খুঁজে নানান্ পথে ॥

বাড়ীতে দুর্গার পূজা কান্দে বাপ মায়।
খালি মণ্ডপ পইড়্যা রইল নদ্যার ঠাকুরের দায়[১৪] ॥

মাও রইল বাপ রইল রইল রে সোদর ভাই।
মেঘে ভিইজ্যা রইদে রে পুইড়্যা রজনী পোয়াই ॥

কাত্তিক মাসে কাত্তিক বরত[১৫] পুত্রের লাগিয়া।
আক্ষি ঘোর হইল মায়ের কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

১০। জুড়িল=আরম্ভ করিল। ১১। বৈহাক=বৈশাখ। ১২। দেওয়া=মেঘদেবতা। ১৩। চউখে=চক্ষে। ১৪। দায়=জন্য। ১৫। বরত=ব্রত।

পাঠান্তর*—কন্যা ফালগুণ চৈতের মাস ॥'

(১২)

বর্ষা সমাগমে বেদের দল আশ্রয় নিয়েছিল তাদের বর্ষাকালীন বাসস্থান জৈতার পাহাড়ের বনভূমিতে। বর্ষা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু বেদের দল ব্যবসার জন্য বিদেশে যেতে পারছে না ; কারণ, তাদের প্রধান খেলোয়াড় মহুয়া অসুস্থ। ব্যাপার দেখে—

দলের যত বাইদ্যা-লোক করে বলাবলি।
"ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যার যইবন হইল কালি॥
নিদ্রা নাই সে যায় কন্যা না ছুঁইয়ে[১] ভাত পানি।
মাথার বিষেতে কন্যা হইয়্যাছে পাগলিনী॥
সর্বাঙ্গে বাতের বেদনা আইঞ্চল পাতিয়া।
ধূলায় গড়ি[২] যায় কন্যা* কান্দিয়া কান্দিয়া॥
ভাত নাই সে রান্ধে কন্যা খেলায় নাই সে মন।
এই কন্যা না বাঁচিব+ এহার সংশয় জীবন॥"

মহুয়ার যখন এই রকম অবস্থা তখন একদিন—

আঘন[৩] মাসের অল্প শীত বংসাই নদীর পাড়ি।
ঘাটের পথে নদ্যার চান্ পাইল মহুয়া সুন্দরী॥
সাপে যেমন পাইল মণি রে পিয়াসী পাইল জল।
জলে পদ্মফুল দেইখ্যা ভমরা পাগল॥*

দীর্ঘ ছ'মাস পরে দু'জনের দেখা হল, দু'জনেই আনন্দে বিভোর, কোনো বিচার বিবেচনার অবকাশ নেই। মহুয়া নদের চাঁদকে পরামর্শ দিল হুমরা বেদের বাড়ীতে অতিথ হতে। মহুয়ার পরামর্শ মত—

সইন্ধ্যাকালে অতিথ আইল ভিন্‌দেশেতে বাড়ী।
কলসী লইয়া জলে যায় মহুয়া সুন্দরী॥

১। ছুঁইশে=ছোঁয়। ২। গড়ি=গড়াগড়ি। ৩। আঘন=অঘ্রাণ।

পাঠান্তর :—*'ছয়মাস যায় কন্যার—'।
+'এইরূপ হইয়াছিল কন্যার—'।
*পদ্ম ফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল॥'

দেল ভরিয়া[৪] কন্যা করিল রন্ধন।
জাতি দিয়া নদ্যার ঠাকুর করিল ভোজন॥

মহুয়ার জীবনের আশা হুমরা একরকম ছেড়েই দিয়েছিল। নদের চাঁদ এলে মহুয়ার ভাব দেখে হুমরা ভাবতে লাগল,—

ছয় মাইস্যা মরা যেন উইঠ্যা হইল খাড়া।
আইজ কেনে অকর্‌স্মাত কন্যা হইল এমন ধারা॥
হুমরা বাইদ্যা ডাইক্যা কয় "ওরে মাইন্‌ক্যা ভাই।
ভিন্‌দেশী অতিথরে আইজ করিব পরখাই[৫]॥"

হুমরা অপেক্ষা মাণিকের বিষয়বুদ্ধি ছিল বেশী। মহুয়া ও নদের চাঁদের মিলনে মাণিকের তেমন কোনো আপত্তি ছিল না। হুমরার প্রস্তাব মত মাণিক নদের চাঁদকে বলল,—

"আমার কাছে থাক ঠাকুর সুখে কর বাস।
দেশে দেশে ঘুইর‍্যা ফির্‌বা লইয়া দড়ি বাঁশ॥
যত্ন কইর‍্যা শিখ্‌বা খেলা থাইক্যা মোদের পাশে।
আষ্ট মাস ঘুইরা আমরা বেড়াই দেশে দেশে॥"+
ঠাকুর নদের চাঁদ মাণিক বেদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন।

(১৩)

জমিদার পুত্র নদেরচাঁদ ঠাকুর বেদের দলে ভর্তি হয়েছেন, সাধ্যমত বেদের খেলাও শিখ্‌ছেন; কিন্তু—

বরাহ্মণের পুত্র ঠাকুর রাজার কুমার।+
বাইদ্যার খানা না খায় ঠাকুর দেইখ্যা চমৎকার॥+

৪। দেল ভরিয়া=প্রাণঢালিয়া। ৫। পরখাই=পরীক্ষা করিয়া।

পাঠান্তর:—+ বার মাস ঘুইর‍্যা আমরা ফিরি দেশে-দেশে॥'

বাইদ্যার খানা শিয়াল হেজা[১] ভামের[২] পোড়া মাস্[৩] ।+
গন্ধে নাকে হাত দেয় ঠাকুর বন্ধ কইর‍্যা শ্বাস ॥+
বাইদ্যার ঘরে না থাকে ঠাকুর থাকে বিরিক্ষের তলে ।+
দেইখ্যা শুইন্যা হুম্‌রা বাইদ্যা পইড়্যা গেল গোলে[৪] ॥+
"বাইদ্যার দলে না থাক্‌বো ঠাকুর যাইব পলাইয়া ।+
আমার মাথা ভাইঙ্গ্যা দিয়া যাইব কন্যা লইয়্যা ॥"+

আন্ধাইরা রাইতের নিশি আরে ভালা, আশমানে জ্বলে তারা ।
ভাইব্যা চিন্ত্যা হুমরা বাইদ্যা উইঠ্যা হইল খাড়া ॥
এই দিন হইল কিবা শুন দিয়া মন ।
মহুয়ার শিয়রে বইস্যা বাইদ্যা ডাকে ঘনে ঘন ॥
মহুয়া ঘুমাইছে সুখে হইয়া অচেতন ।+
পরাণের বন্ধুরে কন্যা দেখিছে স্বপন ॥+
স্বপন না দেখে কন্যা শুনে দেওয়ার[৫] ডাক ।+
দেওয়ার গর্জনে শুনে 'আমি যে তোর বাপ ॥+
উঠ কন্যা মহুয়া গো কত নিদ্রা যাও ।
আমি তোর বাপে ডাকি আঙ্খি মেইল্যা চাও ॥'

চম্‌কিয়া উঠিল কন্যা বাপের ডাক শুনি ।
চোউখ চাইয়া দেখে কন্যা জ্বলন্ত আগুনি ॥
হুমরার চোউখ দেইখ্যা মহুয়া ভয়ে থর থর ।+
হুমরা কয় "তুমি কন্যা ভয় নাই সে কর ॥+
ষুল বচ্ছর পাইল্যাছি কন্যা কতনা দুঃখ করি ।
আমার কথা রাখো আইজ মহুয়া সুন্দরী ॥

১। হেজা = সজারু। ২। ভাম = নেউল। ৩। মাস = মাংস। ৪। গোলে = বিভ্রান্তির মধ্যে। ৫। দেওয়ার = মেঘের।

এই ছুরি লইয়া তুমি যাও নদীর পাড়ে।
শুইয়া আছে নদ্যার ঠাকুর মাইর‍্যা আইস তারে ॥
ভিন্‌দেশী দুশ্‌মন্‌ সেই যাদুমন্ত্র জানে।
বইক্ষেতে হানিয়া ছুরি মারহ পরাণে ॥
আমার মাথা খাওরে কন্যা আমার মাথা খাও।
দুশ্‌মনে মারিয়া ছুরি সায়রে[৬] * ভাসাও ॥'

ডুইব্যা গেল আশ্‌মানের তারা
আরে চান্দে না যায় দেখা।
এমুন সুনালী চান্নীর[৭] রাইত
আইজ আবে[৮] পড়ল ঢাকা ॥
ভাইব্যা চিন্ত্যা মহুয়া কন্যা
আরে কি কাম করিল।
বাপের হাতের ছুরি লয়্যা
নদীর পাড়ে গেল ॥+
পায়ে পড়ে মাথার চুল কন্যার
চউক্ষে ঝরে পানি।
উপায় চিন্তিয়া[৯] কন্যা
আইজ হইল উন্মাদিনী ॥
নদীর পাড়ে হিজল গাছ
তলায় পাতার বিছানা।
নদ্যার চান্‌ শুইয়া আছে
হইয়া মইতানা[১০] ॥

৬। সায়রে=বড়ো নদীতে ৭। চান্নীর=চাঁদিনীর। ৮। আবে=অভ্রে, খণ্ডমেঘে। ৯। চিন্তিয়া—স্থির করিয়া। ১০। মইতানা=আনন্দে মাতিয়া।

পাঠান্তর :—*'—সাওরে—॥'—মৈঃ গীঃ। সাওরে=সাগরে।—ইতি সম্পাদক
+'বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল ॥'

আশমানের চান্দ যেমন
জমিনে[১১] পড়িয়া।
নিদ্রা যায় নদ্যার চান্দ
অচৈতন্য হইয়া॥
পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া
কন্যা বসিল শিয়রে।
চান্দ মুখ দেইখ্যা কন্যার
দুই আঙ্খি ঝরে॥+
বার বার উঠায় ছুরি
নিজের বইক্ষে মারিবারে।+
বার বার লামায় ছুরি
চান্দ মুখ হেরিবারে॥+
একবার দুইবার কন্যা
তিন বার করি।
উঠাইল লামাইল কন্যা
বিষলক্ষের ছুরি[১২]॥

নদের চাঁদের চাঁদমুখ দেখে মহুয়ার আর মরা হল না। সে নদের চাঁদের ঘুম ভাঙ্গাল—,

'আরে উঠ উঠ নদ্যার ঠাকুর
তুমি কত নিদ্রা যাও।
অভাগী মহুয়া ডাকে
একবার আঙ্খি মেইল্যা চাও॥'

কাঞ্চা ঘুমে জাগে ঠাকুর স্বপন দেখিয়া।
'কি কর কি কর' বইল্যা বসিল উঠিয়া॥

১১। জমিনে=মাটিতে। ১২। বিষলক্ষের ছুরি=বিষাক্ত ছুরি।

শিয়রে বসিয়া দেখে কান্দিছে সুন্দরী।
হাতে তুইল্যা লইছে কন্যা বিষলক্ষের ছুরি॥

'শুন শুন পরাণের ঠাকুর
আরে শুন মোর কথা।
কঠিন তোমার পরাণ পিওয়া[১৩]
কঠিন মাতা পিতা॥
শানে বান্ধা হিয়া রে বন্ধু,
আমার শানে বান্ধা প্রাণ।
তোমারে বধিতে আইজ
বাপে কহিল সন্ধান॥
পাষাণ বাপে দিল রে ছুরি
বন্ধু, তোমারে বধিতে।
কি রূপে বধিব তোমায়
নাই সে লর চিতে॥
পাষাণ আমার মাও বাপ
পাষাণ আমার হিয়া।
কেম্‌নে ঘরে যাইবাম্‌ রে আমি
তোমারে মারিয়া॥
জ্বালিয়া ঘিয়ের বাত্তি
কেম্‌নে ফু দিয়া নিবাই।
তুমি আমার পরাণের বন্ধু
আমার আর যে লক্ষ্য[১৪] নাই॥
বরাহ্মণের পুত্র রে বন্ধু,
তুমি রাজার ছাওয়াল[১৫]।

১৩। পিওয়া=প্রিয়া। ১৪। লক্ষ্য=অবলম্বন। ১৫। ছাওয়াল=ছেলে।

তোমার সুখের ঘরে রে বন্ধু,
আমি হইলাম কাল ॥
পলাইয়া মায়ের ধন তুমি
মায়ের কাছে যাও।
সুন্দর নারী বিয়া কইর‍্যা
সুখে বইস্যা খাও ॥
তোমার পায়ে ফুইট্‌লে কাঁটা
আমি যাইয়াম্‌ মইরে। +
পাষাণ হইয়া বাপ মাও
আইজ বধিল আমারে ॥ +
কি কইর্‌তে কি করিলাম রে আমি
নাই সে পাই দিশা।
অর্‌দিশ্‌[১৬] হইয়া রে আমি
আইজ চউক্ষে দেখি নিশা ॥ +
তুমি আমার পরাণের বন্ধু
আমার মাথা খাও। +
অবাগী মহুয়ারে ছাইড়্যা
বন্ধু, ঘরে চইল্যা যাও ॥ +
এইনা পাতার বিছান রে বন্ধু,
এই হিজল গাছের তলে। +
এই বিছানে মরবাম্‌ রে আমি
এই ছুরি দিয়া গলে ॥ +
আমার মরণ দেইখ্যা রে বন্ধু,
তুমি দুঃখ পাইবা মনে। +

১৬। অর্‌দিশ—দিশাহারা।

আগে তুমি পলাও রে বন্ধু,
না থাইক এই ক্ষণে ॥” +

বিস্মিত নদের চাঁদ ব্যাকুল হয়ে বললেন,—

“মাও ছাইড়্যাছি বাপ ছাইড়্যাছি
আমি ছাইড়্যাছি জাতি কুল।
ভ্রমর হইলাম রে কন্যা,
তুমি আমার বনের ফুল ॥
তোমার লাগিয়া রে কন্যা,
আমি ফিরি দেশ বিদেশে।
তোমারে ছাড়িয়া কন্যা,
আমি না যাইবাম্ আর দেশে ॥
কি কইবাম্ বাপ মায়ে
কেম্‌নে যাইবাম্ ঘরে।
সব ছাইড়্যা আইছি আমি
কন্যা, তোমারে পাইবার তরে ॥
তোমায় যদি না পাই কন্যা,
আমি আর না যাইবাম্ বাড়ী।
এই হাতে মার লো কন্যা
তুমি আমার গলায় ছুরি ॥”

এইনা কথা শুইন্যা কন্যা
আরে কি কাম করিল। +
পাগল হইয়া কন্যা
বন্ধুরে বইক্ষে লইল ॥ +
‘আর না বলিও বন্ধু,
তুমি অমন কথা মুখে। +

আর বার বলিলে আমি
মইর‍্যা যাইয়াম্ দুঃখে ॥ +
পইড়্যা থাকুক বাপ মাও
পইড়্যা থাকুক ঘর।
তোমারে লইয়া রে বন্ধু,
আমি যাইবাম দেশান্তর ॥
দুই আঞ্খি যেই দিগে যায়
বন্ধু, যাইবাম্ সেইখানে।
আমার সঙ্গে চল রে বন্ধু,
যাইগা[১৭] গহীন বনে ॥
বাপের আছে তাজী ঘোড়া[১৮]
ঐ না নদীর পাড়ে।
দুই জনাতে উইঠ্যা চল
যাইগা দেশান্তরে ॥'[১৯]

(১৪)

বেদের দলের শিক্ষিত খেলোয়াড় বড়ো ঘোড়া। সে ঘোড়ায় চ'ড়ে মহুয়াও খেলা দেখাত। ঘোড়া তার বশীভূত। নদের চাঁদকে নিয়ে মহুয়া ঘোড়ায় উঠল।

আবে চাঁন্দে ঝিলি মিলি[১] নদীর কুল দিয়া।
দুই জনে চলিল ভালা ঘোড়ায় সুয়ার হইয়া ॥
চান্দ আর সুরুজ্ যেন ঘোড়ায় চড়িল।
চাবুক খায়্যা বাজীর ঘোড়া শোনেতে[২] উড়িল ॥

১৭। যাইগা=যাই গিয়া। ১৮। তাজী ঘোড়া=বড়ো ঘোড়া।
১। আবে চান্দে ঝিলিমিলি—খণ্ড খণ্ড মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ঝলকে ঝলকে জ্যোৎস্না। ২। শোনেতে—শূন্যে।

পাকা ঘোড়-সওয়ার মহুয়া সেই রাত্রে ঘোড়া চালিয়ে বহুদূর গিয়ে এক বড়ো নদীর তীরে পৌছে ঘোড়া থামাল। দেশটা তার পরিচিত। এই বড়ো নদী পার হতে পারলেই তারা অনেকটা নিরাপদ হতে পারে, ঘোড়ার আর প্রয়োজন নেই। মহুয়া ঘোড়াটার গায়ে হাত দিয়ে আদর করে বলল,—

'বাপের বাড়ীর তাজী ঘোড়া আরে আমার মাথা খাও।
যেই দেশেতে বাপ-মাও সেই দেশেতে যাও॥
বাপের আগে কইও ঘোড়া কইও মায়ের আগে।
তোমার কন্যা মহুয়ারে খাইছে জঙ্গলার বাঘে॥
না জানিব বাপ মায় আমার এইনা শেষ*।
চান্দ সূরুজে সাক্ষী কইর‍্যা ছাইড়্যা যাইবাম্ দেশ॥"

লাগাম ছাড়িয়া ঘোড়ার পিষ্ঠে মাইল থাপা[৩]।
ছুইট্যা গেল দৌড়ের ঘোড়া যথায় বাইদ্যার দফা[৪]॥

এবার মহুয়ার সম্মুখে আর এক সমস্যা, কি করে নদী পার হবে! রাজার কুমার নদের চাঁদের এ ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তিনি সাঁতার দিয়ে পার হওয়ার প্রস্তাব করলে মহুয়া হেসে বলল,—

'বিস্তার পাহাইড়্যা নদী ঢেউয়ে মারে বাড়ি[৫]।
এমন তরঙ্গ নদী কেম্‌নে দিয়াম্ পারি॥
চর পইড়্যা যাও রে নদী দুই চার দণ্ডের লাগি।
পার হইয়া যাইয়াম্ মোরা এই ভিক্ষা মাগি॥"

চিন্তিত মহুয়া নদের চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে চলল নদীর কূলে কূলে, কিন্তু কোথাও—

নদীতে না পাইল চড়া উজান বাঁকে পানি।
না আছে গুদারা নাও[৬] না আছে পাটুনি[৭]॥+

৩। মাইল থাপা=থাপ্পর মারিল। ৪। দফা=আস্তানা, বাসা। ৫। বাড়ি =জোরে আঘাত। ৬। গুদারা নাও=খেওয়া নৌকা। ৭। পাটুনি=পাটনি।

এমন সময় দূরে নদীর ওপরে সাদা পাখির মত কিছু দেখে নদের চাঁদ মহুয়ার দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করলে মহুয়া বলল,—

'পঙ্খী নয় পঙ্খী নয় রে বন্ধু, উড়াইয়া দিছে পাল।
এই সে ডিঙ্গায়[৮] উইঠ্যা যাইবাম্ যা থাকে কপাল॥
এইনা আসে সাধুর ডিঙ্গা ভরা[৯] বোঝাই করি।
এই ডিঙ্গায় যাইয়াম্ আমরা এইনা দেশ ছাড়ি॥' +

ডিঙ্গা নিকটে এলে মহুয়া ডিঙ্গার বণিককে ডেকে বলল,—

শুন শুন ভিন্‌দেশী সাধু[১০] ডিঙ্গাখানি ভিড়াও।
বিপদে পইড়্যাছি মোরা পরাণে বাঁচাও॥ } *
গহীন গম্ভীরা নদী সাঁতার না জানি।
পার কইর‍্যা দিলে বাঁচে এ দুটি পরাণি॥"

ডাক শুইন্যা আইল সাধু ডিঙ্গার বাইর হইয়া। +
কন্যারে দেখিয়া সাধু উঠে চমকিয়া॥ +
স্বর্গের উর্‌বশী কিম্‌বা আশমানের চান্দ। +
জমিনেতে লাইম্যা আইছে পাইত্যা[১১] রূপের ফান্দ॥ +
কন্যারে দেখিয়া সাধুর মন হইল পাগল।
মাঝি মাল্লায় ডাইক্যা কয় 'দেখ কত আছে জল॥ ✣
কুলেতে ভিড়াও নাও উঠুক দুইজন।
উঠিতে না হয় কষ্ট হইবা সাবধান॥' +

৮। ডিঙ্গা=বাণিজ্যের জন্য বৃহৎ নৌকা বা জাহাজ। ৯। ভরা=পণ্য দ্রব্যাদি॥
১০। সাধু=বণিক। ১১। পাইত্যা=পাতিয়া।

পাঠান্তর :—* { শুন রে ভিন্‌দেশী সাধু বাণিজ্য কারণ।
কত দেশে যাও রে তোমরা ভরম তিরভুবন॥ }
✣ মাঝি মাল্লায় ডাক দিয়া কয় সদাগর।

কুলেতে ভিড়িল ডিঙ্গা বন্ধের হাত ধরি ।+
উঠিয়া বসিল মহুয়া ডিঙ্গার ভিতর কুঠরি ॥+
চলিল সাধুর নাও পবন গমন ।
বাঘের গরাস[১২] ছাইড়্যা এইনা কুম্ভীরের বদন ॥+

(১৫)

এদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ ।
কন্যারে পাইতে সাধু চিন্তে মনে মন ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ সাধু পাগল হইল ।
মাঝি মাল্লায় ডাক দিয়া সল্লা[১] যে করিল ॥
সল্লা কইর‍্যা নদ্যার চান্দে জলে ফালাইল ।+
অন্দরে[২] থাকিয়া কন্যা সকল দেখিল ॥+
ঝম্প দিতে সুন্দর কন্যা মাঝি মাল্লায় ধরে ।
কি কাম করিল হায় দুশ্‌মন সদাগরে ॥

জলে পইড়্যা নদ্যার চান্দ
হায় রে শেষ বিদায় মাগে ।+
'বিদায় দেও সুন্দরী কন্যা
এইনা জন্মের লাইগে ॥+
আরে না দেখিল বাপে মোরে
আর না দেখিল মায় ।
পড়িয়া দুশ্‌মানের হাতে
আইজ আমার পরাণ যায় ॥

১২। গরাস=গ্রাস।
১। সল্লা=কুপরামর্শ। ২। অন্দরে=নৌকার ভিতরে।

বিদায় দেও সুন্দর কন্যা
আরে এইনা বিদায় মাগি।
তোমার আমার শেষ দেখা
কন্যা, ইহ জন্মের লাগি ॥'

উজান বাঁকে* সাধুর ডিঙ্গা উজাইয়া যায়।
জলে ভাসে নদ্যার ঠাকুর ঘট্‌ল একি দায় ॥
সোতের[৩] ✝ মুখে কালা ঢেউ পাক দিয়া ছুটে জল।
ঢেউয়ের পাকে পইড়্যা ঠাকুর হইয়া গেল তল ॥✝
ডিঙ্গায় বইস্যা কান্দে হায় রে মহুয়া সুন্দরী।
দারুণ দুশ্‌মনে তারে রাখিয়াছে ধরি ॥
'যে ঢেউয়ে ভাসাইয়া নিল আমার নদ্যার চান্‌।
সেই ঢেউয়ে পড়িয়া আমি ত্যজিবাম্‌ পরাণ ॥"

বাও নাই বাতাস নাই ডিঙ্গা না উজায়।+
মাঝি মাল্লায় ডাক দিয়া সাধুরে সম্‌ঝায় ॥+
ভাটি বাইয়া যায় ডিঙ্গা দারুণ সুতের[৪] টানে।+
যথায় ফেইল্যাছে জলে ঠাকুর নদ্যার চানে ॥+
তথায় আসিয়া ডিঙ্গা ঘাট[৫] সে পাইল।+
ঘাট পাইয়া মাঝিমাল্লা ডিঙ্গা ভিড়াইল ॥+

নদের চাঁদকে জলে ফেলে দিতে দেখে মহুয়া একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু একটু পরেই সে অবস্থা বুঝে স্থির হয়ে গেল। মহুয়ার এই ধীর স্থির হতে দেখে সদাগর আশান্বিত হয়ে,—

৩। সোতের=স্রোতের। ৪। সুতের=স্রোতের। ৫। ঘাট=নৌকা রাখিবার উপযুক্ত জায়গা।

পাঠান্তর:—*'—পাকে—। ✝ 'বানের—'।
✝ 'ঢেউয়ের পাকে ন্যার (?) ঠাকুর পইড়া হইল তল ॥'

কন্যারে লইয়া সাধু কি কাম করিল।+
মন পাইবার লাইগা কন্যারে বুঝাইতে লাগিল ॥+

"কালোনা ডাঙ্গর[৬] আঙ্খি কন্যা, তোমার লম্বা মাথার চুল।
বিধি আইজ মিলাইল আমার মধু ভরা ফুল ॥

এমন যইবন কন্যা যায় অকারণ।
আমারে ভজহ কন্যা রাইখ্যা মোর মন ॥

এমন সোনার পান্সী[৭] তাতে মাঝি নাই।
যইবন চলিয়া গেলে কেউ না দিব ঠাই ॥

মধু ভরা ফুল কন্যা ফির একেশ্বরী।
তোমারে পাইলে আমি বাঞ্ছা পূর্ণ করি ॥

বসন দিবাম্ ভূষণ দিবাম্ দিবাম্ নীলাম্বরী।
নাকে কানে দিবাম্ ফুল কাঞ্চা সোনায় গড়ি ॥

গন্ধ তৈল্ দিয়া তোমার বাইন্ধ্যা দিবাম্ কেশ।
ঘরে আছে দাসী-বান্দী তোমার না হইব ক্লেশ ॥

শয্যা তারা পাইত্যা দিব চরণ দিব ধুইয়া।
সুবর্ণ পালঙ্কে কন্যা থাক্বা তুমি বইয়া[৮] ॥
শীতের রাইতে দুঃখ নাই আছে লেপ তুলা ভরা।
মন যুগাইতে দাসী সাম্নে থাক্বো খাড়া ॥
হাত্তি-ঘোড়া আছে আমার লোক-লস্কর।
সবার ঠাক্রাইন্[৯] হইয়া থাক্বা আমার ঘর ॥
বাড়ীর পাছে শানে বান্ধা চাইরকুনা পুষ্কুনি।
সেই ঘাটেতে আমার সাথে সাতার দিবা তুমি ॥

৬। ডাঙ্গর=ডাগর, বড়ো। ৭। পান্সী=সুসজ্জিত প্রমোদ তরণী।
৮। বইয়া=বসিয়া। ৯। ঠাক্রাইন্=ঠাকুরাণি।

অন্দর ময়ালে[১০] আমার ফুলের বাগান।
দুই জনে তুলিবাম্ ফুল সাঁঝ ও বিয়ান[১১] ॥

রাইতের কালে শুইবাম্ মোরা জোড় মন্দির[১২] ঘরে।
শীতের রজনীতে কন্যা থাক্‌বা আমার উরে[১৩] ॥

শয্যায় পাইলে বেথা শুইবা আমার বুকে।
বানাইয়া পানের খিলি তুইল্যা দিবাম্ মুখে ॥

আমি খাইবাম্ তুমি খাইবা থাক্‌বাম্ দুইজনে।
তোমারে সঙ্গে লইয়া যাইবাম্ বাণিজ্যি কারণে ॥

হীরা মণি যথায় পাইবাম্ ভালা বাইন্যা[১৪]* দিয়া।—
লক্ষ ট্যাকার হার তোমারে দিবাম্ গড়াইয়া ॥

আর যে কত দিবাম্ কন্যা নাই সে লেখা যুখা।
সোনাতে বান্ধাইয়্যা দিবাম্ কামরাঙ্গা শাঁখা ॥

উদয়তারা শাড়ী দিবাম্ লক্ষ ট্যাকা মূল[১৫]।
হীরা মণি দিয়া তোমার জুইড়্যা[১৬] দিবাম চুল ॥

চন্দ্রহার গড়াইয়া দিবাম্ নাকে দিবাম্ নথ।
নূপুরে ঝুনঝুনি কন্যা দিবাম শত শত ॥"

এতেক শুনিয়া মহুয়া কি কাম করিল।
সাধুর লাগিয়া কন্যা পান বানাইল ॥

১০। ময়ালে=মহলে। ১১। বিয়ান=প্রভাত। ১২। জোড় মন্দির=প্রাসাদন কক্ষ ও শয়ন কক্ষ যুক্ত গৃহ। ১৩। উরে=কোলে। ১৪। বাইন্যা=স্বর্ণশিল্পী। ১৫। মূল=মূল্য। ১৬। জুইড়্যা=ভরিয়া ঢাকিয়া।

পাঠান্তর :—*'—বান্যা—।' বান্যা=বানি, দাম। ভালা বান্যা=বেশী মজুরী দিয়া। (পূর্ববঙ্গে 'বাইন্যা' 'বানিয়া' ও 'বানি' এই তিনটি শব্দ প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। বাইন্যা ও বানিয়া একার্থক, অর্থ 'বণিক' বা 'স্বর্ণশিল্পী'। বানি=স্বর্ণশিল্পীর মজুরি—সম্পাদক)

পাহাড়ীয়া তক্ষকের বিষ শিরে বান্ধা ছিল।
চুন খয়েরেতে কন্যা সেইনা বিষ মিশাইল ॥
হাইস্যা খেইল্যা কন্যা সাধুর পান দিল মুখে।
রসের নাগইরা[১৭] পান খায় মহা সুখে ॥
সাধু কয় 'সুন্দরী কন্যা তোমার গুণের অন্ত নাই। } ✝
কি পান দিছিলা খাইয়া সুখে নিদ্রা যাই ॥'

পান খাইয়া মাঝি মাল্লা বিষে পড়ে ঢলি।
ডিঙ্গার উপরে কন্যা হাসে খল খলি ॥
বিষলক্ষের ছুরি কন্যার কাঙ্কালে[১৮] আছিল।
সেইনা ছুরি দিয়া ডিঙ্গার কাছি যে কাটিল ॥
অচৈতন্য হইয়্যা সাধু পইড়্যা আছে নায়[১৯]।
কুড়াল মারিল কন্যা ডিঙ্গার তলায় ॥
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা জলের উপর।
ভরা সহ সাধুর নাও ডুইব্যা হইল তল ॥

সাপের মাথার মণি আর সতী নারীর পতি।+
কাইড়্যা লইলে দুশ্‌মনের হইব এইনা গতি ॥+

১৭। নাগইরা=নাগর। ১৮। কাঙ্কালে=কটিতটে, কাঁকালে। ১৯। নায়=নৌকায়।

✝ { কি পান দিছলো কন্যা গুণের অন্ত নাই।
বাহুতে শুইয়া তোমার আমি সুখে নিদ্রা যাই ॥

(১৬)*

অসাধু সদাগরের ভরা ডুবিয়ে মহুয়া ছুটে চলল নদের চাঁদের সন্ধানে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, নদের চাঁদ তাকে ফেলে মরতে পারেন না, তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা পেয়েছেন। নদীর তীরে বহুদূর বিস্তৃত লোকালয় শূন্য বনভূমি। সেই বনভূমি ও নদীর তীরে নদের চাঁদের সন্ধানে ছুটে চলেছে সুন্দরী মহুয়া উন্মাদিনীর মত।

আরে পেটে নাই ভাত কন্যার
মুখে না দেয় পানি।+
নদীর পাড়ে ছুটে কন্যা
হইয়া উন্মাদিনী॥+
কোন গহীনে ফুটে রে ফুল
কোথায় জ্বলে মণি।
বিধাতা সির্‌জিল কন্যা
হায় রে জনম দুঃখিনী॥
বিরিক্ষের না খায় ফল রে
দূরে নদীর পান।+
কেমন কইর‍্যা বাঁচব কন্যার
কোমল পরাণি॥+
বড়ো বড়ো বাঘ ভাল্লুক
দূরে সইর‍্যা যায়।
অভাগ্যা মহুয়ারে দেইখ্যা
ফিরিয়া না চায়॥
আকাল মাকাল[১] অজগইর‍্যা[২] সাপ
হরিণ ধইর‍্যা খায়।

১। আকাল মাকাল=কিম্ভূত কিমাকার, প্রকাণ্ড। ২। অজগইর‍্যা=অজাগরের মত।

* এই অধ্যায়টির দশটি ছত্র মৈমনসিংহ গীতিকা গ্রন্থে ১৯ অধ্যায় ও ২০ অধ্যায়ের প্রথম দিকে বিক্ষিপ্তভাবে আছে।—সম্পাদক।

দুঃখিনী মহুয়ারে দেইখ্যা

দূরে চইল্যা যায় ॥

দিনের সুরুজ্ অস্ত যায় রে

পরভাতে যায় তারা। +

নন্থার চান্দে খুইজ্যা কন্যা

হইল দিশাহারা ॥ +

ক্রমে মহুয়ার মন থেকে মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, সব কিছুর ভেদ দূর হয়ে গেল। সে যাকে দেখে, তাকেই জিজ্ঞাসা করে,—

"আরে কও কও পশু পঙ্খী

আরে কও না তরুলতা।

ঢেউয়ের কুলে[৩] পইড়্যা বন্ধু

এখন গেল কোথা ॥

শুন শুন জংলার বাঘ রে,

তুমি পরে আমায় খাও।

আগে বন্ধুর উর্দেশ[৪] মোরে

পর্খাইয়া[৫] জানাও ॥

জলে থাকো জলের কুম্ভীর রে

তোমরা জলে দেখতে পাও।

কেথায় ভাইস্যা গেল বন্ধু

মোরে খবর দিয়া যাও ॥

ডালে বইস্যা থাক রে পঙ্খী

তোমরা ময়ূরা ময়ূরী।

৩। কুলে=কোলে। ৪। উর্দেশ=উদ্দেশ। ৫। পর্খাইয়া=পরীক্ষা করিয়া, খোঁজ করিয়া।

তোমরা নি দেইখ্যাছ বন্ধুরে
মোরে কও না সত্য করি ।* —

এই দরিয়ায় গইল্যা[৬] গেছে
আমার গলার মণি হার ।†—
বিধাতা কইর্যাছে দুঃখী
দুষ্[৭] দিবাম বা কার ॥

আছিলাম বাইছ্যার কন্যা
আমার দুঃখের নাই রে শেষ ।‡—
পরদেশী বন্ধুরে লইয়া
আমি ছাইড়্যা আইলাম দেশ ॥

আমার লাইগ্যা ছাইড়্যাছে বন্ধু
তার সুখের গির[৮] বাসা ।
আমার লাইগ্যা লইল সে যে
বাইছ্যার টুলে[৯] বাসা *॥—

দুশমনি করিল সাধু
আমার লাগিয়া ।
পরাণ হারাইল বন্ধু
হায় রে জলেতে ডুবিয়া ॥

৬। গইল্যা=গলিয়া, খুলিয়া। ৭। দুষ=দোষ। ৮। গির=গৃহ।
৯। টুলে=টোলে, অস্থায়ী তুচ্ছ নোংড়া বাসস্থানে।

পাঠান্তর :—* 'তোমরা কি জানহ কথা কহ সত্য করি॥'
† 'দরিয়ায় গলিয়া পড়ে আমার গলার হার।'
‡ 'আছিলাম বাইছ্যার নারী ভরমিতাম দেশ দেশ।'
* 'আমার লাগিন ছাড়ল সে যে সুখের ঘর বাসা॥'—(এখানে 'লাগিন' শব্দটি ঐ অঞ্চলের ভাষায় নাই। ইতি—সম্পাদক।)

জমিনে না গছে[১০] মোরে
নদীতে না দেয় ঠাই।
আমার পরাণ বন্ধুরে আমি
কোথায় গেলে পাই ॥

এই দরিয়ায় হারায়্যা গেছে
আমার গলার মণিমালা।
এই দরিয়ার জলে ডুইব্যা
আমি জুড়াইয়াম্ সব জ্বালা ॥" } ‡—

এই সংকল্প করে মহুয়া চলেছে নদীর দিকে; তখন দিনের আলো নিভে সন্ধ্যা ঘোর হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মহুয়ার কানে এল মানুষের আর্তকণ্ঠস্বর। সে থমকে দাঁড়াল। কান পেতে শুনল, বনের ভিতর থেকে কার যেন কাতর কণ্ঠধ্বনি থেমে থেমে শোনা যায়। মহুয়ার তখনই আর মরা হল না। সে স্থির করল,—

"না দিব না দিব পরাণ
আমি আরও দেখি শুনি।
ঐ শুনা যায় জংলার মধ্যে
কার কাতর কণ্ঠধ্বনি।"+

(১৭)

দিনের আলো নিইব্যা গেল
আশমানে ফুটে তারা।+

১০। গছে=গ্রহণ করে।

+ { 'এইনা নদীর জলে ডুবিয়া মরিব।
বৃক্ষ ডালে ফাঁস দিয়া পরাণ তেজিব ॥'

‡ 'জঙ্গলার মধ্যে কার কাতর পরাণি ॥'

বনের অইন্ধকারে কন্যা
দেখে এক দেউল দেহারা[১] ॥+

ভাঙ্গা মন্দিরের মাঝে কত
সাপে করে বাসা।
অইন্ধকারে যায় মহুয়া
ছাইড়্যা পরাণের আশা ॥*—

ভাঙ্গা মন্দির থাইক্যা আইসে
কাতর কণ্ঠধ্বনি।+
সেই ধ্বনি শুনিয়া কন্যার
বিয়াকুল পরাণি ॥+

আশ্‌মানে তারা ঝিলি মিলি
চান্দে দেয় রে আলো।+
চান্দের আলোয় দুঃখিনী কন্যা
এক না মানুষ দেখিল ॥+

শুইক্যা গেছে দেহের মাংস
পইড়্যা রইছে হাড়।
মন্দির মাঝে দেখে কন্যা
সেইনা মড়ার আকার ॥

পর্‌থমে না চিনে কন্যা
সেই সুন্দর বয়ান ॥ক—

১। দেহারা=পরিত্যক্ত (?)। ২। কুলে=কোলে।

পাঠান্তর :—* 'সন্ধ্যাবেলা যায় কন্যা রাইত থাকবার আশা।'
ক 'চিনিতে না পারে কন্যা সুন্দর বয়ান ॥

লক্ষিয়া চিনিল কন্যা
এই ঠাকুর নদ্যার চান্।
পতি কুলে[২] বইল[৩] সতী
পলক নাইরে চউখে[৪]।+
জংলার বাঘা ডাক ছাইড়্যা যায়
ফোসায়[৫] চৌদিক সাপে ॥+

রাইতের আন্ধার কাইট্যা গেল
ভোরের আলো আইসে।+
সন্ন্যাসী এক আইল সেইনা
ভাঙ্গা দেউলের পাশে ॥+

শিরে বান্ধা জটা চুল লম্বা মুছ্[৬] দাড়ি।
আইল সন্ন্যাসী এক হাতে লইয়া খড়ি[৭] ॥
কন্যা দেইখ্যা সন্ন্যাসী যে ভাবে মনে মনে।
এ কোন বিধির কাম ঘটিল এই বনে * ॥—

"শুন শুন আরে কন্যা বলি যে তোমারে।
কোন দেশ ছাড়িয়া তুমি আইলা এমন দূরে ॥
কোন বা রাজার কন্যা এমন দিলা বন বাসে।
কিবা পাপ কইরাছিলা এমন নবীন বয়সে ॥
কঠিন তোমার মাতা পিতা শানে বান্ধা হিয়া।
প্রাণে কেম্‌নে বাইচ্যা আছে তোমারে বনে দিয়া ॥
কুলের উপরে দেখি তোমার মড়া একখানি।+
সগ্‌গল কথা কওনা কন্যা তোমার কথা শুনি ॥"+

৩। বইল=বসিল। ৪। চউখে=চক্ষে। ৫। ফোসায়=ফোঁস্ ফোঁস করে।
৬। মুছ=মোছ, গোঁফ। ৭। খড়ি=আঁকাবাঁকা লাঠি।

পাঠান্তর :—* '—ঘটিল এমন।'

আরে ভালা—এইকথা শুনিয়া কন্যা কি কাম করিল।
সন্ন্যাসীর পায়ে ধরি কান্দিতে লাগিল ॥
হিঙ্গলা পিঙ্গলা জটা কটা[৮] মুছ্ দাড়ি।
সন্ন্যাসীর পায়ে কন্যা যায় গড়াগড়ি ॥
আগাগুড়ি[৯] যত কথা জানায় সন্ন্যাসীরে।
শুনিয়া সন্ন্যাসী তবে লাগে কইবারে ॥
"বনে আছে গাছের পাতা তুইল্যা দিবাম্ আমি।
এই গাছে বাঁচিব তোমার পতির পরাণি ॥
দারুণ আকাল্যা জ্বর[১০] হাড়ে লাইগ্যা আছে।
পরাণে বাঁচিয়া আছে মইর্যা নাই সে গেছে ॥
শ্বাসেতে ধরিয়া তুমি আন্‌বা নদীর পানি।
ওষুধ মন্ত্রে বাচাইবাম্ তোমাব পতির পরাণি ॥"

এক দিন দুই দিন কইর্যা তিন দিন যায়।
চাইর দিনে নদ্যার চান্দ আঙ্খি মেইল্যা চায় ॥
মণি হারা ফণী যেমন খুইজ্যা পাইল মণি। +
নদ্যার চানের কাছে কন্যা থাকে দিবস রজনী ॥

(১৮)

এদিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
কন্যার যইবন দেইখ্যা মুনির ভুলে মন ॥

৮। কটা=পিঙ্গলবর্ণ। ৯। আগাগুড়ি=আগাগোড়া। ১০। আকাল্যা জ্বর কালা জ্বর।

+ 'শ্বাসেতে ধরিয়া পাতা আন নদীর পানি
এই মন্ত্রে বাচাইব তাহার পরাণি ॥

ডাক দিয়া সন্নাসী কয় "অতি ভোর বেলা।
আমার ফুল তুল্‌বা কন্যা, যাইয়া একেলা॥"

ফুল তুলিবারে কন্যা যায় সাদা মনে[১] *।
নিত নিত[২] পূজার ফুল হাজি[৩] ভইর্‍্যা[৪] আনে॥
আট্‌কা টাট্‌কা[৫] পূজার ফুল হাজি ভরা থাকে।
পূজায় বইস্যা সন্ন্যাসী কেবল কন্যার যইবন ভাবে॥+

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধের গুণে ও মহুয়ার অক্লান্ত সেবা যত্নে নদের চাঁদ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠ্‌ছেন, জ্বর ছেড়ে গেছে। একদিন—

উইঠ্যা বইস্যা নদ্যার চান্‌ খাইতে চায় ভাত।
তা শুইন্যা মহুয়া কান্দে শিরে দিয়া হাত॥
"কোথায় পাইবাম্‌ ভাত আমি এই গহীন বনে।"
ফুল নাহি তুলিল কন্যা থাকে আনমনে[৬]॥
সন্ন্যাসী আসিয়া কয় 'ফুল কেনে না পাই'।+
কাইন্দ্যা মহুয়া কয় 'ঠাকুর, রুগীর ভাত চাই'॥+
ঢাকি[৭] ভইর্‍্যা আইন্যা দিল মহুয়া যাহা চায়।+
কন্যারে খুশী করার লাইগ্যা সন্ন্যাসীর দায়॥+

রাইতে চরে নিশাচর বাঘ ভাল্লুক হাঁকে[৮]।+
নিশি রাইতে মুনি আইস্যা মহুয়ারে ডাকে।
"উঠ উঠ উঠ কন্যা, আরে কত নিদ্রা যাও।
পরাণে বাঁচাইলা পতি আমার পানে চাও +॥

১। সাদামনে=নিঃসন্দেহ সরল মনে। ২। নিত নিত=নিত্য নিত্য। ৩। হাজি=সাজি। ৪। ভইর্‍্যা=ভরিয়া। ৫। আট্‌কা=অস্পৃষ্ট। ৬। আনমনে=অন্য মনস্ক হইয়া। ৭। ঢাকি=বেতের ঝুড়ি। ৮। হাঁকে—গর্জন করে।

পাঠান্তর :—* '—যায় দূর বনে।
+ '—আমার কথা রাখ॥

আইজ পুন্নিমার নিশি আর শনিবার দিনে।
ঔষধ তুলিতে কন্যা চল গহীন বনে॥"

এ পর্যন্ত সরল মহুয়া সন্ন্যাসীর দুরভিসন্ধি বুঝতে পারে নি। তারপর সে ছিল নদের চাঁদকে নিয়েই ব্যস্ত। সন্ন্যাসীর ভাবভঙ্গীর পরিবর্তন বুঝার মত মানসিক অবস্থা তার ছিল না। অধিকন্তু নদের চাঁদের জন্য আরও ভালো ঔষধ সংগ্রহ করা যাবে শুনে,—

আস্তে ব্যস্তে উইঠ্যা কন্যা চলে মুনির সাথে।
নদীর কিনারে মুনি* গেল গহীন পথে॥
মুনি বলে "কন্যা তুমি শুন দিয়া মন।
পায়ে ধইর‍্যা মাগি আমি তোমার যইবন॥
তোমার রূপেতে কন্যা যোগীর ভাঙ্গে যোগ।
এমন ফুলের মধু কন্যা করাও মোরে ভোগ॥"

আগল পাগল ভাঙ্গা মন নদ্যার চান্দে ভরা† ॥
সন্ন্যাসীর কথা শুইন্যা শিরে পড়ে খাঁড়া॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল।
সন্ন্যাসীরে বুঝাইয়া কইতে লাগিল॥
"সোয়ামীরে বাঁচাও আগে সত্য করি আমি।
যাহা চাও তাহা দিব বাঁচাইলে পরাণি।"

এইনা কথা শুইন্যা মুনির মুখ হইল কালি।
ফিরিয়া কইল "কন্যা, শুন তরে[১] বলি॥

১। তরে=তোরে।

পাঠান্তর :—* '—কন্যা—.'—মৈঃ গীঃ।
† '—মনখানি জুড়া।'

দুই দিন সময় দিলাম ভাইব্যা স্থির কর।
দুই দিন পরে পতি যাইব যমের ঘর।"ঞ

মানুষ নাই রে জন নাই রে গহীন বনে বাসা।+
দুরন্ত সন্ন্যাসীর কাছে নাই রে কোনো আশা॥+
জল আনিতে যাইতে হয় নদীর কিনারে।+
খালি ঘর পাইয়্যা যদি নদ্যার চান্দে মারে।+
মহুয়ার কাঙ্কালে[১০] আছে বিষলক্ষের ছুরি।+
"নিজের লাইগ্যা না করি ভয় পতির লাইগ্যা করি॥+
রাইক্ষসের হাতে পইড়্যা না দেখি উপায়।"
মনে মনে চিন্তে মহুয়া কিমতে পলায়॥

তেরালেঙ্গা[১১] দেহখানি
আরে ভালা—জ্বরে কইর‍্যাছে সারা[১২]।
হাইট্যা যাইতে নাই সে পারে
ঠাকুর উইঠ্যা না হয় খাড়া॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া মহুয়া কোন কাম করিল।
আস্তে ব্যস্তে নদ্যার চান্দে কান্ধে তুইল্যা লইল॥
নিশি রাইতে পলায় কন্যা ফিরে ফিরে চায়।
দারুণ সন্ন্যাসী যদি পন্থে লাগাল পায়॥

১০। কাঙ্কালে=কটিতটে। ১১। তেরালেঙ্গা=নড়্বড়ে। ১২। সারা=শেষ, যথেষ্ট ক্ষতি।

পাঠান্তর :—ঞ 'নিজে খাওয়াইয়া বিষ পতিকে না মার॥'

(১৯)

সেকালে গারোপাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিম থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পূর্ব তট পর্যন্ত ছিল বিস্তীর্ণ জনবিরল বনভূমি। সে বনে বাঘ, ভালুক, হাতি, প্রভৃতি বন্যজন্তুও যথেষ্ট ছিল। বেদের দলে প্রতিপালিতা মহুয়া বন ও বন্যজন্তুকে ভয় করে না, শিশুকাল হতেই সে এ বিষয়ে অভ্যস্ত। রুগ্ন নদের চাঁদ ঠাকুরকে কাঁধে করে সেই রাত্রে মহুয়া বহুদূর পথ অতিক্রম ক'রে তবে নিশ্চিন্ত হল। তারপর—

এক দুই তিন কইর‍্যা ভালা[১] ছয় মাস গেল।
ভালা[২] হইয়া নছ্যার ঠাকুর উঠিয়া বসিল ॥
ঝর্‌নীর জল আনে কন্যা আনে বনের ফল।
তা খাইয়া নছ্যার চান্দের গায়ে হইল বল ॥
পাহাইড়্যা নদী পার হয় মহুয়া ঠাকুরের সাথে। } *
অনেক দূরে যায় কন্যা থাকিতে নিরাপদে ॥

আরে ভালা—বাড়ী নাই রে ঘর নাই রে
যথায় তথায় থাকি[৩]।
উইড়্যা ঘুইর‍্যা বেড়ায় দোয়ে[৪]
যেমন বনের পশু পঙ্খী!
সামনে পাহাইড়্যা নদী
সাঁতার দিয়া যায়।
বনের পঙ্খী কোইল দইয়ল[৫]
গাছের ডালে বইস্যা গায় ।†

১। ভালা=এই 'ভালা' শব্দটির কোনো অর্থ নাই, ইহা গানে সুরের জন্য প্রয়োগ হয়। ২। ভালা=এই 'ভালা' শব্দের অর্থ—সুস্থ। ৩। থাকি=থাকিয়া। ৪। দোয়ে=দুইজনে। ৫। কোইল দইয়ল=কোকিল ও দোয়েল।

পাঠান্তর :—* { পার ডিঙ্গাইয়া যায় নছ্যার ঠাকুর সাথে।
অনেক দূরেতে দুইজনা গেল এই মতে ॥ }

† 'বনের কোহিল পক্ষী ডালে বইস্যা গায় ॥

"এইখানে বান্ধ লো কন্যা
তোমার বাসর ঘর ।❀
বন্ধুরে লইয়া সুখে
থাক্‌বা নিরন্তর ॥+

চৌদিকেতে রাঙ্গা ফুল
বিরিক্ষের ডালে পাকা ফল ॥
এইখানেতে আছে কন্যা
মিঠা ঝর্‌নীর জল ॥

সাম্‌নে সুন্দর নদী
ঢেউয়ে খেলায় পানি।
এই খানে বঞ্চিব সুখে
মোরা দিবস রজনী ॥

বনের লতা পাতায় কন্যা
বান্ধ নিজের ঘর।+
বনের পশু পঙ্খী মোরা
আপন জন তোমার" ॥+

জায়গাটা মহুয়া ও নদের চাঁদের বেশ পছন্দ হল। নিকটেই লোকালয় ও হাটবাজার আছে। দুজনে বনের লতাপাতা বাঁশ কুড়িয়ে একখানা ছোটো কুটির নির্মাণ করে বাস করতে আরম্ভ করল। পাখির পালক, লতা, পাতা, ঘাস, প্রভৃতি দিয়ে মহুয়া সুন্দর সুন্দর শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে। নদের চাঁদ সেগুলি নিকটবর্তী হাটে বিক্রী ক'রে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনেন। এইভাবে দুজনের পরম সুখে দিন যায়।—

পাঠান্তর :—❀ 'এইখানে বাঁধ কন্যা নিজের বাসা ঘর।'

নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগ্‌ল কাঁটা[৬]।
বাইদ্যার ছেড়ী মাইন্যা থুইছে[৭] কালা ধলা পাঁঠা ॥
নদ্যার চান্দের জ্বর উইঠ্যাছে মাথায় বেদনা তাত্[৮]।
বাইদ্যার ছেড়ী কাছে বইস্যা শিরে বোলায়[৯] হাত ॥
হাটে যায় রে নদ্যার চান্ কোনাকুনি[১০] পথ।
বাইদ্যার ছেড়ী ডাইক্যা কয় 'কিন্যা[১১] আইনো নথ ॥
বনের ফল তুইল্যা আইন্যা দুই জনে খায়।
মোলাম[১২]* পাথরে দোয়ে শুয়্যা নিদ্রা যায় ॥
রাইতের বেলায় থাকে ঠাকুর কন্যা লয়্যা বুকে।
দিনেতে উঠিয়া দোহে ভর্মে নানান্ সুখে ॥
হস্ত ধইর‍্যা সুন্দর কন্যা ঠাকুর ফিরে বনে বন।
পাইড়্যা[১৩] আনে বনের ফল করিতে ভইক্ষণ[১৪] ॥
বাপে ভুলে মায় ভুলে ভুইল্যাছে ঘর বাড়ী।
দেশ ভুলে বন্ধু ভুলে স্বজন পেয়ারী[১৫] ॥
মনের সুখে দুইজনের কাটে দিনরাত্।
শিরেতে পড়িল বাজ এই না অকরস্মাত্[১৬] ॥

৬। কাঁটা = মাছের কাঁটা। ৭। মাইন্যা থুইছে = দেবতার কাছে মানত করিয়াছে। ৮। তাত্ = উত্তাপ। (মৈঃ গীঃ মতে 'তদ্দরুন') ? ৯। বোলায় = বুলায়। ১০। কোনাকুনি = সোজা। ১১। কিন্যা = কিনিয়া। ১২। মোলাম = মসৃণ, কোমল। ১৩। পাইড়্যা = পাড়িয়া। ১৪। ভইক্ষণ = ভক্ষণ। ১৫। পেয়ারী = প্রীতির পাত্র। ১৬। অকরস্মাত্ = অকস্মাৎ।

* মৈমনসিংহ গীতিকায় এই শব্দটি 'মালাম' আছে, এবং ইহার অর্থ করা হইয়াছে 'পদ চিহ্নযুক্ত'। এই শব্দ ও উহার ঐ অর্থ এখানে কি করিয়া সঙ্গত হইল তাহা বুঝি না। বাংলা দেশের সর্বত্র 'মালাম' অর্থে মল্লযুদ্ধ বা কুস্তি। ইতি—সম্পাদক।

(২০)

এক দিন নন্থার চান্দ দিনের সইন্ধ্যা বেলা ।[১]
সঙ্গেতে সুন্দর কন্যা পন্থে করে মেলা[২] ॥

কত দূরে দুইজন গলা ধরাধরি ।
গহীন বনেতে গেল লইয়্যা সুন্দরী ॥

পইড়্যা আছে মোলাম পাথর তাহার উপর ।
সুন্দর কন্যারে লয়্যা বসিল ঠাকুর ॥

কতক দূরে নদী আরে ঢেউয়ে খেলায় পানি ।
এমন সময় শুনে কন্যা বাইদ্যার বংশীধ্বনি ॥

চমকিয়া উঠিল কন্যা দেইখ্যা কহিল ঠাকুর ।
'কি কারণে কন্যা, তুমি হইলা চঞ্চল ॥

কি কারণে কন্যা, তোমার বিরস বদন ।
পর্‌কাশ কইর‍্যা কও কন্যা, তোমার জন্ম বিবরণ ॥

কার কন্যা কোথায় ছিলা কোথায় বাস কর ।
বাদিয়ার সঙ্গেতে কেনে দেশে দেশে ফির ॥
পুইছ্‌[৩] * কইর‍্যা তোমারে আমি উত্তর না পাই ।
আইজ দিনে এইনা কথা শুন্‌তে আমি চাই ॥
জিজ্ঞাসা করিলে কেন মুছ চউক্ষের পানি ।
দরদ্‌[৪] লাইগ্যাছে তোমার কাতরা পরাণি ॥
অর্ধেক শুনাইলা কথা সে দিন বিয়ানে[৫] ।
ছুটকালে হুমরা বাইদ্যা চুরি কইর‍্যা আনে ॥

১। দিনের=এখানে এই শব্দটির কোনো অর্থ নাই। ২। মেলা=গমন। ৩। পুইছ=প্রশ্ন। ৪। দরদ=ব্যথা। ৫। বিয়ানে=প্রভাতে।

পাঠান্তর :—* মৈমনসিংহ গীতিকা গ্রন্থে আছে 'পুইধ' ।

আর না শুনাইলে কিছু কাইন্দ্যা হইলা সারা।+
আইজ রাইতে শুনাও কন্যা, তোমার ছুটকালের ছড়া[৬] ॥'+

মহুয়া এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নদের চাঁদকে বলল,—

'সইন্ধ্যা গুঞ্জুরিয়া[৭] যায় চল বাসে যাই।
ঐ শুন বাজে বাঁশি দূরে শুনা যায় ॥
কাইল্ যদি বাচি রে বন্ধু কইবাম্ সব কথা।
আইজ যে উইঠ্যাছে বন্ধু দারুণ মাথার বেথা ॥'

নদের চাঁদের কাছে মহুয়া সে সময় প্রকৃত ব্যাপার গোপন করলেও সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। পথ চলতে গিয়ে—

বায়েতে[৮] হেলিয়া যেমন লতা পড়ে ঢলি।
নদ্যার চান্দের কান্ধে কন্যা পইড়্যা গেল এলি[৯] ॥

নদের চাঁদ মহুয়াকে কোলে তুলে, নিয়ে এলেন কুটিরে। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, চিন্তিত নদের চাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন,—

'আইজ কেন কন্যা, তোমার এমন হইল মন।
কোন সাপে নাজানি কন্যা, কইর‍্যাছে ডংশন।
একটু খানি থাক লো কন্যা, আমি আসি লয়্যা জল।
অবশ হইলা তুমি তোমার অঙ্গে নাই সে বল ॥'

নদের চাঁদ গেলেন জল আনতে। এদিকে মহুয়া ক্রমেই বেশী অস্থির হয়ে উঠল।

আতঙ্কে কন্যার গায় কাইল্যা জ্বর[১০] আসে।
ঢলিয়া পড়িল কন্যা দারুণ চিন্তা* বিষে ॥

৬। ছড়া=কাহিনী। ৭। গুঞ্জুরিয়া=অতিবাহিত হইয়া। ৮। বায়েতে=বায়ুতে। ৯। এলি=এলাইয়া। ১০। কাইল্যা জ্বর=হাড় কাঁপানো জ্বর।

পাঠান্তর :—* '—মাথার—'।

শুক্‌না পাতার বাসর[১১] সেইনা ভাঙ্গে মড়্‌মড়ি।
শয্যায় পড়িয়া মহুয়া যায় গড়াগড়ি ॥+

জল নিয়ে নদের চাঁদ এসে মহুয়ার অবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তাঁর ব্যাকুলতা দেখে মহুয়া আর ঘটনাটা গোপন করতে পারল না।—

কান্দিয়া মহুয়া কয়
'বন্ধু, এইনা শেষ দিন।
সাপে নাই সে খাইছে মোরে
আমার গেছে সুখের দিন ॥
দূর্ বনে বাজিল বাঁশি
তুমি শুইন্যাছ যে কানে।
আইসাছে বাইন্থার দল রে বন্ধু,
আমায় বধিতে পরাণে ॥
আমার ও-না পালং সই
বাঁশি বাজাইল ॥
সামাল করিতে পরাণ
মোরে ইসারায় কহিল ॥
আইজ নিশি থাক রে বন্ধু
আমার বইক্ষে শুইয়্যা।
আর না দেখিবাম্ রে মুখ
আমি পরভাতে উঠিয়া ॥
আর না ফিরিবাম্ রে বন্ধু
বনে তোমার হস্ত ধরি।+

১১। বাসর=দম্পতির শয্যা।

পাঠান্তর :—+ 'তাহার মধ্যে বসে কন্যা মহুয়া সুন্দরী ॥'

আর না যাইবাম্ রে বন্ধু
জলে লইয়্যা গাগরি ॥ +
বনের খেলা সাঙ্গ হইল
এইবার যাইবাম্ যমের দেশ।
এই কথা জাইগ্যাছি বন্ধু
তোমারে কইলাম সবিশেষ" ॥*

(২১)

রজনী হইল শেষ আশ্‌মানে মিলায় তারা।
পরভাতে উঠিয়া দোয়ে বাইরে দিল পাড়া ॥
চৌদিকেতে চাইয়া দেখে শিকারী কুকুর।
সন্ধান কইর্য্যা বাইদ্যার দল আইল এত দূর ॥

এই শিক্ষিত শিকারী কুকুরের ভয়েই মহুয়া এবার পালাতে চেষ্টা করে নি। গইতার পাহাড় থেকে তারা ঘোড়ায় চড়ে পালিয়েছিল। এখানে পায়ে হেঁটে পালাতে চেষ্টা করলে যে, কুকুরকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়, তা বুঝেই মহুয়া সে চেষ্টা না করে প্রকৃত বীরাঙ্গনার মত বিপদের সম্মুখীন হল। কুটিরের বাইরে বেরিয়েই মহুয়া দেখতে পেল,—

সামনেতে হুমরা বাইদ্যা যম যেন খাড়া।
হাতে লয়্যা দাড়ায়্যা আছে বিষলক্ষের ছুরা ॥
আক্ষিতে জ্বলিছে তার জ্বলন্ত আগুনি।
নাকের নিশ্বাস তার কাল সাপের শুষানি[১] + ॥

১। শুষাণি=ক্রুদ্ধসর্পের ফোঁস ফোঁস শব্দ।

পাঠান্তর :—* 'এই কথা কহি আমি শুনহ বিশেষ ॥
+ '—দেওয়ার ডাক শুনি ॥'

বেদের দল এসে যে, কুটির ঘিরে ফেলেছে, তা মহুয়া ঘরে থেকেই বুঝতে পেরেছিল। সেজন্য সে প্রস্তুত হয়েই ঘর থেকে বেরিয়েছে। মহুয়াকে নির্ভয়ে বেরুতে দেখে হুমরা গর্জন করে উঠল,—

'প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর।
বিষলক্ষের ছুরা দিয়া দুশ্‌মনেরে মার॥
আমার পালক-পুত্তুর সুজন খেলোয়াড়।
বিয়া তারে কর কন্যা, চল মোদের ঘর॥
সুজন খেলোয়াড় আরে সুন্দর যোয়ান।
এমন পতি [২] পাইয়া তুমি কি করিলা কাম॥
ইয়ার সঙ্গে দিবাম্ বিয়া দেশে চল যাই।
খুজিয়া হয়রাণ হইলাম তোমারে না পাই॥'

হুমরা বেদের প্রস্তাব শুনে মহুয়া আহত সিংহীর মত ঘাড় ফুলিয়ে বলল,—

'কেমন কইর‍্যা যাইবাম্ দেশে পতিরে মারিয়া।
তোমার সুজন বাইদ্যারে আমি না কর্‌বাম্ বিয়া॥
আমার বন্ধু চান্দ সুরুজ্ কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
তার কাছে সুজন বাইদ্যা জুনি [৩] যেমন জ্বলে॥
সোনার তরুয়া [৪] বন্ধুরে একবার ভালা কইর‍্যা পেখ [৫]।+
আমার আক্ষি তুমি লয়্যা নয়ান ভইর‍্যা দেখ॥'

গর্জিয়া উঠে কালা দেওয়া [৬] হাতে লয়্যা ছুরি।+
মহুয়া বাইর করিল তার কাঙ্কালেয় ছুরি॥ ++

২। এমন পতি=নদের চাঁদের মত পতি। ৩। জুনি=জোনাকি। ৪। তরুয়া =নধর কান্তি বৃক্ষ। ৫। পেখ=বিচার করিয়া দেখ। ৬। কালা দেওয়া= গায়ের মিশ্ কালো বর্ণ ও নিষ্ঠুরতার জন্য সুজনের একটি ডাক নাম। মৈঃ গীঃ মতে হুমরার নাম।

পাঠান্তর :—+ 'সোণার তরুয়া বন্ধু একবার পেখ॥'
++ 'মহুয়ার হাতেতে দিল বিষলক্ষের ছুরি॥'

ছুরি হাতে মহুয়া গর্জন করে উঠল,—

'খাড়া থাকো কালা দেওয়া, খাড়া থাকো বাপ। +
আইজ আমি ঘুচাইবাম্ আমার জন্ম জন্মের[৭] পাপ॥ +
শুন শুন বাইদ্যা বাপ বলি যে তোমারে।*
কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা চুরি কইরে॥
জন্মিয়া না দেখিলাম কভু বাপ আর মায়।
কর্ম দোষে এতদিনে আমার প্রাণ যায়॥'

মহুয়াকে ছোরা বের করতে দেখে কালা দেওয়া আর অগ্রসর হতে সাহস করল না। মহুয়ার সুস্পষ্ট প্রশ্নের সম্মুখে হুমরাও নির্বাক হয়ে রইল। মহুয়া আবার প্রশ্ন করল,—

'শুন শুন মাও বাপ, বলি যে তোমায়।
কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা হায়॥
ছুটুকালে[৮] মাও-বাপের কুল[৯] শূন্য করি।
কার কুলের ধন তোমরা কইরাছিলা চুরি॥'

হুমরা এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে? এবারেও তাকে নীরব থাকতে দেখে মহুয়া তার সই পালংকে বলল,—

'শুন শুন পালং সই, শুন আমার কথা।
কিঞ্চিৎ বুঝিবা তুমি আমার মনের ব্যথা॥
বাইদ্যার ঘরের কন্যা আমি আমার সোয়ামী বরাহ্মণ। +
এইনা দুঃখ আমার মনে না যায় পাসরণ[১০]॥ +
বন্ধুরে না দিও দোষ দুষী হইছি আমি। +
আমি সে লইয়া আইছি আমার সোয়ামী॥ +

৭। জন্ম = জন্ম। ৮। ছুটুকালে = ছোটোকালে। ৯। কুল = কোল।
১০। পাসরণ = বিস্মরণ।

* 'শুন শুন মাও বাপ বলি হে তোমায়

আমার লাইগ্যা ছাইড়্যাছে বন্ধু সোনার গিরোবাস[১১]।+
আমার লাইগ্যা হইছে বন্ধু সংসারে উদাস ॥+
কোনো দোষে দুষী নহে আমার সোয়ামী।+
তাহারে না মাইর[১২] তোমরা সত্য কইছি আমি ॥'+

একবার চাহিল কন্যা পালং সইয়ের পানে।
একবার চাহিল কন্যা পতির বদনে ॥

কিন্তু কেউ কোনো ভরসা দিতে পারলেন না। নদের চাঁদ তো এই অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। এবার মহুয়া চরমের জন্য প্রস্তুত হয়ে বলল,—

'শুন শুন প্রাণপতি বলি যে তোমারে।
জন্মের মত বিদায় দেও তোমার মহুয়ারে ॥
খাড়া থাকো বাইন্তা বাপ আগে আমি মরি।'+
এইনা বইল্যা সুন্দর কন্যা বইক্ষে মাইল[১৩] ছুরি ॥+
ছুইট্যা আইস্যা নদ্যার চান্দ কন্যার বইক্ষে পড়ে।+
পিষ্ঠেতে মারিল ছুরি কালা দেওয়া নিষ্ঠুরে ॥+
বইক্ষে বইক্ষে রক্তে রক্তে এক হইয়া গেল।+
নদ্যার চান্দ মহুয়া কন্যা বিদায় লইল ॥+

(২২)

নিঃসন্তান হুমরা বেদে প্রকৃতই মহুয়াকে আপন কন্যার মত ভালবাসত। তার উদ্দেশ্য ছিল, নদের চাঁদ ঠাকুরের হাত থেকে মহুয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে আজীবন নিজের কাছে রাখা। নদের চাঁদকে হত্যা করা তার উদ্দেশ্য ছিল না, ভয় দেখিয়ে

১১। গিরোবাস=গৃহবাস। ১২ মাইর=মারিও। ১৩। মাইল=মারিল।

তাড়ানোই ছিল উদ্দেশ্য। সেই চেষ্টার শেষ পরিণতি যে এই রকম মর্মান্তিক হবে, তা হুমরা ভাবতে পারে নি। এখন এই ব্যাপার দেখে সে হাহাকার করে কেঁদে উঠল।—

'হায় রে, ছয় মাসের শিশু কন্যা
আমি পাইল্যা[১] করলাম বড়ো।
আইজ কি লয়্যা ফিরবাম্ রে দেশে
আমি না যাইবাম্ আর ঘর॥

শুন শুন আরে কন্যা
একবার আঙ্খি মেইল্যা চাও।
একটিবার কইয়া কথা
আমার পরাণ জুড়াও॥

আর না ফিরবাম্ রে আমি
ঐনা আপন ভবনে।
তোমরা সবে ঘরে যাও
আমি যাইবাম্ বনে॥'

হুমরা বাইদ্যা ডাইক্যা কয় 'ওরে মাইন্ক্যা ভাই।
দেশেতে ফিরিয়া আমার আর কার্য নাই॥
কইব্বর[২] কাটিয়া দেও মহুয়ারে মাটি
মহুয়ার পাশেতে দেও ঠাকুরের পাটি[৩]॥+
কন্যার লাগিয়া ঠাকুর আইল বাড়ীঘর ছাড়িয়া।
দুইয়েই পাগল ছিল এই দুইয়ের লাগিয়া॥'

হুমরার আদেশে তারা কইব্বর কাটিল।
এক সঙ্গে দুইজনারে মাটি চাপা দিল॥

১ পাইল্যা=পালন করিয়া। ২। কইব্বর=কবর ৩। পাটি=শয্যা॥

হুমরা বেদের দলে পালং এতদিন ছিল নির্বাক। এখন হুমরার মতি পরিবর্তন দেখে পালং মুক্তি চাইলে হুমরা তাতে সম্মত হল।—

বিদায় হইল সব যত বাইদ্যার দল।
যে যাহার স্থানে গেল শূন্য সেই স্থল॥
রইল তথায় পালং সই সুখ দুঃখের সাথী।
কান্দিয়া পোহায়[৪] কন্যা যায় রে দিবা রাতি॥
আইঞ্চল ভইর‍্যা বনের ফুল কন্যা তুইল্যা আনে।
মনের গান গায় কন্যা বইস্যা সেইনা বনে॥

'উঠ উঠ মহুয়া সখী
তুমি কত নিদ্রা যাও।
আমি ডাকি পালং সই
উইঠ্যা একবার কথা কও॥
ফিইর‍্যা গেছে বাইদ্যার দল
আর না আইব তারা।
সুখে ঘর কর লো সই
লয়্যা পরাণ পিয়ারা॥+
ঐনা বনে ফুল ফুইট্যাছে
সই, তোমার লাগিয়া।+
উইঠ্যা আইস পরাণ সইলো
মোরা ফুল তুলবাম্ গিয়া॥+
বিরিক্ষের ডালে বইস্যা ডাকে
তোমারে ময়ূরী ময়ূরে।+
না দেইখ্যা তোমারে তারা
পেখম নাই সে ধরে॥+

৪। পোহায়=অতিবাহিত করে।

বনের হরিণ আইস্যা খাড়ায়
তার চউক্ষে ঝরে পানি। +
তারে দেইখ্যা হয় লো সখী,
আমার বিয়াকুল পরাণি। +

গাঙ্গের ঘাটে কাইন্দ্যা ফিরে
জলের পাগলা ঢেউ। +
সইন্ধ্যা বেলা জল আনিতে
আর ত ঘাটে যায় না কেউ॥ +

দিন যায় রে মাস যায় রে
বচ্ছর চইল্যা যায়। +
কত দিনে তোমারে পাইবম্
মোরে কে কইব উপায়॥ +

উঠ উঠ উঠ সই লো
এই না কয়ব্বর ছাড়িয়া। +
উইঠ্যা আইস পরাণ সখী,
তোমার বন্ধুরে লইয়া॥ +

দুরন্ত দুশ্‌মন সেইনা
যত বাইছ্যার দল।
তোমারে ছাড়িয়া তারা
গিয়াছে সকল॥

উঠ উঠ উঠ সখী লো
আইস গান্থি ফুলের মালা।
দুইজনায় সাজাইবাম্ আইজ
ঐ না নাগর কালা॥'

পালং সইয়ের চৌক্ষের জলে
ভিজেন বসুমাতা।
এইখানে হইল সাঙ্গ
মহুয়া নচ্যার চানের কথা ॥

সমাপ্ত

সুন্দরী মলুয়া

কবি চন্দ্রাবতী দেবী বিরচিত

সুন্দরী মলুয়া পালার

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে প্রকাশিত 'মলুয়া' পালার ছত্র সংখ্যা ১২৪৭। এই সম্পাদনায় ছত্র সংখ্যা ১৭৯৯। সেন মহাশয় সম্পাদিত ১২টি ছত্র বাদে অবশিষ্ট ১১৩৫টি ছত্র এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে। যে ১২ ছত্র গৃহীত হইল না তাহা তৎ তৎ স্থলে পাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই সম্পাদনায় নূতন ছত্র সংখ্যা ৫৫৪। নূতন ছত্র যাহা সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই, তাহা বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল।

সেন মহাশয় সম্পাদিত ১২৩৫টি ছত্র,—যাহা এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে, তাহার মধ্যে ৯১টি ছত্রে এই সংগ্রহের তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেন-মহাশয়ের পাঠ পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। শব্দের বানান, উচ্চারণ ও স্থান-বিপর্যয় ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। ঘটনা বর্ণনায় পারম্পর্য রক্ষা এবং কে কি বলিতেছেন, তাহার সঙ্গতি রক্ষা ব্যাপারে সেন মহাশয় সম্পাদিত পালার সঙ্গে এই পালার বহু ছত্রের অগ্র-পশ্চাৎ ঘটিয়াছে। সেজন্য এই দুই সম্পাদনা মিলাইতে হইলে সতর্কতা প্রয়োজন।

মলুয়া পালার কবি সম্পর্কে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'মৈমন সিংহ গীতিকা' গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃঃ ১৷৶০) লিখিয়াছেন,—

'গ্রন্থকারের নাম নাই। গোড়ায় চন্দ্রাবতীর একটা বন্দনা আছে, এজন্য কেহ কেহ মনে করেন সমস্ত পালাটিই চন্দ্রাবতীর রচনা। আমার নিকট এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রাবতী সম্ভবত ১৬০০

খৃঃ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই সময়ে জঙ্গল-বাড়ীর দেওয়ান বংশের প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খাঁ সবেমাত্র পূর্ব মৈমনসিংহে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তখনও 'নজর তরপের ছেলে'রা আবির্ভূত হইয়া পরস্ত্রী হারক দস্যুর বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। আরও একশত বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয়। জাহাঙ্গীর দেওয়ান যে, কোন বংশ সম্ভূত, তাহা জানিবার উপায় নাই।'

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারত সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজি তাঁহার সাম্রাজ্যে অমুসলমান প্রজাদের শাসনাদি ব্যাপারে আইন প্রণয়নের জন্য আরবদেশ হইতে কয়েকজন ইসলামিক আইন-বিশেষজ্ঞ আনয়ন করেন। তাঁহারা যে আইন-ব্যবস্থা দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে 'নজর-এ-মরেচা' ও 'নজর-এ-বেওয়া' দুইটি আইন ছিল। 'নজর-এ-মরেচা' আইনে অমুসল-মানদের কন্যা ও পুত্রের বিবাহ দিতে হইলে সরকারের 'নজর,' অর্থাৎ অর্থ দিয়া অনুমতি লইতে হইত। 'নজরে বেওয়া' আইনে অমুসলমান প্রজার কোনো নারী নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হইলে তাহাকে স্বামী বা পিতার গৃহে রাখিবার জন্য বার্ষিক কর অর্থাৎ 'নজর' সরকারী তহবিলে দিতে হইত। এই দুইটি নজরের দেয় অর্থের কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল না। পরগণার দেওয়ান বা কাজী তাঁহাদের ইচ্ছামত নজর আদায় করিতে পারিতেন। অমুসলমান প্রজা যদি এই নজরের টাকা দিতে অসমর্থ হইত, তবে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইত, অথবা কন্যা বা বধূটিকে বাজেয়াপ্ত করিয়া দেওয়ানের 'হাউলী'তে চালান করা হইত। এই প্রকার বাজেয়াপ্ত নারীদের যে সুরক্ষিত সুবৃহৎ বাড়ীতে রাখা হইত, তাহার নাম হাউলী বা 'হাভেলী'। হাউলীতে অবস্থান কালে এইসব নারীর গর্ভজাত সন্তান 'নজরতরপের বাচ্চা' বলিয়া পরিচিত হইত। এই দুইটি আইনের কবল হইতে সুন্দরী কন্যা ও বধূগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য তৎকালে হিন্দুসমাজে শিশুকন্যার বিবাহ দিয়া 'গৌরীদানের পুণ্য'সঞ্চয় ও 'সতীদাহ'

প্রথা প্রবর্তিত হয়। 'সহমরণ' ও সতীদাহ কিন্তু একার্থক বা এক ব্যাপার নহে। হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রে 'সতীদাহ' শব্দটাই নাই, আছে 'সহমরণ' বা এই তাৎপর্যের শব্দ। সহমরণ ব্যবস্থা শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের দ্বারা এতই সীমাবদ্ধ যে, কদাচিৎ কোনো নারী এ বিষয়ে স্মার্ত পণ্ডিত ও সমাজ-পতির অনুমতি পাইতেন। সতীদাহ প্রথা 'নজর-এ-বেওয়া' আইনের প্রতিক্রিয়া।

হিন্দুসমাজে কোনো সামাজিক প্রথা স্বেচ্ছায় বন্ধ করিতে যেমন বহু সময় লাগে, তেমনি প্রবর্তন করিতেও সময় সাপেক্ষ। ১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সামসুদ্দিন ইলিয়াস সমগ্র বাংলাদেশ দিল্লীর বাদশাহী শাসনাধীনে আনয়ন করেন। ইহা বোধ হয় বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, এই সময় হইতেই বাংলাদেশে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী কৃত অমুসলমান প্রজা-শাসন-আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল। তাহাই যদি হয়, তবে দেওয়ানী ও নবাবী 'হাউলী' বা 'হাভেলী'ও ঐ সময়ে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং জাহাঙ্গীর দেওয়ানের মত দেওয়ান খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতেই ছিলেন। ইহার জন্য মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের মতানুযায়ী খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর ঈশাখাঁর বংশধরদের অপেক্ষা করা বোধ হয় ঐতিহাসিক যুক্তি সঙ্গত নহে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে বহু গায়েনের মুখে আমি মলুয়া পালা শুনিয়াছি। প্রত্যেকেই বলিয়াছেন, পালাটি কবি চন্দ্রাবতী দেবী বিরচিত। সেনমহাশয় স্বীকার করিয়াছেন চন্দ্রাবতী একখানা সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও 'দস্যু কেনারাম' পালা রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইটি পালার ভাষা ও কাহিনী বর্ণনার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মলুয়া পালার বিশেষ মিল আছে। এই সব কারণে মনে হয়, মলুয়া পালা চন্দ্রাবতী দেবী বিরচিত। আমরা 'জয়ানন্দ-চন্দ্রাবতী' পালায় কবি চন্দ্রাবতীর প্রথম জীবনের মর্মান্তিক কাহিনী পাইব। কবি নিজে প্রথম জীবনে অতবড়ো

আঘাত পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধহয় মলুয়া পালা রচনায় মলুয়ার অন্তরের সমগ্রভাব এমন ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পূর্ববঙ্গের পল্লী কবি ও তাঁহাদের রচনা সম্পর্কে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন, দেশে বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটিলে, অথবা যে ঘটনা জনচিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সেই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পল্লী কবি তাঁহার সরল গ্রাম্য ভাষায় ঘটনা বর্ণনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গল-কাব্যের কবিদের মতো তাঁহারা পৌরাণিক বা ঔপন্যাসিক গল্প অবলম্বনে কোনো পালাগান রচনা বড়োবেশী করেন নাই। পূর্ববঙ্গের পল্লীকবিদের এই চিরন্তন ঐতিহ্য লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে, কবির সমসাময়িক কালেই মলুয়া পালার ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং সে ঘটনার কাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ।

মহিমান্বিতা নারী চরিত্রের বহু গুণের সমাবেশ মলুয়া চরিত্রে দেখা যায়। নির্ভীক দৃঢ়চেতা সাধ্বী কষ্টসহিষ্ণু নারী পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নহে। ভারত তো এই শ্রেণীর মহীয়সী নারীর সংখ্যাধিক্যের জন্য চির-কালই গৌরবান্বিত। কিন্তু নারীদুর্ভাগ্যের চরম সঙ্কটে অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বামীর জীবন রক্ষা, অত্যাচারীকে দণ্ড প্রদান ও নিজের ধর্ম-পবিত্রতা রক্ষা করিয়া মুক্তি লাভের জন্য যে দূরদর্শী পরিকল্পনা সে যুগে পল্লীকৃষক বধূ মলুয়া করিয়াছিল, তাহার তুলনা যুদ্ধক্ষেত্রে বিপন্ন প্রথম শ্রেণীর সেনাপতি ছাড়া, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো নারী চরিত্রে আছে কিনা সন্দেহ।

মলুয়ার জন্মস্থান 'আড়ালিয়া' গ্রাম মৈমনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত। আড়ালিয়ার চার মাইল দূরে 'বক্‌সাই' গ্রামে ছিল চাঁদবিনোদের বাড়ী। দেওয়ান ও কাজীর অত্যাচারে চাঁদ-বিনোদ নিজের জন্মভিটা ত্যাগ করিয়া শ্বশুরবাড়ী আড়ালিয়া গ্রামের নিকটে সুত্যানদীর তীরে বাড়ী করিয়াছিলেন। আড়ালিয়া গ্রামের

পনরো-ষোল মাইল উত্তরে 'ধলাই' বিল। ধলাই বিলের আট-নয় মাইল পশ্চিমে 'জাহাঙ্গীরপুর' বা 'জাঙ্গীরপুর' গ্রামে ছিল জাহাঙ্গীর দেওয়ানের বাড়ী। ঘটনার সময় ধলাই বিল হইতে একটা খাল বাহির হইয়া জাঙ্গীর-পুরের নিকট দিয়া 'ধনেশ্বরী' বা 'ধনু' নদীতে গিয়া পড়িত।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমি প্রথম ঐ অঞ্চলে গিয়া ঘটনায় বর্ণিত স্থানগুলি দেখি। সে সময়ে আড়ালিয়া গ্রামের অনেকে আমাকে জায়গাগুলি দেখিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। তখন আর 'বিস্তার ধলাই বিল' বর্ষা সমাগমে 'পদ্মফুলে ভরা' হইত না, বিলের অনেকাংশ ভরাট হইয়া পাট ও 'বোরো' ধানের ক্ষেত হইয়াছে। সেকালে যে খালটি ধলাই বিল হইতে বাহির হইয়া জাঙ্গীরপুরের নিকট দিয়া ধনু নদীতে পড়িত, এখন স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন রেখ্ দেখা যায় মাত্র। লম্পট দেওয়ানের হাউলীতে মলুয়া কেন তিনমাস ছিল, তাহা বুঝিলাম ঐ খালের রেখ্‌টি দেখিয়া। শীত-গ্রীষ্মকালে বিলের জল কমিয়া খাল প্রায় জলশূন্য হইত, নৌকা চলিতে পারিত না। সেজন্য মলুয়া বর্ষা সমাগমের অপেক্ষায় হাউলীতে দেওয়ানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই ব্রতপূর্তির ছলে তিনমাস সময় লইয়াছিল।

ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের দিক হইতে মলুয়া পালা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লীর সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬ হইতে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মলুয়াপালায় বর্ণিত ঘটনা ঘটিয়াছিল তাঁহারই রাজত্বকালে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি পূর্ববঙ্গে সত্যঘটনা অবলম্বনে যেসব পালাগান রচিত হইয়াছে, উহার কবি পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ। তাঁহারা ঘটনার অব্যবহিত পরেই পালা রচনা করিয়াছেন। ফলে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ও প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই পালাগানের বর্ণনা শুনিয়াছেন। এরূপক্ষেত্রে কবির বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কাল্পনিক কিছু থাকা সম্ভব নহে।

বাদশাহ আকবর আলাউদ্দিন খিলজি প্রবর্তিত অমুসলমান শাসন আইনের কতকগুলি ধারা বাতিল করিয়া ইতিহাসের পাতায় চিরপ্রসিদ্ধ ও অমুসলমানদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সেই উদার নীতি সাম্রাজ্যের 'সুবা'গুলিতে কতটা প্রতিপালিত হইত, তাহা এই মলুয়া পালায় কিছু প্রকাশ পাইয়াছে। এবং সাম্রাজ্য শাসন সংরক্ষণ ব্যাপারে উপরতলায় দিল্লীর বাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের তলায় কাজী পর্যন্ত কাহার কি প্রকার ক্ষমতা, এবং সে ক্ষমতা তাঁহারা কে কতখানি নিরঙ্কুশ ভাবে ব্যবহার করিতে সক্ষম ছিলেন, তাহার একটা সুস্পষ্ট চিত্র এই পালায় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সে যুগে জনসাধারণের নাগরিক অধিকার, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক ব্যবহার, দেশের আইন ও বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে মলুয়াপালা বহু ঐতিহাসিক আলোক সম্পাত করিয়াছে।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থের ভূমিকা ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তিন খণ্ডে অনেকগুলি পালার ভূমিকায় মন্তব্য করিয়াছেন, যেকালে এইসব পালার ঘটনা ঘটিয়াছিল সেকালে 'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম' ও 'বল্লালী কৌলীন্য প্রথা' পূর্ববঙ্গে প্রবেশলাভ বা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম' বলিতে যে কি বুঝায়, তাহা আমি জানি না। প্রশ্ন করিয়াও কাহারও নিকটে সঠিক উত্তর পাই নাই। যদি শব্দটির অর্থ করা হয়,—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থা প্রদান করেন,—উহাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, তাহা হইলে এ ব্যাপার সব ধর্মেই চিরকাল আছে ও থাকিবে।

মলুয়া পালায় কৌলীন্যের কথা কয়েকটি ঘটনায় উল্লেখ আছে। তবে উহা বোধ হয় 'বল্লালী কৌলীন্য' নহে। রাজা বল্লাল সেন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে কৌলীন্য প্রবর্তন করেন। মলুয়ার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল সকলেই 'হালুয়া', অর্থাৎ মাহিষ্য সম্প্রদায়। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ

শতাব্দীতে কৃষক মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও যখন কৌলীন্যের গর্ব সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন কৌলীন্য প্রথাটা বোধহয় বল্লাল সেনের পূর্ববর্তী প্রথা।

মলুয়া পালার ঘটনাবলী আর একটি ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান দিয়াছে। মলুয়ার ভাইয়েরা লাঠির সাহায্যে কাজীর কবল হইতে চাঁদ-বিনোদের উদ্ধার ও দেওয়ানের পানসী হইতে মলুয়াকে কাড়িয়া লইবার পরেও নিজগ্রামে বাস করিতে পারিয়াছিল। ইহা স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থন না থাকিলে সম্ভব হইত না। সেই মুসলিম শাসনের যুগেও বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমান জনসাধারণ সমস্বার্থে পরস্পরের সহায়ক ছিল।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

আদিতে বন্দিয়া গাই অনাদি ঈশ্বর।
দেবের মধ্যে বন্দিয়া গাই ভোলা মহেশ্বর॥

দেবীর মধ্যে বন্দিয়া গাই শ্রীদুর্গা ভবানী।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দুম্ যুগল নন্দিনী॥

ধন সম্পদ মিলে ভাই লক্ষ্মীরে পূজিলে।
সরস্বতী বন্দিয়া গাই বিদ্যা যাতে মিলে॥

কার্ত্তিক গণেশ বন্দুম যত দেবতার গণ।
আকাশ বন্দিয়া গাই গরুড় পবন॥

চন্দ্র-সূর্য বন্দিয়া গাই জগতের আখি[১]।
সপ্ত পাতাল বন্দুম আর নাগান্ত[২] বাসুকী॥

মনসা দেবীরে বন্দুম আস্তিকের মাতা।
যাহার বিষের তেজ ডরায়েন[৩] বিধাতা॥

ভক্ত মধ্যে বন্দিয়া গাই রাজা চন্দ্রধর[৪]।
তার সঙ্গে বন্দিয়া গাই বেউলা লক্ষ্মীন্দর॥

নদীর মধ্যে বন্দিয়া গাই গঙ্গা ভাগীরথী!
নারীর মধ্যে বন্দিয়া গাই সীতা আর সাবিত্রী *॥

বৃক্ষের মধ্যে বন্দিয়া গাই আদ্যের তুলসী।
তীর্থের মধ্যে বন্দিয়া গাই গয়া আর কাশী॥

১। আখি=আঁখি। ২। নাগান্ত=অনন্ত নাগ। ৩। ডরায়েন=ভয় করেন। ৪। চন্দ্রধর=চাঁদ সদাগর।

পাঠান্তর :—*'সীতা বড় সতী'।

সংসারের সার বন্দুম বাপ আর মায় ।
অভাগীর জনম হইল যার পদছায় ॥
মুনির মধ্যে বন্দিয়া গাই বাল্মীকি তপোধন ।
তরুলতা বন্দিয়া গাই স্থাবর জঙ্গম ॥
জল বন্দুম[৫] স্থল বন্দুম আর আকাশ পাতাল ।
হর শিরে বন্দিয়া গাই কাল মহাকাল ॥
তারপর বন্দিলাম আমি শ্রীগুরুর চরণ ।
সবার চরণ বন্দিয়া জানাই নিবেদন ॥
চাইরকুনা পিরথিমী বইন্দ্যা বন্দনা করলাম ইতি ।
সলভ্যা[৬] বন্দনা গীত গায় চন্দ্রাবতী ॥

পালা আরম্ভ ।

(১)

আজ থেকে অনেক দিন আগের কথা (খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ), বাংলাদেশ ছিল তখন মুসলমান শাসকদের শাসনাধীন। চিরকালই কৃষিপ্রধান নদীমাতৃক বাংলাদেশ মধ্যে মধ্যে জলপ্লাবন, অকালবন্যা ও ঝড়তুফানের ফলে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। সেবৎসরেও—

মন্দাইন্যা[১] আইশ্‌নারে[২] পানি
ভাটি বাইয়া[৩] যায় ।
সেইনা বচ্ছরে পানি
মাঠ ভইর‍্যা রয় ॥ +

৫। বন্দুম=বন্দনা করি। ৬। সলভ্য=উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় ।
১ মন্দাইন্যা=ধীর গতি ২। আইশ্‌ন্যারে=আশ্বিন মাসের। ৩। ভাটি বাইয়া=কমিয়া সরিয়া ।

মেঘ ডাকে গুড়ু গুড়ু
ডাইক্যা তুলে[৪] পানি।
মাঠ ঘাট ডুইব্যা গেল
আকুল পরাণি ॥+

আশ্‌মানে ছাইল মেঘ
দেওয়ায়[৫] ডাকে রইয়া[৬]।
ছিড়া কান্থা মুড়ি দিয়া
কির্‌ষাণ রইল শুইয়া ॥+

আইল আইশ্‌নারে পানি
উভে[৭] করল তল।
ক্ষেত কির্ষি ডুইব্যা গেল
না রইল সম্বল ॥

ভাত নাই ভিক্ষা নাই
খাজনা দিব কিসে।+
হালের গরু বেইচ্যা লইব
না পাইলে শেষে ॥+

ঘরের বউ টাইন্যা লইব
দেখিলে সেয়ানা[৮]।+
দারুণ দেওয়ান[৯] কাজী[১০]
না মানিব মানা[১১] ॥+

৪। ডাইক্যা তুলে=হঠাৎ বাড়াইয়া ফুলাইয়া তুলে। ৫। দেওয়ায়=মেঘ দেবতায়। ৬। রইয়া=থাকিয়া থাকিয়া। ৭। উভে=উঁচু ও নীচু জমি। ৮। সেয়ানা=বয়স্থা, যুবতী। ৯। দেওয়ান=পরগণার শাসন কর্তা ও রাজস্ব আদায়কারী। ১০। কাজী=বিচারক ও খাজনার পরিমাণ নির্ধারক। ১১। মানা=নিষেধ, বারণ।

ঘরে শুইয়া কান্দে কির্‌ষাণ
কান্থা মুড়ি দিয়া ।+
পান্তা ভাত ঘরে নাই
পোলায়[১২] কান্দে রোইয়া[১৩] ॥+
দেশে আইল দুর্গা পূজা
দেবী জগত জননী ।
কুলের ছেইল্যা[১৪] বান্ধা দিয়া
কির্‌ষাণ খায় ভাতপানি ॥*
এহি মতে আশ্বিন গেল
আইল কাত্তিক মাস ।
যরু শস্য[১৫] ক্ষেতে নাই
কির্‌ষির হইল সর্বনাশ ॥
ধান নাই কালাই নাই
জমিন পাখাল[১৬] গেল ।+
ঘরের চালে ছানি[১৭] নাই
কির্‌ষাণ পাগল হইল ॥ +

(২)

এই কাহিনীর নায়ক চাষার ছেলে চাঁদ বিনোদ। চাঁদ বিনোদের বাল্যকালে পিতা পরলোক গমন করায় মা তাকে দুঃখে কষ্টে মানুষ করেছেন। অল্প কয়েক

১২। পোলায়=শিশু পুত্রে। ১৩। রোইয়া=চিৎকার করিয়া। ১৪। কুলের ছেইলা=কোলের সন্তান। ১৫। যরুশস্য=সরিষা বা শীতের ফসল। ১৬। পাখাল=শস্য শূন্য পতিত। ১৭। ছানি=ছাউনী।

পাঠান্তর :—*কুলের ছাল্যা বান্ধা দিয়া পূজে দুর্গারাণী ॥

বিঘা জমি চাষ করে তরুণ যুবক চাঁদ বিনোদের সংসার চলে। চাঁদ বিনোদ ছিল আমোদ প্রিয় ও সৌখীন, অকালবন্যায় মাঠে ফসলের যে কি অবস্থা হয়েছে, সে খবর সে রাখে নি। তারপর—

লাগিয়া কাত্তিকের উষ[১] বিনোদের হইল জ্বর।
বিনোদের মাও কান্দে হইয়া কাতর॥
মায়ে ত কান্দিয়া কয় পুত্র বুঝি মরে।
জোড়া মইষ দিয়া পূজা মানসিক করে॥
দেবের দয়াতে পুত্র পরাণে বাঁচিল।
এমতে কাত্তিক গিয়া আগণে[২] পড়িল॥
উত্তুরিয়া শীতে পরাণ কাঁপে থরথরি।
ছিঁড়া বসন দিয়া মায় অঙ্গ রাখে মুড়ি[৩]॥
ভালা হইল চান্দ বিনোদ দেবতার বরে।
ঘরে নাই রে লক্ষ্মীর দানা লক্ষ্মীপূজার তরে॥
উত্তুরিয়া মেঘ ভাইস্যা দক্ষিণেতে যায়।+
চান্দ বিনোদরে ডাক দিয়া কইছে তার মায়॥
'উঠ উঠ চান্দবিনোদ ডাকে তোমার মাও।
চান্দমুখ পাখালিয়া[৪] মাঠের পানে যাও॥
মাঠের পানে যাও রে যাদু, ভালা বান্ধ আইল।
আগণ মাসেতে হইব ক্ষেতে কাত্তিক শাইল॥
সকাল কইরা যাও রে মাঠে আমার যাদুমণি।+
আগণ মাইস্যা ক্ষেতের ধান লক্ষ্মীর হাতছানি[৫]॥+
ক্ষেতে যাও রে পুত্তুর আমার ধান্য যে কাটিতে।'
ধারের কাচি[৬] আইন্যা মাও তুইল্যা দিল হাতে॥

১। উষ=শিশির, কুয়াশা। ২। আগণে=অগ্রহায়ণ মাসে। ৩। মুড়ি=ঢাকিয়া। ৪। পাখালিয়া=ধৌত করিয়া, প্রক্ষালন করিয়া। ৫। হাত ছানি=শুভ ইঙ্গিত। ৬। ধারের কাচি=ধারালো কাস্তে।

পাঞ্চগাছি বাতার ডুগল[৭] হস্তেতে লইয়া।
মাঠের পানে যায় বিনোদ বারোমাসী[৮] গাইয়া॥
আইশ্‌ন্যা পানিতে দেখে মাঠে নাই রে ধান।
এরে দেইখ্যা চান্দবিনোদের কান্দিল পরাণ॥
ফিইর‍্যা আইসা চান্দ বিনোদ কইল মায়ের কাছে।
'আইশ্‌নার পানিতে মাও গো সব শস্যি গেছে॥'

মায়ে কান্দে পুতে কান্দে শিরে দিয়া হাত।
সারা বচ্ছরের লাইগা গেছে ঘরের ভাত॥
ট্যাকায় দেড় আড়া[৯] ধান লাইগ্যাছে আকাল[১০]।
কি দিয়া পালিব মাও রে কুলের[১১] ছাওয়াল॥
পোষ মাসে পোউষা আন্ধি[১২] বিনোদরে লইয়া।
মায়ে পুতে যুক্তি করে ঘরে ত বসিয়া॥
আছিল হালের গরু বেইচ্যা খাইল।
পাঞ্চগোটা ক্ষেত তাও মাহাজনেরে[১৩] দিল॥
ক্ষেত-খলা[১৪]নাই আর নাই হালের গরু।
না বুনায় ধান কালাই না বুনায় ষরু[১৫]॥
ভাইব্যা চিন্তিয়া দোয়ের চউক্ষে পানি ঝরে।
মাঘ ফাগুন দুই মাস কাইটা গেল ঘরে॥

৭। পাঞ্চগাছি বাতার ডুগল=পাঁচটি 'বাতা' নামক লতার ডগা। পূর্ববঙ্গে চাষীর ক্ষেতে আমন ধান প্রথম পাকিলে সেই ধানের ভালো শীষ কাটিয়া বাতার ডগায় পাঁচটি আটি বাঁধিয়া গৃহে আনিয়া ঐ ধানের চাউল দিয়া লক্ষ্মীপূজা ও নবান্ন করা হয়। ৮। বারোমাসি=ভাটিয়ালী গান। ৯। আড়া=মাপ বিশেষ; এক আড়া ধান=চার মণ ধান। ১০। আকাল=দুর্ভিক্ষ। ১১। কুলের=কোলের। ১২। পোউষা আন্ধি=পৌষ মাসে কুয়াশায় অন্ধকার। ১৩। মাহাজনের দিল=সুদখোর মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিল। ১৪। ক্ষেত-খলা=চাষের জমি ও বীজতলা। ১৫। ষরু=সরিষা বা রবিশস্য।

চৈত বৈহাখ দুই মাস গেল এহি মতে।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে বিনোদ পিঁজ্‌রা[১৬] লইল হাতে ॥

(৩)

পূর্ববঙ্গে কুড়া বা কোড়া নামে এক জাতীয় পাখি আছে। কুড়াপাখি জলাশয়ের নিকটে বনে থাকে। কুড়ার মাংস ধনী মুসলমানদের প্রিয় খাদ্য। সেকালে জীবিত কুড়া ধরে দিতে পারলে মুসলমান আমীর-ওমরাওরা শিকারীকে প্রচুর মূল্য দিতেন।

চাঁদ বিনোদ কুড়া শিকারের কৌশল জানিত। জীবিত কুড়া ধরার জন্য প্রয়োজনীয় পালিত কুড়া ও 'হাইড়্যা পিজ্‌রা' নামে পরিচিত এক প্রকার হাঁড়ির মত খাঁচা তার ছিল। সেবার অকালবন্যায় মাঠের শস্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিনোদের—

ঘরে নাই রে নুন-ভাত চালে নাইরে ছানি।+
ক্ষেত-খল গরু নাই শূন্য গোয়াইল খানি ॥+
হালুয়ার[১] ছাওয়াল বিনোদ কি কাম করিল।+
ভাইব্যা চিন্ত্যা অবশেষে শিগারে[২] মন দিল ॥+
মায়েরে ডাকিয়া বিনোদ কয় মধুর বাণী।
"শিগারে যাইতে বিদায় দেও মা জননী ॥
কুড়া শিগারে যাইবাম্[৩] আমি পাহাড়িয়া দেশে।+
ভাগ্যে থাকিলে দুখুঃ যাইব অবশেষে ॥+
দেশের আমীর দেওয়ান্ কুড়ার গোস্ত খায়।+
মন যুগাইলে[৪] তান্‌রার হইব উপায় ॥"+

১৬। পিঁজ্‌রা=পাখির খাঁচা।
১। হালুয়ার=চাষীর। ২। শিগারে=শিকারে। ৩। যাইবাম্=যাইব। ৪। মন যুগাইলে=মনের মত কাজ করিয়া খুশী করিতে পারিলে।

ঘুম থাইক্যা[৫] উইঠ্যা বিনোদ মায়েরে কহিল।
কুড়া শিগারে যাইতে বিনোদ বিদায় মাগিল ॥
টিক্কা না জ্বালাইয়া বিনোদ হুক্কায় ভরে পানি।
ঘরে নাইরে পান্তা ভাত কালা মুখ খানি *॥
ঘরে নাই খুদের অন্ন কি রান্ধিব মায়।
উবাস[৬] থাকিয়া পুত্র শিগারেতে যায় ॥
মায়ের আঙ্খির জলে বুক যায় রে ভাসি।
ঘরতনে[৭] বাইর হইল বিনোদ বিলাতের[৮] উবাসী ॥
জষ্ঠিমাসের রবির জ্বালা পবনের নাই বাও[৯]।
পুত্রেরে শিগারে দিয়া পাগল হইল মাও ॥

(৪)

চাঁদবিনোদ শিকারে চলেছে, পথে ছিল তার ভগ্নীর বাড়ী। যে অঞ্চলে ভগ্নীর বাড়ী, সে অঞ্চল আশ্বিনের বন্যায় ডোবে নি। সে জন্য তাদের অবস্থা ভালোই ছিল। তারপর ঐ অঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ মাসেই এক জাতীয় বোরো আউশ ধান হয়। পথ চলতে বিনোদ দেখতে পেল—

আগ্‌রাইঙ্গ্যা[১] শাইলের ধান পাইক্যা ভূমে পড়ে।
পন্থে আছে বইনের বাড়ী বিনোদ যাইব মনেকরে ॥
পেটে নাইরে দানা পানি মন আন্‌চান্[২]। +
বইনের বাড়ী যাইয়া বিনোদ হইল অধিষ্ঠান ॥ +

৫। থাইক্যা=থেকে, হইতে। ৬। উবাস=উপবাস। ৭। ঘরতনে=ঘর হইতে। ৮। বিলাতের=বিদেশের। ৯। বাও=প্রবহমান বায়ু।
১। আগরাইঙ্গা=অগ্রভাগ রাঙ্গা হইয়া। ২। আন্‌চান্=ছটফট।

পাঠান্তর :—*'ঘরে নাই বাসী ভাত কালা মুখ খানি।'

বইনের ঘরে শাইলের ধান গোয়াইলে বান্ধা গরু ।+
ক্ষেতে বুনায় ধান কালাই আর শস্যি ষরু ॥+
ভাইয়েরে দেখিয়া বইন রান্ধা ভাত বাড়ে ।+
জলপান[৩] করিতে দিল শাইলা ধানের চিড়ে ॥+
গামছা বান্ধা দৈ[৪] দিল আর শব্‌রি কলা[৫] ।+
পঞ্চ বেন্নুন[৬] ভাত দিল সাজাইয়া থালা ॥+
ঘরে ছিল সাচি-পান চুন খয়ের দিয়া ।
ভাইয়ের লাইগ্যা[৭] বইন দিল পান বানাইয়া ॥
উত্তম শাইলের চিড়া গিষ্ঠেতে[৮] বান্ধিল ।
ঘরে ছিল শবরি কলা তাও সঙ্গে দিল ॥
কিছু কিছু তামুক আর টিকা দিল সাথে '
মেলা কইর‍্যা[৯] চান্দ বিনোদ বাইর হইব পথে *॥
"মায়ের পেটের বইন গো তুমি শুন আমার বাণী ।
শিগারে যাইতে আমায় বিদায় কর তুমি ॥"
যতদূর দেখা যায় বইন রইল চাইয়া ।
শিগারে চলিল বিনোদ পালা[১০] কুড়া লইয়া ॥

কোন দেশেতে গেল বিনোদ শুন দিয়া মন ।
আড়ালিয়া গেরামে গিয়া দিল দরশন ॥
গাঁয়ের পাছে আইন্ধ্যাপুকুর ঝাড়-জঙ্গলে ঘেরা ।
চাইর দিগে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া ॥

৩। জলপান=প্রাথমিক খাদ্য। ৪। গামছা বান্ধা দৈ=পূর্ববঙ্গের একপ্রকার উৎকৃষ্ট জমাট দধির নাম। ৫। শবরি কলা=মর্তমান কলা। ৬। বেন্নুন=ব্যঞ্জন। ৭। লাইগ্যা=জন্য। ৮। গিষ্ঠেতে=কাপড়ের পুটুলিতে গিঁট দিয়া। ৯। মেলা কইর‍্যা=যাত্রা করিয়া। ১০। পালা=প্রতিপালিত।

পাঠান্তর :—*'মেলা কইরা বিনোদ বাহির হইল পথে ।'

জলে যাইতে এক পন্থ আনাগুনা [১১] করে।
জলের শোভা দেখে বিনোদ পুষ্কুন্নির পাড়ে॥
ঘাটেতে কদম গাছে ফুইট্যা রইছে ফুল।
কুড়ার পিজ্‌রা রাইখ্যা বিনোদ বইল[১২] তার তল॥*
জেঠ্‌মাসের ছোটো রাইত ঘুমের আড়ি[১৩] নাইত মিটে।
কদম তলায় শুইয়া বিনোদ দিনের তুপুর কাটে॥
ঘুমাইতে ঘুমাইতে বিনোদ হইল সইন্ধ্যা বেলা।+
সেইনা ঘাটে সুন্দর কন্যা আইল একেলা॥+

(৫)

আড়ালিয়া গেরামে বাস নাম হীরাধর।
⁂ জাতিতে হালুয়া দাস গাঁয়ের মড়ল[১]॥
পঞ্চ পুত্র হয় তার অতি ভাগ্যবান।
ঘরু শস্যে ভরা টাইল[২] গোলা ভরা ধান॥
ঘরে আছে তুধবিয়ানী দশগোটা গাই।
হালের বলদ আছে তার কোনো তুঃখ নাই॥
বাইশ আড়া[৩] জমিন তার আউশ আর আমনে।
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী বর দিছে দেবগণে॥

১১। আনাগুনা=আসাযাওয়া। ১২। বইল=বসিল। আড়ি=জের।
১। মড়ল=প্রধান। ২। টাইল=বড়ো ডোল। ৩। আড়া=৪ বিঘায় এক আড়া।

পাঠান্তর :—* কুড়ারে রাখিয়া বিনোদ রইল তার তল॥
+ দ্রষ্টব্য :—এই ছত্র ছইতে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থের ছত্র ও এই সম্পাদনার ছত্র পূর্বাপর হইয়া গিয়াছে। ইতি—সম্পাদক।

দোল-দুর্গোৎসব করে পরব পার্বণ।
বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধে করায় ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
এন[৪] বাপের এক কন্যা মলুয়া সুন্দরী *।
না হইল বিয়া কন্যার চিন্তা মনে ভারী ॥
বাপ মায় চায় বর রাজার সমান।
একমাত্র কন্যা মাও-বাপের পরাণ ॥
কত ঘর আইল গেল পছন্দ না হয়।
ভালা ঘরে বিয়া দেওয়া হইল সংশয় ॥
এগার উৎরাইয়া কন্যা বারোয় দিল পাও।
দেইখ্যা ভাইব্যা কাতর হইল কন্যার বাপ মাও ॥
ঘুইর‍্যা না যায় অঙ্গের বসন করে টানাটানি।
তারে দেইখ্যা পাড়ার লোক করে কানাকানি ॥
কানাকানি করে লোক করে বলাবলি।+
"দিনে দিনে ফুটে কন্যার যইবনের কলি ॥
অতিবড়ো সুন্দরী কন্যা ভালা বর নাই সে পায়।+
বিয়া সে হইলে কন্যা সুখী নাইত হয় ॥" +

আষাঢ় মাস বাপ-মায়ের আশায় আশায় যায়।
বিয়া নাই সে হইল কন্যার কি করে উপায় ॥
শাওন মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা[৫] আছে।
এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা রাঁড়ী[৬] হইছে ॥
ভাদ্রমাসে শাস্ত্রমতে শুভকার্যে মানা।
এই মাসে না হইব বিয়া কেবল আনাগুনা ॥

৪। এন=হেন। ৫। মানা=নিষেধ। ৬। রাড়ী=বিধবা।

পাঠান্তর :—* 'বার না বচ্ছরের কন্যা পরম সুন্দরী'।

আশ্বিন মাসেতে দেখ দুর্গাপূজা দেশে।
এহ মাস গেল বাপের পূজার আন্দেশে[৭] ॥
কাত্তিক মাসেতে আইব[৮] কাত্তিক সমান বর।
মন নাই সে উঠে বাপের আইল যত ঘর ॥
আগণ মাসে রাঙ্গা ধান জমিনে ফলে সোনা।
রাঙ্গা জামাই ঘরে আনতে বাপের হইল মানা[৯] ॥
পোষ মাসে পৌষা-আন্ধি দেশাচারে দোষ।
এই মাস গেলে হইব বিয়ায় সন্তোষ ॥
মাঘ মাসে করমী[১০] আইল হীরাধরের বাড়ী।
একে একে দেখে বাপে সম্বন্ধ বিচারি ॥

চম্পা তলার সোনাধর এক পুত্র তার।
দেখিতে সুন্দর পাত্র কাত্তিককুমার ॥
আড়ায় কুড়ায়[১১] তার আছয়ে জমিন।
হীরাধরের না উঠে মন বংশে অকুলীন ॥
আর এক করমী আইল দীঘল-আটি হইতে।
ধনে জনে সেও ভালা সকল কথা কইতে ॥
ঘরের ভাত খায় তারা গোয়াইল ভরা গরু।
গোলা টাইল ভরা থাকে ধান কালাই যরু ॥
ঘর বর পছন্দ কিন্তু বংশে আছে খোঁটা[১২]।
বাপের নাই সে উঠে মন হইল বিষুম লেঠা[১৩] ॥
উত্তরে সুষঙ্গ হইতে আইল এক ঘর।
অবস্থা বেবস্থা তার সবই সুন্দর ॥

৭। আন্দেশে=আমোদ প্রমোদ, ব্যস্ততায়। ৮। আইব=আসিবে। ৯। মানা=অসুবিধা। ১০। করমী=ঘটক। ১১। ১৫ কাঠায় এক কুড়া, ৫ কুড়ায় এক আড়া। ১২। খোঁটা=কলঙ্ক। ১৩। বিষুম লেঠা=বিষম মুস্কিল।

ধানে চাইলে মহাজন চাইর পুত্র তার।
এক এক পুত্র তার দেব-অবতার ॥
ঘাটে বান্ধা দৌড়ের নাও[১৪] পছন্দ বাহার[১৫]।
লড়াই করিতে আছে চাইর গোটা ষাঁড় ॥
ভাত ফালাইয়া ভাত খায় চিন্তা ভাবনা নাই।
মহারোগীর[১৬] বংশ সে যে কন্যা দিতে নাই ॥
এই মতে ফাগুন চৈত বৈহাক[১৭] মাস গেল।+
জষ্ঠি মাস চইল্যা যায় কন্যার বর না জুটিল ॥+

(৬)

জষ্ঠিমাসের খর[১] রোইদ গায়ে ধরে জ্বালা।+
সইন্ধ্যা বেলা ঘাটে আইল কন্যা সে একেলা ॥
পঞ্চ ভাইয়ের বইন মলুয়া জল ভরিতে আসে।
কদম তলায় নাগর ঘুমায় কেউ নাইক পাশে* ॥
কাঙ্কের কলসী ভূমিত্ থইয়া[২] মলুয়া সুন্দরী।
লামিল[৩] জলের ঘাটে অতি তরাতরি[৪] ॥
একবার লামে কন্যা আরবার চায়[৫]।
সুন্দর পুরুষ এক অঘুরে ঘুমায় ॥

১৪। দৌড়ের নাও=বাইচের নৌকা। ১৫। পছন্দ বাহার=উত্তম রুচি। ১৬। মহারোগ=কুষ্ঠ ব্যাধি। ১৭। বৈহাক=বৈশাক।
১। খর=প্রখর। ২। থইয়া=থুইয়া। ৩। লামিল=নামিল। ৪। তরাতরি=তাড়াতাড়ি। ৫। চায়=তাকাইয়া দেখে।

পাঠান্তর :—* 'সইন্ধ্যা বেলা নাগর শুইয়া একলা জলের ঘাটে'।

সইন্ধ্যা মিলাইয়া যায়[৬] রবি পশ্চিম পাটে।
তবু না ভাঙ্গিল নিদ্রা একলা জলের ঘাটে ॥

মনেতে উতলা কন্যা ভাইব্যা নাই সে পায়।+
সুন্দর কুমারের ঘুম কি কইর‍্যা ভাঙ্গায় ॥+

মনে মনে কয় কন্যা সেইনা সইন্ধ্যা বেলা।+
'ঘাটের পাড়ে নিদ্রা যাও কে তুমি একেলা ॥

রাইত নিশাকালে যদি ভাঙ্গে নিদ্রা তার।
ভিনদেশী পুরুষ বল যাইব কোথায় আর ॥

বাড়ী নাই ঘর রে নাই নাই বাপ-মাই।
রাইত পোষাইতে[৭] কেবা দিব একটুক্ ঠাই ॥

কোথা হইতে আইল নাগর কোথায় বাড়ী ঘর।
কুলের কুমারী আমি কেম্নে পাই উত্তর ॥

উঠ উঠ নাগর,'—কন্যা ডাকে মনে মনে।
কি জানি মনের ডাক সেও বা নাগর শুনে ॥

আরবার ভাবে কন্যা আপনার মনে।+
কেমন কইর‍্যা ফেইল্যা যাইবাম্ এইনা অয়রাণে[৮] ॥+
আশমানে উইঠ্যাছে মেঘ পুব আকাশ জুড়া।+
বার্ষ্যার[৯] নমুনা বুইঝ্যা বনে ডাকে কুড়া ॥+
রাইতে যদি বিষ্টি লামে কি হইব উপায়।+
ভিনদেশী আন্ধাইরা রাইতে যাইব কোথায় ॥'+
সইন্ধ্যা কালে আকাশ রাঙ্গা পইড়্যা রবির আলো।+
নাগরের চিন্তায় কন্যার বদন হইল কালো ॥+

৬। সইন্ধ্যা মিলাইয়া যায়=সন্ধ্যা দেবীর সঙ্গে মিলন করিয়া যায়। ৭। পোষাইতে =পোহাইতে। ৮। অয়রাণে=বিপদশঙ্কুল নির্জন স্থানে। ৯। বার্ষ্যার=বর্ষণের।

একবার চায় কন্যা বাড়ীর পন্থ পানে।+
আরবার চায় কন্যা নাগরের বয়ানে ॥+

'ভিন্‌দেশী পুরুষ এই লাজে মাথা কাটে।
কেমন কইর‍্যা সইন্ধ্যা বেলা একলা রইবাম্ ঘাটে ॥
মনে লয় পুরুষে আমি জাগাই ডাকিয়া।
বাপের বাড়ীর পথ অরে[১০] দেই দেখাইয়া ॥
আন্ধাইর রাইতে কোথায় যাইব পথ না চিনিলে।
এমন সময় চউক্ষে[১১] বিধি কাল নিদ্রা দিলে ॥
আইত[১২] যদি ভাইয়ের বউ সঙ্গেতে আমার।
কোনোমতে কালঘুম ভাঙ্গিতাম তার ॥
মাও যদি সঙ্গে আইত কি কইতাম তারে।
মায়ের দিয়া কইয়া বুইল্যা লইয়্যা যাইতাম ঘরে ॥
একেলা অবলা আমি কুলমানের ভয়।
পন্থহারা ভিন্‌পুরুষের দুঃখ নাইত সয়[১৩] ॥
উঠ উঠ ভিন্‌দেশী কুমার তুমি কত নিদ্রা যাও।
যার বুকের ধন তুমি তার কাছে যাও ॥'

এইনা ভাবিয়া কন্যা কোন কাম করিল।
কাছে আছিল শুধা[১৪] কলস টানিয়া লইল ॥
কলসী লইয়্যা কন্যা জলে দিল ঢেউ।
'এই ঘুম ভাঙ্গিতে পারে সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥
শুনরে পিতলের কলসী কইয়া বুঝাই তরে।
ডাক দিয়া জাগাও তুমি ভিনদেশী কুমারে ॥'

১০। অরে=উহাকে। ১১। চউক্ষে=চক্ষে। ১২। আইত=আসিত।
১৩। সয়=সহ্য হয়। ১৪। শুধা=শূন্য, খালি।

এত বলি কলসী কন্যা জলেতে ভরিল।
জল ভরণের শব্দে বিনোদ জাগিয়া উঠিল ॥
জলভরণের শব্দে কুড়া ঘন ডাক ছাড়ে।
জাগিয়া না চান্দ বিনোদ কোন কাম করে ॥
দেখিল সুন্দর কন্যা জল লয়্যা যায়।
সোনার বরণ কন্যার গায়েতে মিলায় *॥
মেঘের মতন কেশ কন্যার পায় লুইট্যা পড়ে।+
হাইট্যা যাইতে আন্ধাইর পন্থ রোশ্ নাই সে করে ॥+
এইত না কেশ কন্যার লাখ টাকা মূল[১৫]।
শুক্না কাননে যেন মহুয়ার ফুল ॥
ডাগল[১৬] দীঘল আঙ্খি আরে যার পানে চায়।
একবার দেখিলে তারে পাগল হইয়া যায় ॥

পাগল হইল চান্দ বিনোদ ভাইব্যা মনে মনে।+
"এমত সুন্দর কন্যা না দেখি নয়ানে ॥
কার ঘরের সুন্দর নারী কার পরাণের ধন।
কার ঘরের উজল বাতি চুরি করল মন ॥
জলের না পদ্ম ফুল শুকনায় ফুটে রইয়া।
আশমানের তারা ফুটে মঞ্চেতে[১৭] ভরিয়া ॥
নিশার স্বপন কিবা দেখ্লাম জাগিয়া।+
পরাণ লইয়্যা গেল কন্যা আইঞ্চলে বান্ধিয়া ॥+
শুন শুন পালা[১৮] কুড়া আরে কই[১৯] যে তোমারে।
পরিচয় কথা কন্যার আইন্যা দেও আমারে ॥

১৫। মূল=মূল্য। ১৬। ডাগল=ডাগর, বড়। ১৬। মঞ্চেতে=পৃথিবীর বুকে। ১৮। পালা=প্রতিপালিত। ১৯। কই=কহি।

পাঠান্তর :—* 'মেঘের বরণ কন্যার গায়েতে লুটায়।'—

কার বা নারী কার বা কন্যা কোথায় বাড়ীঘর।
উইড়্যা যাওরে পালা কুড়া আন গিয়া উত্তর ॥
শুন শুন চন্দ্রমুখী কন্যা আরে কই যে তোমারে।
একবার ফিরিয়া চাও দেখি নয়ান ভইরে ॥
একবার চাও-লো কন্যা মুখ ফিরাইয়া।
আর একবার দেখি আমি আপনা ভুলিয়া ॥
কি ক্ষেণে আইলাম আমি এই গেরামের বাটে[২০]। ✽
পরাণ রাখিয়া গেলাম এই না জলের ঘাটে ॥
অর্ধেক যইবন কন্যার বিয়ার নাই সে বাকি।
পরের নারী দেইখ্যা কেন মজে আমার আখি ॥
বিয়া যদি না হইয়া থাকে কি করবাম্ তায়।
পরের ঘরের কন্যা সে যে না দেখি উপায়।
উইড়্যা[২১] যাওরে বনের কুড়া কইও মায়ের আগে।
তোমার না চান্দ বিনোদে খাইছে জংলার বাঘে ॥
উইড়্যা যাওরে বনের কুড়া কইও বইনের ঠাই।
মইর‍্যা[২২] গেছে চাঁদ বিনোদ আর ত বাইচ্যা নাই ॥
উইড়্যা যাওরে পিঞ্জরার কুড়া কন্যারে জানাও।
আমার পরাণের কথা যথায় লাগল[২৩] পাও ॥"

কলসী ভরিয়া মলুয়া ঘরেতে ফিরিল।—
কুড়া লইয়া চান্দ বিনোদ বইনের বাড়ী গেল ॥

২০। বাটে=পথে। ২১। উইড়্যা=উড়িয়া। ২২। মইর‍্যা=মরিয়া।
২৩। লাগাল=নাগাল, দেখা।

✽ 'কি ক্ষণে আইলাম আমি কুড়া না শীগারে।'

(৭)

ভিন্‌দেশী পুরুষে দেখি চান্দের মতন ।
লাজ-রক্ত হইল কন্যার পর্‌থম[১] যইবন ॥

পঞ্চ ভাইয়ের বউয়ে ডাইক্যা কয় "ননদিনী ।
সইন্ধ্যা কালে জলের ঘাটে একলা কেন তুমি ॥

আউলা ঝাউলা অঙ্গের বসন মাথার কেশ খুলা ।
আইজ কেনে জলের ঘাটে গিয়াছিলা একেলা ॥

আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি ।
আইজ যে দেখি ফুটা ফুল কাইল দেইখ্যাছি কলি ॥

কি হয়্যাছে জলের ঘাটে সত্যকইরা বল ।
না ভাড়াইবা ননদিনী না করিবা ছল ॥

কাইল* সকালে জলের ঘাটে মোদের সঙ্গে চল ।
সঙ্গে কইরা কলসী লইবা ভইর‍্যা আনবা জল ॥

ঘরে আছে গন্ধ তৈল আবের কাকই[২] দিয়া ।
রাইতের আউলা চাচর কেশ দিবাম্ বান্ধিয়া ॥

তরে লয়্যা ননদিনী আমরা যাইবাম্ জলে ।
মনের কথা কইবাম্ গিয়া ঘাটের কদম তলে* ॥—

বিয়ার বয়স হইল তর না আইল বর ।
এমন সুন্দর কন্যা আইজও রইল বাপের ঘর ॥

পরথম যইবন কন্যা পরম সুন্দরী ।
তরে দেইখ্যা ননদিনী আমরা জ্বইল্যা মরি ॥"

১। পর্‌থম=প্রথম। ২। আবের কাকই=অভ্র খচিত চিরুণী

পাঠান্তর :—* 'আইজ'—।
* '—ঐ না জলের ঘাটে।'—

মলুয়া কইছে "বউ মোর বাক্য ধর।
একলা যাইতে জলের ঘাটে কেন বা মানা কর॥"
পাচ ভাইয়ের বউ কয় "একলা যায়্যা চান্দে।
কি জানি চণ্ডালের[৩] কাছে ফালায় তারে ফান্দে॥"

হাইস্যা মলুয়া কয় "বউ, তোমরার[৪] যত কথা।+
মোর লাইগ্যা তোমরার মনে আছে আপন ব্যথা।+
কাইল রাইত কাইট্যাছে আমার অতি দারুণ জ্বরে।
বেদনা হইছিল আমার পেটের কামড়ে॥
আইজ দুইপর কালে আমার অঙ্গের বড়ো জ্বালা।+
সিনান করিতে ঘাটে গিয়াছিলাম একেলা॥+
জলের ঘাটে কদম গাছ কদমের সুবাস।+
সেই সুবাসে কার না বল মন করে উদাস॥+
কাইল না যাইবাম্ আমি ঐ না কদম তল।+
তোমরা সবে ঘাটে যাইবা ভইরা অনবা জল॥+
তোমরা সবে জলে যাইবা না যাইবাম্ আমি।"—
পাচ ভাইয়ের বউ তবে করে কানাকানি॥
কানাকানি কইর‍্যা তারা রান্ধন ঘরে গেল ✤।—
শয়ন মন্দিরে কন্যা পর্‌বেশ[৫] করিল॥

চউক্ষে নাই রে নিদ্ কন্যার পরাণ আন্‌চান্।+
থাইক্যা থাইক্যা কাঁইপ্যা উঠে বইক্ষের আইঞ্চল খান॥+
শয্যাতে শুইয়া কন্যা ভাবে মনে মন।
"কোথারতনে[৬] আইল পুরুষ চান্দের মতন॥

৩। চণ্ডালের = রাহুর। ৪। তোমরার = তোমাদের। ৫। পরবেশ = প্রবেশ।
৬। কোথারতনে = কোথা হইতে।

পাঠান্তর :—✤ '—তারা জলের ঘাটে গেল।

কুড়া শিগার কইর‍্যা বুঝি ফিরে বনে বনে।
আইজ তারে জলের ঘাটে দেখলাম কিবা ক্ষেণে॥
কাইল রাইত পোষাইল কার বা বাড়ী থাকি।
কোথায় জানি রাইখ্যাছিল সঙ্গের কুড়া পাখি॥
আমি যদি হইতাম রে কুড়া থাকতাম তার সনে।
তার সঙ্গে থাইক্যা আমি ঘুরতাম বনে বনে॥
আশমানে থাকিয়া দেওয়া ডাইকৃছ তুমি কারে।
ঐ না আষাইঢ্যা পানি বইছে শত ধারে॥
গাঙ্গ্ ভাসে নদী ভাসে না ধরে শুকনায় পানি।
এমন রাইতে কোথায় গেল কিছুইত না জানি॥
অতিথ বলিয়া যদি আইত আমার বাড়ী।
বাপেরে কইয়া আমি বইতে[১] দিতাম পিড়ি॥
শুইতে দিতাম শীতলপাটী বাটাভইর‍্যা পান।
আইত যদি সোনার অতিথ যইবন করতাম দান॥"

(৮)

দুইপর বেলা গেল কন্যার ভাবিয়া চিন্তিয়া।
বিয়াল বেলা[১] গেল কন্যার বিছানায় শুইয়া॥
সইন্ধ্যা কাল আইলে কন্যা কোন কাম করে।
পিত্‌লা কলসী লইল কন্যা কাঙ্কের উপরে॥
কলসী লইয়া কন্যা জলের ঘাটে যায়।
পঞ্চ ভাইয়ের বউয়েরে কন্যা কিছু না জানায়॥

১। বইতে=বসিতে।

১। বিয়াল বেলা=বিকাল বেলা।

মেঘ-আড়া[২] আষাইঢ্যা রইদ[৩] গায়ে বড়ো জ্বালা।
ছান[৪] করিতে জলের ঘাটে যায় সে একেলা॥
কিসের ছান কিসের পানি কিসের জল ভরা।
দুইয়ের প্রাণে টান পইড়্যাছে এমনি প্রেমের ধারা॥
একলা সইন্ধ্যাকালে কন্যা জলের ঘাটে যায়।
চান্দবিনোদ শুইয়া আছে সেইনা কদম ছায়॥
কন্যারে দেখিয়া কুড়া ডাকে ঘনে ঘন*।
কুড়ার ডাকেতে বিনোদ মেলিল নয়ান॥
আখি না মেলিয়া বিনোদ ঘাটের পানে চায়।
জল ভরে সুন্দরী কন্যা দেখিবারে পায়॥
আশমানের চান্দ আইছে জমিনে লামিয়া।+
পিয়াসী চকোর ছুটে লাজের মাথা খাইয়া॥+

'জল ভর সুন্দর কন্যা জলে দিয়া মন।+
আমার মনের আকুল কথা শুনবা একটু ক্ষণ॥+
কুড়া শিগার কইর‍্যা আমি ফিরি বনে বনে।
কাইল সইন্ধ্যায় পইড়্যাছি আমি বিষুম বেবানে[৫]॥+
কে তুমি সুন্দর কন্যা নিত্যি ভর পানি।
রইয়া শুন আমার কথা কিছু কইবাম্ আমি॥"

আশমানেতে রাঙ্গা মেঘ জলে ভাঙ্গে ঢেউ।+
পরথম যইবন কন্যার সঙ্গে নাইত কেউ॥+

২। মেঘ-আড়া=মেঘের আড়ালে। ৩। রইদ=রৌদ্র। ৪। ছান=স্নান। ৫। বিষুম বেবানে=বিষম অকুল পাথারে, বিপাকে। ৬। ডাউক=এক জাতীয় উভচর পাখী, ডাহুক।

পাঠান্তর:—* 'শিয়রে থাকিয়া কুড়া ডাকে ঘন ঘন'।

দূরে ডাকে ডাউক[৬] কুড়া কদম গাছে দইয়া।[৭] +
পূবাইল বাতাসে যায় বইক্ষের বসন উইড়্যা ॥ +
নাগরের কথায় কন্যার উতলা হইল মন। +
মুখে না সরয়ে বাণী বিয়াকুল পরাণ ॥ +

'জল ভর সুন্দরী কন্যা তুমি আপন মনে। +
আমার যত মনের দুঃখ কেউ নাইত শুনে ॥
কুড়া শিগার করি আমি চান্দ বিনোদ নাম।
পরিচয়-কথা মোর সত্য কহিলাম ॥
কার কন্যা কোথায় বাড়ী কিবা নাম ধর।
আমি চাই পরিচয় কন্যা দেও সে উত্তর ॥"

জলেনা লামিয়া কন্যা কলসী লাড়েচাড়ে। +
মুখ না ফিরাইয়া কন্যা নাগরে উত্তর করে ॥ +
'কুড়া লইয়া তুমি বুঝি থাক বনে বনে।
কেমনে কাটাও নিশি এ ঘোর কাননে ॥
বনে আছে বাঘ ভাল্লুক ভয় কি তোমার নাই।
এমন কইর‍্যা কেম্‌নে তুমি ফির ঠাই ঠাই ॥
আন্ধুয়া পুষ্কুন্নির পাড় কাল-নাগের বাসা।
একবার ডংশিলে[৮] যাইব পরাণের আশা ॥
সারা রাইত কাইট্যাছে আমার এই দারুণ ভয়। +
বার্ষ্যাকালে আন্ধাইরা রাইতে কি জানি কি হয় ॥ +
ঘরে নাই কি মাও বাপ তোমার আপন জন। +
বনে বনে ঘুরার লাইগ্যা করে না বারণ ॥' +

৭। দইয়া=দইয়ল পাখী। ৮। ডংশিলে=দংশন করিলে।

'জল ভর সুন্দর কন্যা জলে দিয়া পাও।+
মুখ তুইল্যা কও না কথা আমার পানে চাও ॥+
আমার লাইগ্যা দেখি কন্যা তোমার বইক্ষে বেথা।+
মনের আগুন নিবাও কন্যা কইয়া সত্য কথা ॥+
হালুয়া দাসের পুত্র বাপ মইর‍্যা গেছে।+
এক বইন বিয়া হইয়া পরের বাড়ী[৯] আছে ॥+
দরিদ্রের পুত্র আমি ঘরে আছে মাই[১০]।+
ইহা ছাড়া আমার আর পরিচয় নাই ॥+
কার কন্যা কিবা জাতি কোথায় বাড়ীঘর।+
পরিচয় কথা কন্যা কইবা সুবিস্তর ॥+
কাইল গেছে আশে আশে আইজ রইছি বইয়া।
মনের আগুন নিবাও কন্যা পরিচয় কইয়া ॥"

'বাপের নাম হীরাধর অসমা মোর মাও।
জাতিতে হালুয়া দাস আর কিবা চাও ॥+
সাধুমন্ত[১১] বাপ আমার মাও সে সুজন।
ঘরেতে আমার আছে ভাই পঞ্চ জন ॥
সামনে আছে পুষ্কুন্নি শানে[১২] বান্ধা ঘাট।
পূব মুইখ্যা বাড়ীখানি আয়নার কপাট ॥
আগে পাছে বাগ্-বাগিচা আছে সারি সারি ॥
পাড়াপশ্বি লোকে কয় গাও-মড়লের বাড়ী ॥"

'কলসী বুড়াইয়া[১৩] কন্যা জলে দিছ ঢেউ।
সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাই আর কেউ ॥

৯। পরের বাড়ী=শ্বশুর বাড়ী। ১০। মাই=মা। ১১। সাধুমন্ত=সাধুমহান্ত। ১২। শানে=পাকা ইটে। ১৩। বুড়াইয়া=ডুবাইয়া।

মন লইলা প্রাণ লইলা আইঞ্চলে বান্ধিয়া । +
রাইত কাইট্যাছে বিনা নিদে[১৪] আইজ রইছি বইয়া ॥ +
বিয়া যদি হইয়া থাকে হও পরের নারী[১৫] ।
সেও কথা কও কন্যা আইজ সত্য করি ।
তোমার পানে চাইয়া কন্যা আমি যাইবাম ফিরে ।
'আর না আইবাম্ আমি তোমার পন্থের ধারে[১৬]* ॥'

'কাইল দেখলাম জলের ঘাটে শুইয়া নিদ্রা যাও ।
তোমার নিদ্রা দেইখ্যা আমার ডরে কাঁপে গাও[১৭] ॥ +
চাইর দিগে ঝাড় জঙ্গল সাপ-খোপের[১৮] বাসা । +
এমন স্থানে নিদ্রা তোমার আইসে সর্বনাশা ॥ +
আশমানেতে কালা মেঘ পূবাইলে দিছে বাও ।
এই বনে না থাইক তুমি আমার মাথা খাও ॥
ভিন্ দেশী পুরুষ তুমি কি কইবাম তোমারে ।
অতিথ হয়্যা থাক আইজ আমার বাপের ঘরে ॥
পঞ্চ ভাইয়ের বউ আছে ইষ্টি কুটুম করি[১৯] ।
আইজ নিশি অতিথ হইয়া রইবা আমার বাড়ী ॥
এই পন্থে যাইতে আইজ তোমায় করি মানা ।
সামনে আছে গেরামের পথ লোকের আনাগুনা ॥
সেই পন্থ ধইর‍্যা তুমি আগুইয়া[২০] মেলা কর *।—
সেই পন্থে যাইতে দেখবা বাইরদুয়াইরা[২১] ঘর ॥

১৪। নিদে = নিদ্রায়। ১৫। নারী = স্ত্রী। ১৬। পন্থের ধারে = পথের কাছে অর্থাৎ দৃষ্টি গোচরে। ১৭। গাও = গা, অঙ্গ। ১৮। খোপের = ইহার কোনো অর্থ হয় না। ১৯। ইষ্টি কুটুম করি = আত্মীয় স্বজন অতিথি আসিলে তাঁহাদের সেবা-যত্ন করি। ২০। আগুইয়া = এগিয়ে, অগ্রসর হইয়া। ২১। বার দুয়াইরা = বহির্দ্বার বিশিষ্ট।

পাঠান্তর :—* 'আর না আসিবাম্ কন্যা কুড়া শীকারে।'
* 'তুমি মেলা নাই সে কর।'

আমার বাপের বাড়ী সেইনা আয়নার কবাট।
সামনে দেখ্‌বা তুমি শানে বান্ধা ঘাট॥
দুখুঃ কেন করবা তুমি আইজ নিশা বনে।
শীতলপাটী পাইত্যা দিবাম্‌ তোমার বিছানে॥
পাঁচ ভাইয়ের বউ রান্‌ব[22] ছত্তিশ বেন্নুন[23]।
আইজ নিশি থাইক্যা তুমি করিও ভোজন॥'

এইনা বলিয়া কন্যা জল লইয়া যায়।
কুড়া লইয়া চান্দ বিনোদ ভিন্ন পথে ধায়॥

(৯)

সইন্ধ্যাকালে অতিথ আইল ভিন্‌দেশেতে ঘর।
পঞ্চপুত্রে ডাইক্যা কয় সাধু হীরাধর॥
"লোটা ভইর‍্যা জল দেও খড়ম আর গামছা
পঞ্চ বউরে ডাইক্যা কও রান্ধুক বাছা বাছা" } —*—
পাচ বউ দেইখ্যা শুইন্যা করে কানাকানি।+
"আইজ সইন্ধ্যাকালে কোথায় আছিল ননদিনী॥+
অতিথ আইসাছে যেমন কাত্তিক কুমার।+
চউখ তার খুইজ্যা ফিরে দেখা পাইতে কার॥+
পরম সুন্দর অতিথ কুড়া শিগার করে।+
বিয়ালবেলা[1] জলের ঘাটে দেইখ্যাছি উহারে॥+

২২। রান্‌ব=রান্ধিবে। ২৩। ছত্তিশ বেন্নুন=ছত্রিশ ব্যঞ্জন।
১। বিয়াল বেলা=বিকাল বেলা।

পাঠান্তর :—* { লোটা ভইরা শীতল জল দিল খড়ম পানি।
পাঁচ ভাইয়ের বউ রান্ধে পরম রান্ধুনি॥

সেইনা ঘাটে ননদিনী সইন্ধ্যাকালে যায়। +
অতিথ কইরা অরে[২] আইনাছে এথায় ॥
ভালা কন্যার ভালা বর মিইল্যা গেছে পথে। +
এইনা বরে বিয়া হইলে মিল্‌ব ভালামতে ॥ +
ঘাট হইতে আইস্যা মলুয়া কথা নাইত কয়। +
জিগাইলে[৩] হাইস্যা ফালায় চুপমাইর‍্যা[৪] রয় ॥” +

এই মত পাচ বউ করে কানাকানি। +
আদর কইর‍্যা রান্ধে তারা পরম রান্ধুনী ॥ +
মানকচু ভাজা আর অম্বল চালিতার।
রুই মাছের সুরুয়া রান্ধে জিরার সম্বার ॥
কাইট্যা লইছে কৈ-মাছ চড়্‌চড়ি খারা।
ভালা কইর‍্যা রান্ধে বেন্নুন দিয়া কাইল্যাজিরা ॥
একে একে রান্ধে সব বেন্নুন ছত্তিশ জাতি।
শুক্‌না মাছ পুইড়্যা[৫] রান্ধে আগল-বেসাতি[৬] ॥
পাচ ভাইয়ের সঙ্গে বিনোদ পিড়িতে বইস্যা খায়।
এমন ভোজন বিনোদ জন্মে নাইসে পায় ॥
পঞ্চ ভাইয়ের বউ দেখে আড়ালে থাকিয়া। +
কেমন অতিথ আইল কিসের লাগিয়া ॥ +
খাইতে না আছে মন পাতে থাকে পইড়্যা। +
ই দিক উদিক চায় অতিথ চোরা চউখ কইর‍্যা ॥ +

শুকত্‌ খাইল বেন্নুন খাইল আর ভাজা বড়া।
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ দুধের শির্ষায়[৭] ভরা ॥

২। অরে=উহারে। ৩। জিগাইলে=জিজ্ঞাসা করিলে। ৪। চুপ মাইর‍্যা=নির্বাক হইয়া। ৫। পুইড়্যা=পুড়াইয়া। ৬। আগল বেসাতি=কাঁচা সরিষা বাঁটা মিশানো ব্যঞ্জন বিশেষ, ‘বাটি চচ্চড়ি’। ৭। শিষ্যা বা শির্ষ্যা=ক্ষীরের পুর।

পাত-পিঠা বড়া-পিঠা চিতই চন্দ্রপুলি।
পোয়া[৮] চই[৯] দিল কত রসে ঢল ঢলি ॥
আদর কইর‍্যা পাতে দিছে পঞ্চ ভাইয়ের বউ।+
পাতের পিঠা পাতে থাকে বুঝে না ত কেউ ॥+

আচাইয়া চান্দবিনোদ উঠিল তখন।
বাইর দুয়াইরা[১০] ঘরে গিয়া করিল শয়ন ॥
বাটাভরা সাচি-পান লং এলাচি দিয়া।
পাচ ভাইয়ের বউ দিছে পান বানাইয়া ॥
শুইতে দিছে শীতলপাটী উত্তম বিছানা।
বাতাস করিতে দিছে আবের পাঙ্খা খানা ॥
এই মতে শুইয়া বিনোদ সুখে নিদ্রা যায়।
পরভাতে উঠিয়া বিনোদ বিদায় সে চায় ॥
পন্নাম[১১] করিল বিনোদ হীরাধরের পায়।
পঞ্চ ভাইয়েরে বিনোদ পন্নাম জানায় ॥
ঘরতনে বাইর হইয়া বিনোদ পন্থে দিল মেলা।
সুন্দরী মলুয়া ঘরে রইল একেলা ॥

(১০)

বইনের কাছে গিয়া বিনোদ বইনের আগে কয়।
শিগারে যাইয়া যত ঘটিল সমুদয় ॥*—

৮। পোয়া=মালপুয়া। ৯। চই=একপ্রকার ঝাল-মিষ্ট পিঠা। ১০। বাইর দুয়াইরা=বহির্বাটির। ১১। পন্নাম=প্রণাম।

পাঠান্তর :—* 'শীগারে গেছিলাম যত কইল সমুদয়।'

আদিগুরি[১] বির্তান্ত সব বইনেরে শুনায়।
বিয়ার কথা কইতে বিনোদ মনে লজ্জা পায় ॥

বইনে ত বুঝিল তবে ভাইয়ের বেদন।
মায়ের কাছে যাইতে বিনোদ করিল গমন ॥

মায়ের কাছে কইতে কথা মনে লজ্জা পায়।
কেমন কইর‍্যা কইব কথা না দেখে উপায় ॥

এক দুই তিন করি আষাঢ় মাস যায়।
সাইর-সর্‌সিরে[২] বিনোদ বেদনা জানায় ॥

একে একে যত কথা উঠিল মায়ের কানে।
ঘটক পাঠাইল মাও বিয়ায় সন্ধানে ॥

মলুয়ার বিবাহের বয়স হয়েছে, বাপ-মায়ে বিবাহের চেষ্টাও করছেন, সম্বন্ধও অনেকগুলি এসেছে। কিন্তু সব সম্বন্ধই একটা না একটা দোষযুক্ত, বাপ-মায়ের পছন্দ হয় না।—

হেন কালে করমি গেল সম্বন্ধ করিতে।
চান্দ বিনোদের বিয়ার পরস্তাব কৈল[৩] বিধিমতে ॥

কার পুত্র কোথায় বাড়ী সকল জানিয়া।
বাপে ভাবে হেথায় কন্যা দিব কি না বিয়া ॥

বর তো পছন্দ হয় কাত্তিক কুমার।
বংশেতে কুলীন সেই যত হালুয়ার[৪] ॥

হালুয়া গোষ্ঠীর মধ্যে বড়ো-বাপের[৫] বেটা
বংশেতে কুলীন সেই নাই কোনো খোটা[৬] ॥

১। আদিগুরি=আগাগোড়া। ২। সাইর-সর্‌সি=সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধব। ৩। কৈল=করিল। ৪। হালুয়ার=কৃষক মাহিষ্য দাস জাতির মধ্যে। ৫। বড়বাপের=সম্মানী পিতার। ৬। খোটা=কলঙ্ক।

এক চিন্তা করে বাপে শিরে হাত দিয়া।
"কেমন কইর‍্যা এমন ঘরে কন্যা দিবাম্ বিয়া।
এক কাঠা ভুই নাই খলা[৭] পাতিবারে।
কেমন কইর‍্যা বিয়া দিবাম্ কন্যা এই ঘরে॥

একখানি ভাঙ্গা ঘর চালে নাই ছানি।
কেমনে খাইব কন্যা উচ্ছিলার পানি[৮]॥

বাপের দুলাল কন্যা দুঃখ নাই সে জানে।
পাঁচ ভাইয়ের বইন এত না সইব পরাণে॥
এক মুষ্টি ধান নাই লক্ষ্মী পূজার তরে।
কি খাইয়া থাকিব কন্যা এই দরিদ্রের ঘরে॥

পাটের শাড়ী পিন্ধ্যা[৯] কন্যা সুখ নাহি পায়।—
হেন ঘরে কন্যা দিতে মন না জুয়ায়[১০]॥"

ঘটক ফিরিয়া গেল সম্বন্ধ না হয়।+
ঘরে থাইক্যা মলুয়া শুনিল সমুদয়॥+

শুইনা সগল কথা কন্যার দুই আঙ্খি ঝরে।+
মনের দুখুঃ কথা কারে কইবার নাই সে পারে॥+

খাওন তেজিল কন্যা পিন্ধনে নাই মন।+
ঘরতনে না হয় বাইর কান্দে অনুক্ষণ॥+

সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে সেই না কদম তলে।+
দাড়াইয়া রয় কন্যা ঘন নিশ্বাস ফেলে॥+

৭। খলা=যে জমিতে ধানের বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা হয়। সেন মহাশয়ের মতে ,ধান শুকাইবার স্থান'। ৮। উচ্ছিলার পানি=ভাঙ্গা ঘরের চাল হইতে পতিত বৃষ্টির জল। ৯। পিন্ধ্যা=পরিয়া। ১০। মন না জুয়ায়=মনে ভালো লাগে না।

কুড়ার ডাক শুইন্যা কন্যা উঠে চমকিয়া।+
ঐ বুঝি আইছে নাগর ঐ না পন্থ দিয়া ॥+
এক মাস দুই মাস কইর‌্যা মাস চইল্যা যায়।+
অসুখি[১১] হইল কন্যা পইড়্যা বিছানায় ॥+

(১১)

করমি ফিরিয়া আইল সম্বন্ধ না হয়।
চান্দ বিনোদের মায়রে ডাইক্যা সব কথা কয় ॥
এহা শুইন্যা বিনোদের মাও চিন্তিত হইল।
পুত্রের রাখিতে মন দৈবে নাহি সে দিল ॥
আঁচা-আঁচি[১] সকল কথা চান্দ বিনোদ শুনে।
বৈদেশে[২] যাইতে বিনোদ দড়[৩] করল মনে ॥

বিনোদ শুনল, একমাত্র দারিদ্র্য দোষের জন্যই মলুয়ার পিতা বিবাহে অসম্মত হয়েছেন। বিনোদ কুড়া শিকার ছাড়া আর কোনো ব্যবসা জানে না। কুড়ার মাংস ধনী মুসলমানদের অতি প্রিয়, এজন্য তাঁরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। দেশে সে রকম ধনী মুসলমান নেই। সেজন্য বড়ো সহরের নিকটে গিয়ে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে একদিন—

ঘুম থাইক্যা উইঠ্যা বিনোদ মায়ের আগে কয়।
"গিরে বইস্যা থাকা মাগো উচিত না হয় ॥
কামাই রুজ্‌গার নাই ঘরে নাই ভাত।
এমন কইর‌্যা কেম্‌নে মাগো রইব কুল জাত ॥
বিদায় দেও মা জননী বলি তোমার আগে ॥
বৈদেশে যাইতে তোমার পুত্র বিদায় মাগে ॥"

১১। অসুখি=পীড়াগ্রস্ত।

১। আঁচা আঁচি=আকার প্রকারে। ২। বৈদেশে=বিদেশে। ৩। দড়=দৃঢ়

বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় বিনোদের অন্তরে যে কত বড়ো আঘাত লেগেছে, মা সে বিষয়ে বেশ বুঝেছিলেন। সে জন্য পুত্রের এই উপার্জন-চেষ্টায় তিনি আর বাধা দিলেন না। চাঁদ বিনোদ বিদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলে—

ঘরে আছিল পানিভাত বাইড়্যা[৪] দিল মায়।
কাচা লঙ্কা দিয়া বিনোদ কিছু কিছু খায়॥
মায়ের পায়ের ধূলা বিনোদ তুইল্যা লইল শিরে
বৈদেশে যাইতে বিনোদ পন্থে মেলা করে॥
বৈদেশেতে যায় যাদু যদ্দূর দেখা যায়।
পিছন থাইক্যা চাইয়া দেখে অভাগিনী মায়॥
বাঁশের ঝাড় বন জঙ্গল পুতের পিঠে পড়ে।
আখির পানি মুইছ্যা মাও ফিইর্যা আইল ঘরে॥

এক মাস দুই মাস তিন মাস যায়।
ছয় সাত আট কইর্যা বচ্ছর গোয়ায়[৫]॥
কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে।
জমিনে পড়িল ছায়া আশমানে মেঘ ভাসে॥
গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিল্‌কি-ঠাডা[৬] পড়ে।
অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইড়্যা মরে॥
আইল আষাঢ় মাস জলের বাড়ে ফেনা।
কুড়ার ডাকেতে শুনে বার্ষ্যার নমুনা॥
মায়ে বইনে না দেখিল বুকে রইল শেল।
কুড়া লয়্যা চান্দ বিনোদ কোন বা দেশে গেল॥
একলা ঘরেতে পইড়্যা কান্দে তার মায়।
'কি জানি যাদুরে আমার সাপে বাঘে খায়॥

৪। বাইড়্যা=বাড়িয়া। ৫। গোয়ায়=অতিবাহিত হয়। ৬। জিল্‌কি ঠাডা=বিজলী-ঝলক ও বজ্র।

নূন-ভাত ঘরে নাই শাকপাতাড়্ খাই।+
দারুণ দেওয়ানী খাজনা কি দিয়া বুঝাই॥"+
এই না ভাইব্যা বিনোদের মা বিনোদে ছাড়িয়া।+
ঘরে পইড়্যা কান্দে অভাগী রইয়া রইয়া॥+

(১২)

(এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ নূতন, ইহা মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রকাশিত হয় নাই। সেজন্য কোনো (+) চিহ্ন দেওয়া হইল না।)

এদিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
মলুয়ার মনের দুঃখ না যায় কওন[১]॥
তিন মাস গেল কন্যার বিছানায় শুইয়া।
সোনার বরণ অঙ্গের গেল কালি হইয়া॥
কাইল্যা জ্বর[২] ধইরাছে কন্যার বলে বাপ মায়।
পঞ্চ ভাইয়ের বউ কয়, 'কাইল্যা জ্বর না হয়॥
উঠ উঠ ননদিনী মোদের মাথা খাও।
ভাত পানি খায়্যা তুমি আমরার পানে চাও॥
তোমার নাগর চান্দে ধইর‍্যা দিবাম্ মোরা।
মনের কথা খুইল্যা কও, না কর বখরা[৩]॥
পঞ্চ ভাই আছে তারা ছয় ভাই হইব।
না ভাবিও ননদিনী সব দুখুঃ যাইব॥'

১। কওন=কথন। ২। কাইল্যা জ্বর=কালা জ্বর। ৩। বখরা=ভাগাভাগি কিছু বলা কিছু না বলা।

পঞ্চ বউয়ে সল্লা[৪] কইর‍্যা শ্বশুরে কইল।
হীরাধর শুইন্যা কথা করমি পাঠাইল॥
চান্দ বিনোদ না আছে গিরে খবর লয়্যা আসে।
বৈদেশেতে গিছে বিনোদ রুজ্‌গারের আশে॥

পঞ্চ বউ ডাইক্যা তবে মলুয়ারে কয়।
'ভাত পানি খাও তুমি না করিবা ভয়॥
না ভাবিবা ননদিনী তোমার কালা চান্দ।
ধইরা দিবাম্ আমরা তোমার পাইত্যা[৫] রূপের ফান্দ॥
মোদের সঙ্গে ঘাটে চল ঐনা কদম তলে।
কাইল্যা জ্বর ছাইড়্যা যাইব কালার ঘাটের জলে॥'

আশ্বিন মাসে তুর্গাপূজা মায়ের আগমনে।
মলুয়া মানত মানে মায়ের চরণে॥
"কোন বা দেশে গেল সে যে কোন বা গহীন বনে।
রক্ষা কর তারে মাগো ধরি তুই চরণে॥"
কাত্তিকেতে বিষাউষ[৬] কালীপূজার রাতি।
মায়ের চরণে মলুয়া করিল মিন্নতি॥
"কাত্তিকের বিষাউষ না লাগে তার গায়।
এই বর দেও মাগো ধরি তোমার পায়॥"
আঘনে সাইলের ধান সুবাসে বাড়ী ভরা।
কি খায়্যা বৈদেশে থাকে না পায় দিশারা[৭]॥
পোষ মাসে পোষা-আন্ধি রাইতে না যায় দেখা।
কোন বা বনে কুড়ার আশে বইস্যা আছে একা॥

৪। সল্লা = পরামর্শ। ৫। পাইত্যা = পাতিয়া। ৬। বিষাউষ = বিষাক্ত শিশির। ৭। দিশারা = সন্ধান।

মাঘ মাসে পিঠাপুলি ভাইয়ের বউয়ে করে।
মনের কথা না কয় কন্যা খাইতে নাই সে পারে ॥
ফাগুন মাসে ফাগুয়ার রং দোলে করে খেলা।
ঘরতনে না বাইরায় কন্যা থাকয়ে একেলা ॥
চৈত মাসে চৈতী হাওয়া কুকিলায় ধরে তান।
ঘরে বইস্যা গায় কন্যা গুন্‌গুনাইয়্যা গান ॥
বোইহাক মাসে খর রোইদ গায়ে আগুন জ্বলে।
সইন্ধ্যাবেলা দাঁড়ায় কন্যা সেই না কদম তলে ॥
জষ্ঠি মাসে বিষ্টি লামে কুড়ার ডাক শুইনে।
মেঘের পানে চাইয়া কন্যা ভাবে মনে মনে ॥
"এইনা সেই জেঠ্‌মাসের দিন ঐ না ঘাটের পাড়ে।
চাইর চউক্ষের মিলন হইল পরাণ দিলাম তারে ॥
কোন বা দেশে গেল বন্ধু বচ্ছর ঘুইর্‌য়্যা যায়।
অবাগী মলুয়ার কথা মনে কি তার রয় ॥
আশমানের বগ পঙ্খী যাইছ কোন বা দেশে।
আমার বন্ধুরে কইও তোমরা দেখা পাইলে শেষে ॥
মনে যদি থাকে বন্ধু এই না ঘাটের কথা।
দেশে ফিইর্‌য়্যা আইস্যা বন্ধু একবার আইবা এথা ॥
ঐ না কদম তলায় বইবা গায়ের গামছা পাতিয়া।
নয়ান ভইরা দেখবাম আমি ঘাটে দাণ্ডাইয়া ॥"

(১৩)

কুড়া শিগারী বিনোদ পিজ্‌রা লয়্যা হাতে।
একেবারে উতরিল[১] সরাইয়ের[২] পথে॥
সরাইয়ের পথ সেইনা সহরে চইল্যা যায়।+
সেই না পন্থ ধইর্‌য়া বিনোদ ভাওয়াল বন পায়॥+
ভাওয়াল বন গইন[৩] বন কুড়া পাখির বাসা।+
কুড়া পাখি ধইর্‌য়া বেচব্‌[৪] বিনোদের আশা॥+
বড় বড় সওর[৫] ধনী দেওয়ান আমীরের স্থান।+
সোনার মওর[৬] দিয়া তান্‌রা কুড়ার গোস্ত খান॥+
হাজাশুকা[৭] নাই তাদের ট্যাকার[৮] নাই ওর[৯]।+
খোদায় দিয়াছে ভইর্‌য়া সোনার মওর॥+

পাক্কা শিগারী বিনোদ জ্যান্ত কুড়া ধরে।+
কুড়া ধইর্‌য়া লয়্যা যায় সওর বাজারে॥+
এক মাস দুই মাস কইর্‌য়া ছয় মাস গেল।+
কুড়া শিগারী বিনোদ দেওয়ানের নজরে পড়িল॥+
কুড়া শিগার কইর্‌য়া বিনোদ পাইল জমিন[১০] বাড়ী।
ইনাম বকশিস পাইল কত কইতে নাই সে পারি॥
রাজ্যের রাজা দেওয়ান সাহেব সদয় হইল তারে।
কুড়ি আড়া[১১] জমিন দেওয়ান লেখ্যা দিল তারে॥

১। উতরিল=যাইয়া উপস্থিত হইল। ২। সরাইয়ের পথে=যে পথের পাশে সরাইখানা অর্থাৎ পান্থনিবাস আছে, প্রধান রাজপথ। ৩। গইন=গহিন। ৪। বেচব=বিক্রয় করিবে। ৫। সওর=সহর। ৬। মওর=মোহর ৭। হাজা শুকা=বন্যার জলে ডুবে ফসল পচে যাওয়ায় ও অনাবৃষ্টিতে ফসল না হওয়ায় ক্ষতি। ৮। ট্যাকার=টাকার। ৯। ওর=সীমাসংখ্যা। ১০। জমিন=চাষের জমি। ১১। আড়া=এক আড়া সমান ছয় বিঘা।

বচ্ছরের পরে বিনোদ দেশেতে চলিল ।+
মায়ের লাইগ্যা নানান্ বস্তু নায়[১২] ভইরা লইল ॥

চান্দ বিনোদ দেশে ফিরে এসেছে, সঙ্গে নৌকাভরা জিনিসপত্র। ঘাটে নৌকা ভিড়তেই একজন প্রতিবেসী ছুটে গিয়ে বিনোদের মাকে সুসংবাদ দিলেন,—

"কি কর বিনোদের মাও কি কর বসিয়া ।
তোমার পুত্র বিনোদ আইল দেখ বাইর হইয়া ॥
আইস্যাছে তোমার পুত্র দুই আঞ্চির তারা ।"
ডাক শুইন্যা পাগল মাও পন্থে হইল খাড়া ॥
দেইখ্যা ত পুত্রের মুখ এক বচ্ছর পরে ।—
অভাগী দুঃখিনী মায়ের দুই নয়ান ঝুরে ॥
গিরে আইল চান্দ বিনোদ ট্যাকা কড়ি লইয়া ।+
মায়ের দুঃখ দূর হইল পুত্র ফিরে পাইয়া ॥+

বিনোদ দরিদ্র, তার ঘরের চালে ছাউনি নেই। সেজন্য মলুয়ার পিতা বিনোদের হাতে কন্যা দিতে অস্বীকার করেছেন। ঘটনাটা বিনোদের মনে বড়ো আঘাত করেছে। বাড়ী ফিরে এলে বিনোদের মা পরামর্শ দিলেন, কুড়ি আড়া জমি যখন পাওয়া গেছে, তখন এইবার হালের বলদ কিনে ভালো করে চাষ আবাদ করা হোক। তার উত্তরে—

বিনোদ কয় "মাও আমি হাল করবাম্ পরে ।+
হালের বলদ কিন্যা আইনা রাখবাম্ কোন ঘরে ॥+
একখানি ভাঙ্গা ঘর চালে নাই তার ছানি ।+
এই না বার্ধ্যাকালে খাইবাম্ উচ্ছিলার পানি ॥+
ভালা কইর‍্যা বান্ধ্‌বাম্ ঘর কামলা জুমলা[১৩] দিয়া ।+
পরে ত করবাম্ কির্ষি জোড়া বলদ কিনিয়া ॥"+

১২। নায়=নৌকায়। ১৩। কামলা-জুমলা=শ্রমিক কারিগর ও তাহার সহকারী।

মায়ের আদেশ পায়্যা বিনোদ মনে বড়ো সুখ ।+
ভালা ঘর বান্ধে ভাইব্যা মলুয়ার মুখ ॥+

কামলার কাম বিনোদ তাও ভালা জানে ।
ভালা কইর‍্যা বান্ধে বাড়ী সুত্যা নদীর কানে[১৪] ॥
আটচালা চৌচালা ঘর বান্ধিয়া সুন্দর ।
ভালা কইর‍্যা বান্ধে বিনোদ বারদুয়াইর‍্যা ঘর ॥
শীতলপাটী দিয়া বিনোদ ঘরে দিল বেড়া ।
উলুছনে ছাইল ঘর দেখ্‌তে মনোহরা ॥
ঝাপে ঝুপে করে বিনোদ নক্‌সি রঙের কাম* ।—
দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দের সমান ॥
মাছুয়া পঙ্খীর পাখ্‌ দিয়া সাজুয়া[১৫] বানায় ।
কামলা ডাকিয়া বিনোদ পুষ্কুনি কাটায় ॥
বাড়ীর সামনে পুষ্কুনি জলে টলমল ।
এক মায়ের এক পুত পরাণের সম্বল ॥
পাড়াপড়শী কয় "মাও বড়ো ভাগ্যবতী ।
একপুতের বরাতে[১৬] তার দুয়ারে বান্ধা হাতি ॥
এক পুতের গুণে তার লক্ষ্মী বান্ধা ঘরে ।
ধনসম্পদ হইল তার দেবতার বরে ॥

এই কথা উঠিল গিয়া হীরাধরের কানে ।+
কন্যার বিয়ার কথা ভাবে মনে মনে ॥+
পাচ ভাইয়ের পাচ বউ শ্বশুরেরে কয় ।+
"মলুয়ার বর বিনোদ আর কেউ না হয় ॥"+

১৪ । কানে=কিনারায় । ১৫ । সাজুয়া=সাজসজ্জা । ১৬ । বরাতে=ভাগ্যে ।

পাঠান্তর : *'—বিনোদ কামলার কাম ।'

মলুয়ারে ডাইক্যা কয় "শুন ননদিনী ।+
ছয় মাস না দিবাম বিয়া থাকবা একাকিনী ॥+
বার্ষ্যাকাল কাটাও তুমি ঝিঙ্গার ঝোল খায়্যা ।+
মাঘ মাসে দিবাম্ বিয়া পাটের শাড়ী পইর‍্যা ॥"+

(১৪)

মলুয়ার পিতা পুত্রবধূদের মুখে মলুয়ার মনের কথা শুনলেন ; লোকমুখে শুনলেন, চাঁদ বিনোদ বহু চাষের জমি পেয়ে ভালো করে ঘরবাড়ী বাঁধছে, পুকুর কাটাচ্ছে,—

এরে শুইন্যা হীরাধর কোন কাম করিল ।
কন্যার বিয়ার লাইগ্যা ভাটুয়া[১] পাঠাইল ॥
ভাটুয়া আসিয়া কয় বিনোদের মার আগে ।
'পুত্রের* করাও বিয়া তুমি সম্মুখের মাঘে ॥'
কথাবার্তা হইল স্থির না রইল বাকি ।
গণক ডাকাইয়া মায়+ দেখে পাঞ্জিপুথি ॥—
পাঞ্জিপুথি দেইখ্যা গণক বিয়ার লগ্ন করে ।
চইল্যা গিয়া হইব বিয়া শ্বশুরের ঘরে ॥

মাঘ মাস আইল শেষে দিন শুভক্ষণ ।+
বিনোদের বিয়ার কথা শুন বিবরণ ॥+
ঠাট ঠমকে বিনোদ হইল আগুসার ।
ঘোড়ার উপরে বিনোদ হইল সোয়ার ॥

১ । ভাটুয়া=ভাট ব্রাহ্মণ, ঘটক ।

পাঠান্তর :—* 'কন্যা—' ।
+ '—বাপে—' ।

আগে পাছে বাদ্য বাজে ঢোল ডগর।
বর-যাত্রী হইল যত পাড়ার নাগর[২] ॥
হাউই খিলই ছাড়ে তুম্‌রি[৩] শত শত
বাদ্যভাণ্ড লয়্যা চলে রুশনাই করি পথ
উপস্থিত হইল বর হীরাধরের বাড়ী।
অর্গ্যা পুইছ্যা[৪] চান্দ বিনোদে নিল যত নারী ॥
জয়াদি জুকার দেয় কত ঝাড়ে ঝাড়[৫]।
গীত বাদ্য করে যত নারী চমৎকার ॥

তবে ত মলুয়ার মাও খুড়ী-জেঠী লইয়া।
সোহাগ[৬] মাগিতে যায় বিয়ার মঙ্গল চাইয়া ॥
খুড়ীর সোহাগ জেঠীর সোহাগ আর মাসী পিসী।
সোহাগ মাগে কন্যার মাও মঙ্গল উদ্দেশি ॥
শ্বশুরবাড়ী গিয়া কন্যা থাকুক সোহাগে।
তেকারণে কন্যার মাও ভালা সোহাগ মাগে ॥
মাথায় লক্ষ্মীর কুলা আইঞ্চলে ঢাকিয়া।
সোহাগ মাগিল মায়ে বাড়ী বাড়ী গিয়া ॥
উত্তম সাইলের চাউলে পিঠালী বাটিয়া।
বন্দনা করিল তারে তিন আবা[৭] দিয়া ॥
চিম্‌ঠিয়া তুলে সবে দুয়ারের মাটি।
সোহাগের দ্রব্য আনি দেয় কুটি কুটি[৮] ॥
হলদি চাকি চাকি আর তৈল সিন্দূরে।
এরে দিয়া সোহাগ-ডালা সাজায় সুবিস্তরে ॥

২। নাগর=যুবক। ৩। হাওই, খিলই, তুমরি=আতস বাজির নাম। ৪। অর্গ্যা-পুইছ্যা=অর্ঘ্য দিয়া মুছিয়া, বরণ করিয়া। ৫। ঝাড়ে ঝাড়=ঝাঁকে ঝাঁকে। ৬। সোহাগ=আদর, আশীর্বাদ। ৭। আবা=মুখে থাবা দিয়া আবা আবা শব্দ করা। ৮। কুটি কুটি=ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, খুটিনাটি।

চুরপানি[৯] নিল মায় টুপায়[১০] ভরিয়া।
ধন-মন[১১] ছুয়াইল যতন করিয়া ॥
ধন ছুয়াইল মায় ধন পাইবার আশে।
মন ছুয়াইল মায় জামাইয়ের অভিলাষে ॥
নান্দিমুখ আদি যত শুভ কার্য শেষে।
শুভলগ্নে হইল পরে বিয়া অবশেষে ॥

বাসরে উঠিল বর কন্যা যুগল করি। +
পঞ্চ ভাইয়ের পঞ্চ বউ বিনোদেরে ঘিরি ॥ +
পাশা খেলায় চান্দ বিনোদ মলুয়ারে লইয়া
পাশায় হারিল বিনোদ চিতের লাগিয়া ॥
পঞ্চ বউ পাশা খেলায় বাজি সে ধরিয়া। +
বিনোদে জিতিয়া লইল আইঞ্চলে বান্ধিয়া ॥ +
হাসিতে খেলিতে সেই রাত্রি হইল শেষ* ।
সেই দিন ভাবে বিনোদ ফির্‌বো নিজ দেশ
কাল-রাইতে আয়ুক্ষয়† যাত্রা করতে মানা।
এই রাইতে কন্যা জামাই না করে দেখা শুনা ** ॥—
কাল-রাইত গিয়া বিনোদের শুভ রাইত আইল
শুভ রাইতে শ্বশুরবাড়ী ফুলশয্যা হইল †† ॥

৯। চুরপানি=মাটির ঘটের জলে সোনা রূপা লুকাইয়া রাখা হয়, বিবাহের পরে বাসর ঘরে গিয়া জামাই তাহা বাহির করে। ১০। টুপা=ছোটো হাঁড়ি। ১১। ধন-মন=সোনা রূপা ও একপ্রকার গাছের কাঠ।

পাঠান্তর :—* ফুলশয্যা করে বিনোদ রাত্রি হইল শেষ।
† '—কালক্ষয়—'।
** এইদিনে জামাই বউয়ে নাহি দেখাশুনা।
†† শয়ান মন্দিরে বিনোদ শয়ান করিল।

ঘরেতে জ্বলিছে বাতি সাঁজুয়ার তারা[১২]।
শয়ান মন্দিরে মলুয়া সামনে হইল খাড়া ॥

নিশি রাইত পইড়্যা আইল ঘুমে ঢুলে আখি।
চিত্তে খুশী হইল বিনোদ মলুয়ারে দেখি ॥

মাথা হইতে ঘোমটা বিনোদ টানিয়া লামায়।
টানয়া অঙ্গের বাস যতনে খসায় ॥

কিবা মুখ কিবা চউখ ক্ষ ভুরুর ভঙ্গিমা।
আন্ধাইর ঘরেতে যেমন জ্বলে কাঞ্চা সোনা ॥

চান্দের সমান রূপ করে ঝলমল।
এইরূপ দেখিয়া বিনোদ হইল পাগল ॥

শিরে না দীঘল কেশ পড়ে কন্যার পায়।
সেই কেশ লইয়া বিনোদ মেঘুরি[১৩] খেলায় ॥

'কি কর পরাণের বন্ধু শুন মোর কথা।
আইজ রাইতে মানা দেও খাও মোর মাথা ॥

না ফুটিতে ফুল কেনে তুইল্যা লও কলি।
মধু না আসিতে ফুলে না আইসে অলি ॥

খিদা[১৪] লাগ্‌লে তাপ্তা[১৫] ভাত জুড়াইয়া খায়।
এমন হইতে বন্ধু তোমার আইজ না জুয়ায়[১৬] ॥

পঞ্চ ভাইয়ের বউ তারা মিড্রা নাইত গেছে।
বেড়ার ফাক দিয়া তারা তোমারে দেখিতেছে ॥

১২। সাঁজুয়ার তারা=সন্ধ্যাতারা। ১৩। মেঘুরি=বেণী খুলিয়া চুল পিঠে বিস্তৃত করিয়া এলাইয়া। ১৪। খিদা=ক্ষুধা। ১৫। তাপ্তা=তপ্ত, গরম। ১৬। জুয়ায়=যোগ্য, সঙ্গত।

পাঠান্তর :—ক্ষ '—কিবা সুখ—'।

ভূষণের রুণু ঝুণু শব্দ শুনি কানে।
পরিহাস করিব তারা কালুকা বিয়ানে[১৭] ॥
পর্‌দীম নিবাইয়া বন্ধু আইজ কাট নিশি।
চিত্তে ক্ষেমা দেও বন্ধু না বানাইও দুষী ॥'

নিবিয়া ঘরের বাতী অন্ধকার হইল।
শুভক্ষণের শুভ রাইত পোয়াইয়া গেল ॥
পরভাতে উঠিয়া দোয়ে বাসি জল দিয়া।
হাত পাও ধোয় বিনোদ পিড়িতে বসিয়া ॥

(১৫)

আইজ রাইতে যাইব বিনোদ আপনার বাড়ী।
সঙ্গেতে লইয়্যা যাইব আপনার নারী ॥
বাপে কান্দে মায়ে কান্দে কান্দে মাসী পিসী।
পরের ঘরে যাইব ঝি কান্দে পাড়াপড়শী ॥
'পরের লাইগ্যা পাইল্যা কন্যা করলাম অত বড়।
আমরারে[১] ছাইড়্যা মাওগো আইজ যাইবা পরের ঘর ॥
আইজ হইতে কন্যা আমার পর হইয়া যায়*।'
ডাক ছাইড়্যা কান্দে বাপ বিলাপ করে মায় ॥

বিলাপ নাই সে কর মাও ছাড়হ কান্দন।+
দুনিয়ার এই রীতি হয় ভাইব্যা দেখ মন ॥+

১৭। কালুকা বিয়ানে=আগামীকল্য প্রভাতে।
১। আমরারে=আমাদিগকে।

পাঠান্তর : —* আজি হইতে কন্যা আমার পরের ঘরে যায়।

কার কন্যা কোথায় যায় নাই সে ঠিকানা।+
ষুলো বচ্ছর অচিনা মানুষ হইল আপনা॥+
বিলাপ না কর বাপ কাজে দেও মন।+
কি কি দ্রব্য দিবা সঙ্গে করহ সাজন॥
না কান্দিও মাসী পিসী না কান্দ পড়শী।+
আশীর্বাদ কর দোয়ের[২] মন কইর‍্যা খুশী॥+

ঝাইল দিল পেটরা দিল সঙ্গেতে করিয়া।
সজ-মসলা দিল কত থলিতে ভরিয়া॥
তার সঙ্গে দিল মায় সাইল্যা ধানের চিড়া।+
বিন্নি ধানের খৈ দিল উপ্‌রা[৩] করিয়া॥+
গন্ধ তৈল সিন্দুর দিল কটরায় ভরিয়া।+
মেচের[৪] গামছা সঙ্গে দিল জোড়-পাট করিয়া॥+ } *

যাত্রা কালে কন্যারে মায় হাত ধইর‍্যা কয়।+
'আইজ হইতে শাশুড়ী তোমার মাও হয়॥+
ভালা হইয়া থাইক মাওগো শ্বশুরের ঘরে।
পতি সে পরম গুরু জানিহ অন্তরে॥+
মান সর্মান[৫] রাইখ্যা চলবা ভক্তি দেবতারে।+
পাড়াপড়শী যাতে মন্দ না কইতে পারে॥
বড় দুখুঃ পাইছ মা-গো থাইক্যা আমার বাড়ী।
এই জন্মের লাইগা যাইবা অভাগী মায়রে ছাড়ি॥'

২। দোয়ের=দুইজনের। ৩। উপ্‌রা=মুড়কি। ৪। মেচের গামছা=মেচজাতি নির্মিত উৎকৃষ্ট গামছা। ৫।

পাঠান্তর * { আরও সঙ্গে দিল মাও চিকনের চাইল।
তৈল সিন্দুর দিল খৈয়া বিন্নির ধান॥ }

দধি ভোজন কইর‍্যা বিনোদ যাত্রা যে করিল।
শ্বশুর শাশুড়ীর পায় পর্‌ণাম করিল ॥
জেঠা খুড়া গুরুজনে পরণাম জানায়।
বিয়া কইরা চান্দ বিনোদ আপন ঘরে যায় ॥

'কি কর বিনোদের মাও গিরেতে বসিয়া।
তোমার চান্‌বিনোদ আইছে সোনা বউ লইয়া* ॥—
কি কর বিনোদের মাসী পর্‌দীম হাতে লইয়া ** ।—
তোমার চান্দবিনোদ আইসে নয়া বউ লইয়া ॥
কি কর বিনোদের পিসী ** বইস্যা তুমি ঘরে ।—
সোনার ছত্র আইন্যা ধর পোলা বউয়ের* শিরে ॥'
আশমানে তারা ঝিলিমিলি নদী ভাঙ্গে ঢেউ ।+
জয়-জোকার দিয়া ঘরে তুইল্যা আন্‌বা বউ ॥' +

ধানদূর্বা দিয়া পরে অর্ঘিয়া-পুছিয়া[৬]।
চান্দমুখ লইল মায়ে যতনে মুছিয়া ॥—
মায়ের চরণ বইন্দ্যা যাদু লয় পায়ের ধূলা।
পথে আইতে চান্দমুখ হইয়াছে কালা ॥
বউগড়া[৭] লইল মায় পিড়িতে বসিয়া।
ঘরের লক্ষ্মী ঘরে মায় লইল তুলিয়া ॥
জয়াদি জুকার দেয় পাড়ার যত নারী।
রাখিল মঙ্গল ঘট গঙ্গা জলে ভরি ॥

৬। অর্ঘিয়া পুছিয়া=বরণ করিয়া। ৭। বউগড়া='বউ পরিচয়' স্ত্রী-আচার। মৈঃ গীঃ মতে 'বউটিকে'।

পাঠান্তর :—* তোমার পুত্র বিনোদ আইছে রইদ্রেতে ঘামিয়া।
** '—মাসী ঘরেতে বসিয়া। ** '—মাসী—'।
* '—ধর চান্দ বিনোদের শিরে।

সোনা রূপা দিয়া সবে বউয়ের মুখ দেখে।
খুড়ী মাসী জেঠী যত সবে একে একে ॥
এই মতে হইল যত মঙ্গল আচার।
এই মত মায়ের সুখ হইল অপার ॥

বাড়ীর শোভা বাগ্‌বাগিচা ঘরের শোভা বেড়া।
কুলের শোভা ঘরের বউ শাশুড়ীর বুক জুড়া[৮] ॥—
বউ পাইয়া বিনোদের মাও পরম সুখী হইল।
ঘর-গিরস্থি যত সব যতনে পাতিল ॥

(১৬)

পরে তো হইল কিবা শুন দিয়া মন।
লুচ্চা দুশ্‌মন কাজী কৈল বিড়ম্বন ॥
ঘরে আছে বিবি-বান্দী গণ্ডা পাচ সাত।+
তবুও দুশ্‌মনি তার নাই সে পড়ে বাদ ॥+
বড়ই দুরন্ত কাজী ক্ষেমতা অপার।
কুলের বধূ বাইর করে অতি দুরাচার ॥
চোরে আশ্রা[১] দিয়া মিঞা সাউদের[২] দেয় কার[৩]
ভালা মন্দ নাই সে জানে বিচার আচার ॥

একদিন দুশ্‌মন কাজী পন্থে আনাগুনি[৪]।
জল ভরিতে ঘাটে যায় বিনোদের কামিনী ॥

৮। জুড়া=ভরা।
১। আশ্রা=আশ্রয়। ২। সাউদের=সাধুদের ৩। কার=কারাগার
৪। আনাগুনি=যাওয়া আসা করে।

দেইখ্যা সুন্দর নারী লুচ্চা পাগল হইল।
ঘোড়াতে সোয়ার কাজী চাইয়া রইল ॥
ভূঁয়েতে বাইয়া কন্যার পড়ে লম্বা চুল।
সুন্দর বদন যেমন মহুয়ার ফুল ॥
আখির ফাঁকেতে কন্যার নাচয়ে খঞ্জনা[৫]।
এরে দেইখ্যা নিত্যি নিত্যি কাজীর আনাগুনা ॥
আনাগুনা কইর‍্যা কাজী হইল বাউড়া[৬]।
রাখিতে না পারে মন করে পঙ্খী উড়া[৭] ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজী কোন কাম করে।
একেবারে বইসে গিয়া কুটুনির ঘরে ॥

গেরামে আছিল দুষ্ট নেতাই কুটুনি।
তার স্বভাবের কথা কিছু লও শুনি ॥
বয়সেতে[৮] বেশ্যামতি কত পতি ধরে।
বয়স হারাইয়্যা অখন বইস্যা আছে ঘরে ॥
বয়স গিয়াছে তবু স্বভাব না যায়।
কুমন্ত্রণা দিয়া কুলের কামিনী মজায় ॥
চুল পাইক্যা গেছে তার পইড়্যা গেছে দাঁত।
এতেক করিয়া অখন জুটায় পেটের ভাত ॥

কাজীরে দেখিয়া বুড়ি কোন কাম করে।
কাঠালের পিড়ি দিল বৈসনের[৯] তরে ॥
'কিসের লাইগ্যা আইছুইন[১০] আইজ দুয়ারে আমার।
কোন জন্মের ভাগ্যি মোর নাহি জানি তার ॥'

৫। খঞ্জনা=খঞ্জনপাখি। ৬। বাউড়া=উন্মত্ত। ৭। পঙ্খী উড়া=উড়ন্ত পাখির মত চঞ্চল। ৮। বয়সেতে=যৌবনে। ৯। বইসনের=বসিবার। ১০। অইছুইন=আসিয়াছেন।

কাজী কয় 'কুটুনি-লো তরে দিবাম্ সোনা।
করিবা আমার কাজ হইয়া সামিনা[11] ॥
সাত খুন মাপ তোমার আমার বিচারে।
এই কাম করলে তোমার কপাল যাইব ফিরে ॥
যেমন কইরা আমার ঘোড়া মাঠে ছোটা খায়[12]।
তেমন কইর‍্যা বেড়াইবা না ঘটিব দায় ॥
ছনেতে বান্ধিয়া দিবাম্ তোমার ঘরখানি।
ধন দৌলত যোগাইবাম্ যাহা লাগে আমি ॥
এইবার শুন কথা কোন কামের তরে।+
আইসাছি আইজ আমি এইনা তোমার ঘরে ॥+
পর গেরামেতে যাইতে পন্থে আনাগুনি।
জলের ঘাটে দেখলাম এক সুন্দর কামিনী।
মনের কথা আমার কইছি তোমার ঠাই।+
এমন সুন্দর নারী আমার ঘরে নাই ॥+
পরিচয় কথা তার শুন দিয়া মন।
হালুয়া দাস চান্দ বিনোদ আমার দুশ্‌মন * ॥
নয়া বউ আইন্যাছে ঘরে পরম সুন্দরী।+
তারে দেইখ্যা আমার পরাণ করে ধড়ফড়ি ॥+
বাউড়া হইছি আমি কি করি উপায় ✣ ॥—
গোলাপের মধু আইজ গোবরিয়ায়[13] খায় ॥
ছুতানাতা ধইর‍্যা তুমি যাও তার বাড়ী।
একেলা পাইবা যখন সেইত সুন্দরী ॥

১১। সামিনা=সাবধান। ১২। মাঠে ছোটা খায়=অবাধে মাঠের শস্য খায় কেহ কিছু বলিতে পারে না। ১৩। গোবরিয়া=গুব্‌রে পোকা।

পাঠান্তর :—* 'চান্দবিনোদ সে যে আমার দুষ্‌মন।'
✣ 'দেশেতে ভমরা নাই কি করি উপায়।

আমার মনের কথা কইও তার আগে।
ধন দৌলত সোনা দানা দিবাম্ যাহা লাগে ** ॥—
তারায় গান্থিয়া তার দিবাম গলার মালা।
দেখিয়া তাহার রূপ হইয়াছি পাগলা॥
নিখা যদি করে মোরে ভালা মতে চাইয়া।
আমার ঘরের যত নারী রইব বান্দী হইয়া॥
সোনা দিয়া বেইড়া[১৪] দিবাম সর্বাঙ্গ শরীর।
সাত খুন মাপ তার বিচারে কাজীর॥
সোনার পালঙ্ক দিবাম সাজুয়া[১৫] বিছান।
গলায় গান্থিয়া দিবাম মোহরের থান॥
দিবাম কাঙ্কের কলসী সোনাতে বান্ধিয়া।
নাকের বেসর দিবাম হীরায় গড়িয়া॥"

এতেক বলিয়া কাজী নিজ ঘরে যায়।
এইদিকে কুটুনি মাগী চিন্তয়ে উপায়॥

(১৭)

একে ত কুটুনি নেতাই তাতে পাইছে ট্যাকা।+
দেশের মালিক কাজী তারে দিব নিখা॥+
ভাইব্যা চিন্ত্যা নেতাই যায় বিনোদের বাড়ী।
তিন ডাক মারে তারে নষ্টা দুষ্টা বুড়ী॥

১৪। বেইড়্যা=বেষ্টন করিয়া। ১৫। সাজুয়া=সুসজ্জিত।

** 'ধন দৌলত তার সুবিস্তর লাগে।'

"কি কর বিনোদের মাও কি কর বসিয়া।
অনেক দিনে আইলাম বাড়ীতে তোমারে চাইয়া[১] ॥

শুইন্যা আইলাম নয়া বউ আইন্যাছ ঘরে *।
এই মত সুন্দর নারী নাই সে সহরে ॥

চউখে নাই সে দেখি আমি কানে নাই সে শুনি।
কি মত তোমার বউ দেখাও সেয়ানী[২] ॥"

এই মত নিত্যি নিত্যি আনাগুনি করে।
একদিন একলা ঘাটে পাইল মলুয়ারে ॥

কাজীর যতেক কথা তাহারে জানায়।
একে একে কথা সব কহে মলুয়ায় ॥

"তুমি ত ঘরের বধূ অঙ্গ কাঞ্চা সোনা।
রইয়া[৩] শুন আমার কথার কিঞ্চিৎ নমুনা ॥

বিচারের মালিক কাজী দেশের পর্‌ধান্[৪]।
কইবাম্ তার সগল কথা না কর্‌বাম্ আন্[৫] ॥

তোমার রূপ দেইখ্যা কাজী হইয়াছে ফানা[৬]।
অঙ্গ ভরিয়া তোমায় দিব কাঞ্চা সোনা ॥

নিখা যদি কর তারে ভালা মত চাইয়া।
তার ঘরের যত নারী রইব বান্দী হইয়া ॥

সোনা দিয়া বেইড়্যা দিব সর্বাঙ্গ শরীর।
সাত খুন মাপ তোমার বিচারে কাজীর ॥

১। চাইয়া=খুঁজিয়া, মৈঃ গীঃ মতে 'লাগিয়া'। ২। সেয়ানী=বুদ্ধিমতী। ৩। রইয়া=স্থির হইয়া। ৪। পর্‌ধান=প্রধান ব্যক্তি। ৫। আন্=অন্যথা। ৬। ফানা=উন্মত্ত।

পাঠান্তর :—* 'শুনিয়াছি নয়া বউ আনিয়াছ ঘরে।'

সোনার পালঙ্ক দিব সাজুয়া বিছান।
গলায় গান্থিয়া দিব মোহরের থান ॥
দিব যে কাঙ্কের কলসী সোনাতে বান্ধিয়া।
নাকের বেসর দিব হীরাতে গড়িয়া ॥”

কুটুনির কথায় মলুয়া কাঁপে থর্ থরে।+
ভয় পাইয়া কাঙ্কের কলসীতে শীঘ্র জল ভরে* ॥
কলসী কাঙ্কে চলে কন্যা ভয়ে নিজ বাড়ী।+
পাছে পাছে যায় সেই নষ্টা দুষ্টা বুড়ী ॥+
মনের কথা না কয় কন্যা একলা ঘাটের পথে।+
কি জানি কি দুষ্টা মাগী ফালায় বিপদে ॥+
মনের কথা জান্তে না দেয় পাছে পাছে যায়।
শাশুড়ী ঘরেতে নাই না দেখে উপায় ॥

আর বার কথার ফাঁদ ফাঁদিল কুটুনি।
গর্জিয়া উঠিল তবে বনের বাঘিনী ॥+
রোষিয়া কইল মলুয়া ‘শুন্ নষ্টা মাগী✝।—
চুপ মাইর‍্যা[৭] আছিলাম আমি শাশুড়ীর লাগি ॥+
স্বামী মোর ঘরে নাই কি কইবাম্ তরে।
থাকিলে মারিতাম ঝাটা তর পাকনা[৮] শিরে ॥
বয়স গিয়াছে তর মরবি আইজ কালি।
লোকের দুশমন তুই দুই চউক্ষের বালি ॥

৭। চুপমাইর‍্যা=নির্বাক। ৮। পাকনা=পক্ক কেশযুক্ত।

পাঠান্তর :—* ‘ভয় পাইয়া কন্যা কাঁকের কলসী ভরে।
✝ ‘—শুনলো কুটুনি।’

কুল বেইচ্যা খাইছস্ তুই বয়সের কালে।
সেই মত দেখ্ছস্ বুঝি নাগরিয়া[৯] সগলে॥

কাজীরে কইস্ কথা নাহি চাই[১০] আমি।
রাজার দোসর[১১] সেই আমার সোয়ামী॥

আমার সোয়ামী সে যে পর্বতের চূড়া।
আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া[১২]॥

আমার সোয়ামী যেমন আশ্মানের চান্[১৩]।
না হয় তুশ্মন কাজী তার নউখের[১৪] সমান॥

অপমান্যা[১৫] বুড়ী তুমি যাও আপনার বাড়ী।
কাজীরে কইবা কথা সব সবিস্তারি॥

তুশমন কুকুর পাজী ** পাপে দিল মন।
ঝাটার বাড়ি মাইর্যা তারে করবাম্ বিড়ম্বন ++॥

বাইচ্যা থাকুন সোয়ামী মোর লক্ষ পরমাই পায়্যা।
থানের মোহর ভাঙ্গি কাজীর পায়ের লাথি দিয়া॥

আমার স্বামী কাঞ্চা সোনা আইঞ্চলের ধন।
তার সঙ্গে কাজীর সোনার না হয় তুলন॥

জাতে মুসলমান কাজী তার ঘরের নারী।
মনের আপ্ছুস্[১৬] মিটাক তারা[১৭] সাত নিখা করি॥

৯। নাগরিয়া=দেশের অন্য নারী সকলকে। ১০। নাহি চাই=তাকাইয়াও দেখি না। ১১। দোসর=সমতুল্য। ১২। রণদৌড়ের ঘোড়া=যে ঘোড়া যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে মথিত করিয়া দৌড়ায়। ১৩। চান্=চাঁদ। ১৪। নউখের=নখের। ১৫। অপমান্যা=অপমানে অভ্যস্ত, যার বহু অপমানেও লজ্জা নাই। মৈঃ গীঃ মতে—'অপমানকারী'। ১৬। আপ্ছুস্=আপ্শোস, ক্ষোভ। ১৭। তারা=কাজীর বিবিরা।

** '—কাজী—'।

++ 'ঝাটার বাড়ী দিয়া তারে করতাম বিরম্বন।'

সেই মতে আমারে যে ভাইব্যাছে লম্পটা।
কাজীরে জানাইস্ তার মুখে মারি ঝাটা ॥
বয়সেতে বুড়া তুই মা-বাপের বড়ো।'
তেকারণে ছাইড়্যা দিলাম যাও নিজের ঘর ॥'

(১৮)

অপমান পাইয়া তবে নেতাই কুটুনি।
সকল কথা কয় গিয়া কাজীর সামনি[১] ॥
শুইন্যা দুশ্‌মন্ কাজীর গুসা[২] যে হইল।
পর্‌তিশোধ দিতে তবে সল্লা[৩] যে আটিল ॥

ভারতে মুসলমান রাজত্বে সেকালে অমুসলমানদের বিবাহে 'নজর মরেচা' নামে একটা সরকারী কর দিতে হত। এই নজর মরেচা করের কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল না, এবং কোনপক্ষ দেবে, তাও বোধ হয় নির্দিষ্ট ছিল না। দেশের কাজী বা দেওয়ান তাঁদের খেয়াল খুশিমত যে কোনো পরিমাণ নজর মরেচা ধার্য করে প্রয়োজন হলে উভয়পক্ষ থেকেই আদায় করতেন। বিনোদ মনে করেছিল তার শ্বশুর যে নজর মরেচা জমা দিয়েছেন তাতেই ও ফ্যাসাদ মিটে গিয়েছে। কিন্তু তা হল না।—

বিনোদের উপরে কাজী পরাণা[৪] জারি করে।
হুকুম লেইখ্যা দিল সেই পরাণা উপরে ॥—
'সাদি কইর‍্যাছ তুমি গেছে ছয় মাস।
নজর মরেচা তোমার রইছে অপরকাশ[৫] ॥
আইজ হইতে হপ্তা মধ্যে আমার বিচারে।
নজর মরেচা তুমি দিবা দেওয়ানেরে ॥

১। সামনি=সামনে। ২। গুসা=ক্ষুব্ধ ক্রোধ। ৩। সল্লা=পরামর্শ। ৪। পরাণা=পরওয়ানা। ৫। অপরকাশ=অপ্রকাশ, অর্থাৎ সরকার লক্ষ্য করেন নাই বলিয়া তুমি জমা দাও নাই।

নজর মরেচা যদি নাহি দেও তুমি।
বাজেয়াপ্ত হইব তোমার যত বাড়ী জমি' ॥

পরাণা হইল জারি বিনোদের উপরে।
ভাবিয়া না পায় বিনোদ কোন কাম করে ॥
পঞ্চ শত রূপ্যা[৬] সে যে কম বেশী নয়।
কোথায় পাইব বিনোদ ভাইবা না পায় ॥
ফানা বেক্‌রার্[৭] হইল বিনোদ ভাবিয়া চিন্তিয়া।
এই মতে হপ্তাকাল গেল যে চলিয়া ॥
আরবার পরাণা কাজী জাহির করিয়া।
বাজেয়াপ্ত করিল জমিন্ ঝাণ্ডা গাড়ি দিয়া ॥

সুখেতে আছিল বিনোদ কপালের ফেরে।
আশমান ভাঙ্গিয়া পড়ে মাথার উপরে ॥
ঘরের ধান ফুরাইয়া দুঃখেতে পড়িল।
হালের বলদ বেইচ্যা কিন্যা বিনোদ খাইল ॥
দুধের গাই বেইচ্যা খাইল ভাবিয়া চিন্তিয়া।
বিনোদের মাও কান্দে মাথা থাপাইয়া ॥
রঙ্গিনা[৯] আটচালা ঘর তাও বেইচ্যা খাইল।
একখানি ঘর মাত্র বাড়ীতে রহিল ॥
সেওখানি বেচে কিনা ভাবে মনে মন।
'গাছের তলাতে রইবাম্ করিয়া শয়ন ॥

৬। পঞ্চশত রূপ্যা=যে কালে দুর্ভিক্ষে টাকায় ছয় মণ চাউল বিক্রয় হইত, সেই কালের পাঁচশত রূপার টাকা। ৭। ফানা বেকরার=উন্মত্ত বেহুস। ৮। ঝাণ্ডা গাড়ি=বাঁশের আগায় সরকারী নিশান লাগাইয়া সেই বাঁশ পুঁতিয়া। ৯। রঙ্গিনা=কারুকার্য সজ্জিত।

আমি রইবাম্ গাছের তলাত্ তাতে ক্ষতি নাই।
পরাণের দোসর মলুয়ারে রাখবাম্ কোন ঠাই ॥
বুড়া কালে মাও মোর বড়ো দুঃখ পাইল।
উবাসে কাবাসে[১০] মার মুখ শুখাইল ॥'

দেওয়ানের দয়ায় বিনোদ পায় জমিন বাড়ী। +
দেওয়ানের হুজুরে[১১] যাইতে না সরে পরাণি ॥ +
দেওয়ান শুনিলে আরও বিপদ হইব ঘন। +
বাঘের মুখ থাইক্যা কুম্ভীরের মুখেতে পতন ॥ +
সুন্দর নারীর কথা যে শুনিব কানে। +
সেই সে লইব কাইড়্যা বধিব পরাণে ॥ +
ঘরেতে সুন্দর নারী ঢাইক্যা রাখন্ দায়। +
কি জানি কোন দুশমনের চউক্ষে পইড়্যা যায় ॥ +
নজর মরেচা হইছে বড়ো হাতিয়ার[১২]। +
ঘরের বউ টাইন্যা লয় না করে বিচার ॥ +
ভাইব্যা চিন্ত্যা বিনোদের দেহ হইল কালি। +
কিমতে বাচাইব[১৩] বউ করে বলাবলি ॥ +
জমা জমিন সব গেল এইত না হয় শেষ। +
মলুয়ারে লয়্যা বিপদ হইব অবশেষ ॥ +

ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ কোন কাম করে। +
শ্বশুরের গেরাম না হয় পরগণা ভিতরে ॥ +
দারুণ দুশ্‌মন কাজীর যত জারিজুরি। +
না খাটিব সেই দেশে কোনো ভারিভুরি[১৪] ॥ +

১০। উবাসে কাবাসে=অনাহারে অর্ধাহারে। ১১। হুজুরে=দরবারে। ১২। হাতিয়ার=কার্যসিদ্ধির উপায়। ১৩। বাচাইব=রক্ষা করিবে। ১৪। ভারিভুরি=চালবাজি।

একদিন কয় বিনোদ মলুয়ারে চাইয়া[১৫]।
'বাপের বাড়ীত্ যাও তুমি মায়েরে লইয়া ॥

পঞ্চ ভাইয়ের বইন তুমি দুঃখ নাই সে জান।
ফুলছিট্‌কি[১৬] নাই সে সয়[১৭] তোমার পরাণ ॥

ভালা কাপড় ভালা চোপড় উবাস[১৮] নাইত জান।
কেমন কইর‍্যা অত দুঃখ সহিবে পরাণ ॥

মাও আছে বাপ আছে আছে সোদর ভাই।
ভালবাইস্যা রইবা তুমি তাহাদের ঠাই ॥

কড়ার ভিখারী আমি রইবাম্ গাছের তলে।
অত দুঃখ তোমার নাইত সইব শরীলে ॥

ছুটুকাল[১৯] হইতে তুমি আদরের পিয়ারা। +
মাথায় লইছ আইজ দুঃখের পশরা ॥ +

অভাগার হাতে পইড়্যা তোমার পরশান্[২০]। +
তোমার দুঃখ দেইখ্যা আমার না সহে পরাণ ॥" +

শুনিয়া মলুয়া তবে কইতে লাগিল।
'বাপের বাড়ীর যত সুখ বিয়া হইতেই গেল ॥

বনে থাক ছনে[২১] থাক গাছের তলায়।
তুমি বিনা মলুয়ার নাহিক উপায় ॥

সাত দিন উবাসী* যদি তোমার মুখ চাইয়া।
বড়ো সুখ পাইবাম তোমার চন্নামির্তি[২২] খাইয়া ॥

১৫। চাইয়া=লক্ষ্য করিয়া। ১৬। ফুল ছিটকি=ফুল ছিটিয়ে আঘাত (ছিটকি=ছোটো চাবুক)। ১৭। সয়=সহ্য হয়। ১৮। উবাস=উপবাস। ১৯। ছুটুকাল=শিশুকাল। ২০। পরশান=ক্লেশ। ২১। ছনে=ঘাসের মাঠে। ২২। চন্নামির্তি=চরণামৃত।

রাজার হালে সুখে থাকুক আমার বাপের বাড়ী* ।
মলুয়া না হইব† সেই সুখের আশারী[২৩] ॥
শাক ভাত খাইয়্যা যদি গাছ তলায় থাকি ।
দিনের শেষে দেইখ্যা মুখ হইবাম আমি সুখী ॥
পিরথিমির সুখ মোর তোমার পায়ের ধূলা ।
বাপের বাড়ী না যাইবাম আমি ত একেলা ॥
জমা নাই জমিন নাই নাই ট্যাকা কড়ি ।+
দুশমন কাজীরে আমি ভয় ত না করি ॥+
তোমার সুখের লাইগ্যা আমার দেহের রূপ ।+
দুশমনে ছুইতে আইলে হইব বিরূপ ॥+
হাতার পানির[২৪] অধিক পানি কোথায় নাই ত আছে ।+
মরণ ভয় না থাকিলে যম না আইসে কাছে ॥'+

মলুয়ার কথায় বিনোদ কান্দিতে লাগিল ।+
ছিড়া আইঞ্চল দিয়া মলুয়া চক্ষু মুছাইল ॥+
বিদেশে যাইতে বিনোদ মনে কৈল স্থির ।
এইকথা শুইন্যা মলুয়া উতকা[২৫] অস্থির ॥
'না দিব পরাণের বন্ধু না দিব ছাড়িয়া ।
ছাড়িব অভাগ্যা পরাণ উবাস করিয়া ॥
আইঞ্চল পাইত্যা থাকবাম্ আমি গাছের তলায় ।
বনেতে ঘুরিবাম্ ঠিক কইলাম তোমায় ॥'

২৩। আশারী=পাইতে ইচ্ছুক। ২৪। হাতার পানি=সাঁতার জল।
২৫। উতকা=উতলা, ভীত।

পাঠান্তর :—* '—উপাস—'। * 'রাজার হালে থাকে যদি আমার বাপের বাড়ী।'
† 'মলুয়া নহে ত—'।

(১৯)

নাকের নথ বেইচ্যা মলুয়া আষাঢ় মাস খাইল।
গলার যে মতির মালা তাও বেইচ্যা দিল॥

শাওন মাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে।
এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে॥

হাতের বাজু বান্ধা দিয়া ভাদ্দর মাস যায়।
পাটের শাড়ী বেইচ্যা মলুয়া আশ্বিন মাস খায়॥

কানের ফুল বেইচ্যা মলুয়া কাত্তিক গুয়াইল।
অঙ্গের যত সোনাদানা সকল বান্ধা দিল॥

শতালী[১] অঙ্গের বাস হাতের কঙ্কণ বাকী।
আর নাইত চলে দিন মুঠি চাউলের খাকী[২]॥

ছেড়া কাপড়ে মলুয়ার অঙ্গ নাইত ঢাকে।
ঘরতনে না হয় বাইর ঘরে বইস্যা থাকে॥+

একদিন গেল মলুয়ার দুরন্ত উবাসে।
এরে দেইখ্যা চান্দ বিনোদ চউক্ষের জলে ভাসে॥+

ঘরে নাই রে লক্ষ্মীর দানা এক মুইঠ খুদ।
দিন রাইত বাড়্‌তে আছে মাহাজনের সুদ॥

শাক সাজ্‌না খাইয়া তবে কত দিন যায়।
দেইখ্যা সোয়ামীর মুখ মলুয়ার বুক ফাইট্যা যায়॥

আপনি উবাস থাইক্যা কারে[৩] নাই সে কয়।
সোয়ামী-শাশুড়ীর দুখুঃ আর কত সয়॥

১। শতালী=শত তালিযুক্ত। ২। মুঠি চাউলের খাকী=এক মুঠি চাউলের অন্নও দিনান্তে আর জোটে না ৩। কারে=কাঁহাকেও।

লাজ মানের ভয় আর না হইব রক্ষা ।*
অখন করিব মাত্র বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা ॥

এরে দেইখ্যা চান্দ বিনোদ কোন কাম করিল ।
ঘরের স্ত্রীর কাছে কিছু ফুইদ্[৪] না করিল ॥
মায়েরে কইয়া বিনোদ রাইত নিশাকালে ।
বৈদেশে করিল মেলা[৫] পোষ মাইস্যা দিনে ॥

এমন দুখুঃর কালে কাজী কোন কাম করে ।
ফিরিয়া পাঠাইল সেই নেতাই কুটুনিরে ॥
কুটুনি আসিয়া কয় "বড়ো বাপের ঝি[৬] ।
পরের লাইগ্যা দুখুঃ কইর‍্যা তোমার অইব কি ॥
কাজীর ঘরে গেলে দাঁতে কাইট্যা খাইবা সোনা ।
এই ঘরে উবাস কইর‍্যা ক্ষিধায় অইবা ফানা ॥+
এক মুইঠ চাউল নাই ঘরেতে তোমার ।
এমন শরীলে দুখুঃ কত সইব আর ॥
ফিরিয়া পাঠাইল কাজী তোমার দোয়ারে[৭] ।
মর্‌জি[৮] করিয়া তুমি সাদী কর তারে ॥
ধানভানা সূতাকাটা না সাজে তোমায় ।
এমন অঙ্গে ছিড়া কাপড় শোভা নাহি পায় ॥
নাকেতে বেসর নাই কানে নাই ফুল ।
সর্বাঙ্গ হইয়্যাছে তোমার ধুতুরার ফুল ॥

৪। ফুইদ্ = আভাসে প্রকাশ করা। ৫। মেলা = যাত্রা। ৬। বড়ো বাপের ঝি = ধনী বাপেয় কন্যা। ৭। দোয়ারে = দুয়ারে নিকটে। ৮। মর্‌জি = মন খুশী।

পাঠান্তর :—* লাজত মানের ভয় আর নাই রক্ষা।
+ উপাস করিয়া কেন হও ক্ষিধায় কানা।

সোনায় মুড়িয়া দিব অঙ্গ যে তোমার।
কাজীরে করিয়া সাদী ঘরে যাও তার॥
তুমি যদি যাও ঘরে মর্‌জি করিয়া।+
তালাক দিয়া সব বিবি দিব খেদাড়িয়া॥" +

শুনিয়া কুটনীর কথা মনে পাইয়া তাপ।+
রোষিয়া উঠিল মলুয়া যেন কাল সাপ॥+
রক্তজবা আঙ্খি কন্যা কুট্টুনিরে কয়।
'কাটা ঘায়ে লুনের ছিটা আর কত সয়॥
বিদেশে গিয়াছে সোয়ামী বড়ো পাই তাপ।
তর মুখ দেখ্‌লে কুট্‌নি মোর বাড়ে পাপ॥
আন্ধাইরে কাটিব আমি দুঃখের দিবারাতি।
কাজীরে কইস্‌ তার মুখে মারি লাথি॥
পরের ধান ভাইন্যা খাই এও আমার সুখ।
তর কথা শুইন্যা আমি বড়ো পাই দুখ॥
ভিক্ষা কইর‍্যা খাই যদি দুয়ারে দুয়ারে।
কড়ার আশা নাই করবাম্‌ লুচ্চা কাজীর ধারে[৯]॥*
পঞ্চ ভাই আছে মোর যমের সমান।
তর যে কাটিব নাক কাজীর কাটব কান॥
পরাণে মারিব তরে মুখ থুব্‌ড়াইয়া।
বাপের বাড়ী দেই আগে পত্র পাঠাইয়া॥"

কত কষ্ট করে তবু স্বীকুরি[১০] না গেল।
বৈমুখ হইয়া বুড়ী বাড়ীতে ফিরিল॥

৯। ধারে=কাছে ১০। স্বীকুরি=স্বীকার।

পাঠ্যান্তর :—*কড়ার আশা নাহি করি দুষমন কাজীর ধারে—মৈঃ গীঃ।

সোয়ামী বিদেশে গেছে বাড়ী হইছে খালি।
পাড়াপড়শী যত লোক করে বলাবলি ॥
এই কথা শুনিল যদি মলুয়ার মায়।
পঞ্চপুত্র দিয়া তবে খবর পাঠায় ॥
সাইজ্যা[১১] আইল পঞ্চ ভাই বইনেরে নিতে।+
পঞ্চ ভাইয়ে দেইখ্যা মলুয়া লাগিল কান্দিতে ॥
ভাইয়ে বইনে মিল্যা কান্দে গলা ধরাধরি।
এমন বইনের এত দুখুঃ সইতে না পারি ॥**

ভাইয়ে কয় "বইন তুমি বড়ো আদরের।++
ভালা দেইখ্যা বিয়া দিলাম কপালের ফের ॥
কারে বা দিবাম্ দোষ না জানি বিধাতা।+
কোন কুনায় লেইখ্যা ছিল এমন দুঃখের কথা ॥
পঞ্চ বউয়ের অঙ্গে আইজ নাইসে ধরে সোনা।
তোমার অঙ্গ খালি দেইখ্যা হইয়াছি ফানা ॥
অঙ্গেতে মৈলান বসন শত জোড়া তালি।
ধূলামাটি লাইগ্যা বইনের অঙ্গ হইছে কালি ॥
খালি ভূমে পইড়া রাইতে বইনে নিদ্রা যায়।
সাজুয়া বিছানা ঘরে তুইল্যা রাখছে মায় ॥
ঘুমাইতে না পারে বইন মশার কামড়ে।
আবের পাঙ্খা ঝালুয়াইর মশইর[১২] টাঙ্গানো রইছে ঘরে ॥

১১। সাইজ্যা=সাজিয়া, প্রস্তুত হইয়া। ১২। ঝালুয়াইর মশাইর=ঝালর দেওয়া মশারি অথবা 'ঝালুয়া' নামক স্থানে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট মশারি।

পাঠ্যান্তর :—* পঞ্চ ভাইয়েরে দিয়া খবর পাঠায়।
+ '—বাপের বাড়ী নিতে।
** 'এমন দুঃখের কথা কেমনে পাশরি।
++ পঞ্চ ভাইয়ের বইন আছলা বড় আদরের।

ভাত ফালাইয়া ভাত খায় সেই না বাপের বাড়ী।
উবাস কইর‍্যা রইছে বইন আইজ শুইন্যা দুঃখে মরি ॥
অত খেজালত আর ত না টানায় পরাণে।
সোয়ারি[১৩] পাঠাইবাম্ বল কালুকা বিয়ানে[১৪] ॥
ধান-চাউলে গোলা ভরা কত লোকে খায়।
আমার বইন উবাস করে প্রাণে বরদাস্ত না পায় ॥
ষুল বচ্ছর‡ পাইল্যাছে মায় কোলেতে করিয়া।
কড়ার কাম না কইর‍্যাছে বইন বাড়ীতে থাকিয়া ॥
আলুফা[১৫] জিনিস্ যত কেউ না খাইয়া।
ছোটো বইনের লাইগ্যা রাখ্ছে ছিকায় তুলিয়া ॥
তোমার কথা শুইন্যা মাও হইছে পাগলিনী।
তিন দিন ধইর‍্যা মায় না খায় অন্ন পানি ॥
বাপের বাড়ী না যাও যদি কাইল বিয়ানে তুমি।
উবাস থাকিয়া মায় ত্যজিব পরাণি ॥
ঘরে নাই সে জ্বলে জ্বাল[১৬] সইন্ধ্যাকালে বাতি।
তিরসইন্ধ্যা* কান্দিয়া মাও পোয়াইছে রাতি ॥"

৭.ঞ্চ ভাইয়ের গলা ধইর‍্যা কান্দয়ে সুন্দরী।
কাইন্দ্যা কয় "শুন ভাই আমি যাইতে নাই ত পারি ॥+—
সোয়ামী না আছে ঘরে শাশুড়ী মোর বুড়া।+
কে করিব সেবা তারে আমি গেলে ছাইড়্যা ॥+

১৩। সোয়ারি=দোলা ডুলি। ১৪। কালুকা বিয়ানে=আগামীকাল প্রভাতে। ১৫। আলুফা=দুষ্প্রাপ্য। ১৬। ঘরে নাই সে জ্বলে জ্বাল=বাড়ীতে উনুন জ্বলে না।

পাঠান্তর :—* তেরাত্র—১।
‡ বারো বছর—'

ভালা ঘরে দিছিলা বিয়া ভালা বরের কাছে।
কেমনে খণ্ডাইবা দুখুঃ কপালে যা আছে ॥

শ্বশুরবাড়ী থাকবাম্ আমি কইর‍্যাছি মন।
সেই ত আমার গয়া কাশী সেই ত বৃন্দাবন ॥

মাও-বাপের সেবা কর তোমরা পঞ্চ ভাই।
শাশুড়ীর সেবা কইর‍্যা ধর্ম আমি চাই ॥

ঘরেতে আছয়ে বুড়া কেমনে থইয়া[১৭] যাইবাম্।
মায়েরে কইও আমি এইখানে থাকবাম্ ꕥ ॥

বুড়া শাশুড়ী আমার পুত্র নাই সে ঘরে।
কি দেইখ্যা মায়ে কও এই দুখুঃ পাশরে ॥

পঞ্চ ভাইয়ের বউ আছে দেইখ্যা তারার মুখ।
কিছুত মায়ের আমার ঠাণ্ডা রইব বুক ॥

মায়েরে কইও আমি থাকবাম্ এই বাড়ী। +
না যাইবাম্ কোন মতে শাশুড়ীরে ছাড়ি ॥"

এই কথা শুনিয়া তবে মলুয়ার পঞ্চ ভাই** ।
জানাইল সব কথা বাপ-মায়ের ঠাই ॥

সতী কন্যার কথা শুইন্যা তার বাপ-মায়। +
পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া ধর্ম চাইয়া রয় ॥ +

১৭। থইয়া = থুইয়া।

ꕥ "কি কইবাম্ দুঃখের কথা কইতে নাহি পারি।"
ꕥ '—সেইখানে না থাকবাম্"।
* * '—তাঁর পাঁচ ভাই।

(২০)

এই দিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন ।+
মলুয়ার দিন কাটে দুঃখের জীবন ॥+

সুতা কাটে ধান ভানে শাশুড়ীরে লইয়া ।
এই মতে দিন গুজরায় কত দুখুঃ পাইয়া ॥

রাইতে শাশুড়ীর কুলে[১] শুয়্যা কথা কয় ।+
পর্‌বোধ দিয়া শাশুড়ীরে কত না বুঝায় ॥+

মাঘ ফাল্‌গুন গেল মলুয়ার
ভাবিয়া চিন্তিয়া ।
চৈত বৈশাখ কাইট্যা গেল
আশায় রহিয়া ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকে
কাউয়ায় করে রাও ।
কোন বা দেশে আছে বন্ধু
নাই সে জানে তাও ॥

আইল আষাইঢ়্যা মাস
মেঘের বইছে ধারা ।
ঘরের চালে ছানি নাই
ভিইজ্যা হয় সারা ॥+

রাইতে দেওয়ার পানি ঘরের
চাল ভাইঙ্গ্যা পড়ে ।+
মলুয়ার চউক্ষের পানি
বুক ভিইজ্যা ঝড়ে ॥+

১ । কুলে=কোলে ।

'কোথায় বা রইলা বন্ধু
এমন বাদল ধারা।' +
সোয়ামীর চান্দ মুখ মলুয়ার
না যায় পাশরা ॥
মেঘ ডাকে গুরু গুরু
দেওয়ায় ডাকে রইয়া[২]।
সোয়ামীর কথা ভাবে কন্যা
খালি ঘরে শুইয়া ॥
শাওন মাসেতে লোকে
পূজে মা মনসা।
এইনা মাসে আইব সোয়ামী
মনে বড়ো আশা ॥
ঢাক ঢুল বাজে কত
মনসার মন্দিরে। +
দেবতার পায় মলুয়া
মনে মানত করে ॥ +
শাওন গেল ভাদ্দর গেল
আশ্বিন মাসও যায়।
দুর্গাপূজা আইল দেশে
শব্দে শুনা যায় ॥
গিরস্থের কন্যা বউ
নয়া শাড়ী পরে। +
মলুয়ার পিন্ধনের শাড়ীর
শত তালি ছিড়ে ॥ +

২। দেওয়া ডাকে রইয়া=থাকিয়া থাকিয়া বজ্রপাতের শব্দ হয়।

মনের দুখুঃ মনে রইল
আশ্বিন মাসও গেল।
পূজার কালেতে সোয়ামী
ঘরে না আইল॥

যার ঘরে সোয়ামী* নাই
তার কত দুখ্।
পূজার উচ্ছবে তার
পরাণে নাইরে সুখ॥

আশ্বিনে উত্তুরিয়া মেঘ
দক্ষিণে ভাইস্যা যায়।+
আশমানেতে সাদা বক
উইড়্যা বেড়ায়॥+

কোন বা দেশে যাইছ রে মেঘ
যাইছ রে বনের পাখি।+
মলুয়ার বন্ধুরে কইও
মলুয়া বড়ো দুঃখী॥

কার্ত্তিক মাসেতে বিনোদ বিদেশে কামাইয়া[৩]।
ঘরেতে আইল বিনোদ মায়েরে ডাকিয়া॥

দিন নাই রাইত নাই মায়ের আঙ্খি ঝুরে।
মা বইল্যা কে ডাক্‌লা[৪] আইজ দুঃখিনী মায়েরে॥

বিরহ বিচ্ছেদের কথা দুঃখের কাইনী।
একে একে বিনোদেরে শুনায় কামিনী॥

৩। কামাইয়া=ধন অর্জন করিয়া। ৪। ডাক্‌লা=ডাকিলে।

পাঠান্তর :—* '—পুত্র—'।

কামাইর ট্যাকা দিয়া বিনোদ নজর আদি দিল।
বাজেয়াপ্ত আছিল জমিন খালাশ হইল ॥
আটচালা বান্ধিল বিনোদ যতন করিয়া।
হরষিতে শুইল বিনোদ মলুয়ারে লইয়া ॥

মেওয়া মিছ্‌রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গার জল।
তার থাইক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল ॥
তার থাইক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ।
তার থাইক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক ॥
তার থাইক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন।
সকলের থাইক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন ॥

(২১)

এই মতে সুখে দুঃখে দিন বইয়া যায়।
অপরেতে হইল কিবা শুন সমুদায় ॥
দুরন্ত দুশমন কাজী কোন কাম করে।
সল্লা[১] কইর‍্যা বিনোদেরে ফালাইল ফেরে ॥
কাজীর যে কেরামতি ফুরাইয়্যা গেছে।+
দেওয়ানের কেরামতি তার পাছে আছে ॥+
কাজী যাইয়া জানাইল দেওয়ানের ঠাই।+
"এমত সুন্দর নারী তির্‌ভুবনে নাই ॥+
বেয়েস্তের হুরী[২] আইছে জমিনে লামিয়া।+
চান্দ বিনোদের নছিব[৩] ভালা হুরীরে পাইয়া ॥+

১। সল্লা=পরামর্শ। ২। বেয়েস্তর হুরী=স্বর্গের অপ্‌সরী। ৩। নছিব =ভাগ্য।

এমন হুরীর স্থান চাষার ঘরে নয়। +
আমীর দেওয়ানের ঘর যোগ্য স্থান হয় ॥ +
দেশের দেওয়ান হুজুর ক্ষেমতা অপার। +
এমত সুন্দর আওরত[৪] আন তোমার ঘর ॥" +

কাজীর কথা শুইন্যা দেওয়ান কোন কাম করে। +
হুরী আন্‌বার ভার দিল কাজীর উপরে ॥ +
পরাণা করিল জারি বিনোদেয় উপর।
"পরম সুন্দর নারী আছে তোমার ঘর ॥
সিন্দুকি[৫] জানাইল বার্তা দেওয়ান সাবের কাছে।
পরীর মত নারী এক তোমার ঘরে আছে ॥
পরাণা করিলাম জারি তোমার উপর।
আইজ হইতে হপ্তাকাল দিনের ভিতর ॥
তোমার ঘরের নারী দিবা দেওয়ানের কাছে।
এতেক করিলে তোমার গর্দান যদি বাঁচে ॥
হপ্তাকাল থাক্‌বা ঘরে নজরবন্দী হইয়া ॥ +
পওরা[৬] থাকিব পাইক না যাও পলাইয়া ॥ +
হপ্তা হইলে পার হইব মরণ।
পরাণা করিলাম জারি এই বিবরণ ॥"

হাটুতে পাতিয়া মাথা কান্দে* বিনোদ ঘরে।
হরিণা[৭] পড়িল যেমন বাঘের কামড়ে ॥
যমে মাইন্‌ষে টানাটানি বিনোদে লইয়া।
দারুণ বিধাতা দিছে কপালে লিখিয়া ॥

৪। আওরত=নারী। ৫। সিন্দুকি=গুপ্তচর। ৬। পওরা=পাহারা।
৭। হরিণা=হরিণী।

পাঠান্তর :—* '—চিন্তে—'।

মোছলমানের ঘরের নারী ঢাইক্যা ঢুইক্যা রাখে।+
কি জানি কোন দুশমনের পইড়্যা যায় চোখে॥+
হিন্দুর ঘরে সুন্দর নারী রাখন্ বড়ো দায়।+
চউক্ষে পড়িলে দুশমনের টাইন্যা লয়্যা যায়॥+
দেশের মালিক দেওয়ান আর কাজী তার।+
ঘরের বউ কাইড়্যা লইলে কে কর্‌বো বিচার॥+
বাড়ীখানা রাখ্যাছে যত কাজীর পাইক ঘিরে।+
পলাইবার পথ নাই খবর না যায় বাইরে॥+
এক দুই তিন কইর‍্যা হপ্তা কাল গেল।+
উপায় না দেইখ্যা বিনোদ ঘরেতে রহিল॥+

হপ্তা হইলে পার পেয়াদা-মির্দা[৮] আসি।
ধরিয়া বান্ধিয়া বিনোদের গলায় দিল ফাঁসী[৯]॥
পিঠেতে মারিল চাবুক রক্ত পড়ে ধারে।+
দাণ্ডাইয়া দেখে মলুয়া ঘরের ভিতরে॥+
বইক্ষে তার না আছে শ্বাস চউক্ষে নাই রে পানি।+
চউক্ষের তারা জ্বলে যেমন জ্বলন্ত আগুনি॥+

বিনেদের মায় কান্দে মাটিতে পড়িয়া।
'হায় হায় আমার যাদু গেল রে ছাড়িয়া॥
যমে যদি নিত পুত না থাকিত আড়ি।
মাইন্‌ষের হাতে গেল পরাণ কেমনে পাশরি॥
পিঞ্জরের পাখি মোর হৃদয়ের নলি।
একেবারে গেল মোর বুক কইর‍্যা খালি॥'

৮। মির্দা=সশস্ত্র পাইক। ৯। ফাঁসী=পশুর গলায় দড়ি পরাইয়া যেমন বাঁধে সেই প্রকার।

শিয়রে বইস্যা মলুয়া মায়েরে বুঝায়।
মলুয়ার চক্ষের জলে জমিন ভাইস্যা যায় ॥
কান্দিয়া কাটিয়া মলুয়া কোন কাম করে।
পঞ্চ ভাইরে লেখে পত্র আড়াই-অক্ষরে[১০]
বিনোদে ধরিয়া নিল কাজীর পেয়াদায়।
কাজীর হুকুম কথা লিখে সমুদায় ॥
পত্র লিখিয়া মলুয়া কোন কাম করে।
বাপের বাড়ীর পালা কোড়া অনিল বাইরে ॥
কোড়ার পায়ে বাইন্ধ্যা পত্র তারে দিল ছাড়ি।*—
পত্র লয়্যা পালা কুড়া আশমানে যায় উড়ি ॥
বহুকালের পালা কুড়া ইসারাতে জানে।
উইড়্যা গেল মলুয়ার+ কুড়া ভাইয়ের বির্দমানে ॥—

(২২)

বিনোদেরে বাইন্ধ্যা নিল কাজীর বরাতে[১]।
বিচার করিয়া কাজী লাগিল কইতে ॥
"হুকুম তামিল নাই সে কইর‍্যাছ আমার।
রাইখ্যাছ সুন্দর নারী ঘরে আপনার ॥
মুলুকের মালিক হয় দেওয়ান জাহাঙ্গীর।+
হুজুরের দুশমন তুমি কইর‍্যাছ ফিকির[২] ॥+

১০। আড়াই অক্ষরে=স্বল্প কথায় অনেক কিছু বুঝানো।
১। বরাতে=সম্মুখে। ২। ফিকির=মতলব।

পাঠান্তর :—* 'কোড়ার মুখে দিল পত্র অতি যতন করি।'
+ '—সোনার—'।

লইয়া সুন্দর নারী যাইবা পলাইয়া ।+
এইনা গোস্তাকির[৩] সাজা পাইবা বুঝিয়া ॥"+

হুকুম করিল কাজী পেয়াদা পশ্চানে[৪] ।
"দুশমনেরে লয়্যা যাও নিরলক্ষ্যার[৫] ময়দানে ॥

জেতায় রাখিয়া[৬] তারে কব্বরে মাটি দিও[৭] ।
তার ঘরের নারীরে কাড়িয়া আনিও ॥

জাঙ্গির পুরে বাস করে দেওয়ান জাহাঙ্গির ।
তাহার হাউলীতে[৮] নিয়া করিবা হাজির ॥"

হুকুম পাইয়া যত পেয়াদা মির্দাগণে ।
বিনোদে লইয়া গেল নিরলইক্ষ্যার ময়দানে ॥

এই কথা শুনিল কানে মলুয়া সুন্দরী ।+
উইঠ্যা দাণ্ডাইল কন্যা উপায় থির[৯] করি ॥+

উইড়্যা গিয়াছিল কোড়া আইসাছে ফিরিয়া ।+
বাপের বাড়ীর কোড়া লইল পিঞ্জিরায় ভরিয়া ॥+

পরতিশোধ লইবার লাইগ্যা পিঞ্জ্রা লয়্যা হাতে ।+
ঘরতনে বাইর হইল কন্যা জাঙ্গিরপুরের পথে ॥+

এই দিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন ।+
কোড়ার পায়ে পত্র পাইল ভাই পঞ্চ জন ॥

৩। গোস্তাকি=আস্পর্ধা। ৪। পশ্চান=জহ্লাদ বা সশস্ত্র সিপাই। ৫। নিরলক্ষ্যার ময়দানে=নির্জন প্রান্তরে। ৬। জেতায় রাখিয়া=জীবিত অবস্থায়। ৭। কব্বরে মাটি দিও=কবরে পুতিয়া ফেলিও। ৮। হাউলী=বলপূর্বক নারী অপহরণ কারয়া যে সুরক্ষিত গৃহে জমা করা হইত। 'হাওলা' শব্দ হইতে হাউলী। হাওলা=হেফাজতে জমা। মৈঃ গীঃ মতে—'হাবিলি, প্রসাদ, বড়োলোকের বাড়ী"। ৯। থির=স্থির।

পত্র পাইয়া পঞ্চ ভাই কোন কাম করে।
লাঠি জাঠা[10]* লইয়া যায় নিরলইক্ষ্যার চরে॥
হারামি কাজীর পেয়াদা কাটিছে কব্বর।
পঞ্চ ভাই আইল সেথায় কইর‍্যা মার মার॥卐
লাঠি মাইর‍্যা বিনোদেরে আছান[11] করিল।
মলুয়া বইনের কাছে পাছুড়ি[12] চলিল॥

দেখে বিনোদের মাও উঠানে পড়িয়া।
আছাড়ি পিছাড়ি কান্দে পুত্রেরে ডাকিয়া॥
শূন্য ঘর পইড়্যা রইছে নাই মলুয়া সুন্দরী।—
রাবণে হরিয়া নিছে শ্রীরামের নারী॥
খালি পিজ্‌রা পইড়্যা রইছে উইড়্যা গেছে তোতা।
নিইব্যাছে নিশার বাত্তি কইর‍্যা আন্ধাইরতা॥
পঞ্চ ভাইয়ে গড়াগড়ি মাটিতে পড়িয়া।
চান্দবিনোদ কান্দে হায় মলুয়ারে ডাকিয়া॥
বুকের পাঞ্জর ভাঙ্গে বিনোদের কান্দনে।
যার অন্তরার দুঃখ সেই সে ভালা জানে॥

'ওরে পইড়্যা রইছে জলের কলসী
ঘরে আছে সব তাই[13]।
ঘরের শোভা মল্লু আমার
কেবল ঘরে নাই॥

১০। জাঠা=পাঁচ বা তার বেশী ফলা যুক্ত বল্লম বিশেষ, টেটা। ১১। আছান=মুক্ত। ১২। পাছুড়ি=পশ্চাৎ, পরে। ১৩। সবতাই=সবকিছু।

পাঠান্তর:—* '—ঝাটা—'।
卐 পঞ্চভাই উপনীত হইল তদান্তর।"

পইড়্যা রইছে ঘর দরজা
ঐনা পাটীর বিছানা ।
কোন জনায় হরিয়া নিছে
আমার কাঞ্চা সোনা ॥
পইড়্যা রইছে বাগ্ বাগিচা
আমার সকলই আন্ধাই ।
কোন বা পন্থে গেল মলুয়া
আমি উর্দ্দিশ নাইত পাই ॥'
কান্দিয়া কাটিয়া বিনোদ
কোন বা কাম করে ।
হাইড়্যা পিঞ্জরার কাছে গিয়া
জিগায়[১৪]* কোড়ারে ॥—
'বনের কোড়া মনের কোড়া
তুমি জন্ম কালের ভাই ।
তোমার জন্যে যদি আমি
আমার মল্লুর উর্দ্দিশ পাই ॥
তোমার জুড়ি গেছে আমার
সোনার মল্লুর সাথে । +
এইনা আশা আছে আমার
সেই সে অচিন পথে ॥' +
মায়েরে লইয়া বিনোদ কোড়া সঙ্গে লইল ।
বাড়ী ঘর ছাইড়্যা বিনোদ দেশান্তরী হইল ॥
কত সাধের বাড়ী ঘর সোনার জমা জমি । +
পইড়্যা রইল বাগবাগিচা চৌকুনা পুষ্কুনি ॥ +

১৪ । জিগায় = জিজ্ঞাসা করে ।

পাঠান্তর :—* '—জিজ্ঞাসে—' ।

(২৩)

নিয়লক্ষ্যার ময়দানে জীবন্ত কবর দেবার জন্য কাজীর জহ্লাদ চান্দ বিনোদকে নিয়ে গেছে শুনে মলুয়ার হৃদয়ে জ্বলে উঠেছে প্রতিহিংসার আগুন। সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন দেওয়ানের সহায়তা। মৃত্যুকে সে ভয় করে না, কাজেই লম্পট দেওয়ানকেও সে ভয় করে না। সেজন্য মলুয়া নির্ভয়ে গৃহত্যাগ করে জাঙ্গীরপুরের পথে বের হয়েছে। গৃহ ছেড়ে বেরুতেই কাজীর পেয়াদা তাকে ধরতে এল। মলুয়া তাদের জানাল, সে স্বেচ্ছায় দেওানের হাউলীতে চলেছে, অতএব ধরাধরির কোনো প্রয়োজন নেই। হাউলীতে পৌঁছলে পরমাসুন্দরী মলুয়াকে দেখতে এসেছেন লম্পট দেওয়ান। এখন মলুয়াকে এক দিকে রক্ষা করতে হবে তার নারীধর্ম, অপর দিকে দেওয়ানকে বশীভূত করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে। সে জন্য—

হাউলীতে বসিয়া কান্দে মলুয়া সুন্দরী।
পালঙ্ক ছাড়িয়া বইসে জমিনের উপরি ॥

আরাম খানা আরাম পিনা[১] আইন্যাছে বান্দীরা।
সামনে খাড়া দেওয়ান সাব মাথার দিছে কিরা[২] ॥

'আমার মাথা খাও কন্যা আমার মাথা খাও।
দুশ্‌মনি করিয়া আর মোরে না ভাড়াও[৩] ॥

আরাম খানা খাইয়্যা বইস পালঙ্ক উপরে।
পিথিমীর সুখ আইন্যা দিবাম্ তোমার গোচরে ॥

দিল্লী থাইক্যা আইনা দিবাম অগ্নিপাটের শাড়ী।
নাকের বেসর দিবাম তোমায় কাঞ্চা সোনায় গড়ি ॥

দাসী-বান্দী আছে কত লেখাযুখা নাই[৪]।
অনুগত হইয়া তারা মানিব ফরমাই[৫] ॥

১। পিনা=পানীয়। ২। কিরা=শপথ। ৩। ভাড়াও=বঞ্চনা কর। ৪। লেখাযুখা নাই=অগণিত। ৫। ফরমাই=ফরমাশ, আদেশ।

পালঙ্কে বসিয়া তুমি করিবা আরাম।
জনাবে থাকিবাম্ বান্দা হইয়া গেলাম ॥'

হরিণা পড়িয়া যেমন বাঘের কামড়ে।
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা কয় মলুয়া দেওয়ানের গোচরে ॥
'বারো মাসের বরত[৬] মোর নয় মাস গেছে।
পরতিষ্টা[৭] করিতে আর তিন মাস বাকি আছে ॥
বরত ভাঙ্গিলে আমার হইব মরণ।+
পুরুষের মুখ নাহি দেখি সেই সে কারণ ॥+
বড়ো দুখুঃ পায়্যা আইলাম তোমার হাউলীতে।+
আরামে থাকবাম্ আমি তোমার হেফাজতে ॥+
শুন শুন দেওয়ানসাব কই মনের কথা।+
এমন আরাম বিরাম[৮] আমি পাইবাম্ আর কোথা ॥+
আমার বরতের দিন ফুরাইয়া গেলে।+
মনের সাধ মিটাইবাম্ খোদার কবুলে[৯] ॥+
শুন শুন দেয়ানসাব কই যে তোমারে।
পরতিজ্ঞা করিবা তুমি আমার গোচরে।
এই তিন মাস তুমি না আইবা অন্দরে ॥*—
না খাইবাম্ উচ্ছিষ্ট অন্ন না পিয়াইয়াম্[১০] পানি।—
নিজে রাইন্ধ্যা খাইবাম্ণ অন্ন আলু[১১] আর আলুনি[১২] ॥—
পালঙ্কে শুইতে মোর দেবের আছে মানা।
জমিনে শুইবাম্ আমি আইঞ্চল বিছানা ॥

৬। বরত=ব্রত নিয়ম। ৭। পরতিষ্টা=প্রতিষ্টা, সমাপন। ৮। বিরাম=বিশ্রাম। ৯। খোদারকবুলে=খোদার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি। ১০। পিয়াইয়াম্ =পান করিব। ১১। আলু—আতপ চাউল। ১২। আলুনি=লবণ হীন।

পাঠান্তর :—* এই তিন মাস মোর না আইস অন্দরে।"
ণ এক জ্বালে খাই—'।

পরাচিত্ত[১৩] করি আমি বর্‌ত না ভাঙ্গিব।
পরপুরুষের মুখ আমি কভু না দেখিব ॥
এহার অন্যথা হইলে হইবা দুশ্‌মন।
বিষ-পানি খাইয়া আমি ত্যজিবাম্ জীবন ॥
গণকে গইন্যা কইছে আছে আমার ফাড়া। +
সেই ফাড়া কাটনের লাইগ্যা বর্‌তের দিশারা[১৪] ॥ +
বর্‌ত ভাঙ্গিলে আমার নির্চয় মরণ। +
সগ্‌গল কথা কইলাম আমার এই বিবরণ ॥' +

এইনা কথা শুইন্যা দেওয়ান কোন কাম করে। +
পর্‌তিজ্ঞা করিল সেই কন্যার গোচরে ॥ +
'দিল-আরাম[১৫] কন্যা তুমি কর দিল্ খোশ্‌[১৬]।
তোমার স্বামী মুক্ত করবাম্ না কর আপ্‌ছোস্ ॥
আর বা কোন দুঃখ তোমার কও আমার ঠাই। +
তোমার গোলাম আমি দেখ পর্‌খাই[১৭] ॥' +

কন্যা বলে 'কাজী মোরে বড় দুঃখ দিল।
অবিচার কইর‍্যা মোর স্বামীরে মারিল ॥
জেতায় রাইখ্যা[১৮] কব্বর দিছে মিরলইক্ষ্যার চরে।
কিবা মুক্তি দিবা তারে কি কইবাম্ তোমারে।' +
দেওয়ান কয় 'শুন কন্যা বলি যে তোমারে। +
চান্দ বিনোদ বাইচ্যা আছে গেছে দেশান্তরে।' +

কন্যা কয় 'তোমার কাজী আমার দুশমন্। +
হেন কাজী থাকতে না হইব মনের মিলন ॥—

১৩। পরাচিত্ত=প্রায়শ্চিত্ত। ১৪। দিশারা=ব্যবস্থা। ১৫। দিল্ আরাম=মনের আনন্দপ্রদ। ১৬। খোশ=খুশী। ১৭। পরখাই=পরীক্ষা করিয়া। ১৮। জেতায় রাইখ্যা=জিবীতাবস্থায়।

তিন বচ্ছর ধইর‍্যা মোর পাছে লাইগ্যা আছে।
কোনো ফয়দা[১৯] না দেইখ্যা তোমারে বইল্যাছে ॥+
অতিবড় পাপীষ্ঠ কাজী নারীর দুশমন।+
যত দুঃখ দিল কাজী না হয় পাশরণ ॥

দেওয়ান কয় 'শুন কন্যা না করিবা ভয়।+
কাজীর বিচার আমি করবাম্ সমুদয় ॥+
বিচার করিয়া তারে শূলে চড়াইব।+
তোমার মনের দুঃখ আমি ঘুচাইব ॥' +
এইনা কথা বইল্যা দেওয়ান সদরেতে[২০] গেল।+
কোটালেরে হুকুম কইর‍্যা কাজীরে বান্ধিল ॥+
কিবা সে বিচার আর কিবা সে আচার।+
এক ত দুশমন্ আর এক দুরাচার ॥+
হুকুম পরাণা দিয়া পশ্চানেরে[২১] বলে।*
"নিরলইক্ষ্যার চরে নিয়া কাজীরে দেও শূলে ॥✢

পরাণা হুকুম লয়্যা পেয়াদা মির্‌দা যায়।
কাজীরে বাইন্ধ্যা পশ্চান শূলেতে চড়ায় ॥+
দুশ্‌মনির ফল কাজী ভালামতে পাইল।+
ঐ দিনে মলুয়া মনের এক দুখুঃ মিটাইল ॥✣

১৯। ফয়দা=লাভ। ২০। সদরেতে=কাছারি বাড়ীতে। ২১। পশ্চানেরে=জহ্লাদকে।

পাঠান্তর :—* "হুকুম করিয়া দেওয়ান কোটালের বলে।"
✢ "কাজীরে ধরিয়া শীঘ্র দেও নিয়া শূলে।"
✣ "ঐদিনে মনের দুঃখ মলুয়া মিটায়।"

(২৪)

এক মাস দুই মাস কইর‍্যা তিন মাস গেল।
তিন মাস পরে দেওয়ান কোন কাম করিল॥

মুখেতে সুগন্ধি পান অতি ধীরে ধীরে।
সুনালী[১] রুমাল হাতে দেওয়ান পশিল অন্দরে॥

মাথার চুল পাইক্যা গেছে পাকা মুচ[২] দাড়ি।+
বিশগণ্ডা বিবি-বান্দী ভইরা আছে বাড়ী॥+

বেটা পুত্তুর কন্যা কত লেখাযুখা নাই।+
বুড়াকালে দেয়ানসাবের না ছাইড়াছে বাই[৩]॥+

পাচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে মোল্লায় বলে পীর।+
সুন্দর নারীর কথা শুন্‌লে মন না হয় থির॥+

তিন মাস কাইট্যাছে বুড়ার আশায় আশায় চাইয়া।+
মলুয়ার ঘরে আইল দেওয়ান আতর মাখিয়া॥+

দেওয়ানে দেখিয়া মলুয়া বড়ো ভয় পাইল।
বাঘের কামড়ে যেন হরিণা পড়িল॥

হাইস্যা সে দেওয়ান কয় "ভয় নাই সে কর।
আমার হাউলীতে তোমার সুখ হইব দড়[৪]॥

তিন মাস গেছে কন্যা ভাড়ায়্যা[৫] আমায়।
সত্য কইর‍্যাছ কন্যা ভাবিতে যোয়ায়[৬]॥

জমিন ছাড়িয়া আইস পালঙ্ক উপরে।
অন্তরে হইয়া খুশী ভজহ আমারে।"

১। সুনালী=স্বর্ণবর্ণ। ২। মুচ=মোচ, গোঁফ। ৩। বাই=বদ্ অভ্যাস, বাতিক। ৪। দড়=দৃঢ়, অবিচল। ৫। ভাড়ায়্যা=ছলনাকরিয়া। ৬। যোয়ায়=উচিত হয়।

মুখে হাসি আইনা মলুয়া দেওয়ানে কহিল ।*
"বারো মাসের বারোদিন বাকী মাত্র রইল ॥
এই বারোদিন তুমি বরদস্তি[৭] করিয়া ।
কোড়া শিগারে যাইতে সাজাও ভাওলিয়া[৮] ॥
পদ্মবনে বরত সিনান কয় শাস্ত্র মতে ।+
ধলাই বিলেতে যাইবাম্ সিনান করিতে ॥
ধলাই বিলেতে আছে কোড়া শত শত ।+
সিনান কইর‍্যা কোড়া ধরবাম্ আমি বিধিমত ॥+
জানহ সোয়ামী মোর ভালা ত শিগারী ।
সদাকাল ঘরে থাকি আমি তার নারী ॥
বিস্তর জানিলাম আমি শিগারের ফন্দি[৯] ।
একবারে শতেক কোড়া করি আমি বন্দি ॥
এই দেখ পালা কোড়া সঙ্গে মোর আছে ।+
আমার শিগারের ফন্দি জান্‌বা তুমি পাছে ॥+
মলুয়ার কথার দেওয়ান খুশী হয়্যা যায় ।+
মলুয়ার কথা মত ভাওলিয়া সাজায় ॥+
দিন ক্ষেণ সুস্থির হইল যাইতে শিগারে ।
হেথায় সুন্দর কন্যা কোন কাম করে ॥
ভাইয়ের কাছে পত্র লেখে সন্ধান করিয়া ।
পত্র বাইন্ধ্যা‡ পালা কুড়া দিল উড়াইয়া ॥
বহুকালের পালা কুড়া ইসারাতে জানে ॥+
উইড়্যা গেল সোনার কুড়া ভাইয়ের বির্দমানে[১০] ॥ +

৭। বরদস্তি=সহ্য, অপেক্ষা ৮। ভাওলিয়া=ভাওয়াল পরগণায় প্রস্তুত সুদৃশ মূল্যবান প্রমোদ তরণী। ৯। ফন্দি=কৌশল। ১০। বির্দমানে=বিদ্যমানে, সম্মুখে।

পাঠান্তর :—* "খুসী হইয়া মলুয়া তবে দেওয়ানে কহিল।
‡ যত্ন করি—'।

পঞ্চ ভাইয়ে পত্র পাইয়া পান্‌সী নাও করে[১১]।
ছল করিয়া তারা কোড়া শিগার ধরে ॥

বিস্তার ধলাই বিল পদ্ম ফুলে ভরা।
দুপুর বেলা যায় দেওয়ান শিগার করতে কোড়া ॥
সঙ্গেতে আছিল কন্যা পরম সুন্দরী।
বাইচের নৌকায় পঞ্চ ভাই লইলেক ঘেরি ॥
লাঠির বাড়িতে ভাওয়াল্যার যত দাড়ী মাঝি।
উবুত্[১২] হয়্যা জলে পইড়্যা করে কাজিমাজি[১৩] ॥
বেকায়দা দেইখ্যা দেওয়ান জলে দিল ঝাপ।+
পদ্মপাতার তলায় রইল যেমন ঢোড়া সাপ ॥+
বিলের বাতাসে মাথার তাজ[১৪] উইড়্যা যায়।+
পদ্মপাতার বাইরে সাদা দাড়ি ভাইস্যা রয় ॥+

পঞ্চ ভাইয়ের সঙ্গে পান্‌সী দেখিতে সুন্দর।
লম্ফ দিয়া উঠে কন্যা তাহার উপর ॥
আষ্ট দাড়ে মারে টান জ্ঞাতি বন্ধুজনে।
পঙ্খী উড়া করে পান্‌সী ভাইঙ্গা পদ্মবনে ॥
সোয়ামী সহিতে মলুয়া গেল বাপের বাড়ী।
ছীরাম উদ্ধার করে যেমন আপন নারী ॥

১১। নাও করে = নৌকা সংগ্রহ করে। ১২। উবুত্ = উপুড়। ১৩। কাজিমাজি = কাতর কণ্ঠে চেঁচামেচি। ১৪। তাজ = জরির কাজ করা টুপি।

(২৫)

দেওয়ানের কবল থেকে মলুয়াকে উদ্ধার করে চাঁদ বিনোদ আর নিজগ্রামে গেল না, শ্বশুর বাড়ীর নিকটে নদীর তীরে করল বাড়ী। যে জায়গায় বিনোদ বাড়ী করল, তার নিকটেই ছিল তার ভগ্নীর বাড়ী। আত্মীয়স্বজন সকলেই অবস্থাপন্ন ও শক্তিমান। কাজী মরেছে শূলে। তারপর—

হতমান হইয়া দেওয়ান ঘরেতে ফিরিল।+
মানের লাইগা কাহারেও কিছু না কহিল॥
কিল খ্যায়া কিল চুরি করে মানীর স্বভাব।+
এরে লাইগ্যা দেওয়ানসাব রইল নীরব॥+

অতএব এদিক থেকেও চাঁদ বিনোদ ও মলুয়া অনেকটা নিরাপদ। কিন্তু এবার বিপদ দেখা দিল অন্যদিক থেকে।—

এদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ।
দুশ্‌মনি করিল যত জ্ঞাতি বন্ধু জন॥
কেহ বলে মলুয়া যে হইল অসতী।
মুসলমানের অন্ন খাইয়া গেল তার জাতি॥
দারুণ লুচ্চা দেওয়ান সুন্দর নারী ধরে।+
এমন সুন্দরীর জাইত না রাখে তার ঘরে॥+
তিন মাস আছিল মলুয়া দেওয়ানের হাউলীতে *।—
কেমনে রাখিল প্রাণ না জানি কিমতে॥

বিনোদের মামা সে যে জাতিতে কুলীন।
হালুয়া গুষ্ঠীর মধ্যে সেই ত প্রবীণ॥

পাঠান্তর :— *'—দেয়ান সাবের ঘরে

মামায় বলে "ভাইগ্‌নার ভাত খাইতে না পারি ।✱—
জাতিতে উঠুক বিনোদ পরাচিত্তি[১] করি ।"
সম্বন্ধে বিনোদের পিসা কুলের বড়ো জাঁক ।
সে কয় "আমার কথা না শুনিলে হইব পাপ ॥
মোছলমানের ভাত খাইল মোছলমানের ঘরে ।+
এমন সুন্দর কন্যা ধর্ম রাখিতে না পারে ॥+
হাউলীতে যাইলে নারী সতী নাই ত রয় ।+
বলবান লুচ্চা তার জাতি নাশ করয় ॥"+

এইমত সব কথা কইতে লাগিল ।+
মলুয়ার কথা তারা কানে না তুলিল ॥+
ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ কোন কাম করিল ।
বরাহ্মণের পাতি[২] লয়্যা পরাচিত্ত করিল ॥—
পরাচিত্ত কইর‍্যা বিনোদ জাতিতে উঠিল ।+
মলুয়ার পরাচিত্ত জ্ঞাতি না মানিল ॥+
'ট্যাকা পাইলে বরাহ্মণে সব পাতি দেয় ।+
গঙ্গাজলে শ্মশানের কাষ্ঠ শুদ্ধ নাই ত হয় ॥'+
ভাইব্যা চিন্ত্যা✲ চান্দ বিনোদ ত্যজে ঘরের নারী ।—
আন্ধারে লুকায়্যা কান্দে মলুয়া সুন্দরী ॥
'কোথায় যাই কারে কই মনের বেদন ।
সোয়ামীতে ছাড়িল যদি কি ছার জীবন ॥'
পঞ্চ ভাইয়ে বলে 'বইন না কান্দিও তুমি ।
শীঘ্র কইর‍্যা বাপের বাড়ী লয়্যা যাইবাম্‌ আমি ॥

১। পরাচিত্তি=প্রায়শ্চিত্ত। ২। পাতি=শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

পাঠান্তর :—✲ ভাইগ্‌না বউয়ের হাতের ভাত খাইতে নাহি পারি।
✱ পরাচিত্ত করিয়া—

ভাত কাপড়ের অভাব নাই চিন্তা না করিও।
বাপের বাড়ী থাইক্যা তুমি পরম সুখী হইও ॥'

বাপে বুঝায় ভাইয়ে বুঝায় না বুঝে সুন্দরী।
বাপ-ভাইয়ের পাও ধইর‍্যা কয় মিন্নতি করি ॥+

'সোয়ামীর বাড়ী মোর তীর্থ বিন্দাবন।+
এই তীর্থ ছাইড়া আমি না যাইবাম্ এক ক্ষণ ॥+

ঘরে না যাইবাম্ আমি না ছুইবাম্ কারে।+
বাইর কামুলী[৩] হইয়া থাকবাম্ ঘরের বাইরে ॥*—

গোবর ছিডা[৪] দিবাম্ আমি সকাল সইন্ধ্যা বেলা।
বাইরের কাম যত আমি করবাম্ একেলা ॥

অন্ন জল না দিতে পারবাম এই সমিস্যা মোর।+
বুড়া শাশুড়ী ঘরে আছে কেউ নাইত আর ॥+

বুড়া শাশুড়ী মোর না দেখে না শুনে।
কেমন কইর‍্যা কাট্‌বো দিন এমত গুজ্‌রানে[৫] ॥

ভালা দেইখ্যা সোয়ামীরে আগে করাও বিয়া।'
পঞ্চ ভাইরে মলুয়া কয় মাথার কিরা দিয়া ॥

জ্ঞাতি বন্ধু মিইল্যা তবে বিবাহ করায়।
বাইর কামুলী মলুয়া মনে দুঃখ নাই সে পায় ॥—
বাইর কামুলীর কাম করে মনের সন্তোষে।
সতীনেরে রাখে মলুয়া মনের হরষে ॥

৩। বাইর কামুলী=যে কেবল মাত্র বাইরের কাজ করে, অস্পৃশ্যা দাসী।
৪। গোবর ছিডা='গোবর ছড়া'। ৫। গুজ্‌রাণে=অবস্থায়।

পাঠান্তর :—* 'বাইর কামুলী হইয়া আমি থাকবাম্ সোয়ামীর বাড়ী।'
+ অন্নজল না নিতে না পারিব আমি।

বাইরে থাইক্যা বাইরে খায় না যায় বাপের বাড়ী ।**
যতন কইরা সেবা করে সোয়ামী শাশুড়ী ॥

বাপের বাড়ীর সুখে কন্যার যুলো বচ্ছর গেল ।+
সোয়ামীর বাড়ী চান্দের হাট দুশমনে ভাঙ্গিল ॥+
এইখানে না হইল শেষ দুঃখের নিশিরাত ।+
বিধাতা লিখ্যাছে আরও দুঃখের লিখন পাত ॥+

(২৬)

শুইয়াছিল বিনোদের মাও মলুয়ারে লয়্যা কুলে[১] ।*
স্বপন দেখিল সেই রাইত নিশা কালে ॥
এক গোটা কাল সাপ পাতাল ফুইড়্যা উঠে+
বিনোদের পাছে ধায় ঘোড়া যেমন ছোটে ॥+
কাইন্দ্যা উঠিয়া বুড়ী মলুয়ারে কয় ।+
স্বপনে দেখিল যাহা বির্ত্তান্ত সমুদয় ॥+

পর্‌ভাতে উঠিয়া বিনোদ কোন কাম করে ।+
অনেকদিন পরে বিনোদ যাইব শিগারে ॥+
ঘুম থাইকা উইঠ্যা বিনোদ ভাতের দিল তাড়া[২] ।
অভাগী মায় উইঠ্যা বলে চাউল নাইত কাড়া[৩] ॥

১। কুলে=কোলে। ২। ভাতের দিল তাড়া=শীঘ্র ভাত রাঁধিতে বলিল।
৩। কাড়া=কাঁড়া, ছাঁটাই করা।

পাঠান্তর :—** তথাপি মলুয়া নাহি যায় বাপের বাড়ী।
* শুইয়াছিল অভাগী মাও আপনার ঘরে।

বিনোদ কহিছে 'মাও শুন মোর কথা।
"শীগ্‌গীর কইর‍্যা রান্ধ ভাত খাও মোর মাথা ॥
কোড়া শিগারে আমি যাইবাম্ দূর্ স্থানে।
বিদায় মাগিছি মাও তোমার চরণে ॥"
মায়ে ত কাইন্দ্যা কয় 'যাদু না যাইও শিগারে।+
স্বপন দেইখ্যাছি মন্দ আইজ নিশা ভোরে ॥' +

বিধাতার লিখন কভু খণ্ডন না যায়।
মানা না মানিল বিনোদ কি করিব মায় ॥
রান্ধিতে বাড়িতে ভাত দেরী না সইল।
ঘরে ছিল পানিভাত বিনোদ খাইল ॥

মলুয়া কইল 'তোমার মায় করে মানা।+
না যাও শিগারে আইজ অশুভ নিশানা[৪] ॥+
হাইস্যা বিনোদ কয় 'তুমি না করিবা ভয়।+
ভালা শিগারী আমি দেরী নাইত সয় ॥+
তুমি আমার পরমাই[৫] বিপদ কালের বেড়া[৬]।+
না হইব কোনো কালে আমার মরণ ফাড়া[৭] ॥' +

পানিভাত খাইয়া বিনোদ পন্থে মেলা দিল।
কোড়া শিগারে যাইতে মায়ে পন্নামিল ॥
ডাইন হাতে হাইড়্যা পিজ্‌রা বাঁও হাতে কোড়া।
দুপইরা কালেতে বিনোদ পন্থে হইল খাড়া[৮] ॥
পন্থে আছিল বইনের বাড়ী উঠিয়া বসিল।
ভাইয়েরে দেখিয়া বইন কান্দিতে লাগিল ॥

৪। নিশানা=লক্ষণ। ৫। পরমাই=পরমায়ু। ৬। বেড়া=রক্ষক। ৭। মরণ ফাড়া=যে ফঁড়ায় মৃত্যু ঘটে। ৮। পন্থে হইল খাড়া=গন্তব্য পথে উপস্থিত হইল।

অভাগী মলুয়ার কথা বইন না হয় বিসরণ[৯]। +
মলুয়ার দুঃখে বইনের ভাইঙ্গ্যা গেছে মন ॥ +

হেথা হইতে চলে বিনোদ বইনেরে কহিয়া।
গহিন কাননে গেল কোড়া হাতে লইয়া ॥
দুর্বাক্ষেতের মধ্যে বিনোদ কোড়া হালা[১০] দিল।
হাইড়া পিজ্‌রা হাতে লইয়া কোড়ারে ছাড়িল ॥
কোড়া না ছাড়িয়া বিনোদ কোন কাম করিল।
বন-ছোবার[১১] আড়ালে বিনোদ আসিয়া বসিল ॥
ছোবায় আছিল কাল সাপ কোন কাম করে।
কানি আঙ্গুলের মাথায় ছোবল[১২] যে মারে ॥
কালকূট বিষ হায় রে উজান ধাইল।
মস্তকে উঠিল বিষ ঢলিয়া পড়িল ॥
বাড়ী না পাইল বিনোদ পন্থে পইড়্যা রয়। +
পন্থে পইড়্যা চান্দবিনোদ করে হায় হায় ॥ +

'উইড়্যা যাও রে আশমানের পঙ্খী
কইও মায়ের আগে।
আমি বিনোদ মইর‍্যা গেলাম
এই না জঙ্গলার বাগে[১৩]* ॥
সাক্ষী হইও চন্দ্র সূর্য সাক্ষী হইও তুমি।
বিনা দোষে কাল নাগে ডংশিল পরাণী ॥

৯। বিসরণ=বিস্মরণ। ১০। হালা=ফাঁদ পাতা, (মৈঃ গীঃ মতে 'ছাড়িয়া')। ১১। বনছোবা=ছোটো ঝোপ। ১২। ছোবল=সাপের কামড়। ১৩। জঙ্গলার বাগে=জঙ্গলের বাহিরে পথে।

পাঠান্তর :—* '—মাঝে।'

উইড়্যা যাওরে বনের পঙ্খী
আমার মল্লুর ঠাই।+
কাল নাগে ডংশিল মোরে
আর ত রক্ষা নাই॥+
কোন জনে জানাইব কথা
আমার অভাগিনী মায়।
জন্মের মত না দেখিলাম
আমার সুন্দর মলুয়ায়॥
বাড়ী ঘর পইড়্যা রইল
আইজ বেবান্ পান্থারে[১৪]।
বাড়ী ঘর থইয়া বিনোদ
আইজ এইখানে মরে॥
পন্থেতে পথিক যাও
কোন বা দেশে ঘর।
মায়ের কাছে কইয়া যাইও
আমার এই না খবর॥'

সইন্ধ্যা বেলা খবর দিল
সেই না পন্থের পথিকে।
'তোমরার[১৫] বিনোদ মারা গেল
পড়িয়া বিপাকে॥'

হায় রে—আউলা ঝাউলা মাথার কেশ
মলুয়া পাগলিনী।*

১৪। বোবান পান্থারে=অজানা সীমাহীন প্রান্তরে। ১৫। তোমরার=তোমাদের।

পাঠান্তর:—* আউলাইয়া মাথার কেশ পন্থে মেলা দিল।

জঙ্গলার পন্থে ছুইট্যা চলে
মণি হারা ফণী ॥ +

মাও চলে পাছে পাছে
মাথা থাপাইয়া । +
যেইখানে আছিল বিনোদ
বেহুস হইয়া ॥ক

নাকে ত নিশ্বাস নাই রে
মুখে নাই রে কথা ।
ভূমে আছাড় খাইয়া পড়ে
অভাগিনী মাতা ॥

ধরাধরি কইর্‌য়া সবে
বিনাদে আনে বাড়ী ।
ভূমেতে পড়িয়া কান্দে
আইজ মলুয়া সুন্দরী ॥

'হায় প্রভু কোথায় গেলা
দুঃখিনীর আইঞ্চলের ধন ।
তোমারে ছাড়িয়া কেমনে
আমি রাখ্‌বাম জীবন ॥

তোমারে থইয়া মোরে
কেন না খাইল নাগে ।
বাইর কামুলীরে হায়
না খায় জংলার বাঘে ॥

পাঠান্তর :—ক যেখানে বিনোদ মাও তথায় চলিল ॥

বাইরে থাকি বাইর কামুলী
আমি বাইরের কাম করি।
সোয়ামীর মুখ চাইয়া আমি
সকল দুঃখ পাশরি॥
তোমার হাসি মুখ যে আমার
সগ্‌গের সুখ আনে।+
আর কি দেখিবাম্ রে আমি
কাইল সে বিহানে[১৬]॥+
একে একে সব সুখ
ছাইড়্যা গেছে মোরে।+
এক সুখ তোমারে দেখি
দুই আঙ্খি ভরে॥+
সেও সাধে বিধাতা আইজ
মোর উড়াইল ছাই।
জীবন রাখিতে আমার
আর ত ইচ্ছা নাই॥
আগুনে পশিব আমি
আইজ প্রভু কোলে লইয়া।
বন্ধুর কাম কর তোমরা
আমার চিতা সাজাইয়া॥+
যদি তোমরা বাদী হও
না রইবাম আমি।+
একদিন না ছাইড়্যা থাক্‌বাম্
আমার সোয়ামী॥+

১৬। বিহানে=প্রভাত।

জলেতে ডুবিবাম্ না হয়
হিজল গাছে ফাঁসী।*
হাম অভাগী নারী হইলাম
কোন বা দোষের দুষী॥'+

খবর পাইয়া পঞ্চ ভাই আইল ধাইয়া।
পঞ্চ ভাই কান্দে বইস্যা মড়া কোলে লইয়া॥
'আরে উঠ উঠ চান্দ বিনোদ
আরে কান্দিছে মলুয়া।+
কেমন কইর‍্যা কাটায়্যা যাইবা
তুমি আমাদের মায়া॥
পঞ্চ ভাইয়ের বইনে সইপ্যা
দিলাম তোমার করে।
রাড়ী[১৭] হইয়া বইন আমার
কেম্‌নে থাক্‌ব ঘরে॥
তিন দোষে দুষী বইন আমার
সেও যে ছিল ভালা।
আইজ রাড়ী হইয়া সইব কেম্‌নে
ঐ সে কাল বিষের জ্বালা॥
ঐনা হাতের সোনার শঙ্খ[১৮]
হায় রে কেমনে ভাঙ্গিব।
দুঃখের বদন বইনের
মোরা কেমনে দেখিব॥'

১৭। রাড়ী=বিধবা। ১৮। শঙ্খ=শাঁখা

পাঠান্তর:—* জলেতে ডুবিব আমি সকল ছাড়িয়া।
+ হিজল গাছের ডালে টাঙ্গাইব ফাঁসী॥

আরে মায় কান্দে মলুয়া কান্দে
কান্দে পঞ্চ ভাই ।+
পলা কুড়া উইড়্যা আইল
আচানক্[১৯] বিনোদের ঠাই ॥+

শিয়রে বসিয়া কোড়া
ঘন ডাক যে ছাড়িল ।+
চম্‌ক্যা উইঠ্যা মলুয়া কন্যা
বিনোদের বইক্ষে হস্ত দিল ॥+

বইক্ষে দেখিল মলুয়া
বিনোদের পরাণের ছায়া ।+
মুখের লাল বাইয়া পড়ে
চউক্ষের মণি ধুয়া[২০] ॥+

কান্দন থামায়্যা মলুয়া
ভাইয়ের পানে চায় ।+
আশায় বান্ধিয়া বুক
ভাইয়েরে বুঝায় ॥+

'না কাইন্দ না কাইন্দ ভাই রে
আমার কথা শুন ।
পর্‌খাইয়া[২১] দেখি একবার
আছে কিনা প্রাণ ॥

ঘাটেতে আছয়ে বান্ধা
ঐনা মনপবনের নাও[২২] ।

১৯। আচানক্ = আচমকা, হঠাৎ। ২০। ধুয়া = ধোঁয়া, ঘোলা। ২১। পরখাইয়া = পরীক্ষা করিয়া। ২২। মনপবনের নাও = অতি দ্রুতগামী বাইচের নৌকা।

শীঘ্র কইর‍্যা লয়্যা তারে
আরে ওঝার বাড়ী যাও ।।'

পাঁচ ভাইয়ের পাঁচ দাঁড়
আর দশ দাঁড় উঠিল* ।—
মরা সোয়ামী কুলে লয়্যা
নায় মলুয়া বসিল ॥

গাড়রী[২৩] ওঝার বাড়ী সেইনা
সাত দিনের আড়ি[২৪]
এক রাইতে‡ গেল মলুয়া
সেই গারড়ীর বাড়ী ॥

দেখিয়া মলুয়ার মুখ
গারড়ী উইঠা কয় । +
"তুমি ত সতী বেউলা
আর না করিবা ভয় ॥ +

তিন থাপা[২৫] মাইর‍্যা আমি
জীয়াইবাম্ পতি । +
দাণ্ডাইয়া দেখ মা গো
বিষের কিবা গতি ॥ +

আইস মা মনসা দেবী
আমার কণ্ঠে কর ভর । +

২৩। গাড়রী = সর্প বৈদ্যের উপাধি, গরুড় হইতে উৎপন্ন শব্দ গারড়ী।
২৪। আড়ি = পথ। ২৫। থাপা = থাপ্পর, চপেটাঘাত।

পাঠ্যান্তর :—* '—নায়েতে উঠিল।'
‡ "একদিনে—'।

সতী বেউলা আইসাছে আইজ
লইয়্যা লখিন্দর ॥+
আইস মা গো পদ্মাদেবী
তোমার নেতারে[২৬] লইয়া ।+
আমার হস্তে ভর কর মা
কির্‌পা যে করিয়া ॥+
আইস বাবা ভোলানাথ,
মাও চণ্ডী সতী ।+
সতীর মান রাইখ্যা আইজ
জীয়াইবাম্‌ পতি ॥+

নাক মুখ দেইখ্যা ওঝা মাথায় থাপা দিল ।
বুকেতে আনিয়া বিষ কোমরে নামাইল ॥
কোমরে আনিয়া বিষ হাটুতে নামাইল ।
হাটুতে আনিয়া বিষ পায়ে নামাইল ॥
পায়ে নাইম্যা কাল বিষ কালা হয়্যা রয় ।+
পাতালেতে কাল নাগ বিষ চুমুকিয়া[২৭] লয় ॥—
যখনে নাগিনী বিষ চুম্‌কিয়া লইল ।
বিষ জ্বালা গেল বিনোদ আঙ্খি মেলি চাইল ॥

(২৭)

পতি জীয়াইয়া সতী ফিইর‍্যা আইল ঘরে ।
জয় জয় ধ্বনি হইল জুড়িয়া নগরে ॥

২৬। নেতা=মনসামঙ্গলের নেতা ধোপানী। ২৭। চুমুকিয়া=চুষিয়া

কত নারী আইসে বাড়ী সতী দেখিবারে ॥+
যেই আইসে সেই দেইখ্যা জয় যোকার করে ॥+
কেউ বলে 'সতী বেউলা জীয়াইল লখীন্দরে।
কেউ বলে 'সতীকন্যা গেছিল দেবপুরে ॥
হালুয়া দাসের গোষ্ঠী করিতে উদ্ধার।
বংশাইয়া[১] সতী কন্যা হইল অবতার ॥
পান ফুল দিয়া[২] কন্যা তুইল্যা লও ঘরে।
সতীকন্যা হইয়া কেন কামুলীর কাম করে ॥
এয়ারে দুঃখ দিলে হইব দেবতার রোষ।+
এয়ার আদর হইলে আমরার সন্তোষ ॥+
মরাপতি জীয়াইয়া আনে যেই নারী।
তাহারে সমাজে লইতে কেন দ্বৈমত[৩] করি ॥

বিনোদের মামা বলে হালুয়ার সদ্দার[৪]।
"ঘরে যেই তুইল্যা লইব জাতি যাইব তার ॥
তিন মাস আছিল বউ মোছলমানের ঘরে।+
দারুণ সে লুচ্চা দেওয়ান বাঘ কাপে ডরে[৫] ॥+
বাঘের মুখে পাইড়্যা হরিণা নিস্তার না পায়।+
জাতি ধর্ম সব গেছে না আছে উপায় ॥+
এই মত কত নারী হাউলী থাইক্যা ফির্য্যা।+
জাতি ধর্ম নাই সে পায় পরাচিত্তি কইর‍্যা ॥+

বিনোদের পিসা কয় ভাবিয়া চিন্তিয়া।
ঘরে ত না লইব কন্যা জাতি ধর্ম ছাড়িয়া ॥

১। বংশাইয়া=বংশাই নামক গ্রামে, অথবা বংশে+আইয়া অর্থাৎ বংশে আসিয়া। ২। পানফুল দিয়া=দেবীর মত সসম্মানে। ৩। দ্বৈমত=দ্বিধা। ৪। সদ্দার=প্রধান। ৫। ডরে=ভয়ে।

বিয়ার কালে বিনোদের মায় কইরাছিলাম মানা।+
না শুইন্যাছে আমার কথা বড়ই সেয়ানা॥+

এইকালে সুন্দর কন্যা রক্ষা করা দায়।+
রাজার ঘরের নারী কত রক্ষা নাইত পায়॥+

মোছলমানের নারী রাখে বোর্‌খা চাপা দিয়া।+
চাষার ঘরের নারী চলে বেপর্‌দা হইয়া॥+

ঘাটে যায় পথে চলে না শুনে ইত্‌ কথা[৬] +
কানে না তুলিতে চায় দেশের বারতা[৭]॥+

সুন্দর কন্যা কইরা বিয়া বিনোদ কুকাম করিল।+
জাতি ধর্ম কুল মান সব হারাইল॥+

নজর মরেচা দিয়া কন্যা রক্ষা নাইত পায়।+
এইকালে সুন্দর নারী বিপদ ঘটায়।+

নজর মরেচা দিতে কত ট্যাকা গেল।+
তবুও সুন্দর কন্যার দোষ না ছাড়িল॥+

আর বা কি ঘটিব কালে দেখিবাম্ পাছে।+
এই কন্যা না রাখিবা আপন গিরের[৮] কাছে॥"

বিনোদের মাও উইঠ্যা কয় "বউ আমার বইক্ষের সোনা।+
না ছাড়িবাম্ আমি তারে না শুনিবাম্ মানা॥+
দারুণ দুঃখের দিনে বউ আমারে না ছাইড়্যাছে।+
ধান বাইনা সূতা কাইট্যা আমারে পাইল্যাছে[৯]॥+
বউয়ের তরে ফির্যাছে বিনোদ যমের মুখ থাইক্যা।+
মরা জীয়াইল বউ সতীর মান রাইখ্যা॥+

৬। ইতকথা=হিতকথা। ৭। দেশে বারতা=যে সব দুর্ঘটনা ঘটতেছে তাহার বিবরণ। ৮। গিরের=গৃহের। ৯। পাইল্যাছে=পালন করিয়াছে।

আন্ধাইর ঘরের আলো আমার ভাঙ্গা ঘরের ছানি।+
এমন বউ ছাইড়্যা কেমনে রাখ্‌বাম্ পরাণী ॥+
বাইর কামুলী হইছে বউ বাইরে পইড়্যা থাকে।+
আমার মনের দুঃখের কথা কইবাম্ আমি কাকে ॥+
রাইতের বেলা থাকে বউ আমার কোলে শুইয়া +
দুই অভাগী কান্দি রাইতে বাইরে পড়িয়া ॥+
এই না আমার শেষ কাল আর অল্প কাল আছে।+
আমি অভাগী মইর্‌য়্যা গেলে বউ খেদাইবা পাছে ॥+

(২৮)

এইমতে মলুয়ার দিন দুঃখে কাইট্যা যায়।+
খোটা উষ্ঠা[১] কত কথা কানেতে উঠায় ॥+
মুখ বুইজ্যা থাকে মলুয়া না কয় কোনো কথা।+
সোয়ামীর মুখ দেইখ্যা কন্যা পাসরে মনের ব্যথা ॥+
দুঃখিনী দুঃখের কন্যা দুঃখে দিন যায়।
এত দুঃখ ছিল তার কইতে না যোয়ায়[২] ॥
শিশুবেলায় বড়ো সুখ বাপে মায়ে দিল।
মায়ের কোলে থাইক্যা কন্যা বড়ো সুখ পাইল ॥
মায়ের নয়ান তারা কন্যা বাপের নয়ান মণি।*—
ফুল ছিট্‌কির[৩] আঘাত নাই সে সইত পরাণী ॥+—

১। খোটা উষ্টা=আকার ইঙ্গিতে কলঙ্ক শুনানো। ২। কইতে না যোয়ায়=ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ৩। ফুল ছিটকি=ফুল দিয়া তৈরী চাবুকের মত মালা।

পাঠান্তর :—* মায়ের নয়ন তারা নয়নের মণি।
+ ফুল ছিট্‌কার পরি নাহি সহিছে পরাণী।

পাচ ভাইয়ের থাইক্যা কন্যার আছিল কদর ।—
এমন কন্যার এমন দুঃখ না সহে অন্তর ॥
ঘরে কান্দে চান্দ বিনোদ বাইরে কান্দে মায় ।+
ভাইব্যা চিন্ত্যা মলুয়া আর না দেখে উপায় ॥
আপনি থাকিতে সোয়ামীর দুঃখ না যাইব ।
কতকাল এমত দুঃখে দিন গোয়াইব ॥+
বদনাম কলঙ্ক যত না যাইব সোয়ামীর ।
পরাণ ত্যজিবে কন্যা মনে কৈল[৪] থির ॥

শাওন মাসের ভরা গাঙ্
ঢেউয়ে ভাঙ্গে পাড়ি ।+
আকাশ ভরা কালা মেঘ
বাতাস বইছে ভারি ॥+
ঘাটেতে আছিল বান্ধা
ভাঙ্গা মনপবনের নাও ।
দুপুরিয়া কালেতে কন্যা
সেই নায়ে দিল পাও ॥
ঝলকে ঝলকে উঠে হায় রে
ভাঙ্গা নায়ে পানি ।
কতদূর সেই পাতালপুরী
আমি নাই ত জানি ॥
উঠুক্ উঠুক্ উঠুক পানি
নায়ের বাতা বাইয়া ।
দুঃখিনী মলুয়া যায় আইজ
সাধের সংসার ছাড়িয়া ॥+

৪। কৈল=করিল ।

একজন প্রতিবেসী চাঁদ বিনোদের বাড়ীতে গিয়ে সংবাদ দিল,—

'কি কর বিনোদের মাও
তুমি গিরেতে বসিয়া। +
তোমার পরাণ বধূ মরে
দেখ জলেতে ডুবিয়া॥'

দৌড়্যা আইল শাশুড়ীমাও
আউলা মাথার কেশ।
বস্ত্র না সম্বরে মাও গো
পাগলিনীর বেশ॥

'আরে শুন গো পরাণের বধূ
আমি কইয়া বুঝাই তরে।
ঘরের লক্ষ্মী বউ যে আমার
তুমি ফিইর‍্যা আইস ঘরে॥

ভাঙ্গা ঘরের চান্দের আলো
আমার আন্ধাইর ঘরের বাতি
তোমারেনা ছাইড়্যা আমি
না থাকবাম এক রাতি॥'

মলুয়া উত্তর দিল,—

'উঠুক উঠুক উঠুক পানি
ডুবুক ভাঙ্গা নাও।
বিদায় দেও গো মা জননী
আমি ধরি তোমার পাও'॥

ভাঙ্গা নায়ে উঠ্‌ছে পানি
কইর‍্যা কল কল।
পাড়ে কান্দে শাউড়ী মাও
নাও অর্ধেক হইল তল।
হায় রে, অর্ধেক হইল তল ॥

ভরা গাঙ্গের ঢেউয়ে পানি
উঠে নায়ের বাতা বাইয়া।+
চান্দবিনোদের বইন আইল
সেইনা জলের ঘাটে ধাইয়া ॥+
'শুন শুন বধূ আগো
আমি কইয়া বুঝাই তরে।
ভাঙ্গা নাও ছাইড়্যা তুমি
আইস আমার ঘরে ॥'

ননদিনীকে মলুয়া বলল,—

'না যাইবাম্ আর ঘরে আমি
আরে শুন ননদিনী।
তোমরা সবের মুখ দেইখ্যা
আমার ফাটিছে পরাণী ॥
উঠুক উঠুক উঠুক পানি
আরে ডুবুক ভাঙ্গা নাও।
জন্মের মত মলুয়ারে
এই শেষ দেইখ্যা যাও—
ননদী, মলুয়ার শেষ দেইখ্যা যাও ॥'*

পাঠান্তর :—*'—একবার দেইখ্যা যাও

দারুণ পূবাইল্যা বাতাস
ঢেউয়ে মারে বাড়ি ।+
মাঝ দরিয়ায় গেল রে নাও
আছাড়ি পাছাড়ি ॥+
একে একে দৌড়্যা আইল
গর্ভ সোদর ভাই ।
জ্ঞাতি বন্ধু কত আইল
লেখা যুখা নাই ॥
পঞ্চ ভাইয়ে ডাইক্যা কয়
সোনা বইনের কাছে ।
'ভাঙ্গা নায়ে উইঠ্যা বইন,
তোমার কোন বা কার্য আছে ॥
বাপের বাড়ী যাইতে সোয়াদ[৫]
কও সত্য করিয়া ।
পঞ্চ ভাইয়ে লইয়া যাইবাম্
বইন সোনার পান্‌সী দিয়া ॥'
'না যাইবাম্ না যাইবাম্ রে ভাই
ঐনা বাপের বাড়ী ।
ভাইয়ের কাছে বিদায় মাগে
আইজ মলুয়া সুন্দরী ॥
উঠুক উঠুক উঠুক জল
ডুবুক ভাঙ্গা নাও ।
মলুয়ারে রাইখ্যা ভাই রে
তোমরা আপন ঘরে যাও
ভাইরে, ঘরে ফিরা্যা যাও ॥'+

৫। সোয়াদ=অভিপ্রায়

আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে
মেঘ কান্দে রইয়া[৬] ।+
বিরিক্ষের ডালে পঙ্খী কান্দে
ঐনা মলুয়ারে চাইয়া ॥+
বাতা বাইয়্যা উইঠ্যা পানি
ডুইব্যা যায় রে নাও ।*—
দৌড়্যা আইস চান্দ বিনোদ
যদি মলুয়ারে দেখতে চাও ॥
দৌড়্যা আইল চান্দ বিনোদ
আইসা নদীর পাড়ে খাড়া ।
'এমন কইর‍্যা জলে ডুবে
আইজ আমার নয়ান তারা ॥
ওরে চান্দ সুরুজ্ ডুইব্যা যাউক
আমার সংসারে কাম নাই ।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি
আর ত নাহি চাই ॥
তুমি যদি ডুব রে কন্যা
আমারে সঙ্গে কইর‍্যা নেও ।
একটিবার মুখ চাইয়া
তোমার প্রাণের বেদন কও ।
ঘরে তুইল্যা লইবাম্ তোমারে
আমার সমাজে কাজ নাই ।
জলে না ডুবিও কন্যা
তোমার ধর্ম্মের দোহাই ॥'

৬ । রইয়া=থাকিয়া থাকিয়া ।

পাঠান্তর :—* বাতা বাইয়া উঠে পানি ডুবে ভাঙ্গা নাও ।

মলুয়া অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল,—

'গত হইয়্যা গেছে দিন
প্রভু, আর ত নাই বাকী ।—
কিসের লাইগ্যা সংসারে কাজ[৭]
আর বা কেনে থাকি ॥

আমি নারী থাক্‌তে তোমার
কলঙ্ক না যাইব ।
জ্ঞাতি বন্ধুজনে তোমারে
সদাই ঘাটিব[৮] ।
কলঙ্ক জীবন আমার
আইজ ভাসাইবাম সায়রে ।
এইখান হইতে সোয়ামী মোর
চইল্যা যাও ঘরে ॥

ঘরে আছে সুন্দর নারী
সেই সে তার মুখ চাইয়া ।
সুখে কর গির-বাস
তুমি তাহারে লইয়া ॥

উঠুক উঠুক উঠুক পানি
ডুবুক ভাঙ্গা নাও ।
অভাগীরে রাইখ্যা সোয়ামী
তুমি ঘরে ফিইর্যা যাও *—
সোয়ামী, এখান থাইক্যা যাও ॥' +

৭। কাজ=প্রয়োজন। ৮। ঘাটিবে=কলঙ্ক উল্লেখ করিয়া অপমান করিবে।

পাঠান্তর :—* '—তুমি আপন ঘরে যাও ॥'

বাতা বাইয়া উঠে পানি
মাইজ[৯] দরিয়ার কোলে।
জ্ঞাতি-বন্ধু-জনে কন্যা
ডাক দিয়া বলে॥
'বড়ো দোষের দুষী যেই
সেও ত যায় চলি।
খোটা-উষ্টা[১০] যত দোষ
আমার সে সকলি॥
কপালে আছিল দুঃখ
না যায় খণ্ডন।
ধর্ম সাক্ষী কইর‍্যা কইছি
তোমরা শুন সর্বজন॥+
আমার কপালের দুঃখ
লইয়্যা যাইবাম্ আমি।+
কোনো দোষের দোষী নয় সে
আমার সোয়ামী॥
শুন গো শাশুড়ী মোর
শত জন্মের মাও।
এইখান থাইক্যা পরণাম আমি
জানাই তোমার পাও॥'

সুন্দরী মলুয়া কয়
সতীনেরে ডাকিয়া।
'সুখে কর গির-বাস
সোয়ামীরে লইয়া॥

৯। মাইজ=মাঝ, মধ্য। ১০। খোটা উষ্টা=নিন্দা ও কলঙ্ক।

আইজ হইতে না দেখিবা
আর মলুয়ার মুখ।
আমার দুঃখ পাসরিবা
দেইখ্যা সোয়ামীর মুখ ॥'

পূবেতে উইঠ্যাছে ঝড়
গইর্জ্যা আইসে দেওয়া।*
এই সাগরের কূল নাই রে
ঘাটে নাইরে খেওয়া ॥
ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও
আর বা কত দূর।
ডুইব্যা দেখি কত দূরে
আছে পাতাল পুর ॥
পূবাইলে গর্জিল দেওয়া
ছুটল বিষম বাও[১১]।
কই বা গেল সুন্দর কন্যা
মনপবনের নাও ॥

১১। বাও=বাতাস।

পাঠান্তর :—* পূবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠে দেওয়া।

চন্দ্রাবতী

কবি নয়ান চাঁদ বিরচিত

চন্দ্রাবতী পালার

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে 'চন্দ্রাবতী' পালার ছত্র সংখ্যা ৩৫৪। এই সম্পাদনায় ছত্র সংখ্যা ৫৪৬, অতিরিক্ত ১৯২ ছত্র। সেন মহাশয়ের সংগ্রহ ১৯টি ছত্রের সঙ্গে এই সংগ্রহের তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ পাদটীকায় দেওয়া হইল। নূতন সংগৃহীত ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পাদনায় ঘটনার পারম্পর্য রক্ষার জন্য গায়েনদের লিখিত খাতা অনুসরণ করা হইয়াছে। সেজন্য সেন মহাশয়ের সংগ্রহের সঙ্গে মিলাইতে বহুস্থলে ছত্র অগ্রপশ্চাৎ—এমনকি অধ্যায়ান্তর ঘটিয়াছে। এই সম্পাদনার দশ অধ্যায়টি সেন মহাশয়ের প্রকাশনায় নাই।

সেন মহাশয়ের মতে চন্দ্রাবতী পালার কবি—নয়ান চাঁদ ঘোষ। কিন্তু পূর্ববঙ্গের গায়েন সম্প্রদায় এই মত সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে,—যে নয়ান চাঁদ—কবি দামোদর দাস, রঘুসুত ও শ্রীনাথ বেণিয়ার সঙ্গে এক যোগে 'লীলা-কঙ্ক' পালা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার 'উপাধি—'ঘোষ'! চন্দ্রাবতী পালার কবি নয়ান চাঁদের উপাধি বা পরিচয় কেহই জানেন না। 'লীলা-কঙ্ক' পালার ঘটনা ঘটে (সেন মহাশয়ের মতে) খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এবং ঐ সময়েই পালাটি রচিত হইয়াছিল। চন্দ্রাবতী সম্পর্কে সেন মহাশয়ের অভিমত, তিনি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, এবং একখানা সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও 'দস্যু কেনারাম' পালা রচনা করেন। এই চন্দ্রাবতীর প্রথম যৌবনের ঘটনা লইয়াই কবি নয়ান চাঁদ এই পালা রচনা

করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের কবিদের ঐতিহ্য-অনুযায়ী কবি নয়ান চান্দ ছিলেন চন্দ্রাবতী দেবীর সমসাময়িক ব্যক্তি। পালার ভাষাও সেই প্রকার সাক্ষ্য দেয়।

চন্দ্রাবতী তাঁহার রচিত রামায়ণের প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়াছেন।—

'ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহি যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য ঘরে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পাল্লা ঘর পাতার ছাউনী॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসারে।
সেই হেতু কোপ করি লক্ষ্মী তান্‌রে ছাড়ে॥
পুত্র বংশী বড়ো হইল মনসার বরে।
'ভাসান' গাইয়া যেঁই বিখ্যাত সংসারে॥
ঘরে নাই চাইল ধান চালে নাই ছানি।
আগর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি॥
ভাসান গাইয়া পিতা ভর্‌মেন নগরে।
চাইল কড়ি যাহা পান আইন্যা দেন ঘরে॥
বাড়ীতে দরিদ্র জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তান্ ঘরে জন্ম নিলা চন্দ্রা অভাগিনী॥

দূরিতে দারিদ্র্য দুঃখ স্বপন আদেশ হইল।
ভাসান রচিতে দেবী আদেশ করিল॥
আদেশ পাইয়া পিতা হরষিত মন।+
রচনা করিল পিতা মনসার ভাসান॥+
পিতার ভাসান গান শুনে সর্বজনা।+
কান্দিয়া আকুল হয় পাসরে আপনা॥+

সদাই মনসা পদ পূজি ভক্তি ভরে।
চাইল কড়ি কিছু পান মনসার বরে॥
মনসা দেবীরে বন্দি জুড়ি দুই কর।
যাঁহার প্রসাদে হইল অন্নদুঃখ দূর॥
সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজ বংশী পিতা
যাঁর কাছে শুইন্যাছি আমি পুরাণের কথা॥
মায়ের চরণে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁহার কারণে দেখি জগত সংসার॥
শিব শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূর করি নিরবধি॥
বিধিমতে বন্দনা করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়॥'

মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ও তাঁহার সম্পাদিত মৈমনসিংহ-গীতিকা' গ্রন্থের ভূমিকায় চন্দ্রাবতী দেবী রচিত এই আত্মপরিচয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। এখানে যাহা উদ্ধৃত করা হইল, তাহার '+' চিহ্নিত চারিটি ছত্র সেন মহাশয়ের উদ্ধৃতিতে নাই এবং কিছু পাঠান্তর ঘটিয়াছে।

মৈমনসিংহ জেলায় কিশোর গঞ্জ মহকুমায় পাতুয়ারী বা 'পাতুরী' গ্রামে ছিল চন্দ্রাবতী দেবীর পিতা কবি বংশীদাস ভট্টাচার্যের নিবাস। স্থানটি দেখিবার জন্য ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে আমি প্রথম পাতুয়ারী গ্রামে যাই। স্থানটি ফুলেশ্বরী নদীর তীর হইতে অল্প কিছু দূরে নির্জন ও ভাবগম্ভীর। তখন গ্রামবাসীদের মুখে শুনিয়াছিলাম, জাগ্রত দেবস্থান বলিয়া উহার নিকটে কেহ বাড়ীঘর করে না। শেষ দেখা দেখিতে গিয়াছিলাম ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। তখন পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর শিব মন্দির অক্ষতই ছিল, তবে নিকটে বসতি হইয়া গিয়াছে।

এই শিব মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন চন্দ্রাবতীর পিতা কবি দ্বিজ

বংশীদাস। এই শিব মন্দিরেই চন্দ্রাবতী রাত্রে শিব আরাধনা করিতেন। এই শিব মন্দিরের দরজার বাহিরে জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর উদ্দেশ্যে তাঁহার শেষ পত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার মৈমনসিংহ গীতিকা গ্রন্থের ভূমিকায় গীতিকা-বর্ণিত ঘটনা স্থল ও স্মৃতি চিহ্নগুলি রক্ষায় জন্য স্থানীয় অধিবাসী ও জমিদারবর্গের সমীপে আবেদন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গিয়া দেখিয়াছিলাম শিবমন্দিরের কিছু জীর্ণসংস্কার করা হইয়াছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গিয়া দেখিলাম, মন্দিরের সম্মুখে সরকারী পুরাবস্তু-সংরক্ষণ বিভাগের রক্ষণ-বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গানো আছে। ফরিদপুর জেলায় মথুরাপুরের 'দেউল', পাবনা সহরে 'জোড়-বাংলা', বগুড়ার নিকটে গোকুল গ্রামের 'স্তুপ', প্রভৃতি পুরাবস্তুর সম্মুখে সেই ইংরাজ আমল হইতে সংরক্ষণ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি রহিয়াছে। কিন্তু ব্যাপার লক্ষ্য করিলে ঐগুলি যে সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত, তাহা মনে করিবার হেতু নাই। আসলে নিকটবর্তী গ্রামবাসী জনসাধারণ ঐ গুলি নিজেদের ঐতিহাসিক গৌরবের বস্তু মনে করিয়া যদি রক্ষা করেন, তবেই রক্ষা পাইত পারে। তাহা না হইলে সরকারী আইন সত্ত্বেও ওগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

পালা আরম্ভ।

(১)

পুকুরপাড়ে ফুলবাগান। প্রভাতে বাগানে আসে একটি মেয়ে ফুল তুলতে। মেয়েটির বয়স তখন দশ-এগার। একদিন প্রভাতে সে দেখতে পেল, পরম সুন্দর একটি কিশোরও সেই বাগানে ফুল তুলছে। কৌতূহলী হয়ে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল,—

'চাইর কুনা পুষ্কুনির পাড়ে চম্পা নাগেশ্বর।
ডাল ভাইঙ্গ্যা পুষ্প তোল কে তুমি নাগর[১] ॥'

ছেলেটি উত্তর দিল,—

'আমার বাড়ী তোমার বাড়ী
ঐ না নদীর পাড়।
কি কারণে গান্থ* কন্যা
তুমি মালতীর হার ॥'

মেয়েটি বলল,—

'প্রভাত কালে আইলাম আমি ফুল তুলিবারে।
বাপে ত করিব পূজা শিবের মন্দিরে ॥'

ছেলেটি বলল,—

'ফুল তুল সুন্দর কন্যা
তোমার ফুলে ভরে না সাজি।+
আমারে যদি কও লো কন্যা
ফুল তুইল্যা দিবাম্ আজি ॥+
উচা ডালে ভালা ফুল
লাগাল[২] না পাও তুমি।+

১। নাগর=এখানে সুন্দর অর্থে। ২। লাগাল=নাগাল।

পাঠান্তর :—* '—তুল—'।

মুখ তুইল্যা [illegible] কথা
[illegible] পাইড়্যা দিবাম আমি ॥' +

সেদিন মেয়েটি মুখ না[illegible] উত্তর দিল,—

'উচা ডালে ভালা ফুল লাগাল যদি পাই। +
ঐনা ফুলে মালা গাইন্থ্যা শিবেরে পরাই ॥' +

সেইদিন থেকে দু'জনে একত্রে ফুল তোলে।—

বাইছ্যা[৩] বাইছ্যা তুলে ফুল রক্তজবা সারি[৪]।
জয়ানন্দ তুলে ফুল ঐনা সাজি ভরি ॥
জবা তুলে চম্পা তুলে গেন্দা নানান জাতি।
বাইছ্যা বাইছ্যা তুলে ফুল মল্লিকা মালতী ॥
তুলিল অপবাজিতা অতসি সুন্দর।
ফুল তুলা হইল শেষ দোযের[৫] আনন্দ অন্তর ॥
এক দুই তিন কইব্যা দিন চইল্যা যায়।
সকাল সইন্ধ্যা ফুল তুলে কেউ না দেখতে পায় ॥
ডাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সাথী।
চম্পা নাগেশ্বর তুলে* কন্যা চন্দ্রাবতী ॥
একদিন না তুইল্যা ফুল মালা গাইন্থ্যা[৬] তায়।
সেইত না মালা দিয়া নাগরে সাজায় ॥

সময় হইলে ফুল আইসে বিরিক্ষ[৭] লতায়। +
বয়সে আইল যইবন সুন্দর কন্যায় ॥ +
যইবন করিল কন্যার লাজ নত আখি। +
নাগরে না পরায় মালা দুঃখী পরাণ পঙ্খী ॥ +

৩। বাইছ্যা=বাছিয়া। ৪। সাবি=প্রচুর। ৫। দোয়ের=দুইজনের
৬। গাইন্থ্যা=গাঁথিয়া। ৭। বিরিক্ষ=বৃক্ষ।

পাঠান্তর :—* 'তুলিল মালতী ফুল—'।

মালা গাইন্থ্যা রাইখ্যা যায় বিরিক্ষের ডালে। +
সেইনা মালা পরে নাগর পাইয়া বিরলে ॥ +
ফুল তুলে কয় না কথা হাইস্যা[৮] চইল্যা যায়। +
ভাইব্যা চিন্ত্যা জয়ানন্দ সিরজিল উপায় ॥ +

(২)

পরথমে লিখিল পত্র চন্দ্রার গোচরে।
পুষ্পপাতে লেখে পত্র আড়াই অক্ষরে[১] ॥
পত্র লেখে জয়ানন্দ মনের যত কথা।
কন্যারে জানায় তার অন্তরের ব্যথা ॥ +

'আরে নিতি নিতি তোলা ফুলে
কন্যা তোমার মালা গান্থা।
বিরিক্ষের ডালে পাই লো কন্যা,
তুমি না কও কোনো কথা ॥ +
তোমার গান্থা মালা কন্যা,
লয়্যা কান্দি লো বিরলে।
পুষ্পবন অইন্ধকার কন্যা,
তুমি চইল্যা গেলে ॥
কইতে[২] গেলে মনের কথা
কন্যা, কইতে না জুয়ায়।
সকল কথা তোমার কাছে
আমার কইতে হইল দায় ॥

৮। হাইস্যা=হাসিয়া। ২। কইতে=কহিতে।
১। আড়াই অক্ষরে=সঙ্খেপ অথচ অর্থপূর্ণ।

আচারী[৩] তোমার বাপ
সদা ধর্মে কর্মে মতি।
পরাণের দোসর কন্যা,
তুমি চন্দ্রাবতী ॥

ধন ধান্যে লক্ষ্মী মাতা
তোমার বাপের ঘরে বইসে।+
অভাগ্যা[৪] জয়ানন্দের কথা
একবার শুন কন্যা, শেষে ॥+

মাও নাই রে বাপ নাই রে
আমি থাকি মামার বাড়ী।
তোমার কাছে মনের কথা
কন্যা, কইতে তো না পারি ॥

যেদিন হইতে দেইখ্যাছি কন্যা,
আমি তোমার চান্দ বদন।
সেইদিন হইতে হইছি কন্যা,
পন্থের[৫] পাগল যেমন ॥

আইজ হইতে ফুল তোলা কন্যা,
আমি সাঙ্গ[৬] যে করিয়া।
দেশান্তরী হইব কন্যা,
এই না বিদায় লইয়া ॥

বিদায়কালে তোমারে কন্যা,
এইনা বইল্যা[৭] যাই।+

৩। আচারী=সদাচার নিষ্ঠ। ৪। অভাগ্যা=ভাগ্যহীন। ৫। পন্থের=পথের। ৬। সাঙ্গ=শেষ। ৭। বইল্যা=বলিয়া।

তির্‌ভুবনে আমার কইবার[৮]
আর ত কেউ নাই ॥+
তুমি যদি লেখ পত্র
আমার আশায় দেও ভর[৯] ।
যোগল[১০] পদে হইয়া থাকবাম[১১]
আমি তোমার কিঙ্কর ॥'

(৩)

আবে[১] করে ঝিলিমিলি সোনার বরণ ঢাকা।
পরভাত[২] কালে আইল[৩] অরুণ গায়ে হলুদ মাখা ॥
হাতেতে ফুলের সাজি কন্যা চন্দ্রাবতী।
পুষ্প তুলিবারে যায় পোষাইলে[৪] রাতি ॥
আগে তুলে রক্তজবা শিবেরে পূজিতে।
পরে তুলে মালতী ফুল মালা সে গান্থিতে ॥
হেনকালে নাগর আরে কোন কাম করে।
পুষ্পপাত লয়্যা আইল কন্যার গোচরে ॥*

৮। কইবার=কহিবার। ৯। ভর=জোর। ১০। যোগল=যুগল। ১১। থাকবাম=থাকিব।

১। আবে=খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘে, অভ্রে। ২। পরভাত=প্রভাত। ৩। আইল=আসিল। ৪। পোষাইলে=পোহাইলে

পাঠান্তর :—*'পুষ্পপাতে লইয়া পত্র কন্যার গোচরে।'

'ফুল তুল ডাল ভাঙ্গ কন্যা,
আইজ আমার কথা ধর।
পরে ত তুলিবা ফুল
ঐনা চম্পা নাগেশ্বর॥
চম্পা নাগেশ্বর ফুল
কন্যা, উচা ডালে রয়।+
ছুটু কালের[৫] কথা তোমার
আইজ মনে কি না হয়॥' +

লজ্জিতা চন্দ্রাবতী দৃষ্টি নত করে উত্তর দিল,—

'ছুটুকালের কথা পরে স্বপন হয়্যা যায়।+
সেইনা কথা ধইর‍্যা কেউ সে কথা নাইত কয়॥' +

চন্দ্রাবতীর উত্তরে দুঃখিত জয়ানন্দ বলল,—

'ফুল তুল বেল পাতা তুল
তুমি ফুলে দিয়া মন।+
ছুটুকালে কইছিলা কথা
আইজ আছে নি স্মরণ॥ +
এইনা চম্পা বিরিক্ষ তলায়
কন্যা, মালা সে গান্থিয়া।+
ঐনা হস্তে অভাগ্যারে
তুমি দিছিলা পরাইয়া॥' +

এবার চন্দ্রাবতী মুখ তুলে ধীর শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল,—

'ছুটুকালের কথা সে যে
কেবল ছেইল্যা খেলা।+

৫। ছুটুকালের = ছোটো কালের।

বাড়ীর পাছে ফুলের বন
আমি যে একেলা ॥+
ফুল তুলা হইল শেষ
আইজ বেলা হইল ভারি[৬]।
বইস্যা আছেন পিতা আমার
আমি রইতে ত না পারি ॥' +

চন্দ্রাবতীর এই নিস্পৃহ ভাব দেখে ব্যাকুল জয়ানন্দ বলল,—

'ফুল তুল ফুল তুল কন্যা,
তুমি পূজায় দিছ[৭] মন।+
আমার কথা শুন কন্যা,
আইজ রইয়া এক ক্ষণ ॥+
তোমার সামনে আইলে কন্যা,
আমার কথা না যুয়ায়।+
মনের কথা মুখের কথা
আমার দুই হইয়া যায় ॥" +

জয়ানন্দের কথায় একটু চিন্তিত হয়ে চন্দ্রাবতী বলল,—

'কিবা কথা কইবা তুমি
আমি ভাইব্যা[৮] নাই সে পাই।+
পূজার বেলা হইয়া গেল
এইখন আমি যাই ॥+
পূবে ত হইল বেলা
আইজ দণ্ড তিন চারি।
পিতার পূজার সব কাম
একেলা আমি করি ॥+

৬। ভারি=অনেক। ৭। দিছ=দিয়াছ। ৮। ভাইব্যা=ভাবিয়া।

আমারে বিদায় কর তুমি
আর না পারি থাকিতে ।+
বইস্যা আছেন পিতা মোর
সেইনা শিবেরে পূজিতে ॥' +

এবার জয়ানন্দ মরিয়া হয়ে মনের আসল কথা প্রকাশ করল,—

ফুল তুল ফুল তুল কন্যা,
তুমি ফুলের রাণী ।+
ঐনা ফুলের সঙ্গে বান্ধা
আমার পরাণি ॥+

ঐনা চম্পা নাগেশ্বর
আইজও সাক্ষী আছে ।+
চৈতার বউ[৯] কুইলা[১০] দইয়ল
গাইছে[১১] গাছে গাছে ॥+

সেইনা দিনে এইনা দিনে
আইজ বহুত ফারাক্[১২] ।+
তুমিত ভুইল্যাছ-কন্যা,
সেই কথা বেবাক[১৩] ॥+

ফুল তুল ফুল তুল কন্যা,
ঐনা ভালা ফুল যত ।+
বিদায় মাগি লো কন্যা,
আইজ জনমের মত ॥' +

৯। চৈতার বউ=পাপিয়া, বউকথাকও পাখি। ১০। কুইলা=কোকিল।
১১। গাইছে=গাহিতেছে। ১২। ফারাক=তফাত। ১৩। বেবাক=সমস্ত।

এইনা বইল্যা জয়ানন্দ কি কাম করিল ।+
পুষ্পপাতে লিখা পত্র চন্দ্রার হস্তে দিল ॥*
পত্র লইয়া কন্যা আরে কোন কাম করে ।
সেইক্ষণে চইল্যা গেল আপন বাসরে ॥

(৪)

পুষ্পাপাত বাইন্ধ্যা কন্যা আপন আইঞ্চলে[১] ।
দেবের মন্দির কন্যা ধোয় গাঙ্গের[২] জলে ॥
সম্মুখে রাখিল কন্যা পূজার আসন ।
ঘষিয়া লইল কন্যা সুগন্ধি চন্দন ॥
মালায় গান্থিয়া দিল আমের বউল[৩] ।+
পুষ্পপাত্রে রাখে কন্যা শিব পূজার ফুল ॥
আসিয়া বসিল ঠাকুর আসন উপরে ।
ধূপ দীপ সাজায় কন্যা পাশে থরে থরে ॥+

পূজা করে বংশীবদন[৪] শঙ্করে ভাবিয়া ।
চিন্তা করে মনে মনে নিজ কন্যার বিয়া ॥
"এত বড়ো হইল কন্যা না আসিল বর ।
কন্যার মঙ্গল কর অনাদি শঙ্কর ॥
বনফুলে মনোফুলে পূজিব তোমায় ।
বর দিয়া পশুপতি ঘুচাও কন্যা দায় ॥

১। আইঞ্চল=আঁচল। ২। গাঙ্গের=নদীর। ৩। বউল=মুকুল।
৪। বংশীবদন=চন্দ্রার পিতা।

পাঠান্তর :— *'—'চন্দ্রার হাতে দিল আরে সেই পুষ্পপাত।'

সম্মুখে সুন্দরী কন্যা আমি যে কাঙ্গাল।
সহায় সঙ্গতি নাই দরিদ্রের হাল[৫] ॥
এক পুষ্প দিল বাপে শিবের চরণে।
ঘটক আইব[৬] শীঘ্র বিয়ার কারণে ॥
আর পুষ্প দিল বাপ বড়ো ঘরের বর।
'আমার কন্যার স্বামী হউক যেমন দেব পুরন্দর ॥'
আর ফুল দিল বাপে কুল-শীল পাইতে।
বংশে বড়ো ভট্টাচার্য খ্যাতি সে রাখিতে ॥
কন্যার সুখের লাইগ্যা আর ফুল দিল।+
শিবের মাথার ফুল ভূমে পইড়্যা গেল ॥+
কাইন্দ্যা উঠে বংশীবদন অমঙ্গল জানি।+
কন্যার অশুভ বুইঝ্যা[৭] ফাটিল পরাণি ॥+
বর মাগে বংশীবদন ভূমিতে পড়িয়া।
"অশুভ খণ্ডাইবা ঠাকুর করুণা করিয়া ॥+
ভূমিতে পইড়্যা গেল তোমার মাথার ফুল।+
দয়া কইর‍্যা রাইখো ঠাকুর কন্যার জাতি কুল ॥+
ভালা ঘরে ভালা বরে কন্যার হউক বিয়া।
তোমারে পূজিব আমি সোনার চম্পা দিয়া ॥"+

৫। হাল=অবস্থা। ৬। আইবে=আসিবে। ৭। বুইঝ্যা=বুঝিয়া

(৫)

পূজার যোগাড় দিয়া কন্যা নিরালায় বসিল।
জয়ানন্দের পুষ্পপাত যতনে খুলিল ॥
পত্র পইড়্যা চন্দ্রাবতীর চউক্ষে ঝরে পানি।
কিবা উত্তর দিব কন্যা কিছুই না জানি ॥
আরবার পড়ে পত্র চউক্ষে বয়[১] ধারা।
"এমন কেন হইল মন শুকের পিঞ্জরা[২] ॥
দেখি শুনি সেই ভালা ফুল তুইল্যা আনি।
বয়স হয়্যাছে এখন আমি হইছি অরক্ষিণী ॥
যইবন আইস্যাছে দেহে জোয়ারের পানি।
কেম্‌নে লিখবাম্‌ রে পত্র পরাণের কাইনী[৩] ॥
কিমতে লিখবাম্‌ রে পত্র বাপ আছে ঘরে।
ফুল তুলে জয়ানন্দ ভালোবাসি তারে ॥
ছোটো হইতে দেখি তারে পরাণের দোসর।"
সেইভাবে লেখে কন্যা পত্রের উত্তর ॥
"ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
আমি কেম্‌নে দিবাম্‌ উত্তর অবলা কামিনী ॥"
যত না মনের কথা রাখিল গোপনে।
পত্রখানি লেখে কন্যা অতি সাবধানে ॥
চান্দ সূরুজে সাক্ষী কইর‍্যা মনের দিকে চাইয়া[৪]।
জয়ানন্দে মাগে বর ধর্ম সাক্ষী দিয়া ॥
শিবের চরণে কন্যা উদ্দিশে করে নতি।
পত্র পাঠাইয়া দিল কন্যা চন্দ্রাবতী ॥

১। বয়=বহে। ২। শুকের পিঞ্জরা=ছোটো খাঁচার মধ্যে বনের পাখির মত। ৩। কাইনী=কাহিনী। ৪। চাইয়া=চাহিয়া, লক্ষ্য করিয়া।

পুষ্প তুলিবার কন্যা আর নাই সে যায়।
ঘরে বইস্যা* সুখে দুঃখে দিন বইয়া[৫] যায়॥
বাড়ীর আগে ফুইট্যা রইছে[৬] কেতকী[৭] বিস্তর।
কি জানি লিখ্যাছে বিধি কপালে কন্যার** ॥

(৬)

পত্র পাইয়া নাগর জয়া কোন্ কাম করে।
মামারে কইয়া[১] ঘটক পাঠায় বিয়ার তরে॥
একদিন ত-না ঘটক আইল ভট্টাচার্যের বাড়ী।
"তোমার ঘরে আছে কন্যা পরম সুন্দরী॥
কুলে শীলে তুমি ঠাকুর চন্দ্রের সমান।
না দেখি এমন বংশ এথায় বিদ্যমান॥
বয়স হয়্যাছে কন্যার রূপে বিদ্যাধরী।
ভালা বরে দেও বিয়া ঘটকালি করি।"

চন্দ্রাবতীর পিতা ঘটককে জিজ্ঞাসা করলেন,—

"কেবা বর কিবা ঘর কও বিবরণ।
পছন্দ হইলে দিব বিয়া মনের মতন।"

৫। বইয়া=বহিয়া। ৬। রইছে=রহিয়াছে। ৭। কেতকী=তীব্র গন্ধ, প্রচুর পরাগ রেণু ও সুতীক্ষ্ণ কণ্টক যুক্ত ফুল বিশেষ।
১। কইয়া=কহিয়া।

পাঠান্তর :—* 'এই মতে—'।
'—কপালে আমার।'

ঘটক কইল কথা, "শুন—সুন্ধা গেরামে বর।
চক্রবর্তী বংশ খ্যাতি কুলিনের ঘর॥

জয়ানন্দ নাম তার কাত্তিক কুমার[২]।
সুন্দর তোমার কন্যা যোগ্য বর তার॥

দেখিতে সুন্দর কুমার পড়ুয়া পণ্ডিত[৩]।
নানা শাস্ত্র জানে জয়া অতি সুপণ্ডিত॥

চান্দের সমান† রূপ বংশের দুলাল।
সুখেতে থাকিব কন্যা জানি চিরকাল॥

পশ্চিমাল[৪] বাতাসে দেখ শীতে গায়ে কাঁটা।
এইক্ষণে ধইর‍্যাছে দেখ মধ্যি[৫] গাঙ্গে ভাটা॥

আমগাছে নয়াপাতা ধইর‍্যাছে বউল।
এই মাসে বিয়া দিতে নাই সে গণ্ডগোল॥"

জয়ানন্দের পরিচয় পেয়ে খুশী হয়ে—

জন্মকুষ্টি* বিচারিয়া বাপে সম্বন্ধ মিলায়।
ভালা বরে কন্যা বিয়া দেওয়া বড়ো দায়॥

কুষ্টি বিচারিয়া দেখে যোটক লক্ষণ‡।
বর কন্যার এমন মিল ঘটে কদাচন॥

কুষ্টিতে মিইল্যাছে ভালা যখন এই বরে।
এই বরে কন্যা দান করিব সুস্থিরে॥

২। কাত্তিক কুমার=কার্তিকের মত সুন্দর ও অবিবাহিত। ৩। পড়ুয়া পণ্ডিত=অধ্যয়নরত বিদ্বান। ৪। পশ্চিমাল=পশ্চিম দিক হইতে। ৫। মধ্যি=মধ্যে।

পাঠান্তর :—† 'সূর্যের সমান—'।
পাঠ্যান্তর :—* করকুষ্টি—'
‡ কুষ্টি বিচারিয়া কৈল 'সর্ব্ব সুলক্ষণ,।

সম্বন্ধ হইয়া গেল বিয়া হইব পরে।+
ভালা দিন দেইখ্যা বাপে বিয়ার লগ্ন করে॥+
ঘরে বইস্যা চন্দ্রাবতী সকল শুনিল।+
শিবের মন্দিরে গিয়া পর্‌ণাম[৬] করিল॥+

(৭)

সম্বন্ধ হইল ঠিক লগ্ন কইর‍্যা স্থির।
ভালা দিন হইল স্থির পরে বিবাহের॥
দক্ষিণাল বাতাস বয় কুকিল করে রা[১]।
আমের বউলে বইস্যা গুঞ্জরে ভমরা[২]॥
নয়াপাতা যত গাছে নয়া লতা ঘিরে।
কত ফুল ফুইট্যা আছে বনে থরে থরে॥+
পরভাতে উঠিল কন্যা সাজি লয়্যা হাতে।+
মনের আনন্দে যায় ফুল যে তুলিতে॥+
বাড়ীর আগে ফুইট্যা রইছে চম্পা নাগেশ্বর।
পুষ্প তুলিতে কন্যা আইল একেশ্বর॥
মনের আনন্দ কথা কন্যার মুখে ফুইট্যা আইসে।+
পুষ্প তুলে গান গায় কন্যা মনের হরিষে॥+

"তোমারে দেখবাম্ আমি নয়ান ভরিয়া।
তোমারে লইবাম্ আমি হৃদয়ে তুলিয়া॥
বাড়ীর আগে[৩] ফুইট্যা আছে মালতী বকুল।
আইঞ্চল ভইর‍্যা তুলবাম্ আমি তোমার মালার ফুল॥

৬। পরণাম=প্রণাম।
১। রা—ধ্বনি। ২। ভমরা=ভ্রমর। ৩। আগে=সম্মুখে।

বাড়ীর আগে ফুইট্যা রইছে রক্তজবা সারি
তোমারে করিবাম্ পূজা প্রাণে আশা করি ॥
বাড়ীর আগে ফুইট্যা রইছে মল্লিকা মালতী।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমাকেই পতি ॥
আকাশ হাসে বাতাস হাসে
হাসে গাঙ্গের পানি।+
বিরিক্ষের ডালে বইস্যা হাসে
চৈতার বউ পঙ্খিনী।+
কুকিল হাসে দইয়ল হাসে
পুষ্পেতে ভমরা।+
আর কতকাল রইবাম্ বন্ধু
হইয়া তোমায় ছাড়া॥"+

(৮)

এইক্ষণে শুন কইবাম জয়ানন্দের চরিত।+
বরাহ্মণের[১] পুত্র হয়্যা কাম কৈল[২] বিপরীত ॥+
গেরামে আছিল কাজী অইঞ্চলের পর্‌ধান[৩]।+
তার ঘরে কন্যা এক আশমানি তার নাম ॥+
ষুল[৪] বচ্ছরের কন্যা সাদী নাই সে হয়।+
সমান রূপের বর বাপে দেশে নাইত পায় ॥+
চলনে খঞ্জন নাচে কন্যা বলনে[৫] কুকিলা।
জলের ঘাটে যাইলে কন্যা জলের ঘাট লালা[৬] ॥

১। বরাহ্মণের=ব্রাহ্মণের। ২। কৈল=করিল। ৩। পর্‌ধান=প্রধান। ৪। ষুল=ষোল। ৫। বলনে=কণ্ঠস্বরে। ৬। লালা=লাল, উজ্জ্বল।

একদিন না জয়ানন্দ পন্থে করে মেলা[7]।
কাজী বাড়ীর ঘাটে আইল ভর সুইন্ধ্যা বেলা ॥
পরথম হইল দেখা সুন্ধা নদীর কূলে।
জল ভরিতে যায় কন্যা কলসী কাকালে ॥
কন্যা দেইখ্যা জয়ানন্দ চন্দ্রারে ভুলিল।
জলের ঘাটে চাইর চউক্ষের মিলন হইল ॥
চউখ না ফিরায় দোয়ে পাও নাহি চলে।
সেই দিন হইতে দোঁহে জলের ঘাটে মিলে[9] ॥
সরমে মরণ আইসে কথা কওয়া দায়।
জলের ঘাটে গিয়া নাগর উকিঝুকি চায়[10]।

কতক দিন পরে জয়া কি কাম করিল।
মনের কথা জানাইয়া পত্র সে লিখিল ॥
'কে তুমি সুন্দর কন্যা জলের ঘাটে যাও।
আমি অধমের পানে কন্যা বারেক ফিইরা চাও ॥
নিতি নিতি দেইখ্যা তোমায় না মিটে পিয়াস।
প্রাণের কথা কও কন্যা মিটাও মনের আশ ॥
পরকাশ কইর‍্যা কইতে নারি মনের কথা ধর[11]।
তুমি কন্যা এই জগতে আমার পরাণের দোসর ॥'

লিখিয়া রাখিল পত্র হিজল গাছের তলে।
এইখানে পড়িব কন্যা নয়ান ফিরাইলে ॥
'সাক্ষী হইও হিজল গাছ নদীর কূলে বাসা।
তোমার কাছে কইয়া যাই মনের যত আশা ॥

৭। মেলা=গমন। ৮। দোয়ে=দুইজনে। ৯। মিলে=দেখা [illegible]
[illegible]চায়=তাকায়। ১১। কথা ধর=কথা বুঝিয়া দেখ।

এইখানে আইব[১২] কন্যা সুন্দর আকার।
এই পত্র দেখাইবা তারে আমার সমাচার ॥
অইন্ধকারে সাক্ষী তোমরা চান্দ আর ভানু।
এইখানে আইব কন্যা সোনার বরণ তনু ॥
সোনার বরণ তনু কন্যা চম্পক বরণী।
তার কাছে কইও আমার দুঃখের কাইনী ॥
ফিইর্যা আইছ জলের ঢেউ পাড়ের কাছে খাড়া।
এইখানে দেইখ্যাছি আমি রূপের পসরা ॥'

পত্র রাইখ্যা জয়ানন্দ নিজ ঘরে গেল।+
ঘরে গিয়া চন্দ্রাবতী মনে ত পড়িল ॥+
'কি করিলাম কি হইব' ভাবে মনে মনে।+
দানা পানি[১৩] না উঠে মুখে নিদ্রা নাই নয়ানে ॥+
ভাইব্যা চিন্ত্যা নাগর জয়া থির কৈল[১৪] মন। }*
পরভাতে উঠিয়া গেল সেইনা পুষ্প বন ॥ }
যেইখানে ফুইট্যাছে ফুল মালতী মল্লিকা।
ফুইট্যা আছে টগর বেলী আর শেফালিকা ॥
হাতেতে ফুলের সাজি কপালে তিলক ফোটা।
ফুল তুলিতে যায় কুমার মনে বিন্ধে কাঁটা ॥
সেইনা দিনে ফুল তুলিতে চন্দ্রা না আইল।+
বিধির বিধান কেবা খণ্ডাইব বল ॥+

১২। আইব=আসিবে। ১৩। দানা পানি=অন্ন জল। ১৪। কৈল=করিল।

পাঠান্তর :—* ভাবিয়া চিন্তিয়া নাগর যুক্তি স্থির কৈল।
কালি প্রাতে তুলতে ফুল পুষ্প বনে গেল।

(৯)

বৈশাখ মাসে শুভদিন সর্ব সুলক্ষণ। +
চন্দ্রাবতীর বিয়া হইব শুন দিয়া মন ॥ +
ভালা বরে বিয়া হইব শঙ্করের বরে। +
আনন্দেতে আছে কন্যা বাপ মায়ের ঘরে ॥ +
সেই ত দিনে বিয়া হইব রাইতে শুভক্ষণ* ।
পানখিল[১] দিয়া করে বিয়ার আয়োজন ॥
পাড়ার যতেক নারী পানখিল খিলায়[২] ।
যতেক নারীতে মিলি বিয়ার গান গায় ॥
জয় জুকার[৩] গীত গায় আর বাজে ঢুল[৪] !
উঠানে আঁকিল কত নানান জাতি ফুল ॥
অর্ঘিয়া পুছিয়া[৫] সবে পান খিল দিয়া।
আয়োজন করে সবে উতযোগ[৬] হইয়া ॥
বিবাহের যত কিছু করে আয়োজন।
যতেক দেবতা গণের করিল পূজন ॥
পূজিল শঙ্করে আগে দেব সে অনাদি।
অন্তরে যাহার নাম রাখিয়াছে বান্ধি ॥
একে একে কৈল পূজা যত দেব আর।
শ্যামাপূজা একাচুড়া[৭] বনদুর্গা মা'র ॥
অদিবাস[৮] হইল শুভ বিয়ার পূর্বদিনে !
ক্রিয়া কাণ্ড আদি যত হইল সুবিধানে ॥

১। পান খিল = পানের খিলি হাতে দিয়া নিমন্ত্রণ করা পূর্ববঙ্গের প্রথা। ২। খিলায় = খাওয়ায়। ৩। জয় জুকার = উলু ধ্বনি। ৪। ঢুল = ঢোল। ৫। অর্ঘিয়া পুছিয়া = আদর যত্ন করিয়া। ৬। উতযোগ = উদ্যোগ। ৭। একচুড়া = গণেশ। ৮। অদিবাস = অধিবাস।

পাঠান্তর :— * '—সর্বসুলক্ষণ—'

চূরপানি[৯] ভরে সবে উঠিয়া পরভাতে।
গীত জুকার যত সব হইল বিধিমতে॥
আব্যধিক[১০] করে বাপে মণ্ডপে বসিয়া।
তার মাটি কাটে যত সধবা মিলিয়া॥
সেইনা মাটিতে ইটা তৈয়ার করিয়া।
পঞ্চনারী মিলি দিল তৈল সিন্দূর দিয়া॥
আব্যধিক্ হইল শেষ জানি এই মতে।
সোহাগ[১১] মাগিল আর মায় বিধিমতে॥
আগে চলে কন্যার মাও ডালা মাথায় লয়্যা।
তার পাছে কন্যার খুড়ী লোটা হাতে কইর‍্যা॥
তার পাছে যত নারী গীত জুকার করে।
সোহাগ মাগিল যত বাড়ী বাড়ী ফিরে॥

৯। চূরপানি=একটি কলসীর জলে সোনা লুকাইয়া রাখা হয়; জামাই বাসরে উঠিয়া ঐ সোনা জল হইতে খুঁজিয়া বাহির করে। ১০। আব্যধিক=নান্দীমুখ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। ১১। সোহাগ=শ্বশুর কুলের আদর কামনায় প্রতিবাসীর গৃহ হইতে আশীর্বাদ জল।

(১০)

[এই অধ্যায়টি সেন মহাশয়ের সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে নাই]

নিকটবর্তী সুন্ধা গ্রামে জয়ানন্দের মামাবাড়ী। সে বাড়ীতেও বিবাহের আনন্দোৎসব চলছিল। সেই আনন্দোৎসবের বাজনা, গান ও উলুধ্বনি শুনে আশমানি একজনকে জিজ্ঞাসা করল,—

'কিসের বাদ্যি কিসের জুকার কিসের গণ্ডগোল।'

লোকটি জেনে এসে উত্তর দিল,—

'জয়ানন্দের বিয়া হইব তাইতে বাজে ঢোল ॥'

এইনা কথা আশমানি যইখনে[১] শুনিল।
বিনা মেঘে ঠাডা[২] কন্যার শিরেতে পড়িল ॥
বাউড়ী[৩] হইল কন্যা না রইল লাজ লেশ।
ঘরের বাইর হইল কন্যা উন্মাদিনীর বেশ ॥
কাজীর দরবারে গিয়া হাজির হইল।
নালিশ করিয়া কন্যা পত্র দেখাইল ॥
জয়ানন্দের পত্র সেই সব কথা লিখা।
দেইখ্যা না কাজীসাব কোর্‌ধে[৪] হইল ফেকা[৫]।
পাইক পিয়াদারে কাজী হুকুম করিল।
জয়ানন্দে ধইর‍্যা আন্‌বার পরানা ফরমাইল[৬] ॥

দুপুরিয়া কালে জয়া আব্যধিক করে।
পাইক পিয়াদাঁয় তার বাড়ী ফেলল ঘিরে ॥
জয়ানন্দে বাইন্ধ্যা লইল হাতে দড়ি দিয়া।
হাজির করিল তারে দরবারেতে নিয়া ॥

১। যইখনে=যখন। ২। ঠাডা=বজ্র। ৩। বাউড়ী=অতিচঞ্চল পাগলিনী। ৪। কোর্‌ধে=ক্রোধে। ৫। ফেকা=ক্ষিপ্ত। ৬। পরানা ফরমাইল=পরোয়ানা জারি করিল।

বিচার করিয়া কাজী কালেমা পড়াইল[৭]।
আশমানির সঙ্গে জয়ার সাদী দিয়া দিল ॥
জয়ানন্দের সঙ্গে হইল আশমানির বিয়া।
জয়ানন্দ হইয়া গেল জয়নাল মিয়া ॥

(১১)

ঢুল বাজে ডগর বাজে জয়াদি জুকার।
মালা গাম্থে কুলের নারী কত মঙ্গল আচার ॥

হেন কালে দৈবেতে করিল কোন কাম।
পাপেতে ডুবাইল নাগর চৌদ্দ পুরুষের নাম ॥

কি হইল কি হইল কথা নানান্ জনে কয়।
এই যে লোকের কথা প্রত্যয় না হয় ॥

পাড়াপড়শী কয় 'ঠাকুর, কইতে না জুয়ায়।
কি দিবা কন্যার বিয়া ঘটল বিষুম দায় ॥

অনাচার কৈল জামাই অতি দুরাচার।
যবনী করিয়া বিয়া জাতি কৈল মার ॥'

হায় রে, থাইম্যা গেল জয় জুকার থাইম্যা গেল ঢোল। +
পুরীতে জুড়িয়া উঠে কান্দনের রোল ॥

শিরেতে পইড়্যাছে বাজ মঠের মাথায় ফোঁড়[১]।
পুরীর যত বাদ্য ভাণ্ড সব হইল দূর ॥

৭। কালেমা পড়াইল = ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করিল।
১। ফোঁড় = ফাটল।

জাতি নাশ দেইখ্যা ঠাকুর হইল উতরুল[২]।
কান্দনে ভাঙ্গিয়া পড়ে হইয়া আকুল ॥+
'কপালের দোষ মোর দোষ নহে বিধাতার।
যে লিখন লিখ্যাছে বিধি কপালে আমার ॥
মুনির হইল মতিভ্রম হাতির খসে[৩] পাও।
ঘাটে আইস্যা বিনা ঝড়ে ডুবে সাধুর নাও ॥'

(১২)

চন্দ্রাবতীর অবস্থা অবর্ণনীয়। পাড়াপ্রতিবাসী সকলেই চন্দ্রাবতীর জন্য আন্তরিক দুঃখিত। সমবয়সী মেয়েরা আসে সান্ত্বনা দিতে,—

'কি কর লো চন্দ্রাবতী ঘরেতে বসিয়া।'
সখিগণ কয় কথা নিকটে আসিয়া ॥
শিরে হাত দিয়া সবে জুড়য়ে[১] কান্দন।
চন্দ্রাবতী হইয়াছে পাথর যেমন ॥
না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাই সে বলে বাণী।
আছিল সুন্দর কন্যা হইয়াছে পাষাণী ॥
মনেতে ঢাকিয়া রাখে মনের আগুনে।
জানিতে না দেয় কন্যা জ্বইল্যা মরে মনে ॥
এক দুই তিন কইর‍্যা দিন চইল্যা যায় ।*
পাতেতে বইস্যা কন্যা কিছু নাইত খায় ॥
রাইতের কালে শরশয্যা চউক্ষে বয় পানি।
বালিশ ভিজিয়া ভিজে নেতের বিছানি ॥

২। উতরুল=বিচলিত। ৩। খসে=স্খলিত হয়।
১। জুড়য়ে=আরম্ভ করে।

পাঠান্তর :—* একদিন দুই দিন তিন দিন যায়।

হায় রে, শৈশবের যত কথা
আর যত ফুল তুলা।
নদীর কূলেতে গিয়া
কত না জল খেলা ॥

সেইনা হাসি সেইনা খেলা
আইজ সদা পড়ে মনে।
ঘুমাইলে দেখে রে কন্যা
তাহারে স্বপনে ॥

নয়ানে না আইসে রে নিদ্রা
কন্যার অঘুম রজনী।
ভোর হইতে উঠে কন্যা
হায় রে; যেমন পাগলিনী ॥

সেইনা ফুলের বনে চন্দ্রা
ভোরে চইল্যা যায়।+
সেইনা পুষ্প বিরিক্ষের তলায়
একেলা দাঁড়ায় ॥+

চম্পা নাগেশ্বর ডালে
ফুটে কত ফুল।+
মালতী মল্লিকা ফুটে
ঐনা সুগন্ধি বকুল ॥+

আর কত ফুল ফুইট্যা রয়
ঐনা ফুলের বনে।+
কারে বা পরাইব মালা
কন্যা মনের মানুষ বিনে ॥+

সাক্ষী রইছে বিরিক্ষ লতা
ঐনা আশমানের চান্দ। +
সেইনা বিরিক্ষের তলায় কন্যা
পাতে নয়ান ফান্দ ॥ +

সেইনা নয়ান ফান্দের পঙ্খী
কন্যার গিয়াছে উড়িয়া। +
আর না আইব রে পঙ্খী
সেইনা মধুর ডাকিয়া ॥ +

বুঝাইলে না বুঝে রে মন
কন্যা নিত্যি ভোর বেলা। +
সেইনা ফুল বনে আইস্যা
দাঁড়ায় যে একেলা ॥ +

কন্যার দুঃখ দেইখ্যা হায় রে
বিরিক্ষের কাঞ্চা পাতা ঝরে। +
বনের পঙ্খী কুইলা দইয়ল
রাও নাই সে করে ॥ +

বপে ত বুঝিল তবে কন্যার মনের ব্যথা।
কন্যার লাগিয়া বাপের হইল মমতা ॥

সম্বন্ধ আইল বিয়ার নানান দেশ হইতে।
একে একে বংশীদাস লাগে বিচারিতে ॥

চন্দ্রাবতী বলে পিতা 'মোর বাক্য ধর।
জন্মে না করিব বিয়া আমি রইব আইবর ॥

শিব পূজা করিব আমি শিব পদে মতি।
দুঃখিনীর কথা রাইখ্যা কর অনুমতি ॥'

অনুমতি দিয়া পিতা কয় কন্যার স্থানে।
'শিবপূজা কর আর লিখ রামায়ণে ॥'

নির্মাইয়া পাষাণ শিলা বানাইল মন্দির।
শিবপূজা করে কন্যা মন কইর‍্যা থির ॥
অবসর কালে চন্দ্রা লেখে রামায়ণ।
যাহারে পড়িলে হয় পাপ বিমোচন ॥
জন্মথ[২] থাকিব কন্যা কুলের কুমারী।
এক নিষ্ঠ হইয়া পূজে দেব ত্রিপুরারী ॥
শুধাইলে না কয় কথা মুখে নাই রে হাসি।
এক রাইতে ফুটা ফুল ঝুইর‍্যা[৩] হইল বাসি ॥

(১৩)

চন্দ্রাবতী পিতার পরামর্শমত শিবপূজা ও রামায়ণ লেখায় মনোনিবেশ করে অল্পকালের মধ্যেই মনের শান্তি ফিরে পেল। দিনে লেখে রামায়ণ, রাত্রে শিবমন্দিরে করে সাধন ভজন। ক্রমে তার এমন অবস্থা হল যে, ধ্যান-সমাধিতে রাত্রি শেষ হয়ে যায়, বাইরের কোনো কিছু তাকে স্পর্শ করে না।—

এমন কালেতে শুন হইল কিবা কাম।
যোগাসনে বইসে কন্যা লইয়া শিবের নাম ॥

২। জন্মথ = আজন্ম। ৩। ঝুইর‍্যা = ঝরিয়া।

বম্ বম্ ভোলানাথ গালবাদ্য করি।
বিহিত আচারে পূজে দেব ত্রিপুরারী॥
যইবনে যোগিনী কন্যা আর অন্যে নাই মন।+
শিবপূজা ইষ্টধেয়ান করে সর্বক্ষণ॥+
যইক্ষণে না চন্দ্রাবতী পূজায় গিয়া বইসে।+
সকল সংসার ভুইল্যা আনন্দেতে ভাসে॥+
শিবপূজা শিবধ্যানে তিন বচ্ছর গেল।+
অস্থির আছিল মন থির ত হইল॥+

বৈশাখ মাসেতে হয় রবি খরতর।
গাছেতে পাকিল আম অতি সুবিস্তর॥
জয়ানন্দ লিখে পত্র চন্দ্রার গোচরে।+
সেই পত্র আইন্যা দিল মন্দির দুয়ারে॥+
বারতা[১] লইয়া আইসে পত্রে ছিল লেখা।
চন্দ্রাবতীর সঙ্গেতে জয়া করিতে চায় দেখা॥

জয়ানন্দ দিছে পত্র শুনে চন্দ্রাবতী।
সেই না পত্রে লেইখ্যাছে জয়া দুঃখের ভারতী[১]॥
পত্রতে পড়িল কন্যা সকল বারতা।
পত্রতে লিখ্যাছে জয়া মনের দুঃখ কথা॥

"শুনরে পরাণের চন্দ্রা
আইজ তোমারে জানাই।
মনের আগুনে আমি
পুইড়্যা হইলাম ছাই॥

১। ভারতী=বিস্তারিত কথা।

অমৃত ভাবিয়া রে আমি
খাইছিলাম গরল।
কণ্ঠেতে লাইগা রইছে
আমার কাল হলাহল ॥

জাইন্যাছিলাম ফুলের মালা
ওরে হইল কাল সাপ।+
বিষেতে জারিল অঙ্গ
হায় রে, জন্ম জন্মের পাপ ॥+

জলে বিষ বাতাসে বিষ
আমি না দেখি উপায়।
ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী
আইজ ধরি তোমার পায় ॥

জানিয়া ফুলের মালা
আমার কাল সাপ গলে।
মরণেরে ডাইক্যা আমি
আইন্যাছি অকালে ॥

তুলসী ছাড়িয়া আমি
হায়রে, পূজিলাম শেওড়া।
আপন হাতে তুইল্যা লইছি
মাথায় দুঃখের পসরা ॥

শিশুকালের সঙ্গী তুমি
আমার যইবন কালের মালা।
তোমারে দেখিতে কন্যা
আমার মন হইছে উতলা ॥

একবার দেখিব তোমায়
আমি জন্ম শেষ দেখা।
একবার দেখিব তোমার
সেইনা নয়ান ভঙ্গী বাঁকা ॥

একবার শুনিব তোমার
মুখের মধুর রস বাণী।
নয়ান জলে ভিজাইব
তোমার রাঙ্গা পাও দুই খানি ॥

আমি না ছুইব না ধরিব
দূরে থাইক্যা খাড়া।
পূণ্য মুখ দেইখ্যা তোমার
আমি জুড়াইবাম্ অন্তরা ॥

আমি জলে ডুবি বিষ খাই
কিবা গলায় দেই দড়ি।
তিলেক দাঁড়াইবা চন্দ্রা,
তোমার চান্দ মুখ হেরি ॥

ভালো নাই সে বাসো চন্দ্রা,
তুমি এই পাপিষ্ঠ জনে।
জন্মের মতন লইব বিদায়
তোমার ধরিয়া চরণে ॥

এই দেখা চউক্ষের দেখা
এইনা দেখা শেষ।
এই সংসারে নাই লো চন্দ্রা,
আমার সুখ শান্তির লেশ ॥

একবার না দেইখ্যা তোমায়
আমি ছাড়িব সংসার।
কপালে লেইখ্যাছে বিধি
অকালে মরণ আমার ॥'

পত্র পইড়্যা চন্দ্রাবতী চউক্ষের জলে ভাসে।
শিশুকালের স্বপ্ন কথা মনের মধ্যে আইসে ॥
বার বার পড়ে পত্র নিরালায় বসিয়া। +
আপন দুঃখের কথা গেল রে ভুলিয়া ॥ +
নয়ানের জলে পত্রের অক্ষর মুইছ্যা যায়। +
জয়ানন্দের দুঃখ ভাইব্যা না দেখে উপায় ॥ +
একবার দুইবার তিন বার করি।
পত্র পড়ে চন্দ্রাবতী ইষ্টনাম* স্মরি ॥
নয়ানের জলে কন্যার অক্ষর মুছিল।
একবার দুইবার কইর‍্যা পত্র যে পড়িল ॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া চন্দ্রা বাপের কাছে গেল।
জয়ানন্দের পত্র কথা সকল কহিল ॥
'শুন শুন বাপ আগো শুন মোর কথা।
তুমি সে বুঝিবা আমি দুঃখিনীর ব্যথা ॥
জয়ানন্দ লিখে পত্র আমার গোচরে।
তিলেকের লাইগ্যা চায় দেখিতে আমারে ॥"

কিন্তু চন্দ্রাবতীর পিতা সে অনুমতি দিতে পারলেন না। তিনি বললেন,—

'শুন গো পরাণের কন্যা, তুমি আমার কথা ধর ॥
একমনে পূজ তুমি দেব বিশ্বেশ্বর ॥

পাঠান্তর :—* '—নিজ নাম—'।

মলুয়া অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল,—

অন্য কথা স্থান কন্যা, নাই সে দিও মনে।
জীবনে মরণ হইল যাহার কারণে ॥
আছিল গঙ্গার জল অপবিত্র হইল।
বিধাতা সাইধ্যাছে বাদ সব নষ্ট কৈল ॥
যা লইয়া আছ তুমি সেই কাজ কর।
অন্য চিন্তা মনে স্থান নাই সে দিবা আর ॥'

পিতা অনুমতি দিলেন না, সেকথা জানিয়ে চন্দ্রাবতী পত্র লিখল।—

পত্র লিখে চন্দ্রাবতী জয়ার গোচরে।
পুষ্প দূর্বা লয়্যা কন্যা পশিল মন্দিরে।
যোগাসনে বসে কন্যা নয়ান মুদিয়া।
একমনে করে পূজা পুষ্প বিল্ব দিয়া ॥
শুখাইল আঙ্খির জল সর্ব চিন্তা দূরে।
একমনে পূজে কন্যা অনাদি শঙ্করে।
কিসের সংসার কিসের বাস কোথায় পিতা মাতা।
পূজিতে ভুলিল কন্যা শৈশবের কথা ॥
জয়ানন্দে ভুইল্যা কন্যা পূজয়ে শঙ্করে।
এক মনে ভাবে কন্যা দেব বিশ্বেশ্বরে ॥

(১৪)

জয়ানন্দের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি বংশীদাস ঠাকুর দিলেন না। সে কথা চন্দ্রাবতীর পত্রে জানতে পেয়ে জয়ানন্দ অতিশয় উতলা হয়ে উঠল। তার ভাব ও অবস্থা বুঝে আশমানির আত্মীয়-স্বজন জয়ানন্দকে সতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দিয়ে রাখে।—

আরে শাওন মাইস্যা কাজল মেঘ
আকাশ ঢাইক্যা রয়। +
ঝড় বাতাসে আন্ধার রাইতে
কেউ না বাইর হয়॥ +
জিল্‌কি ঠাডা[১] পড়ে কত
দেওয়ার ঘন ডাক। +
গাঙ্গের সুতে উজান ধরে
আওরে[২] দিয়া পাক॥ +
মন্দিরে আছয়ে কন্যা
ধেয়ানে একনিষ্ঠ হইয়া।
আইল পাগল জয়া
শিকল ছিড়িয়া রে,
রাইতে শিকল ছিড়িয়া॥

তখন হচ্ছিল ঝড় বৃষ্টি। মন্দিরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে ডাকতে লাগল,—

‘দ্বার খোল দ্বার খোল চন্দ্রা
আমি তোমারে শুধাই।
এ জীবনের শেষ দেখা
তোমায় একবার দেইখ্যা যাই॥

১। জিল্‌কি ঠাডা=বিদ্যুতের ঝলক্ ও বজ্র। ২। আওরে=নদীর তীরে বাঁকা জায়গাকে আওর বলে, আওরে জলের স্রোত ঘোরে।

আর না দেখিবাম্ চন্দ্রা,
তোমারে নয়ানে চাইয়া।
আর না আইবাম্ লো আমি
এই না পন্থ দিয়া
চন্দ্রা, একবার দেইখ্যা যাই ॥+

দ্বার খোল দ্বার খোল চন্দ্রা,
তুমি ক্ষমা কইর‍্যা মোরে।+
একবার দেখা দেও লো কন্যা
তিলেকের তরে ॥+

ঐ না চম্পা নাগেশ্বর
আইজও খাড়া আছে।+
ঐনা পুষ্প বনে আমার
কত সুখের দিন কাইট্যাছে ॥+

তোমারে দেখিয়া চন্দ্রা,
দেইখ্যা ঐ সে বন।+
সুইন্ধ্যা নদীর জল আমি
পাতিবাম্ শয়ন লো চন্দ্রা,
আইজ তেজিবাম্ জীবন ॥+

দ্বার খোল দ্বার খোল চন্দ্রা,
আমি ডাকি যে তোমারে।+
শেষ দেখা দেইখ্যা যাইবাম্
তোমার চান্ মুখেরে ॥+

ঐ না জলের ঘাটে চন্দ্রা,
তুমি যাও কলসী লইয়া।+

ঐ ঘাটে ডুবিবাম্ রে আমি
একবার তোমারে দেখিয়া ॥+

ঐ ঘাটে খেইল্যাছি কত
শৈশবে জল খেলা।+
ঐ ঘাটে দেইখ্যাছি তোমায়
সকাল সইন্ধ্যা বেলা।+

মরণে ডাইক্যাছে আমায়
আইজ ঐ না ঘাটের জলে।+
শেষ দেখা দেও লো চন্দ্রা
এই না মরণ কালে,
আমার এই না শেষ কালে ॥+

দ্বার খোল দ্বার খোল চন্দ্রা
তোমায় একবার দেইখ্যা যাই।+
অভাগ্যা জয়ানন্দ ডাকি
আমি শেষ বিদায় চাই ॥+

না ধরিব না ছুইব তোমায়
আমি দূরে থাইক্যা খাড়া।+
এই জনমের মত চন্দ্রা
দেও একবার সাড়া ॥+

দেব পূজার পুষ্প তুমি
তুমি গঙ্গার পানি।
আমি যদি ছুই লো কন্যা
তুমি হইবা পাতকিনী ॥

নয়ান ভইর‍্যা দেইখ্যা যাইবাম্
এই জন্ম শোধ দেখা ।+
শৈশবের নয়ানে দেখবাম্
তোমার নয়ান ভঙ্গী বাঁকা
চন্দ্রা, এইনা শেষ দেখা ॥+
দ্বার খোল দ্বার খোল চন্দ্রা
আমি ধরি তোমার পাও ।
এই জনমের মত চন্দ্রা
একবার শেষ দেখা দেও
চন্দ্রা, ধরি তোমার পাও ॥"

পাগল হয়্যাছে জয়া ডাকে উচ্চস্বরে ।+
সেই স্বর মিইশ্যা গেল দারুণ শাওন ঝড়ে ॥+
কপাটে আঘাত করে শিরে দিয়া হাত ।
বজ্রের সমান করে বুকেতে নির্ঘাত ॥
যোগাসনে আছে কন্যা সমাধি শয়নে ।
বাহিরের কথা কিছু না পশিল কানে ॥
না খোলে মন্দিরের দ্বার মুখে নাই বাণী ।
যোগ ধ্যানে *আছয়ে কন্যা যইবনে যোগিনী ॥
কপাট না খুলিল চন্দ্রা না কইল কোনো কথা ।
মনেতে লাগিল জয়ার শক্তি শেলের ব্যথা ॥
চাইর দিকে চাইয়া দেখে কিছু নাইত পায় ।
ফুইট্যাছে মালতী ফুল সামনে দেখা যায় ॥
পুষ্পনা তুলিয়া জয়া কোন কাম করে ।
লিখিল বিদায় পত্র কপাট উপরে ॥

পাঠান্তর :—*ভিতরে—' ।

"শৈশব কালের সঙ্গী তুমি যইবন কালের সাথী।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী ॥
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলা সম্মত।
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত ॥"

আরে শাওন মাইস্যা ঘন মেঘ
রাইতের ঝড় জল।+
রাইত পরভাতে ছাইড়্যা গেল
আকাশ হইল নির্মল ॥+
ধেয়ান ভাইঙ্গ্যা চন্দ্রাবতী
কপাট খুইল্যা চায়।
নির্জন অঙ্গনে নাই সে
কারে দেখতে পায় ॥
খুলিয়া মন্দির দ্বার
কন্যা হইল বাহির।
কপাটে লিখন দেইখ্যা
হইয়া গেল থির ॥+
আন্ধারে ঘিরিল কন্যার
চউক্ষের দৃষ্টি তারা।+
দোয়ারে দাড়াইয়া রইল
মাইট্যা[২] পুতুল খাড়া[৩] ॥+
কপাটে আছিল লিখন
পড়ে চন্দ্রাবতী।
আন্ধার হইল দিন
দিন হইল রাতি ॥+

২। মাইট্যা=মাটির। ৩। খাড়া=দণ্ডায়মান।

চউক্ষের জলেতে কন্যার
বইক্ষ ভাইস্যা যায়।+
জাত নাশ কইর‍্যাছে নাগর
না আছে উপায়॥+

মন্দিরে উইঠ্যাছে জয়া
ভাবে চন্দ্রাবতী।+
অপবিত্র হইল স্থান
হইল অধোগতি॥
কলসী লইয়া কন্যা
ঘাটে করিল গমন।
করিতে নদীর জলে
স্নানাদি তর্পণ॥
ঘাটে চলে চন্দ্রাবতী
চউক্ষে ঝরে পানি।
বুঝাইলে না বুঝে মন
আইজ আকুল পরাণি॥+

গাঙ্গের ঘাটে অওরে[৪] পানি
উজান বাইয়া যায়।*
জয়ানন্দের মরা দেহ
জলে ভাইস্যা রয়॥+

৪। আওরে=নদীর তীরে যে স্থানে তটভূমির মধ্যে বক্রাকারে জল থাকে সেখানে নদীর স্রোত ঘোরে ইহাকেই পূর্ববঙ্গে আওর বলে।

পাঠান্তর :—* হেন কালে দেখে নদী উজান বাইয়া যায়

একেলা জলের ঘাটে কন্যা
সঙ্গে নাইত কেহ।
জলের উপর দেখে ভাসে
জয়ানন্দের দেহ ॥
দেখিতে সুন্দর নাগর
চান্দের সমান।
ঢেউয়ের উপর ভাসে
হায় রে, পুন্নুমাসীর চান্ ॥
আঙ্খিতে পলক নাই
মুখে নাই রে বাণী।
পাড়ে খাড়াইয়া দেখে
চন্দ্রা উমেদা[৫] কামিনী ॥

স্বপ্নের হাসি স্বপ্নের কান্দন নয়ান চান্দে গায়
নিজের অন্তরের দুক্ষু[৬] পরকে বুঝান দায় ॥

৫। উমেদা=উন্মত্তা, বিহ্বলা। ৬। দুক্ষু=দুঃখ।

দস্যু কেনারামের পালা

বা

কেনা ডাকাতের পালা

কবি চন্দ্রাবতী দেবী প্রণীত

কেনা ডাকাতের পালার

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট্ মহাশয় সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থে প্রকাশিত 'দস্যু কেনারাম" পালাটির মধ্যে কবি দ্বিজ বংশীদাস রচিত 'মনসার ভাসান' বা মনসা মঙ্গল পালাটীর কিছু অংশ প্রকাশ করা হইয়াছে। দ্বিজ বংশীদাস রচিত 'মনসার ভাসান' একটি পৃথক পালা। কোনো গায়েন বা বয়াতী 'কেনা ডাকাইতের পালা' গাহিতে 'মনসার ভাসান' গান করেন না। 'কেনা ডাকাইতের পালা' একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পালা। অভিজ্ঞ গায়েন সম্প্রদায় যেভাবে এই পালাটি আসরে গান করেন, এই সম্পাদনায় তাহাই প্রকাশিত হইল।

এই পালাটির ছত্র সংখ্যা ৬০২, ইহার মধ্যে ৪৫৬টি ছত্র মৈমনসিংহ গীতিকা গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত ৪৫৬ ছত্রের মধ্যে ৪০ ছত্রের সঙ্গে এই সংগ্রহের ছত্রে তাৎপর্যে পার্থক্য থাকায় মৈমনসিংহ গীতিকা গ্রন্থের পাঠান্তর তৎতৎস্থলেই পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে।

'দস্যু কেনারাম' পালা রচনা করিয়াছেন 'মনসার ভাসান' পালার রচয়িতা কাব দ্বিজ বংশীদাসের বিদূষী কন্যা কবি চন্দ্রাবতী। এই চন্দ্রাবতী দেবীর প্রথম জীবনের ঘটনা অবলম্বন করিয়া কবি নয়ানচান্দ রচনা করিয়াছেন 'চন্দ্রাবতী' পালা।

বিখ্যাত 'মলুয়া' পালা চন্দ্রাবতী দেবী রচিত। ইহা ছাড়া চন্দ্রাবতী রচিত একখানি সংক্ষিপ্ত 'রামায়ণ' আছে। মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পূর্ববঙ্গ গীতিকা' চতুর্থ খণ্ডে 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ' প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভব হইলে আমারাও প্রকাশ করিব।

কবি চন্দ্রাবতী রচিত এই তিনটি রচনার ভাষা কিন্তু একপ্রকার নহে। ইহাতে অনেকের মনে হইতে পারে, এই তিনটি বিভিন্ন কবির রচনা। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে 'চন্দ্রাবতী সুবিখ্যাত মনসার ভাসান লেখক কবি বংশীদাসের কন্যা। পিতা ও কন্যা একত্র হইয়া মনসাদেবীর ভাসান ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে রচনা করিয়াছিলেন।** চন্দ্রাবতী সম্ভবতঃ ১৬০০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।' (মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকা পৃঃ ১॥৶৹)।

এরূপ ক্ষেত্রে দেখা যাইবে এই তিনটি রচনার ভাষায় বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। মলুয়া পালার ভাষা সমসাময়িক ভাষা বিচারে আজ হইতে চারিশত বৎসরের প্রাচীন তাহাতে বিশেষ কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু সেন মহাশয় প্রকাশিত 'দস্যু কেনারাম', 'মনসার ভাসান' ও চন্দ্রাবতীর রামায়ণ'-এর ভাষা খুব বেশী প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। এ সম্পর্কে সন্দেহ দূর করিতে এই সম্পাদনায় প্রকাশিত 'দস্যু কেনারাম' পালার ভাষার সঙ্গে সেন মহাশয় প্রকাশিত পালাটির ভাষা মিলাইলে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হইবে। মৈমনসিংহ জেলার গায়েনদের খাতা হইতে কলিকাতার ছাপাখানার পথেই যদি এতখানি ভাষার বৈষম্য সম্ভব হয়, তবে বুঝিতে হইবে এই সব প্রাচীন পল্লীগীতিকার ভাষা কালক্রমে কতটা রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব।

মৈমনসিংহ জেলায় এই পালা গানটি আমি বহু গায়েনের মুখে শুনিয়াছি। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সুসংদূর্গাপুরে কালীচরণ গায়েনের খাতা হইতে পালাটি লিখিয়া লইয়াছিলাম।

পালায় বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে কবির পিতা দ্বিজ বংশীদাস জড়িত থাকায় এবং তাঁহার জীবদ্দশায় ঘটায় বর্ণনাতে কোনো অতিরঞ্জন নাই, ইহা ধরিয়া লইতে পারি। এরূপক্ষেত্রে এই পালায় তৎকালের শাসন-কর্তৃপক্ষ, প্রজাপালনের স্বরূপ ও দুর্ভিক্ষের যে বর্ণনা আছে তাহা ঐতিহাসিক সত্য-অনুসন্ধিৎসুগণের সম্মুখে তৎকালের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করিবে। কবি চন্দ্রাবতী 'মলুয়া' পালায় আর একটি দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনা দুইটি সংক্ষিপ্ত হইলেও 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলা দেশে ছিল অরাজক অবস্থা। 'মলুয়া' ও দস্যু কেনারামের সময়ে বাংলাদেশে ইসলামিক শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই পালায় জালিয়ার হাওড় এককালে 'কেনার হাওড়' বলিয়া বিখ্যাত ছিল। 'রাজকন্যা রূপবতী' পালায় উল্লেখ আছে—

'কাঙ্গালীয়া মইরাছিল কেনার হাওড়ে।
সেই থাইকা কেনার হাওড় জালিয়া নাম ধরে॥'

এই অসামঞ্জস্যের হেতু বোধ হয়, দস্যু কেনারামের আবির্ভাবের পূর্বে উহার নাম জালিয়ার হাওড়ই ছিল। মধ্যে কেনারামের নামানুসারে কেনার হাওড় নাম হয়। পরবর্তীকালে রূপবতীপালায় বর্ণিত প্রজা-বিদ্রোহে ঐ স্থানে বিদ্রোহী বীর ধীবরদের সেই যুদ্ধ স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য পুনরায় জালিয়ার হাওড় নামকরণ করা হয়। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থানটি এই নামেই পরিচিত ছিল।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

পালা আরম্ভ

(১)

জালিয়া বন্দের পাড়ে বাকুলিয়া গ্রাম
সেইনা গেরামে বাস করে দ্বিজ খেলারাম ॥
তিনকাল গেলরে তার অপুত্রক হইয়া।
মুখ নাই সে দেখে লোকে আটখুর[১] বলিয়া।
ঘরে বইস্যা যশোধরা কান্দে খেলারাম।
"কি পাপ কইর‍্যাছি তাইতে বিধি হইলা বাম ॥
মনেতে কর্‌ছিলা[২] যদি কর্‌বা আটখুরিয়া।
কেন্‌ বা দিছিলা জনম কেন্‌ বা দিলা বিয়া ॥
ভাত নাই সে খাইবাম্‌ আর না ছুইবাম্‌ পানি।
দোয়ার[৩] বাইন্ধ্যা এইনা ঘরে তেজিবাম্‌ পরাণি ॥
অনাহারে মরবাম্‌ আর নাইত সয় দুখ্‌।
আর না দেখ্‌বাম্‌ রে উইঠ্যা পাড়াপশ্শির মুখ ॥
আর না দেখ্‌বাম্‌ রে সূরুয্‌[৪] না জ্বালিবাম্‌ বাত।
আন্ধাইর[৫] ঘরে পইড়্যা মোরা কাট্‌বাম্‌ দিবারাতি ॥"

এই মতে একদিন দুইদিন গেল।
তিন না দিনের কালে কোন কাম হইল ॥
রাইত না নিশার কালে ঘোমে[৬] অচেতন।
যশোধারা দেখিল এক অপূর্ব স্বপন ॥
দেখিল শিয়রে এক দেবী অধিষ্ঠান।
চতুর্ভুজ ত্রিনয়নী পদ্মা মূর্তিমান ॥

১। আটখুর=নিঃসন্তান। ২। করছিলা=করিয়াছিলে। ৩। দোয়ার=দুয়ার। ৪। সুরুয্‌=সূর্য। ৫। আন্ধাইর=অন্ধকার। ৬। ঘোমে=ঘুমে।

দেবী আগমনে ঘর হইয়াছে উজালা।
সুগোল সুঠাম অঙ্গ পাকা সব্‌রি কলা[৭] ॥
আষ্ট নাগ অঙ্গে তার হেলায় দুলায়।
পদ্মের উপরে বইস্যা ধীরে ধীরে কয় ॥

"শুন শুন যশোধারা চাও ফিরায়্যা মুখ।
শুন্‌লো কেম্‌নে তোমার যাইব মনের দুখ ॥
হইব-লো পুত্র তোমার আর চিন্তা নাই সে কর।
ভক্তিযুক্ত হয়্যা-লো তুমি মোর পূজা কর ॥
আষাইঢ়্যা সংক্রান্তি দিনে-লো শুন দিয়া মন।
উবাস[৮] থাইক্যা কইর তুমি ঘট সংস্থাপন ॥
মণ্ডপে ত পর্‌তিদিন[৯] দিও ধূপ বাতি।
স্মরণে রাখ্‌বা মোরে তোমরা দিবা রাতি ॥
এইনা মতে একমাস কইর্‌যা বর্‌ত পালন।
শ্রাবণ সংক্রান্তি দিনে কর্‌বা পূজন ॥"

এতেক বলিয়া দেবী হইলা অন্তর্ধান।
জাইগ্যা[১০] যশোধারা ঘরে চাইরদিকে চান্[১১]।
আচম্বিত[১২] হয়্যা পরে কয় পতির স্থানে।
পূর্বাপর যত কিছু দেখিলা স্বপনে ॥
খেলারাম কয় "যদি পাই পুত্র ধন।
লও[১৩] মোরা করি তবে দেবীর পূজন ॥"

আষাইঢ়্যা সংক্রান্তিতে ঘট কইর্‌যা স্থাপন।
দেবীর আদেশ কইর্‌যা মাসেক পালন ॥

৭। সব্‌রিকলা = মর্তমান কলা। ৮। উবাস = উপবাস। ৯। পরতিদিন = প্রতি-দিন। ১০। জাইগ্যা = জাগিয়া। ১১। চান্ = তাকাইয়া দেখে। ১২। আচম্বিত = হঠাৎ বিস্মিত। ১৩। লও = প্রস্তুত হও (এখানে 'গ্রহণ কর' অর্থ নহে)।

সংক্রান্তি দিবসে করে পূজার আয়োজন।
ইষ্টিকুটুম জনে দোয়ে[১৪] কইর‍্যা নিমন্ত্রণ॥
জোড়া পাঠা বলি দিয়া পূজা যে করিয়া
নির্মাল্য ধরিল শিরে ভক্তিযুত হয়্যা॥

(২)

তারপরে কি হইল শুন দিয়া মন।
মাসেকের মধ্যে হইল গর্ভের লক্ষণ॥
যশোধারার গর্ভ দেইখ্যা দ্বিজ খেলারাম।
আনন্দিত মনে সদা গায় দেবীর গান॥
একেত সুন্দর নারী তায় গর্ভবতী।
দিনে দিনে বাড়ে রূপ যেমন কলাবতী॥
সুগোল সুন্দর তনু গো লাবণি জড়িত।
সর্ব অঙ্গ দিনে দিনে হইল পূরিত[১]॥
অজীর্ণ অরুচি আর মাথা ঘোরা আদি।
আলস্য জড়তা আইল যত গর্ভ ব্যাধি॥
সর্ব অঙ্গে জ্বালা মাথা তুলিতে না পারে।
আহার করিবামাত্র ফালায় বমি কইরে॥
রুচি হইল চুকা[২] আর ছিকড় মাটিতে[৩]।
বিছানা ছাড়িয়া শুইয়ে কেবল ভূমিতে॥

১৪। দোয়ে=দুইজনে।
১। পূরিত=পুষ্ট। ২। চুকা=অম্ল। ৩। ছিকড় মাটি=পোড়ানো সোঁদা মাটি।

এই মতে দশমাস দশ দিন গেল।
পরে ত গর্ভেতে এক ছাওয়াল জন্মিল ॥
চন্দ্রাবতী কয় শুন অপুত্রার ঘরে।
সুন্দর ছাওয়াল হইল মনসার বরে ॥

মায়ের আইঞ্চলের নিধি মায়ের পরাণি।
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র চান্দের লাবণি[৪] ॥
ছয় না মাসের শিশু হইলা যখন।
মহা আয়োজনে করে অন্নপরাশন ॥
বাছিয়া রাখিল মায় শুন কিবা নাম।
দেবীর পূজায় কিনা[৫] তাই কেনা রাম ॥

তারপর একমাস গেলা ভালায় ভাল।
একমাস পরে কেনার কপাল পুড়িল ॥
হায়রে দারুণ বিধি কি লিখিলা ভালে।
মরিল জননী শিশুর সাত মাসের কালে ॥

মায়ত মরিয়া গেল থইয়া[৬] কুলের[৭] ছেলে।
কে দিব তার মুখে দুগ্ধ কে নিব তার কুলে ॥
শিশুপুত্র লয়্যা কান্দে দ্বিজ খেলারাম।
'হায় রে দারুণ বিধি মোরে হইলা বাম ॥
মাও ভিন্ন কেবা জানে আর পুত্রের বেদন।
যার স্তন দুগ্ধে হয় রে শরীর পালন ॥

৪। লাবণি=লাবণ্য, কিন্তু কেনারাম ছিল কালো, সেজন্য বুঝিতে হইবে চাঁদের অবয়ব যেমন দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় সেইপ্রকার বৃদ্ধি। ৫। কিনা=ক্রয় করা। ৬। থইয়্যা=থুইয়া। ৭। কুলের=কোলের।

সেই মায়ে নিলা কাইড়্যা কিসের কারণে।
কিমতে বাচায়্যা পুত্র রাখ্‌বাম জীবনে॥
অপুত্র ছিলাম গো মোরা সেই ছিল ভাল।
ভুলায়্যা মায়ার পাশে কেন্ বা দিলা শেল॥'

কান্দিতে কান্দিতে তবে যায় খেলারাম।
পুত্র কুলে উপনীত দেবপুর গ্রাম।
সেই ত গেরামে হয় মাতুল আলয়।
মামার বাড়ীতে কেনা কিছু দিন রয়॥
দুগ্ধ দিয়া মামী পালে মাওড়া[৮] শিশুরে।
দিনে দিনে বাড়ে গো শিশু দেবতার বরে।
একনা বচ্ছরের কেনা হইল যখন।
খেলারাম গেল তীর্থ করিতে ভরমণ[৯]॥
এক দুই কইর‍্যা পার তিন বচ্ছর হইল।
খেলারাম ফিইর‍্যা আর ঘরে না আইল॥

এমত সময়ে পরে শুন সভাজন।
আকাল[১০] পড়িলা দেশে অনাবিষ্টির কারণ॥
এক মুষ্টি ধান্য নাই গিরস্থের[১১] ঘরে।
অনাহারে পথে ঘাটে যত লোক মরে॥
আগেত বৃক্ষের ফল করিল ভোজন।
পরে ত বৃক্ষের পাতা করিল ভক্ষণ॥
ইতর মানুষে খাইল শিয়াল কুকুর।
জাতি ধর্ম না রইল সব গেল দূর॥

৮। মাওড়া=মাতৃহীন। ৯। ভরমণ=ভ্রমণ। ১০। আকাল=দুর্ভিক্ষ।
১১। গিরস্থের=কৃষকের।

পরে ত ঘাস লতা পাতায় না হইল কুলান।
ক্ষুধায় কাতর মানুষ হইল হতজ্ঞান ॥
গরু বাছুর বেইচ্যা খাইল না রইল হালিধান[১২]।
স্ত্রী পুত্র বেইচ্যা খায় না গণে কুল মান ॥
পরমাদ[১৩] ভাবিল মাতুল কেমনে বাচে প্রাণ।
কেনারামে বেচ্‌ল লয়্যা পাচ কাঠা[১৪] ধান ॥

(৩)

হালুয়ায়[১] কিন্যা[২] গো পরে লয়্যা কেনারামে।
হরিষ অন্তরে গেল আপন মোকামে ॥
হালুয়ার সাত পুত্র ডাকাইতের সদ্দার।
ডাকাতি করিয়া কৈল[৩] দৌলত বিস্তর ॥
গারুয়া[৪] পাহাড় হইতে জালিয়ার হাওড়[৫] *।
ঘর বাড়ী নাই কেবল নল-খাগড়ের গড়[৬] ॥
বনেতে লুকায়্যা থাইক্যা যত ডাকাইতগণ।
পথিক ধরিয়া মারে[৭] ধনের কারণ ॥
ট্যাকা কড়ি রাখে লোক মাটিতে পুতিয়া।
ডাকাইতে কাইড়্যা লয় ধন গামছা মুড়া দিয়া ॥

১২। হালিধান=বীজ ধান। ১৩। পরমাদ=প্রমাদ। ১৪। কাঠা=ঐ দেশে বারো সেরে এক কাঠা।

১। হালুয়া=কৃষক, এখানে অর্থ—মাহিষ্য দাস। ২। কিন্যা=কিনিয়া, ক্রয় করিয়া। ৩। কৈল=করিল। ৪। গারুয়া=গারো। ৫। হাওড়=বিস্তীর্ণ জলাভূমি। ৬। গড়=দুর্ভেদ্য দুর্গম স্থান। ৭। মারে=হত্যা করে।

পাঠান্তর :—* 'দক্ষিণ সাগর।'— (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

দেশে আছে দেওয়ান কোটাল কিছু নাই সে করে। +
খাজনা আদায় কইর‍্যা তারা সুখে ঘোম পাড়ে[৮] ॥ +

ডাকাইতে দেশের রাজা বাদশারে না মানে।
উজাড় হইল দেশ কাজীর শাসনে ॥

হিন্দু মোছলমান পরজা[৯] কারও রেহাই নাই। +
আশমানে তাকায়্যা কয় যা করে গোসাঁই[১০] ॥ +

হালুয়ার পুত্রগণ ডাকাইত এমন।
আদেখা হইয়া বনে করয়ে ভর্‌মণ[১১] ॥

পন্থের পথিক পাইলে সগলে[১২] ধরিয়া।
তিন খণ্ড করে আগে খাণ্ডার বাড়ি[১৩] দিয়া ॥

পয়সা কড়ি যাই না পায় সগলি লইয়া।
খাগড়ের বনে পরে রাখে লুকাইয়া ॥

কোটালের পাইক পশ্চান[১৪] মুচ[১৫] তাওয়াইয়া ফিরে। +
ডাকাইতের নিশানা[১৬] দেখ্‌লে আগে দৌড় মারে ॥[১৭] +

হালুয়ার পুত্রগণে দেওয়ান ত ডরায়[১৮]। +
জাইন্যা শুইন্যা দেয়ানসাব[১৯] কিছু নাইত কয় ॥ +

ডাকাতি করিয়া হইল দৌলত এমন।
দেওয়ানের দরবারে পায় সম্মান আসন ॥ +

এতেক যে ধন দৌলত না হয় গণন। +
তবু নাইত ছাড়ে পাপ অভ্যাসের কারণ ॥

৮। ঘোম পাড়ে=ঘুমায়। ৯। পর্‌জা=প্রজা। ১০। গোসাঁই=ঈশ্বর। ১১। ভর্‌মণ=ভ্রমণ। ১২। সগলে=সকলে। ১৩। খাণ্ডার বাড়ি=খড়গাঘাত। ১৪। পশ্চান=সশস্ত্র সিপাই। ১৫। মুচ=গুম্ফ। ১৬। নিশানা=লক্ষণ। ১৭। দৌড়মারে=পলায়ন করে। ১৮। ডরায়=ভয় করে।

থাকিয়া ত কেনারাম তাদের সহিত।
অল্প দিনে হইল এক মস্ত ডাকাইত॥
হাত পায়ের গোছা[20] তার কলা গাছের গোড়া।
আশ্‌মান্‌ জমিনে ঠেকে যখন হয় খাড়া॥
কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পর্বত প্রমাণ।
রাবণের মত হইল অতি বলবান॥
শিশুকাল হইতে না জানে দেবতা ঈশ্বর।
ভালা মন্দ ভেদ নাই তার সীমানার ভিতর॥
কেনারামে দেইখ্যা হালুয়া ভাবে মনে মন।+
"আমরার[21] দলে না রইব কালে এই জন॥+
আমার ছাওয়াল সব মারিয়া কাটিয়া।+
কেনারাম লইব ধন দৌলত লুটিয়া॥"+

ভাবিয়া চিন্তিয়া হালুয়া কোন কাম করে।+
একেবারে চইল্যা গেল দেওয়ানের সরে[22]॥+
'শুন শুন দেয়ানসাব বলি যে তোমারে।+
কেনারাম ডাকাত হয়্যা এইনা দেশ উজাড় করে॥+
পন্থে নাই সে চলে পথিক বাণিজ্যি নাই সে হয়।+
রাইত দিন ভেদ নাই কেনা ডাকাতের ভয়॥+
ভালা যদি চাও সাব[23] পাচ শ' তঙ্কা দিলে।+
কেনারে ধরাইয়া দিবাম্‌ বাইন্ধ্যা ছিকলে॥'+

হালুয়ার কথা শুইন্যা দেওয়ান কি কাম করিল!+
পাচশত তঙ্কা আর পশ্চান সঙ্গে দিল॥+

১৯। দেওয়ান সাব=মুসলমান শাসনকালে পরগণার শাসন কর্তা। ২০। গোছা=গঠনের আকৃতি। ২১। আমরার=আমাদের। ২২। সরে=সহরে। ২৩। সাব=সাহেব।

রাইত না নিশির কালে কেনা ঘোমে অচেতন।+
দেওয়ানের পশ্চান আইস্যা করিল বন্ধন ॥+
ছিকলে বান্ধিয়া দরবারে হাজির করিল।+
বিচার করিয়া দেওয়ান জহ্লাদে হুকুম দিল ॥+
'নিরলক্ষ্যার[২৪] ময়দানে দিবা জীয়ন্তে কব্বর।+
কইব্বরের উপরে দিবা গাছ আর পাথর ॥' +

কেনারামে লয়্যা গেল নিরলক্ষ্যার ময়দানে।+
জহ্লাদের সঙ্গে চলে পাইক পশ্চানে ॥+
ময়দানে যাইয়া জহ্লাদ কইব্বর খুদিল[২৫]।+
হেনকালে দূরে 'হারে রে রে[২৬] ডাক উঠিল ॥+
কুথায় গেল পাইক পশ্চান কুথায় বা জহ্লাদ।+
সগ্‌গলে পলায়্যা গেল গণিয়া পর্‌মাদ[২৭] ॥+

কেনারামের আছিল যত ডাকাত বন্ধুজন।+
তারা আইস্যা কেনারামের বাচাইল জীবন ॥+
সগলে মিলিয়া তখন যুক্তি থির করে।+
আর না যাইব কেনা হালুয়ার ঘরে ॥+
জালিয়ার হাওড়ে গিয়া কেনা লইল বাসা।+
ডাকাতি করিয়া খাইব এই মনের আশা ॥+
মস্ত মস্ত জোয়ান ডাকাইত কেনার সঙ্গী হইল।+
সবে মিইল্যা কেনারামে সদ্দার করিল ॥+

একদিন না কেনারাম যুক্তি থির কইর‍্যা।+
হালুয়ার বাড়ীতে পড়্‌ল নিশি রাইতে গিয়া ॥+

২৪। নিরলক্ষ্যা=জনশূন্য। ২৫। খুদিল=খনন করিল। ২৬। হারে রে রে =ডাকাতদের আক্রমণ ধ্বনি। ২৭। পরমাদ=প্রমাদ।

খাণ্ডার বাড়িত্ উইড়্যা গেল সাত পুতের মাথা।+
হালুয়ারে ধইরা কয় 'ধন রাখ্ছিস্ কুথা' ॥+
গামছামুড়া দিয়া গলায় কইষ্যা দেয় চাপ।+
এত কাল পরে হালুয়া করে বাপ্ বাপ্ ॥+
ধন দৌলত যতনা ছিল সব লুইট্যা লইল।+
যাইবার কালে আগুন দিয়া বাড়ী পুড়াইল ॥+
হালুয়ার পাপের ধন পরাচিত্তে[২৮] গেল।+
কেনারাম দেশের মধ্যে বড়ো ডাকাইত হইল ॥+
কোটালে না বোলায়[২৯] তারে দেওয়ান করে ভয়।+
কেনার নাম শুন্লে কাজী ভয়ে মূর্ছা যায় ॥+

(৪)

কারে কয় পাপ নাই সে জানে কেনারাম।
স্ত্রী পুত্র নাই তার নাই পয়সার কাম ॥
তবুও পথিক সামনে তার পড়িলে তখন।
হরিষ অন্তরে মারে ধনের কারণ ॥
বাঘে যেমন মারে জন্তু খেলিয়া খেলিয়া।
সেইমত মারে দুষ্ট মানুষ ধরিয়া ॥
লইয়া পরের ধন লুকায় বনের মাঝে
মাটিতে পুতিয়া রাখে না লাগায় কাজে ॥

২৮। পরাচিত্তে=প্রায়শ্চিত্তে। ২৯। বোলায়=ঘাঁটায়।
১। সওর=সহর।

পাঠান্তর :—* 'জঙ্গলে পড়িয়া থাকে নাহি যায় ঘর।'

দলবল লয়্যা কেনা বনে বনে ঘুরে।
নিশাকালে হানা দেয় সওর[১] বাজারে ॥+
জঙ্গলেতে পইড়্যা থাকে না আছে বাড়ী ঘর।
দুরন্ত ডাকাইত কেনা নাই আপন পর ॥+
গায়ে ত অসুরের শক্তি দেইখ্যা লাগে ভয়।+
কেনার দলের লোক কেনারে ডরায় ॥+
রাগত[২] হইয়া কেনা যখন হাক্[৩] ছাড়ে।+
পাহাড় পর্বত কাঁইপ্যা উঠে বাঘ পলায় ডরে ॥+

শিশুকালে চরাইত কেনা হালুয়ার গাই।*
বাতানে[৪] মইষ কত লেখা জুখা নাই ॥
পরাণ ভরিয়া করিত কেনা কাঞ্চা দুগ্ধ পান।ꝕ
তাইতে হয়্যাছে দুষ্ট এত বলবান ॥
বাতানের দুগ্ধ তার লেখা জুখা নাই।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পাইলে দুগ্ধ খায় ত সবাই ॥
পন্থের পথিক যদি ক্ষুধা তৃষ্ণা পায়।
পরাণ ভরিয়া তারা গাইয়ের দুগ্ধ খায় ॥

হইল ডাকাত কেনা দুর্দান্ত এমন।
তাহার তড়াসে কাঁপে নল খাগড়ের বন ॥
সুসঙ্গ হইতে সেইনা জালিয়ার হাওড়।
ঘুইর‍্যা বেড়ায় কেনারামের দল নিরন্তর ॥

২। রাগত=ক্রুদ্ধ। ৩। হাক=হুঙ্কার। ৪। বাতান=বাথান, গো চারণের মাঠ। ৫। ডিঙ্গা=পণ্য বোঝাই বড়ো নৌকা।

পাঠান্তর :—* 'বাতানে মহিষ আর পালে যত গাই।'
ꝕ 'পরাণ ভরিয়া কেনা করে দুগ্ধ পান।'

ডিঙ্গা[৫] বাইয়া যেইনা সাধু[৬] ভাটি গাঙ্গে যায়।
কেনা ডাকাইতের সাম্‌নে পড়লে না থাকে উপায় ॥ +
ধন রত্ন লয়্যা নাও[৭] ডুবায় সায়রে ॥
সাধু সে নিখুজি[৮] হয় আর নাই সে ফিরে ॥ +
কত পুত্র হারাইল কত না জননী।
কত নারী পতি হারা নাই সে আমি জানি ॥ } ++
এক ডাকে চিনে লোকে ডাকাইত কেনারাম।
উজান ভাটিয়াল জুইড়্যা[৯] হইল বদ্‌নাম ॥
যে পড়ে কেনার হাতে নাই সে ফিরে দেশে।
মাও বাপে না দেখে হায় রে মরিল বৈদেশে[১০] ॥
কেনার নামেতে সবে ভয়ে কম্পমান।
তাহার ভয়েতে কেউ না যায় দূর্‌স্থান ॥
সইন্ধ্যা হইলে কেউ ত না হয় ঘরের বাইর।
আন্ধাইরে করয়ে বাস ভয়েতে অথির[১১] ॥

।৫

জালিয়ার হাওড় নাম জানে সর্বজন ।*
দিনেকের পন্থ জুইড়্যা নল খাগড়ের বন ॥

৬। সাধু=বণিক। ৭। নাও=নৌকা। ৮। নিখুজি=নিরুদ্দেশ। ৯। জুইড়্যা=জুড়িয়া, ব্যাপিয়া। ১০। বৈদেশে=বিদেশে। ১১। অথির=অস্থির।

পাঠান্তর :—++ 'কত পুত্র হারাইয়া কান্দে ত জননী।
ঘরেতে থাকিয়া তবু স্থির নহে প্রাণী ॥'
* 'জালিয়ার হাওর নাম ব্যক্ত ত্রিভুবনে।'

ভাসান গাইতে পিতা[১] যায় দেশান্তরে।
পন্থে পায়্যা কেনারাম আগুলিলা[২] তারে ॥
খোল বাজে করতাল বাজে বাজে একতারা।
পিতার সহিতে গায় শিষ্য সঙ্গে যারা ॥
শ্রী-অঙ্গেতে নামাবলী বৈষ্ণবের* বেশ।
ললাটে তিলক ফোটা দীর্ঘ জটা কেশ ॥
ভাবেতে বিভোর যত ভক্ত সমুদয়।
আগে আগে যায় পিতা পাছে শিষ্যচয় ॥
প্রেমানন্দে হস্ত তুইল্যা কেহ গান ধরে।
কেহ বা অশ্রুতে ভাইস্যা পড়ে ভূমি পরে ॥
হরি হরি বইল্যা সবে কীর্তনে মগন।+
নাই সে জানে দিন রাইত যায় কোন ক্ষণ ॥+
না জানে কুথায় তারা গান গাইয়া যায়।
কুথায় আইস্যাছে তারা নাই সে চউখ[৩] তুইল্যা চায় ॥
গাইতে গাইতে আইল জালিয়ার হাওড়ে।
চাইর দিগে বেইড়্যা আছে নল আর খাগড়ে ॥
মানুষ জনের নাই গন্ধ অষ্টপহর[৪] জুড়ি।
নল আর খাগড়ে দেশ রাইখ্যাছে ত ঘিরি[৫]।
দূরেতে উঠিলা ধ্বনি 'জয় কালী' নাম।
সম্মুখে দাণ্ডাইল আইস্যা দস্যু কেনারাম ॥
পাছু হয়্যা খাড়া রয় আর দস্যুগণ যত।
কোমর বান্ধা মালকোচা খাণ্ডা লয়্যা হাতে ॥

১। পিতা=কবি চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজবংশীদাস। ২। আগুলিলা=আটক করিল। ৩। আষ্টপহর=আট প্রহরের পথ। ৪। ঘিরি=আবৃত করিয়া। ৫। খাণ্ডা=খড়্গ। ৬। জিগায়=জিজ্ঞাসাকরে।

পাঠান্তরঃ— * '—সন্ন্যাসীর—।'

পাহাড়িয়া দেহ যেমন কাল মেঘের সাজ।
যমদূতগণের সঙ্গে যেমত যমরাজ ॥

আগুলিয়া পথ কেনা জিগায়[৬] পিতারে।
'কেমন, ঠাকুর তুমি চিন নি[৭] আমারে ॥'

হাসিয়া কইলেন পিতা ডাকাইতের স্থানে।
'পাপেরে দেখিয়া কও কেবা নাই সে চিনে ॥'

'যা কিছু সঙ্গে আছে দেও শীঘ্র করি।+
শিকার পাইলে বিলম্ব সইতে ত না পারি ॥' +

এই কথা না বইল্যা কেনা খাণ্ডা সে তুলিল।+
দৈব বলে ডাকাত কেনা মারিতে নারিল ॥+

ঝুলি ঝাইড়্যা পিতা তখন দেখাইলা সবারে।
পয়সা কড়ি নাই সে আছে ঝুলির ভিতরে ॥ +

আর বার হাইস্যা পিতা কইলেন তারে।+
'ধন রত্ন কিছু নাই আমা সবাকারে ॥+
গেরামে গেরামে গিয়া মোরা দেব গুণ গাই।+
যে যাহা দেয় লয়্যা ভিক্ষা মাইগ্যা খাই ॥' +

'দেও যা কিছু আছে' দস্যু কয় উচ্চস্বরে।
'এখনি যাইবা তোমরা সবে যমপুরে ॥' +

'কয়খানি ছিড়া বস্ত্র সঙ্গে আছে মোর।
এই বস্ত্র লয়্যা বল লভ্য কিবা তর[৮] ॥'

কেনা কয় 'গান গাইয়া ফির বাড়ী বাড়ী।
ইতেও[৯] কি নাই সে জুটে কিছু ট্যাকা কড়ি ॥'

৭। নি=কি। ৮। তর=তোমার। ৯। ইতেও=ইহাতেও।

'গাওনা শুইন্যা পয়সা দিব দেশে আছে কোন জন।
এমন মনুষ্য নাইত দেখি দেশ হইল বন ॥*
দেবতার লীলা গাই দুয়ারে দুয়ারে।
গান গাইয়া পাপীর মন চাই গলাবারে॥'

'পাই বা না পাই কিছু ইতে নাই দুখ্।
মানুষ মারিয়া আমি পাই বড় সুখ॥'
হাসিতে হাসিতে কেনা এতেক কইয়া।
খাণ্ডা তুইল্যা লইল কেনা জয়কালী বলিয়া॥

ঠাকুর বলিলা 'কেনা নরহত্যা পাপ।
নরকে যাইবা তুমি না পাইবা মাপ॥
বিধাতার কাছে তোমার হইব বিচার।
যাচিয়া নরক ভোগ কেনে করবা আর ॥*
মানুষ মারিয়া বল কোন প্রয়োজন।
ট্যাকাকড়ি এই সকল নয় কোনো ধন॥
মা-মনসার চরণ দেখ সর্বধন সার।
হরিনাম গাহনা কইর‍্যা যাইবা ভব পার॥ +
শিব পদে মতি হইলে দুঃখ নাই সে পায় +
মা-কালীরে ভজিলে তার দুঃখ নাই ত হয়॥ +
মা-কালীর নাম কইর‍্যা খাণ্ডা লইলা হাতে। +
ব্রাহ্মণেরে বধিতে চাও পাইয়া এই না পথে॥
কালী যদি হইত আরে তোমার জননী। +
ডাকাতি করিয়া তুমি না হইতা ধনী॥ +
মা-কালীর হস্তে দেখ কার মুণ্ড রয়। +
ডাকাইত কাইট্যা মাও কইর‍্যাছে যে ক্ষয়॥ +

পাঠান্তর—* '—কর পরিহার॥'

ইহপরকালে জাইন্য কালীর চরণ সার ।+
ডাকাতি ছাড়িয়া ভজ হইবা ভবপার ॥"ক

হাইস্যা হাইস্যা কয় কথা দারুণ দস্যুপতি ।
"সাতে পাচে ভুলাইবারে চাও অল্পমতি ॥

মানুষ মাইর‍্যা আমার গেল এতকাল ।
আইজ শুনবাম্ তোমার কাছে ধর্মের খেয়াল ॥ঞ

মানুষ মাইর‍্যা আমার মনে না হয় দুখ ।
যত মারি তত আমি পাই মনে সুখ ॥

জঙ্গলার বাঘ ভাল্লুক বনে চইর‍্যা খায় ।+
খিদা[১০] না পাইলে তারা কারে[১১] না বোলায়[১২] ॥+

মানুষে ত বিনা দোষে মারে জঙ্গলার পশু ॥+
মামায় ত বেইচ্যা খাইল আমি যখন শিশু ॥+

গিরস্থ বেচিলা মোরে দেয়ানের কাছে ।+
জিয়ন্তে কয়ব্বর দিব ভাইব্যাছিল পাছে ॥+

ডাকাইতে বাচাইল মোরে মরণের কালে ।+
মানুষ চিইন্যাছি আমি সেই না শিশুকালে ॥+

পাপ পূণ্য বিচার নাই মানুষ মারিব ।
তোমার কাছে ঠাকুর ধর্ম না শিখিব ॥"

ঠাকুর জিগায় "দস্যু, কিবা তোমার নাম ।"
দস্যু কয় "চিনিলে না আমি কেনারাম ॥

১০। খিদা=ক্ষুধা। ১১। কারে=কাহাকেও। ১২। বোলায়=অনিষ্ট করে।

পাঠান্তর :—ক 'সে ধন পাইলে হবে ভবনদী পার ॥'
ঞ 'শুনিব তোমার কাছে ধর্মের আলাপ ॥

যার নাম শুইন্যা লোক কাঁপে থরথরি।
শিউর্যা[১৩] উঠে বৃক্ষের পাতা পইড়্যা যায় ঝরি' ॥

শুইন্যা কেনার নাম কান্দে যত শিষ্যগণ।
অচল অটল পিতা হাসিমুখে কন্[১৪] ॥

"গান গাইয়া আমি দেশে দেশে ঘুরি।
দুঃখ নাই সে বাসি[১৫] আইজ তোমার হাতে মরি ॥

তোমার পাপের বোঝা ভারি হইল বড়।
পরপারে বইয়া নিতে তুমি হইবা কাতর ॥
সঙ্গে ত না যাইব কেউ একা যাইতে হইবে।
এই কার্য করিতে কেনা, আইলা কি ভবে ॥*

দিনে দিনে তোমার সুদিন হইল গত।
পরাণ যাইব উইড়্যা তেউর-পঙ্খীর[১৬] মত ॥

যাইবার কালে দেখ্‌বা পন্থে ঘোর অইন্ধকার।
পাষাণে ত ভাইঙ্গ্যা মাথা কর্‌বা হাহাকার ॥

দুর্লভ জনম পায়্যা হায় কি কাম করিলা।†
অন্তিম সম্বল কিছু সঙ্গে না লইলা ॥"

চোরা নাইত ত শুনে দেখ ধর্মের কাহিনী।
পিশাচে না শুনে রাম অন্তরেতে গ্লানি ॥
কেনা কয় "ঠাকুর, মোরে দেখিলা নয়নে।
আমারে যে না ডরায় এমন নাই ত ভুবনে ॥

১৩। শিউর্যা = শিহরিয়া। ১৪। কন = কহিলেন। ১৫ বাসি = মনে করি। ১৬। তেউর পঙ্খী = তিত্তির পাখি (মৈঃ গীঃ মতে চড়াই পাখি।)

পাঠান্তর :—* 'কি কার্য করিতে কেনা আসিলে এ ভবে ॥'
† 'ঠাকুর বলেন কেনা কি কাম করিলে।'

দেশের দেওয়ান কাজী ভয়ে কম্পবান ।+
ফৌজ পশ্চান ঝাইড়্যা[১৭] পলায় শুইন্যা আমার নাম ॥+
ভয় নাই যে কর তুমি, কে হও ঠাকুর ।
খাণ্ডার বাড়িতে তোমায় পাঠাইবাম্ যমের পুর ॥
এই ত আমার খাণ্ডা অতি খরশান ।
এক কুবেতে[১৮] ঠাকুর তোমার লইবাম্ পরাণ ॥"
ঠাকুর কইল "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
আমার নামেতে তোমার কিবা প্রয়োজন ॥"

কেনা কয় "শীঘ্র কইরা নাম তোমার বল ।*
সময় করিয়া নষ্ট হইব কিবা ফল" ॥

ঠাকুর কইল "আমার দ্বিজবংশী নাম ।"
শুইন্যা ত চমকিয়া উঠে দস্যু কেনারাম ॥
"তুমি ঠাকুর দ্বিজবংশী যার গাহান শুনি ।
পাগ্‌লা ভাটিয়াল নদী বয়[১৯] সে উজানি ॥
পাষাণ গইলা পানি হয় মেঘ আইসে লাইমে[২০] ।+
সেই দ্বিজবংশী আইছ[২১] আইজ খাগড়ের বনে ॥
বনের পঙ্খী উইড়্যা আইসে শুইন্যা যার গান ।
বাঘ ভাল্লুক গান শুনে মুদিয়া নয়ান ॥+
গাথার[২২] সাপ মাথা তুইল্যা ফণা সে নাচায় ।+
শির নোয়াইয়্যা ভুজঙ্গ গাথায় চইল্যা যায় ॥‡

১৭। ঝাইড়্যা=দ্রুতগতিতে। ১৮। কুবেতে=কোপে। ১৯। বয়=বহে।
২০। লাইমে=নামিয়া। ২১। আইছ=আসিয়াছ। ২২। গাথার=গর্তের।

পাঠান্তর :—* 'কেনা কয় 'শীঘ্রকরি নাম নাহি বল ।'
+ 'পাষাণ গলিয়া মেঘ বর্ষে যার গানে ।'
‡ 'ভুজঙ্গ চলিয়া যায় শির নোয়াইয়া ॥'

সেই দ্বিজবংশী তুমি আইলা কিবা কামে।+
কেনার হাওড় এই ডর নাই পরাণে ॥'

কইলা ঠাকুর শুইন্যা এতেক বচন।
"আমার গাহানে গলে কঠিন পাষাণ ॥
পাষাণ গলাইতে আমি পারি শতবার।
দারুণ মানুষের মন গলাইতে ভার ॥
বনের পশু পঙ্খী বশ আমার গান শুনি।
না পারিলাম গলাইতে মানুষের পরাণি ॥
লৌহের বাড়াই[২৩] দেখি মানুষের পরাণ[২৪] ॥
পাপেতে হয়্যাছে যেমন অহল্যা পাষাণ ॥"

এতেক শুনিয়া কেনা নীরব হইল।
কেনারে ডাকিয়া পিতা কইতে লাগিল ॥
"লইয়া এইনা পরের ধন তুমি কোন কর্ম কর।
পাপেতে মজিয়া কেনে ভরা বুঝাই[২৫] কর ॥
এইনা ভরা ডুব্‌ব তোমার মাইঝ্‌-দরিয়ার[২৬] জলে।
বন্ধু না খাড়াইব কেউ তোমারে ধইর্যা তুলে ॥
এইনা ধন লয়্যা তুমি কোন কাম করিলে।
ধনের লাইগ্যা তুমি কেনে পাগল হইলে ॥*
দারাপুত্র কেউ নাইসে হইব পাপের ভাগী।
পাপেতে মজিয়া হইলা ধর্মেতে বিরাগী ॥"

২৩। বাড়াই=অপেক্ষা অধিক। ২৪। পরাণ=মন। ২৫। ভরা বুঝাই=সদাগরের বোঝাই নৌকার মত। ২৬। মাইঝ্‌ দরিয়া=কূল কিনারা হীন বড়ো নদীর মধ্য স্থলে।

পাঠান্তর :—* 'ধনের লাগিয়া কেন পাগল হইয়া মর ॥'

কেনা কয় “দারা পুত্র কিছু মোর নাই।
মানুষ কাটিয়া আমি বড়ো সুখ পাই ।।

ধনে নাই ত প্রয়োজন ট্যাকায় নাইত কাম।
মানুষ মারিয়া মোর হইয়াছে সুনাম ।।”

ঠাকুর কইল “কেনা, এই ধন লইয়া।
কোথায় রাইখ্যাছ তুমি কও ভারাইয়া[২৭] ।।

কারে দিছ ট্যাকা কড়ি কেনে এমন কর।
দেব-ধর্ম ছাইড়্যা কেনে পাপে ডুইব্যা মর ।।

দুঃখীরে না বিলাও তুমি না কর নিজে ভোগ ।+
মানুষ কাইট্যা ধন লও তোমার এইনা রোগ ।।”+

কেনারাম কয় “ঠাকুর, মন কইর‍্যাছি দড়[২৮]।
ডাকাতি কইর‍্যা আমি ধন কইর‍্যাছি জড়ো ।।

দরিদ্রেরে করি যদি এই ধন দান।
ধনের লোভে হইব সেই আমার সমান ।।

ধনের লোভে করিব সেই বহুত কুকাজ ।+
হাজার কলঙ্কে তার না থাকিব লাজ ।।

পইড়্যা গেলে একবার এইনা লোভের বিপাকে।
মানুষ ডাকাইত হয় জ্ঞান নাইত থাকে ।।

আমি ত ব্রাহ্মণের পুত্র খাইলাম ডাকাতের ভাত ।+
সেই ভাত কইর‍্যাছে আইজ আমারে ডাকাত ।। +

২৭। ভারাইয়া = লুকাইয়া, ছলনা করিয়া। ২৮। দড় = দৃঢ়।

+ ‘দরিদ্রে বিলাও কিম্বা নিজে ভোগ কর।’
+ ‘ধন লোভে মত্ত হইয়া করিবে কুকাজ ।।’

যত ধন কইর‍্যাছি আমি ডাকাইতি করিয়া।
ফুরাইতে না পারিব কেউ সাত পুরুষ খাইয়া॥
তাতেও লোভের টানে দস্যুর কাম করি।⁂
বইস্যা না থাকিবারে পারি দণ্ড দুই চারি॥"
অবাক্যি[২৯] হইলা ঠাকুর এই কথা শুনিয়া।
জিগাইলা পুনঃ তারে কথায় ভুলাইয়া।
"যদি নাই সে কর ভোগ ধন রত্ন লয়্যা।*
কোন কাম বা আছে কও ডাকাতি করিয়া॥"

কেনা কয় "বনে থাকি বনে করি কাম।
সওর[৩০] বন্দরে জানে ডাকাইত কেনারাম॥
মানুষ মাইর‍্যা ধন আইন্যা বনে করি জড়ো।
সেই ধন দেইখ্যা আমার সুখ হয় বড়ো॥
না দেখে মানুষ জন বনের পশু পাখি।
যার ধন তার কাছে লুকাইয়া রাখি।"

"কার ধন কার কাছে রাখো লুকাইয়া।
বুঝিতে না পারি কথা কও বুঝাইয়া॥"+

কেনা কয় "এই ধন সগলি[৩১] মাটির।
মাটিতে পুতিয়া রাখি যুক্তি কইর‍্যা থির॥
মাটিতে না মিইশ্যা ধন যাইব মাটি হইয়া।
মানুষ যাইতে[৩২] নাই সে পায় এই ধন খুজিয়া॥

২৯। অবাক্যি=বিস্ময়ে বাক্য হীন। ৩০। সওর=সহর। ৩১। সগলি=সমস্তই। ৩২। যাইতে=যাহাতে।

পাঠান্তর :—* 'ঠাকুর কহেন 'তবে ধন রত্ন লইয়া।'
⁂ 'তবুও প্রাণের টান দস্যু বৃত্তি করি।'—
+ 'অবাক্যি হইলা ঠাকুর একথা শুনিয়া।'

ভাইব্যা চিন্ত্যা দেইখ্যাছি ঠাকুর এইনা যত ট্যাকা কড়ি।
কেবলি লোভের চিহ্ন জগতের বৈরী ॥"

ঠাকুর কহিলা "বল কি লাভ তাহায়।
ধন লয়্যা কোন জন মাটিতে লুকায়।
ভোগ নাই সে কর ধন রাইখ্যাছ লুকাইয়া।
এই ধন কি ফল আছে অর্জন করিয়া ॥
ধনের ত নাই দোষ দোষ সে বেভারে[৩৩]।
ধন দিয়া কত জন ধর্ম কর্ম করে ॥"

কেনারাম কয় "ঠাকুর, ভোগের লাগিয়া।
ধন নাই সে লই আমি মানুষ মারিয়া ॥৵
দেশে যত ধনী আছে তাহাদের ধনে।
ভিক্ষুক লোকের আইসে কোন প্রয়োজনে ॥
থাকিয়া ভাণ্ডারে ধন ভাণ্ডারেতে ক্ষয়।
এইনা ধনে সংসারেতে কোন কাম হয়।
ধন দিয়া ধনী করে গরিবের সর্বনাশ। +
ধনীর কাছে ভালামানুষের নাই কোনো আশ ॥ +
ধর্ম ধর্ম কর ঠাকুর ধর্মের কি বেভার। +
ধর্মের লাইগ্যা মানুষ মাইর‍্যা কইর‍্যাছে উজাড় ॥ +
কথায় কথায় ঠাকুর অনেক বেলা গেল।
দিন যে ফুরায়্যা দেখ সইন্ধ্যা যে হইল।"

এই না বইল্যা কেনারাম খাণ্ডা তুইল্যা লয়। +
মনসার চরণ স্মরি পিতা দাণ্ডাইয়া রয় ॥ +

৩৩। বেভারে = ব্যবহারে।

পাঠান্তর :—৵ 'ধন নাহি লই আমি পথিক ভারাইয়া ॥'

তুই চউক্ষে অশ্রু পিতার মনসা স্মরিয়া।
এই ঘোর বিপদে রক্ষা কর মা আসিয়া॥
ধীরে ধীরে কয় পিতা "শুন কেনারাম।*
এইখানে গাইবাম্ আমি জন্মের শেষ গান॥
জীবনের শেষ গান লইব গাহিয়া।
মরণেরে ভয় নাই শ্রীহরি স্মরিয়া॥
তাইতে একটু সময় তুমি দেও মোরে ধার।
গান শেষে কর তুমি কার্য আপনার॥"

কি জানি ভাবিয়া কেনা কয় ঠাকুরের স্থানে।
"গাও খাণ্ডা পুনরায় নাই সে ধরি যতক্ষণে॥"

আকাশ চান্দোয়া হইল শুনে পশু পঙ্খী।
কেনারাম বইস্যা রইল হস্তের খাণ্ডা রাখি॥
বিস্তার প্রান্তরে কেনা ঘাসের আসনে।
গাহান শুনিতে বইল[১] দলবল সনে।
উইড়্যা যায় আশমানের পঙ্খী আইস্যা বইল ডালেতে।
বন ছাইড়্যা আইল পশু গাহান শুনিতে॥+
চৈতের[২] চৈতালী হাওয়া থির হইয়া রয়।+
বৃক্ষ সবে থির হইয়া পাতা না নড়ায়[৩]॥+
আশমানে চান্দের আলো তারা রইল চাইয়া।+
মনসার ভাসান গায় হাওড়ে বসিয়া॥+
প্রেমেতে বিভোর পিতা ভাবে আত্মহারা।
কথায় কথায় চউক্ষে বয় অশ্রু ধারা॥

১। বইল=বসিল। ২। চৈতের=চৈত্রমাসের। ৩। নাড়ায়=আন্দোলিত করে।

পাঠান্তর :—* 'ঠাকুর কহেন তবে শুন কেনারাম।'

গাহান শুনিয়া কেনা ভাবে মনে মনে।
স্বর্গের দেবতা বুঝি লামিলা[৪] ভুবনে ॥ *
গাইতে গাইতে গাহান সইন্ধ্যা গুঞ্জরিল[৫]।
কেনার হুকুমে গাহান চলিতে লাগিল ॥
কেনার ইঙ্গিতে যত ডাকাতিয়া ছিল।
আন্ধার নাশিতে সবে মশাল জ্বালিল ॥
মশালের আলোতে হইল বন সে উজালা।
সূর্যের পশরে[৬] যেমন দিন হইল আলা ॥

*　　　*　　　*

যখন গাইলা পিতা বেউলা হইল রাড়ী[৭]।
কেনারামের চউক্ষে জল বহে দর্ দরি ॥
ডালে বইস্যা কান্দে পঙ্খী পশু কান্দে বনে।
বেউলা হইল রাড়ী কালরাত্তির ক্ষণে ॥
যখন গাইলা পিতা বেউলার ভাসান।
ফেইল্যা দিয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনারাম ॥

গুরু গো—
'কি গান শুনাইলা গুরু ফিইর‍্যা কও শুনি।
গাহান শুইন্যা পাগল হইল আইজ পাষণ্ডের পরাণি ॥
কিবা ধন দিবাম রে গুরু কোন বা ধন আছে।
তোমারে যা দিবাম্ ধন আইস আমার কাছে ॥
ঘড়া[৭] ভইর‍্যা রাইখ্যাছি ধন বনে লুকাইয়া।
সাত পুরুষ খাইবা গুরু তুমি গিরেতে[৮] বাসিয়া ॥

৪। লামিলা=নামিয়া আসিল। ৫। গুঞ্জরিল=অতিবাহিত হইল।
৬। রাড়ী=বিধবা। ৭। ঘড়া=কলসী। ৮। গিরেতে=গৃহে।

পাঠান্তর :—* 'সাক্ষাৎ দেবতা বুঝি নামিতা ভুবনে ॥'

মানুষ মারিয়া আমি কামাইয়াছি[৯] ধন।
জীবন ভইর‍্যা যতনা আমি কইর‍্যাছি উপার্জন ॥
সেই সব ধন আমি দিবাম্‌ যে তোমায়।
অন্তকালে স্থান গুরু দিও রাঙ্গা পায় ॥
ভিক্ষা নাই সে কর গুরু বাড়ী বাড়ী ঘুইর‍্যা।
জীবনের কামাই যত দিবাম্‌ ঘর ভইর‍্যা ॥'

ঠাকুর কইলা 'আমার ধনে কার্য নাই।
যে ধন পায়্যাছি আমি তোমারে জানাই ॥
সে ধনের কাছে তোমার এই সব ধন।
মাণিকের কাছে হয় সীসার মতন ॥
এই সে ধন লয়্যা মোর কোনো কার্য নাই।
তোমার ধন তোমার থাউক আমি নাই সে চাই ॥*
ভিক্ষা করিয়া আমি পাই চাউল কড়ি।
লইয়া পাপের বোঝা ডুবাই কেনে তরী ॥
মানুষ মাইর‍্যা ত তুমি কইর‍্যাছ মহাপাপ।
জীবনান্তে পাইবা সেইনা পাপের অনুতাপ ॥†
চৌরাশী নরককুণ্ডে পাপী রইব ডুবিয়া।
যখন লইব যম চাম পাশেতে[১০] বান্ধিয়া ॥'‡

এইনা কথা বইল্যা পিতা নীরব হইলা।
গালে হাত দিয়া কেনা ভাবিতে লাগিলা ॥

৯। কামাইয়াছি=উপার্জন করিয়াছি। ১০। চামপাশেতে=চর্ম নির্মিত দড়ি।

* 'তোমার কাছে থাকুক ধন আমার কার্য নাই ॥'
† 'জীবনান্তে পাবে কেনা তার অনুতাপ ॥'
‡ 'যখন হানিবে যম শিরে দণ্ড দিয়া ॥'

নীরব নিঝুম রাইত ভোর হইয়া অইসে ।+
পূব আকাশে রাঙ্গা অরুণ আলোকে পর্‌কাশে[১১] ॥+
আশ্‌মানেতে তারার দল মিটি মিটি চায় ।+
বৃক্ষের ডালে বইস্যা পঙ্খী ভোরের গান গায় ॥+
হাওড়ে লামিয়া আইছে ভোরের কোয়াশা ।+
এতদিন পরে কেনার হইল হুতাশা ॥+
আকাশে পাতালে চাইয়া দেখে বার বার ।
চাইরদিগে চাইয়া দেখে ঘোর অইন্ধকার ॥*
সঙ্গী সাথী নাই সে দেখে না দেখে কাহারে ॥**
কান্দিয়া উঠিল দস্যু হাহাকার কইরে ॥+
'কেবা কোথায় আছ আমি না দেখি কাহারে ।
থাক যদি কেউ দেখা দেও অইন্ধকারে ॥
জন্মিয়া না দেইখ্যাছি আমি মাও আর বাপে ।
সংসার ছাইড়্যাছি আমি কত দুঃখ তাপে ॥
কেউ না আছিল মোর ডাইক্যা জিগায় ।
কেউ না আছিল মোর ভালা শিক্ষা দেয় ॥
আগে ত মরিলা মাও বাপে গেলা ছাড়ি ।
বিপাকে পড়িয়া আমি রইলাম মামার বাড়ী ॥
দুরন্ত আকালে[১২] মামা কোন কাম করে ।
জানিয়া পরের পুত্র বেচিল আমারে
পাচ কাঠা সাইলের ধান কিম্মত[১৩] আমার ।
ডাকাইত গিরস্থ কিন্যা[১৪] নিল আপন ঘর ॥

১১। পরকাশে=প্রকাশিত হয়। ১২। আকাল=দুর্ভিক্ষ। ১৩। কিম্মত=মূল্য। ১৪। কিন্যা=কিনিয়া।

* 'চেয়ে দেখে দশদিক ঘোর অন্ধকার ॥
**'চারিদিকে চাহিয়া দেখে না দেখে কাহারে ॥'

সেইনা গিরস্থ আরে পাচ শ' ট্যাকা লইয়া । +
দেওয়ানে ধরায়্যা দিল ডাকাইত বলিয়া ॥ +

ডাকাইতে বাচাইল এইনা পরাণ আমার । +
কুসঙ্গে পড়িয়া আমি হইলাম দুরাচার ॥

শৈশবে না পাইলাম শিক্ষা না চিনিলাম পথ ।
এতদিনে তোমারে পায়্যা সিদ্ধ মনোরথ ॥

আমার পাপের ভরা ধরায় না সহিব ।
মরিলে পাপের ভরা সঙ্গেতে যাইব ॥*

পাপেতে ডুইব্যাছি আমি আর রক্ষা নাই ।
আমারে না ছাড়িবা ঠাকুর তোমার ধর্মের দোহাই ॥

জন্মের কামাই আমি ভাসাইবাম্ জলে ।
ডুইব্যা মরবাম্ রে আমি ঐনা নদীর তলে ॥'

সঙ্গী সাথীরে ডাইক্যা কয় কেনারাম ।✣
'যথায় আছে ধনের ঘড়া শীঘ্র কইর্যা আন ॥'

আউড়ায়্যা[১৫] নলখাগড়ের বন দস্যুগণ ধায় ।
বইয়া আনে যত ধন যে যেখানে পায় ॥

কেনারাম কয় 'ঠাকুর, তুমি দাঁড়াও নদীর পাড়ে ।
পাপের অর্জিত ধন আইজ ভাসাইবাম্ সায়রে ॥'

পূব আকাশে রাঙ্গা সূরুজ উকি মাইর্যা চায় । +
রাঙ্গা চাদর ছড়ায়্যা দিছে আশমানের গায় । +

১৫ আউড়ায়্যা = এলোমেলোভাবে ভাঙ্গিয়া ।

* 'মরিলে এসব যদি সঙ্গে নাহি যাবে ॥'
✣ 'শিষ্যগণে ডাক দিয়া কহে কেনারাম ।'

পর্ভাতী হাওয়া দোলোন দেয় ফুলের সুবাস মাখি। +
নল খাগড় দোলোন খেলে মাথা উচা রাখি ॥ +

আশ্মানেতে উইড়্যা যায় সাদা বকের মেলা। +
মাঠ ঘাট ভইর‍্যা গেল রাঙ্গা রবির খেলা ॥ +

ছাপাইয়া বইছে নদী অলছ্ তলছ্[১৬] পানি। +
কেনার ভয়ে নাই সে চলে সাউদের[১৭] তরণী ॥*

সেইনা নদীর তীরে আইজ দাঁড়াইয়া কেনারাম। +
দুই চউক্ষে অশ্রু বহে ভাইব্যা আপন কাম ॥ +

এক ঘড়া দুই ঘড়া কইর‍্যা আছিল যত ধন।✣
একে একে দেয় কেনা জলে বিসর্জন ॥

পাপের অর্জিত ধন জলে যায় ভাইসে।
দেইখ্যা ত কেনারাম খলখলায়্যা হাসে ॥

সব ধন ফুরাইল আর কিছু নাই।
খালি হাতে কয় কেনা 'যা করে গোসাঁই' ॥ +

বিদায় চাহিল কেনা গুরুর সাক্ষাতে।
খাণ্ডা তুলিয়া ধরে নিজেরে বধিতে ॥❉

রক্তজবা আঙ্খি তার পাগলের প্রায়।
আপন দেহের মাংস আপনি কামড়ায় ॥
'কত পাপ কইর‍্যাছি আমি লেখাজুখা নাই।
আমার মতন পাপী তির্‌ভুবনে নাই ॥

১৬। অলছ্ তলছ্ = উচ্ছল তরঙ্গসঙ্কুল। ১৭। সাউদের = সাধুদের, বণিকদের।

* 'ভয়ে নাহি বহিয়া যায় সাউদের তরণী ॥'
✣ 'একঘড়া দুইঘড়া তিনঘড়া ধন।'
❉ 'খাণ্ডা তুলিয়া কেনা ধরে নিজ মাথে ॥'

কত লোক মাইর্‌য়াছি আমি এই খাণ্ডা দিয়া।
আইজ আপনি মর্‌বাম্ রে গুরু, তুমি দেখ দণ্ডাইয়া ॥'

ঠাকুর কহিলা 'কেনা, আর কার্য নাই।
সিনান করিয়া আইস তোমারে মুক্তি মন্ত্র দেই ॥

মিছা মায়া এ সংসার কেউ কারও নয়।
পথিকে পথিকে যেমন পন্থে পরিচয় ॥

ট্যাকা কড়ি ধন জন সঙ্গে না যাইব।
একা আইস্যাছ তুমি একা যাইতে হইব ॥

মরিয়া ত কার্য নাই শুন কেনারাম।
দীক্ষামন্ত্র তোমায় আইজ কর্‌বাম্ আমি দান ॥

আইজ হইতে তুমি মোর শিষ্য যে হইলা।
তোমারে লইয়া আমি গৃহে যাইবাম্ চইলা।

মহামন্ত্র দিবাম্ তুমি পাইবা পরিত্রাণ।*
এই গান শিক্ষা কইর্‌যা গাইবা মনসার ভাসান।"

এইমতে দীক্ষা লয়্যা গুরুর সঙ্গে থাকি।✢
কেনারাম শিখে গান পিঞ্জিরার পাখি ॥

গাইতে গাইতে কেনার চউক্ষে আইসে জল।
নাইচ্যা গাইয়া ফিরে কেনা ভাবের পাগল ॥

আকাশ ছাপায়্যা গান যায় স্বর্গপুরে।
মৃদঙ্গ বাজায়্যা কেনা বাড়ী বাড়ী ঘুরে ॥

---

* 'মায়ের নামেতে তুমি পাবে পরিত্রাণ ॥'
✢ 'এক দুই দিন যায় গুরুর সঙ্গে থাকি।'

কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি মুক্তি ভিক্ষা চায়।
একমুষ্টি ভিক্ষা পাইলে খুশী হয়্যা যায়॥

যার নামে দেশের লোক আগে পাইত ভয়।
তারে ডাইক্যা পুরনারী গীত গাইবার কয়॥

যারে দেইখ্যা পন্থে লোকের উড়িত পরাণ।
শুইন্যা সে কেনার গান গলয়ে পাষাণ॥*

শিউর্‌য়্যা উঠিত লোক যে ডাকাইতের নামে।
পাগল হয় দেশের লোক সেই কেনার গানে॥

পাষাণ মানুষ হইল মহাজনের বরে।
কেনারাম গায় গীত প্রতি ঘরে ঘরে॥

কেনারামের গীত শুইন্যা ঝরে বৃক্ষের পাতা।
পয়ার প্রবন্ধে ভণে দ্বিজবংশী-সুতা॥

---

* 'শুনিলে তাহার গান গলয়ে পাষাণ।'

আয়না বিবির পালা

অজ্ঞাত কবি বিরচিত

আয়না বিবি পালার

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন ডি, লিট্‌ মহাশয় 'আয়না বিবি, পালার ৫১৯টি ছত্র সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংগ্রহে ছত্র সংখ্যা ৭৫২, নূতন সংগ্রহ ২৩৩ ছত্র।

এই সম্পাদনার ১০ম' ও ১১শ' অধ্যায় দুইটি সেন মহাশয়ের সংগ্রহে নাই। অধ্যায় দুইটির বিষয়বস্তু তিনি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখিয়াছেন। এই সম্পাদনার ১২শ' ও ১৩শ' অধ্যায়ের সঙ্গে সেন মহাশয়ের ১০ম' ও ১১শ' অধ্যায়ের প্রায় প্রতি ছত্রেই পাঠান্তর ঘটায় তাঁহার সম্পাদিত অধ্যায় দুইটি যথাযথ পাদটীকায় প্রদত্ত হইল। অপর অধ্যায়ের পাঠান্তর তৎতৎ স্থলেই পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। শব্দ ও ছত্রের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর ও শব্দের বানান ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। ১০ম' ও ১১শ' অধ্যায় ছাড়া আর সব অধ্যায়ে নূতন সংগৃহীত ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

'আয়না বিবি' পালার কবির নাম পাওয়া যায় না। উজ্জ্যাল সাধুর বাড়ী 'চান্দের ভিটা' গ্রাম বোধ হয় বহুকাল পূর্বে নদীগর্ভে বিলীন হওয়ায় এখন 'ভেরামন' বা 'ব্রহ্মাণী' নদীর তীরে অবস্থিত 'নারায়ণ খলা' গ্রামের অধিবাসীরাও উহার অবস্থিতিস্থানের কথা বলিতে পারে না। সেন মহাশয়ও তাঁহার ভূমিকায় কিছু লিখেন নাই। পালার প্রথমে কবি লিখিয়াছেন,—

'চান্দের ভিটাত্ ঘর মামুদ উজ্জ্যাল সদাগর
আরে ভালা, তার কথা শুন দিয়া মন রে।

*

নারাইন খলার কান্ছা বাইয়া, চলে ভেরামন উজাইয়া
আরে ভালা, পাড়ে বাড়ী দেখিতে সুন্দর রে।'

ইহাতে বুঝাযায়, নারায়ণখলা গ্রামের পার্শ্ববর্তী ভেরামন নদীর উজানে চান্দের ভিটা গ্রাম বর্তমান ত্রিপুরা জেলার উত্তর-পুর্বাঞ্চলে ছিল। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে এই পালার ভাষায় পরবর্তী কালে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে, এবং পালায় বর্ণিত কাহিনী কয়েক শত বৎসরের পুরাতন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

(১)

হায় সাধু[১] মামুদ উজ্জ্যাল রে ।—ধুয়া

চান্দের ভিটাত্[২] ঘর মামুদ উজ্জ্যাল সদাগর
আরে ভালা, তার কথা শুন দিয়া মন রে ।

শিশু থুইয়া বাপে মইর্‌ল মায়ে পাইল্যা[৩] বড়ো কইরল
আরে ভালা, এক ভাই এক বইন সংসার রে ॥

নারাইন্ খলার[৪] কান্‌ছা বাইয়া চলে ভেরামন্[৫] উজাইয়া
আরে ভালা, পাড়ে বাড়ী দেখিতে সুন্দর রে ।

খাগড়ে করিয়া বিউনি[৬] উলুছনে দিয়া রে ছানি[৭]
আরে ভালা, সুন্দিবেতে বান্ধিয়াছে ঘর রে ॥

টুঙ্গি[৮] যে আছিল তার অতিশয় চমৎকার
আরে ভালা, আয়নার মতন করে ঝিলিমিলি রে ।

গিরস্তি গুর্‌জান[৯] যত তাহা বা কহিব কত
আরে ভালা, ধনে পুত্রে ছিল ঠাকুরালী[১০] রে ॥
হায় সাধু মামুদ উজ্জ্যাল রে ॥

হায় রে, এই মতে রাইখ্যা বাপে সংসার ছাড়িল ।
সোনার জমিন্ বাড়ী পড়া যে পড়িল[১১] ॥

১। সাধু=এখানে অর্থ হইবে—বণিক সওদাগর। ২। চান্দের ভিটাত্= 'চান্দের ভিটা' নামক গ্রামে। ৩। পাইল্যা=পালন করিয়া। ৪। নারাইন খলা=একটি গ্রামের নাম ; কান্‌ছা বাইয়া=পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া। ৫। ভেরামন =নদীর নাম। ৬। বিউনি=বুনন। ৭। ছানি=ছাউনি। ৮। টুঙ্গি= হাওয়াখানা। ৯। গুর্‌জান্=চাষ আবাদ করিবার জন্য যন্ত্রপাতি, বলদ প্রভৃতি। সেন মহাশয়ের মতে—'গুরুজন'। ১০। ঠাকুরালী=প্রাধান্য। ১১। পড়া যে পড়িল—লোকশূন্য পতিত পড়িয়া রহিল।

বড়ো বাড়ী বড়ো ঘর রে বড়ো কইর না আশা।
যেই না বাড়ী রাইখ্যা বান্দা[১২]* লইব নদীর কূলে বাসা[১৩] ॥
হাট ভাঙ্গলে কে কোথায় যায় কেউ না দেখে চাইয়া।
পঙ্খী যেমন বিরিক্ষ ছাড়ে রাত্তির পোষাইয়া ॥
পইড়া থাকে দর্‌দালানী[১৪] পইড়া থাকে বাড়ী।
জিজ্ঞাসাতে[১৫] না আইসে বান্দার কোথায় পুত্র নারী[১৬]!
হায় সাধু মামুদ উজ্জ্যাল রে ॥

(২)

কুলের[১] ছাওয়াল মামুদ উজ্জ্যাল একেলা পড়িল।
যতন করিয়া মায় পলিতে লাগিল ॥
এই পুত্তুর বড়ো হইলে, দুঃখিনী মায়ের কপালে
সুখের দিন আইব ফিরিয়া রে।
এক পুত্তুর এক কন্যা তার, অন্ধের নড়ি যেন মা'র
দিন গোয়ায় দুঃখেতে পড়িয়া রে ॥

১২। বান্দা=ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত দাস। ১৩। নদীর কূলে বাসা=শ্মশানাশ্রয়। ১৪। দরদালানী=বড়ো বাড়ীর গর্ব। ১৫। জিজ্ঞাসাতে=মনে জানিবার আগ্রহ। ১৬। নারী=স্ত্রী।

১। কুলের=কোলের।

পাঠান্তর :—*'—বান্ধা—'॥ সেন মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন,—"বান্ধা=বন্ধু, মানুষ। চল্‌তি কথায় 'মিনসে' শব্দের মত। পল্লীগীতে 'কত কেরামত জানরে বান্ধা কত কেরামত জান' প্রভৃতি ভাবে ঐ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে।" সেন মহাশয়ের এই প্রবাদ ছত্রের 'বান্ধা' শব্দটি 'বান্দা' কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

হায়, সায়রে না ভাইস্যা নাও

আরে কিনারা পাইল ।*

এক দুই বচ্ছর কইর‍্যা

পুত্র বাড়িতে লাগিল ।।

তিন বচ্ছর যায় রে পুত্রের

হাসিয়া খেলিয়া ।

চাইর বচ্ছর যায় রে পুত্রের

আশার পানে চাইয়া ।।

পাঁচ ছয় কইর‍্যা রে পুত্রের

দশ বচ্ছর যায় ।

ঘর গিরস্থি বানাইল

আশা কইর‍্যা মায় ।।†

ষোল বচ্ছর বয়সের কালে

আশা হইল মনে ।

হালের বলদ মামুদ উজ্জ্যাল

লইল রে কিনে ।।‡

সরেজমিনে[২] উজ্জ্যাল মামুদ

চাষে মন দিল ।

কাত্তিক মাসেতে উজ্জ্যাল

জালা ফালাইল[৩] ।।

২। সরেজমিনে=নিজে। ৩। জালা ফালাইল=চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় বীজ ধান ছড়াইল।

পাঠান্তর :—* হায় সায়রে না ভাইস্যা যায় কিনারা পাইল।

† ঘর গিরস্থিরে মায় বানাইল আশায়।

‡ হালের বলদ সাধু লইলেন কিনিয়া।

আগন মাসেতে উজ্জ্যাল
আরে ক্ষেতে হাল বায়।
কিছু কাম নিজে করে
আর কিছু কামলায়[৪] ॥

পোষ মাসে রুয়া করে[৫]
উজ্জ্যাল পউষের আবরে[৬]।
পাঁচ কোটা ক্ষেত উজ্জ্যাল
রুপণ যে করে ॥

রুয়া না করিয়া উজ্জ্যাল*
আরে ক্ষেতে সিঞ্চে পানি।
মস্তকের ঘাম পায়ে পড়ে
দেইখ্যা কান্দে মা জননী ॥

'আহারে পরাণের পুত্তুর
আইজ এমন হইল।
কেঁচেড়া বয়সে[৭] পুত্তুর
হায় রে সংসারে মজিল ॥'

বৈশাখ মাসেতে মামুদ কোন কাম করে।
ধারের কাচি[৮] লইয়া মামুদ চলিল হাওড়ে[৯] ॥
সঙ্গে লয়্যা হালের বলদ মাঠে চইল্যা যায়।
পাকা সাইলার ধান কিছু কিছু দায়[১০] ॥

৪। কামলায়=দিন মজুরে। ৫। রুয়া করে=রোপণ করে। ৬। আবরে=কুয়াশার মধ্যে। ৭। কেচেড়া বয়সে=কাঁচা বয়সে। ৮। ধারের কাচি=ধারাল কাস্তে। ৯। হাওড়=জলা মাঠ। ১০। দায়=কাস্তে দিয়া কাটে।

পাঠান্তর :—*রুয়া না পাইয়া উজ্জ্যাল—'।

ধান না দাইয়া উজ্জ্যাল বাড়ীতে আনিল।
বাতরে[১১] মাড়ান দিয়া ঝাড়িয়া লইল ॥
পুত্রের পর্থম কামাই মায় মাথায় করিয়া।
গোলায় তুলিল গাজী মাদারে[১২] স্মরিয়া ॥
আগ্‌কুলা হইতে ধান যতনে রাখিল।
সেই ধানে পীর মাদারের সিন্নি যে করিল ॥
হালের খোরাকী ঘরে আইল মুখে হইল হাসি।
কত না দিন অভাগী মাও রইয়াছে উবাসী[১৩] ॥
'পুত্র মোর বাইচ্যা থাউক্ নোয়ার কাটি হইয়া।'
পীরের দরগায় সিন্নি মানে মাও আইঞ্চল পাতিয়া ॥

(৩)

জ্যৈষ্ঠ মাসের দীঘল দিন ফুরাইতে না চায়*।
চৌখ আম্‌লাইতে[১] + নিশা পরভাত হইয়া যায় ॥
আম পাকে জাম পাকে ডালে কাগা রায়[২]।
কাটিয়া গাছের ফল মা পুত্ররে খাওয়ায় ॥
জ্যৈষ্ঠমাস গেল মায়ের যাদুর পানে চাইয়া।+
এই মাসে উজ্জ্যাল সাধুর না হইল বিয়া ॥

১১। বাতরে = বাড়ীর বাহিরের উঠানে। ১২। গাজীমাদর = মুসলমানের পীর। ১৩। উবাসী = উপবাসী।

১। চৌখ আমলাইতে = ঘুমে চোখের পাতা ভার না হইতেই। ২। কাগা রায় = কাকে ডাক ছাড়ে।

পাঠান্তর :—* চৌখ আলমালাইতে—'। (সেন মহাশয় অর্থ করিয়াছেন, = চোখ মেলিতে মেলিতে, চোখ মেলা মাত্র)।

+ জ্যৈষ্ঠ মাস গেল যাদুর মায়ের পানে চাহিয়া।

আইল আষাঢ় মাস লইয়্যা মেঘের রাণী।
নদী নালা ভইরা আইসে আষাইঢ়্যা পানি ॥
শুক্‌না নদীতে ঢেউ তোল্‌পাড় করে।
বাণিজ্যি করিতে সাধু কত যায় দেশান্তরে ॥
পাল উড়ে পাল পড়ে উজান চলে নাইয়া।
কোন বা দেশে যায় রে সাধু উজান নদী বাইয়া ॥
এইনা মাসে বনের পঙ্খী ডালে বান্ধে বাসা।
পুতের বউ না আইল মায়ের না পুরিল আশা ॥

ক্ষেতের কাম করে মামুদ নদীর ঘাটে যায়। +
কত দেশের সাধুর নাও দেখিবারে পায় ॥ +
রঙ্গিলা পাল উড়াইয়া ডিঙ্গা যায় দেশান্তরে। +
কত ধন কামাই কইরা ফিইরা আইসে ঘরে ॥ +
সদাইগরের পুত্র উজ্জ্যাল মনে বড়ো আশা। +
না সুজে[৩] তার ক্ষেতের কাম হইয়া ক্ষেতের চাষা ॥ +
ভাগীদারের সঙ্গে উজ্জ্যাল শলা পরামিশ[৪] করি। +
সাঁজের বেলা মায়ের কাছে ফিইরা আইল বাড়ী ॥ +
'গিরকর্ম কর মা'গো আমার কথা ধর[৫]।
সদাইগরের পুত্র চাষার কামে না হই দড় ॥ +
নাও ডিঙ্গা বান্ধা ঘাটে গাঙ্গে আইছে জল। +
বাণিজ্যি করিতে যাইবাম্ কিবান কথা[৬] বল ॥'
হাতের না কাম মায়ে ভূমিতে ফালায়।
অন্ধের মাণিক পুত্তুর ছাইড়া কেম্‌তে[৭] থাক্‌ব মায় ॥

৩। সুজে=সাজে, শোভা পায়। ৪। শলা পরামর্শ=যুক্তি পরামর্শ।
৫। কথা ধর=বুঝিয়া দেখ। ৬। কিবান্ কথা=তোমার মতামত কি।
৭। কেম্‌তে=কি প্রকারে।

'বাণিজ্যিতে কাম নাই রে পুত্তুর, তুমি ঘরে বইস্যা খাও।'
এই ধন বৈদেশে দিয়া পরাণ কেম্‌নে ধর্‌বো মাও।।
যত যত বুঝায় মায়ে পর্‌বোধ[৮] না মানে।
বাণিজ্যে যাইব উজ্জ্যাল কালুকা বিহানে[৯]।।

ছুতার আনিয়া মামুদ নায়ের বান্ধে খিলি।
লোহার টক্কর[১০] মাইরা নায়ে দিল গাবকালি[১১]।।
ছই-ছাপ্পড় বান্ধে নায়ে যতেক আলি মাঝি[১২]*।
জব্বর[১৩] করিয়া পাকায়‡ নাও বান্ধা কাছি।।

সকাল করিয়া মাও ঘুম থাইক্যা‡ উঠিল।
বৈদেশী পুত্রের লাইগ্যা রন্ধন করিল।।
রন্ধন না কইরা মায়ে পুত্রেরে খাওয়ায়।
এক পহর মধ্যে সাধু বাণিজ্যিতে যায়।।
সাইলার চাউল বাইন্ধ্যা মায় দিল পুত্রের লগে[১৪]।
বৈদেশে পুত্রের দুঃখ মায়ের পরাণে জাগে।। +
কিছু কিছু দিল মায় বিন্নি ধানের খৈ।
কিছু কিছু দিল লগে ঘরুয়া[১৫] মৈষের দই।।
আপ্‌চোস[১৬]* দিল ভালা খইর খাজিয়ার চাউল[১৭]।
বিদায় করিয়া মায় হইল বাউল।।

৮। পর্‌বোধ=প্রবোধ। ৯। কালুকা বিহানে=আগামীকল্য প্রভাতে। ১০। টক্কর=গজাল। ১১। গাবকালি=গাব ফলের রস মিশ্রিত কালো রং। ১২। আলিমাঝি=মাঝি মাল্লা। ১৩। জব্বর=মোটা ও মজবুত। ১৪। লগে=সঙ্গে। ১৫। ঘরুয়া=ঘরে পাতা। ১৬। আপ্‌চোস্‌=এক প্রকার পিঠা। ১৭। খইর খাজিয়ার চাউল=এই চাউল জলে ভিজাইলে ভাতের মত হয়, আসামে ইহা 'জোখা' নামে পরিচিত।

পাঠান্তর :—* '—আলি মাঝি।' ‡ '—বান্ধে—'। ‡ '—ঘুমতি—' * আপ্‌ছোস—'।

পীরের সিন্নি মাইন্যা মায় পীরেরে সেলাম জানায় ।
পীরের কদরে[১৮] পুত্র ফিইরা পায় মায় ॥
আষাঢ়িয়া মেঘের ধারা চোক্ষে ঢালে পানি ।
জমিনে পড়িয়া কান্দে আভাগী জননী ॥
ঢেউয়েতে ভাঙ্গিয়া পড়ে নদীর পাহাড় ।
এরে দেইখ্যা পরাণ কান্দে অভাগিনী মার ॥
সায়রে ডাকিয়া বান ঢেউয়ে মারে পাক ।
অভাগিনী ঘুইরা বেড়ায় কুম্ভকারের চাক ॥
আশ্‌মানেতে কালা মেঘ দেওয়ায় ডাকে* ঘন ।
ঘরে বান্ধা নাই সে থাকে কান্দে মায়ের পরাণ ॥
উজান চইলা যায় রে নাও মায়ে থাকে চাইয়া ।
এই বুঝি আইসে রে পুত্র পালের নাও বাইয়া ॥
এহি মতে কাইন্দ্যা মায়ের ছয় মাস যায় ।
কোন বা দেশে গেল রে পুত্র খবর নাই সে পায় ।
মায় সে জানে পুত্রের বেদন গো, আর জানিব কে ।
দশ মাস দশদিন ভালা উদরে রাখ্‌ল যে ॥

(৪)

শুন শুন সভাজন শুন দিয়া মন ।
কোন বা পথে গেল উজ্জ্যাল বাণিজ্য কারণ ॥
ভেড়ামনা বাইয়া সাধু উত্তরে চলিল ।
শিবার বাঁক হাতের ডাইনে পড়িয়া রহিল ॥

১৮। কদরে=মহিমায়, ('দোয়ায়'—সেন মহাশয় ।

পাঠান্তর :—* '—ঢাকে—' ।

ভাগীদারে কয় 'উজ্জ্যাল, সইন্ধ্যা যে মিলায়।
চোর ডাকাইতের ভয়ে উজান যাওন হইব দায়॥
এইখানে বাইন্ধ্যা নাও আইজকার নিশি থাকি।"
অন্যজনে কইছে তবে উজ্জ্যালরে ডাকি॥
'বেবান্ বান্ধের[১] মাঝে যাইয়া কার্য নাই।
এই গেরামের বাঁকে আমরা আইজ থাইক্যা যাই॥'

পাড়েতে হিজলের গাছ জলে পড়ে ডাল।
কাছিতে বান্ধিয়া নাও করিল সামাল॥
আগুন আনিতে উজ্জ্যাল সাধু কোন কাম করে।
নাও ত ছাড়িয়া সাধু উঠে ঘাটের উপরে*॥
কিছুদূর গিয়া দেখে ডেপুরা[২] একখানি।
বইসা আছে বুড়া এক চউক্ষে তার পানি॥
উজ্জ্যালরে দেইখ্যা বুড়া ডাইক্যা কাছে নিল।
আপনার হালচাল যত কহিতে লাগিল॥

দুনিয়ার মাঝে** বান্দার আরে ভালা আর কেহ নাই।
গেরামে বসতি করে এক চাচাত ভাই॥
জোত-জমিন ছিল নিছে নদীতে ভাঙ্গিয়া।
কামাই কইরা খাওয়াইব এমন নাই অর্জনীয়া[৩]॥
দিনের দিনমানে একবার ভাত খায়।
তবুও দিনের নাগাল দৌড়ায়া না পায়॥
এক কন্যা আছে রে বান্দার অন্ধের যেমন নড়ি।
সেই ত কন্যার তরে বুড়া পইড়া থাকে বাড়ী॥+

১। বেবান্ বান্ধের=বহুদূর বিস্তৃত নির্জন বাঁধের। ২। ডেপুরা=ছোটো কুটির। ৩। অর্জনীয়া=উপার্জনক্ষম।

পাঠান্তর :—* '—বালুচরে। ** দুনিয়া ভেতরে—'।

কইতে কন্যার কথা বুড়ার চৌক্ষে বহে পানি।
মাও মরা কন্যা রে তার জনম দুখিনী ॥+
'বিয়ার হইল বয়েস✠ কেমনে দিয়ম্ বিয়া।
এর দুঃখে যাইব রে আমার কয়ব্বর ফাটিয়া ❀' ॥'
এতেক বলিয়া বান্দা কান্দিতে লাগিল।
এহেন কালেতে শুন কোন কাম হইল ॥
বাড়ীতে না আছিল কন্যা কাঙ্কেতে গাগড়ি।+
পানি লইয়া আইল আয়না ফিরি আপন বাড়ী ॥
উঠানে ত বইয়া[৪] রইছে ভিন্‌দেশী পুরুষে।
দেইখ্যা আয়নার মুখে কথা নাইত আইসে ॥+
লাজে রাঙ্গা হইল মুখ শাড়ী টাইনা ঘুরায় গা।
চলিতে চাহিলে কন্যার নাই সে চলে পা।

উজ্জ্যাল সাধু দেখে কন্যার পর্‌থম যইবন।
এমত ছুরত সাধু আরে ভালা না দেখে কখন ॥
নয়ান দেখিয়া উজ্জ্যাল নয়ানরে বুঝায়।
মাথার কেশ উবুত[৫] হইয়া পইড়াছে কন্যার পায় ॥
বসনে না ঢাকে অঙ্গ পড়ে খল্‌কিয়া[৬]।
কন্যারে দেখিয়া সাধুর নাহি ধরে হিয়া ॥
দেশে আছে চম্পার ফুল ফুইট্যা থাকে গাছে।
সেহ চম্পা মৈলান হইব এই কন্যার কাছে ॥
লাজে রাঙ্গা কন্যা সেই আন্দরেতে[৭] গেল।+
অবাক্যি[৮] হইয়া উজ্জ্যাল চাহিয়া রইল ॥+

৪। বইয়া=বসিয়া। ৫। উবুত হইয়া=উল্টাইয়া, উপুর হইয়া। ৬। খল্‌কিয়া=খলিত হইয়া। ৭। আন্দরেতে=অন্দর মহলে। ৮। অবাক্যি=অবাক্।

পাঠান্তর ✠ '—বচ্ছর—'। ❀ '—কাটিয়া।

বুড়া তারে জিগাইল কিবা তার নাম ।+
বাপের পরিচয় কিবা বাড়ী কোন গ্রাম ॥+
পরিচয় কহিল সাধু মাও বাপের নাম ।
পরিচয় কথা উজ্জ্যাল কয় নিজ গ্রাম ॥
পরিচয় শুনি বুড়া কান্দিতে লাগিল ।
'বয়সকালে তোমার বাপ আমার দোস্ত ছিল ॥'
বাপের কথা যত ইতি শুনিয়া শ্রবণে ।
বুঝিল উজ্জ্যাল সাধু কান্দনের কারণে ॥+
দোয়া[৯] না করিয়া বুড়া কয় বারে বারে ।+
'আর বার দেখা দিও ফিরিবার কালে ॥'

এই কথা শুনিয়া* উজ্জ্যাল আগুন মাগিল ।
ভেউয়ায়[১০] করিয়া কন্যা আগুন আইনা দিল ॥
চাইর চউক্ষে চাওয়া চাওই মন বান্ধা থুইয়া ।
পূবদেশে চলিল সাধু আরে ভালা নাও ভাসাইয়া ।

(৫)**

গিরকর্ম[১] কর লো কন্যা
আলো কন্যা, তোর চোক্ষে কেন পানি ।
কোন জনা জ্বালায়া গেল
আলো কন্যা, তোর মনের আগুনি ॥

৯। দোয়া=আশীর্বাদ। ১০। ভেউয়া=কলাগাছের খোল। (সেন মহাশয়ের মতে—হাতা)।

১। গিরিকর্ম=গৃহকর্ম।

পাঠান্তর :—* '—কহিয়া—'।

এমন যইবন লো কন্যা
আলো কন্যা, তোর যায় অকারণে।
কাঞ্চা বয়েস কালে লো কন্যা
আলো কন্যা, তোর ধইরাছে চিন্তা ঘুণে॥
জ্বালাইতে সাঁঝের বাত্তি লো
আলো কন্যা, তোর মনে নাইত রয়।
নদীর ঘাটে যাইলে কন্যা
আলো কন্যা, চৌখ কেনে দূরে চাইয়া রয়॥
ভরা কলসী ঘরে লো কন্যা
আলো কন্যা তোর, পানির ঠেকা[২] নাই।
ভরা কলসী ঢাইলা লো কন্যা
আলো কন্যা, কেনে জলের ঘাটে যাই॥
ছানের বেলা চইলা যায় লো
আলো কন্যা, তোর গায়ে পড়ে না পানি।

২। ঠেকা=অভাব। ৩। চিকন কাকনী=খড়িকার মত কৃশকায়।

** এই গানের দশটি ছত্রের পাঠান্তর—যাহা সেন মহাশয়ের প্রকাশনায় আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"গিরিকর্ম করে কন্যালো আলো কন্যা চক্ষে কেন পানি।
কোন জনে জ্বালাইয়া গেল তোর মনের আগুনি॥
এইমন যৈবন কন্যালো তোর যায় অকারণে।
কাঞ্চা বয়স কালে লো ধরিয়াছে ঘুণে॥
জ্বালাইতে সন্ধ্যার বাতি লো মনে নাই যে রয়।
জলের ঘাটে গেলে কন্যা দূরে চাইয়া রয়॥
ভরায়ে কলসী কন্যা পানির ঠেকা নাই।
ভরন্ত কলসী ঢাল্যা কেনবা জল থাও॥
ছানের হইল বেলালো তোর গায়ে নাইলো পানি।
শুকাইয়া হইয়াছে কন্যা চিকন কাকনী॥"

শুকাইয়া হইলা লো কন্যা
আলো কন্যা, যেমন চিকন কাকনী[৩] ॥**
কান্দে কন্যা জলের ঘাটে যাইয়া ।+
'কোন দেশ তনে[৪] আইলা রে নাইয়া,
তোমার নাও খানি বাইয়া ॥+
বন্ধু আমার চইলা গেল
ঐ না উজান মুখে ।+
কোন বা দেশে রইলা বন্ধু
আপন কামের সুখে ॥+
এক দিনের তো দেখা দেখি
মুখের কথা নাই ।+
চোখের কথায় পরাণ লইয়া
বন্ধু কোথায় গেল্‌গই[৫] ॥+
রাইত আমার কাইন্দ্যা কাটে
দিনের আশায় বইয়া[৬] ।+
এই নায়ে নি আইলা বন্ধু
আভাগীরে চাইয়া[৭] ॥+

(৬)

উজান পানি বাইয়া উজ্জ্যাল পূবের মুলুক্ যায় ।*
ভাগীদার মাল্লাগণে নাওখানি বায় ॥

৪। তনে = হইতে। ৫। গেল্‌গই = যাইয়া থাকিল। ৬। বইয়া = বসিয়া।
৭। চাইয়া = খুঁজিতে।

পাঠান্তর :—* উজান পানি বাইয়া বাইয়ারে সাধু পূবের মুলকে যায়।

পাঁচ বাঁক গিয়া সাধু তবে পাল উড়াইল।
পূবালী বয়ারে[১] সাধুর গায়ে কাঁটা দিল ॥
গায়েতে আসিল জ্বর সাধু শুইল চিন্তায়।
দুই আঙ্খি বুজি দেখে সে পন্থের আয়নায় ॥
দুই আঙ্খি চাইলে দেখে সাম্‌নে আয়না খাড়া।
শয়ানে স্বপনে সাধুর নিরাল আঁখির তারা[২] ॥
কিসের রোগ কিসের চিন্তা দুর্জন পিরিতে ধরিল।
তিন মাস বাইয়া নাও সাধু পূব দেশে গেল ॥
আইজ ভাল কাইল মন্দ এইমতে দিন যায়।
লাভের বাণিজ্য সাধু সমূলে হারায় ॥
আসলে কিনিয়া মাল ফসলে বিকায়[৩]।
দিন রাইত মজ্‌গুল সাধু আয়নার চিন্তায় ॥ +
ভাগীদারে কয় সাধু পাগল হইল।
ছয়মাস পরে উজ্জ্যাল দেশেতে চলিল* ॥

গাঙ্গের পাড়ে হিজল গাছ পাতায় পাতায় পানি।
হিজল গাছ ডাকে সাধুরে দিয়া হাতছানি ॥ +
'রাইতের আন্ধার লাইমা আইল দিনের আলো মিশি। +
এইখানে বান্ধহ নাও আজুকার নিশি ॥'
রাইত পোহাইলে উজ্জ্যাল ভাগীদারেরে কয়।
'আইজ দিন এইখানে মোরা থাক্‌বাম্ নিচ্চয় ॥'

১। বয়ারে = বাতাসে। ২। নিরাল আঁখির তারা = একটি বিষয় ছাড়া চক্ষু আর কিছু দেখে না। ৩। আসলে কিনিয়া মাল ফসলে বিকায় = ব্যবসায়ীর নিকট হইতে মাল কিনিয়া উৎপাদকের মূল্যে বিক্রয় করে।

পাঠান্তর :—*'—ফিরিল

চরেতে উঠিল উজ্জ্যাল আয়নারে খুঁজিতে।
শূনা ভিটা পইড়া রইছে না পায় দেখিতে॥
পিঞ্জিরা রইয়াছে খালি পঙ্খী মাইরাছে উড়া।
খুঁইজ্যা না পাইয়া উজ্জ্যাল হইল বেহুড়া[৪]॥
একখানে দেখে সাধু কয়ব্বরের চিন্[৫]।
ঘুরিতে ঘুরিতে সাধুর গেল সেই দিন॥
পাড়াপড়শী জনে উজ্জ্যাল জিজ্ঞাসা যে করে।
'দুইমাস গেল বান্দা[৬] গিয়াছে ভেস্তরে[৭]॥
দুনিয়ার চিহ্ন তার কয়ব্বর পইড়া আছে।'
পাড়াপড়্শী জনে উজ্জ্যাল আয়নার কথা পুছে॥
কেউ জানে কেউ না জানে কেউ কয় মন্দ।
আর একদিন গেল সাধুর না ঘুচিল সন্দ[৮]॥
সন্ধান না পাইল আয়নার গেরামে গেরামে ঘুরি।+
তিন দিন পরে আইল আপন নায়ে[৯] ফিরি॥

নায়ে না ফিরিয়া উজ্জ্যাল ভাগীদারেরে কয়।+
'তোমরা সগ্‌গলে দেশে যাও আমি যাইবাম্ নয়[১০]॥+
মায়েরে কইও ভাগীদার, আমার বাড়ীত্ গিয়া।
তোমার পুত্তুর উজ্জ্যাল গেছে ফকির হইয়া॥
মায়েরে কইও ভাগীদার তোমারে জানাই।
তোমার পুত্তুর উজ্জ্যাল সাধু পরাণে বাঁইচ্যা নাই॥
মায়েরে কইও ভাগীদার যদি মায়ে পুছে।
তোমার পুত্তুর পূব দরিয়ায় ডুইব্যা সে মইরাছে॥

৪। বেহুড়া=বাউড়া, পাগল। ৫। চিন্=চিহ্ন। ৬। বান্দা=লোকটি, আয়নার পিতা। ৭। ভেস্তরে=স্বর্গে। ৮। সন্দ=সন্দেহ। ৯। নায়ে=নৌকায়। ১০। যাইবাম্ নয়=যাইব না।

আর কইও রে ভাগীদার দুখিনী মায়েরে।
আর না আইব মামুদ উজ্জ্যাল চান্দের ভিটার ঘরে ॥'

বেহুড়া হইয়া উজ্জ্যাল ঘুরিয়া বেড়ায়।
ভিক্ষা মাগিতে উজ্জ্যাল বাড়ী বাড়ী যায় ॥
কেহ দেয় মুইঠের চাউল কেহ দেয় গালি।
কেঁচেরা বয়সে[১১] কেনে লইছে ভিক্ষার ঝুলি ॥
কেউ বলে কারণ আছে, কেউ বলে নয়।
এক গেরাম ছাইড়া সাধু আর গেরামে যায় ॥
কুলের বউরে ভিক্ষা দিতে শাউড়ী করে মানা।
কেউ বা বলে এই ফকিরা পিরীতের দাওয়ানা[১২] ॥
বাইন্যা[১৩] চিনে সোনা রূপা রে রসিক রসিকে।
তিন গাঁও ঘুইরা উজ্জ্যাল না পাইল ভিক্ষে ॥

সেই গেরাম ছাইড়া উজ্জ্যাল চলিল অন্যত্।
সন্ধ্যা গুজারিয়া যায় ঝিলিমিলি[১৪] পথ ॥
সাঁজালের ধুমা[১৫] উইঠ্যা বাঁশ বনেতে উড়ে।
উইড়্যা আইসে কাউয়া-কুলি আপনার ঘরে ॥
সইন্ধ্যার আন্ধারে পথ নাই সে দেখা যায়।
একলা চইলাছে ফকির কন্যারে খুঁইজা বেড়ায় ॥ +
আইজ থাকিব মামুদ উজ্জ্যাল ঐনা গাছের তলে।
কাইল যাইব বেহুড়া মামুদ ভাইস্যা চৌক্ষের জলে ॥ +
পরের মায়ে ডাইক্যা তারে দিনমানে খাওয়ায়।
কোনো দিন পেটে দানা পড়ে কোনোদিন উবাসে যায় ॥

১১। কেঁচেরা বয়সে=কাঁচা বয়সে, অল্প বয়সে। ১২। দাওয়ানা=ভবঘুরে ফকির। ১৩। বাইন্যা=স্বর্ণকার। ১৪। ঝিলিমিলি=আবছায়া। ১৫। সাঁজালের ধুমা=মশা দূর করিবার জন্য গোহাল ঘরে প্রজ্জ্বলিত আগুনের ধূম।

(৭)

জিকির[১] ছাইড়া ফকির রে

আরে ফকির দেউড়ির কুণায় খাড়া।

সুজন গিরস্থ ডাইক্যা কয়

সকাল কইরা[২] ভিক্ষা দেও তোমরা ॥

ভিক্ষার ডালা লয়্যা কন্যা রে

আরে কন্যা ভিক্ষা দিতে আইল।

ফকিরারে দেইখ্যা রে ডালা

আরে ডালা ভূমিতে পইড়া গেল ॥

চাইর চৌক্ষু এক হইল রে

আরে চৌক্ষে ঝইর‍্যা পড়ে পানি।

কতদিন পরে দেখা রে

দোয়ের[৩] আকুল পরাণী ॥*

কান্দিয়া কহিল কন্যা 'আইজ এমন কেনে দেখি।+

ফকির হইলা কেনে কোন বা দুঃখের লাগি ॥'+

উজ্জ্যাল মামুদ উত্তর দিল,—

'ভিক্ষা নাই সে করি লো কন্যা

আমার ভিক্ষার কার্য নাই।+

✝তোমার লাইগ্যা দেশে দেশে

আমি ঘুইরা বেড়াই ॥+

১। জিকির=চিৎকার করিয়া ভগবানের নাম করা। ২। সকাল কইরা= শীঘ্র করিয়া। ৩। দোয়ের=দুইজনের।

পাঠান্তর :—* কোন দিন দেখ্যাছে কন্যা না যায় ভুলন রে।

✝ ছয় মাস ঘুইরা ঘুইরা জান করি হয়রাণি।

সংসারের লোক পাগল বেহুরা রে ॥

ছয় মাস হইল রে কন্যা,
আমি ঘুরি দেশে দেশে।
জান পরাণ হয়রান কইরা
দেখা পাইলাম শেষে ॥ +

ছুনিয়ার লোকে কয় আমারে
ফকির পাগল বেহুড়া।
চোর ডাকাইত কেউ বা বলে
দেওয়ানা ঘর ছাড়া ॥ +

চাউল নাই সে চাই লো কন্যা,
কড়ি নাই সে চাই।
তোমারে পাইলে কন্যা
আমি দেশে চইলা যাই ॥'**

উজ্জ্যাল সাধুর কথা শুইনা কন্যা ভাবিত হইল। +
ভাইব্যা চিন্ত্যা কথা কন্যা কইতে লাগিল ॥ +
'মামুর বাড়ী আছি আমি বাপ গেছে মারা।
ছয়মাস ধইরা আমার কাঁদন কাটি সারা ॥
মামুর পোলার সঙ্গে আমার দিতে চায় বিয়া। +
পন্থের পানে চাইয়া আছি তোমার লাগিয়া ॥ +
পরের মাও বাপেরে আমি ডাকি বাপ মাও।*
যে দেশে যাইবা বন্ধু, আমারে সঙ্গে লয়্যা যাও ॥'

'শুন শুন আলো কন্যা কই যে তোমারে। +
আইজ রাইতে তোমারে লয়্যা যাইব দেশান্তরে। +

পাঠান্তর :— ** চাউল নাই সে চাই কন্যালো কড়ি নাই সে চাই।
তোমার যৈবন ভিক্ষা করিলো কন্যা দেশে চইল্যা যাই ॥**

রাইতে না ঘুমাও কন্যা কান রাইখ খাড়া[৪]।+
আইজ রাইতে তোমারে লয়্যা হইব দেশছাড়া॥+
ভয় না করিও কন্যা খোদার দোয়া চাই।+
সাত সুমুদ্দুর তের নদী পার হইয়্যা যাই॥+

রাইত নিশিকালে উজ্জ্যাল কন্যারে লইয়া।+
নিজ দেশেতে চইল্যা গেল জল-জঙ্গলা ভাঙ্গিয়া॥+
দেশেতে আসিয়া উজ্জ্যাল কোন কাম করে।+
শরামতে[৫] সাদী কইরা লইল আয়নারে॥+
পুত্তুর বিয়া দিয়া মায় বউ লইল কোলে।
সইন্ধ্যা কালের বাত্তি যেমন ঘর পশরিয়া[৬] জ্বলে॥
মাও খুশী বইন খুশি আয়নারে পাইয়া।
আর খুশী হইল উজ্জ্যাল সুন্দর বউ পাইয়া॥

এক যাদু মিলে রে ভালা পানে আর চূণে।
আর যাদু মিলেরে ভালা দুই আখির কোণে॥
আর যাদু মিলে রে ভালা পরাণে পরাণ।
সংসারের সার পিরীত যে পায় সন্ধান॥

(৮)

মামুদ উজ্জ্যাল হাটে যায় রে কিন্যা[১] আন্‌ব কি।
আয়না বিবির লাইগা আন্‌ব আবের চিরুণী॥
উজ্জ্যাল মামুদ হাটে যায় রে কোনাকুনি পথ।
আয়নার লাইগা কিন্যা আন্‌ব নাকের বলাক নথ॥

৪। কান রাইখ খাড়া=শুনিবার জন্য সর্বক্ষণ কান পাতিয়া থাকিবে।
৫। শরা মতে=মুসলমান শাস্ত্র মতে। ৬। পশরিয়া=আলোকিত করিয়া।
১। কিন্যা=কিনিয়া।

উজ্জ্যাল সাধু মেলায় যাইব কি আন্‌ব বাড়ী ।*
আয়নার লাইগা আন্‌ব সাধু আশ্‌মান তারা শাড়ী ॥

আশ্‌মান্‌ তারা শাড়ীর না রে মধ্যে মধ্যে ফুল ।
এই শাড়ী পিন্ধিয়া কন্যা পর্‌ব কানে তুল† ॥

শাড়ী তুল পইর‍্যা কন্যা যাইব জলের ঘাটে ।+
ঘাটের নারী চাইয়া দেখ্‌ব আয়না বিবির ঠাটে ॥[২] +

জলের ঘাটে যাইব কন্যা কাঙ্কে কলসী লইয়া ।
আয়নার লাইগ্যা থাইক্‌ব উজ্জ্যাল পন্থের পানে চাইয়া ॥

বন্দরে যায় উজ্জ্যাল মামুদ বেচিতে ফসল ।‡
আয়নার লাইগ্যা আন্‌ব কিন্যা সঁাচ্চা গন্ধ তেল ।

সঁাচ্চা গন্ধ তেল আর গুলাবী আতর ।+
উজ্জ্যালরে করে আয়না কতনা আদর ॥+

গিরস্তির কামে[৩] উজ্জ্যাল মন নাই সে দিল ।
পোষমাসে উজ্জ্যাল কোটায় জালা ফালাইল[৪] ॥
মাঘ মাসে উজ্জ্যাল মামুদ জালায় সিঞ্চে পানি ।
মাঘ মাইস্যা শীতে উজ্জ্যাল পান্তা[৫] হয় ঘামি ॥+
মায়ে ত তুইলা রাখ্‌ছে বিন্নি ধানের খৈ ।
স্বুয়ামীরে খাওয়ায় আয়না ঘরুয়া[৬] মইষের দৈ ॥

২। ঠাটে=সজ্জার গর্ব। ৩। গিরস্তির কামে=কৃষিকর্মে। ৪। কোটায় জালা ফেলাইল=(বোরো ধানের জন্য) বীজতলায় বীজধান ছিটাইল, (এই বীজ ছিটাইতে হয় কার্তিক মাসে)। ৫। পান্তা=ভিজিয়া জব্‌জবে। ৬। ঘরুয়া= গৃহে প্রস্তুত।

পাঠান্তর :—* উজ্যাল সাধু হাটে যাইব কিন্যা আন্‌ব কি।
† '—যাইব জলের ঘাটে।
‡ উজ্জ্যাল সাধু হাটে যায়রে কিন্যা আন্‌ব কি

এড়াস্ত-ছেরাস্ত[৭] + উজ্জ্যাল ঘামে ভিজে অঙ্গ।
কাছে খাড়ায়া বাতাস করে আয়না দেখে রঙ্গ ॥ঞ্চ
ঠাণ্ডা কলসীর পানি আয়না খাওয়ায় সোয়ামীরে।
নানান্ ছালোন্[৮] রাইন্ধ্যা খাওয়ায় যতনে ভাত বাইড়ে ॥+
গিরস্থির কামে আয়নার মুখে মধুর হাসি।
সুয়ামীরে পাইয়া আয়না মনে বড়ো খুশী॥
আশ্মান্ তারা শাড়ী কন্যার ক্ষেণে ক্ষেণে উড়ে।
যইবন ঢলিয়া পড়ে লিলুয়া বয়ারে[৯]॥
এরে দেখ্যা মামুদ উজ্জ্যাল পাগল হইল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধুর কয়মাস গেল॥

চৈত বৈশাখ দুই মাস এইমতে যায়।
কামেলা লইয়া উজ্জ্যাল ক্ষেতের ধান দায়[১০]॥
জ্যৈষ্ঠ মাস যায় দেখ গাছে পাকে আম।
এই না মাসে শেষ হয় গিরস্থির কাম[১১]॥
ঘরে রাইখা মিষ্টি আম আয়না যতনে পাকায়।+
কাটিয়া নিজের হাতে সোয়ামীরে খাওয়ায়॥
জ্যৈষ্ঠ মাসের লম্বা দিন কাটিতে না চায়।
রাইতে চৌখ আমলাইতে[১২] ভোর হইয়া যায়।*
বিছান ছাড়ি উইঠে আয়না কত না কাম তার।+
সোয়ামীতে আইঞ্চল ধরে যাওন হইল ভার॥+

৭। এড়াস্ত ছেরাস্ত=এলিয়ে পড়া শ্রান্তি। ৮। ছালোন=ব্যঞ্জন। ৯। লিলুয়া বয়ারে=লীলা চঞ্চল বাতাসে। ১০। দায়=কাটে। ১১। গিরস্থির কাম=বোরো ধানের আবাদ বুঝিতে হইবে। ১২। আমলাইতে=ঘুমে ভার হইতে না হইতে।

পাঠান্তর :—ঞ্চ অরস্ত ছরস্ত—'।
ঞ্চ কাছেতে খাড়াইয়া আয়না গায়ে বাতাস করে।
* চৌখ আলমালাইতে দেখে রজনী পোহায়॥

'আর একটু থাক লো কন্যা বুকেতে শুইয়া।
আজুকার নিশি কেম্‌নে দেখ গেল পোহাইয়া ॥'

(৯)

'তাই রে নারে নাইরে না'[১] করি জৈষ্ঠ মাস গেল।
জলের যইবন লয়্যা দেখ আষাঢ় মাস আইল ॥
কাঙ্কে কলসী মেঘের রাণী ফিরেন পাড়া পাড়া।
আশ্‌মানে খাড়ায়্যা জমিনে ঢালেন জলের ধারা ॥
সায়র[২] হাওর[৩] নদীনালা জলে করে কল্ কল্।
কোথার থাইক্যা আইল রে পাগ্‌লা জোয়ারের জল ॥
ডুবা ডেঙ্গ্‌রা[৪] ভইরা গেল মুল্লুক কইরা তল ॥ঃ
আষাইঢ়্যা নয়া পানি হইল রে পাগল ॥
কোথার্‌তনে আইসে রে ঢেউ ফেনা মুখে লইয়া।
কোন বা দেশে যায় রে পানি এইনা দেশ ভাসাইয়া ॥ +
সাধুর তরণী যায় উড়াইয়া পাল।
কোন বা দেশে যায় রে সাধু পাইতে লক্ষ্মীর লাগাল। +

ভাগীদার আইসা কয় 'উজ্জ্যাল, কি কর বসিয়া।
এইত আষাঢ় মাস আধেক যায় বইয়া ॥
বাণিজ্যের সময় দেখো গত হয়্যা যায়।
বয়েস কালে[৫] না কর্‌লে অর্জন শেষে হইব দায়।'

১। তাইরে নারে নাইরে না=ইহা একটি প্রচলিত কথা। ইহার অর্থ—মনের আনন্দে অপ্রয়োজনীয় ও তুচ্ছ কাজ। ২। সায়র=বড়ো নদী। ৩। হাওর=জল জঙ্গলে ভরা বড়ো মাঠ। ৪। ডুবা ডেঙ্গরা=পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্য ভাষায় 'খালখন্দ'। ৫। বয়সকালে=প্রথম জীবনে।

পাঠান্তর :—ঃ ডুবা ডেঙ্গরা বাহিয়া মুলুক হইল তল

ভাগীদারের কথায় উজ্জ্যাল কোন কাম করে।
ছুতার ডাকিয়া নাও দোরস্ত[৬] যে করে ॥

নয়া কাষ্ঠ লাগাইয়া মারিল পাতাম[৭]।
নয়া নবিল[৮] বস্ত্রে বানাইল নায়ের বাদাম[৯] ॥

এইমতে উজ্জ্যাল সাধু বাণিজ্যের লাগিয়া।*
তৈয়ার হইল গাঙ্গে নাও ভাসাইয়া ॥ +

মায়ের কাছেতে সাধু মাগিল বিদায়।
মাও বইনে চৌক্ষু মুইছা করিল বিদায় ॥ ++

ঘরে রইছে সুন্দরী আয়না সাধু তার কাছে গেল।++
ভালোমন্দ কত মতে তারে বুঝাইল ॥ +

'আরে শুন শুন পরাণের আয়না সুধাই তোমারে।
বাণিজ্যের লাগিয়া যাইব দূর দেশান্তরে ॥

মাও আছে বইন আছে থাইক তাদের নিয়া।
ছয় মাস পরে লো আমি আইবাম্[১০] ফিরিয়া ।।++

ছয়মাস রইবা লো আয়না তুমি হইয়া অবর[১১] নারী।
**আমার না মাও লো আয়না তোমার শাশুড়ী ॥

৬। দোরস্ত = মজবুত। ৭। পাতাম = নৌকার কাঠ জুড়িবার ছোটো পাত-লোহা। ৮। নবিল = মোটা থান কাপড়। (সেন মহাশয়ের মতে—নবীন)। ৯। বাদাম = পাল। ১০। আইবাম্ = আসিব। ১১। অবর = স্বামী বিরহিতা।

পাঠান্তর :—* হায় এহিমতে উজ্জ্যাল সাধু বাণিজ্যেতে যায়।
+ বইনের কাছেতে সাধু মাগিল বিদায়।
++ আয়নার কাছেতে সাধু বিদায় হইতে যায় ॥
++ ছয় মাস পরে আমি আইবাম্ বাড়ী।

তারে লয়্যা বঞ্চিও আয়না এইনা দুঃখের ছয় মাস।
পর্‌থমে দুখুঃ কর্‌লে লো আয়না শেষে সুখের আশ ॥+
আমার না বইন লো আয়না তোমার ননদী হয়।
ঘাটে যাইতে তার সঙ্গে তোমার না থাকিব ভয় ॥+
পাড়াপড়শী যত আছে লো তারা মা বাপ্‌ ভাই।
মিল্যামিশ্যা থাক্‌লে লো আয়না তোমার ভয় নাই ॥**
ছয়মাস পরে লো আয়না যদি থাকে কপালে।
পীরের পর্‌সাদ হইলে হারাধন মিলে ॥
তোমারে লইয়া লো কোলে হইবাম্‌ ফির্‌ সুখী।
ছয়মাস থাক্‌বাম্‌ লো আমি হইয়া উড়ান্‌চরা পাখি ॥
যইবনে যইবতী কন্যারে লো আয়না, না যায় পাসরা
এই খানে ত রাইখ্যা গেলাম আমার দুই নয়ানের তারা ॥'

স্বয়ামীর এই কথা আয়না যখনি শুনিল।+
অকর্‌স্মাৎ ঠাডার[১২] যেমন মস্তকে পাড়িল ॥+

'না যাইও না যাইও রে বন্ধু,
তুমি দূর দেশান্তরে।
অভাগী আয়নারে লয়্যা বন্ধু,
তুমি থাক আপন ঘরে
রে বন্ধু, তুমি যাইও না ॥—ধুয়া।

১২। ঠাডার=বজ্র।

পাঠান্তর ঃ—*—* আমার না মাও লো ও আয়না তোমাব না শাশুরী লো।
তারে লইয়া বঞ্চিও ছয় মাস লো ॥
আমার না বাহিনী লো ও আয়না তোমার না ননদী লো।
তারে লইয়া বঞ্চিও ছয় মাস লো ॥
পড়াপড়শী আছে যত লো আয়না সবে মাও ভাই লো।
সব লইয়া বঞ্চিও ছয় মাস লো ॥

না যাইও না যাইও রে বন্ধু,
তুমি বাণিজ্যি কারণে।
বৈদেশে পাঠায়্যা বন্ধে আমি
ঘরে থাক্‌বাম্‌ কেমনে।
চান্দ ছাড়া কালো রে নিশি
দেখ সদাই সে আন্ধারা।
যইবন কালে নারীর পতি
যেমন পুষ্পেতে ভমরা॥
খরতর ঢেউয়ের নদী রে
তাতে চলে যইবন তরী।
এমন কালে পতি ছাড়লে
না রইব কাণ্ডারী॥ক
ভরা যইবতী নারী রে বন্ধু,
তুমি হৃদ্‌পিঞ্জিরার পাখি।
অসময়ে কেনে যাও রে বন্ধু,
আমারে দিয়া ফাঁকি॥
আরাকারা[১৩] ঢেউয়ের নদীরে বন্ধু,
কে করে সামাল।
অখন্দে[১৪] ছাড়িয়া গেলে বন্ধু,
যইবন হইব কাল॥
খাই বা না খাই রে বন্ধু,
তোমারে বইক্ষে লয়্যা থাকি।

১৩। আরাকারা=পাগ্‌লা। ১৪। অখন্দে=ফসল উৎপন্ন না হইতেই। (সেন মহাশয়ের মতে অসময়ে)।

পাঠান্তর :—ক এমন কালে ছাইরা গেলে কে অইব কাণ্ডারী॥

এমন সোনার যইবন রে, বন্ধু
আমি কেম্‌নে ধইরা রাখি ॥
সোনা নয় রূপা নয় রে বন্ধু,
নয় রে পিতল কাঁসা।
ভাঙ্গিলে না গড়া যায় রে বন্ধু
নাই রে পরে আশা ॥*
আষাইঢ্যা পাগ্‌লা নদী রে বন্ধু,
বয় উজান ঘাঁটা।
কাত্তিক মাস আইলে রে বন্ধু,
পানি ফিরা চল্‌ব ভাটা ॥
অভাগ্যা নারীর যইবন রে বন্ধু,
ধইরাছে জোয়ারে।
এই পানি ভাট্যাইলে বন্ধু,
আর নাইত আইব ফিরে
রে বন্ধু, তুমি যাইও না ॥'

এই মতে অভাগী আয়না বহুত কান্দন করিল।
শুক্কুর বারেতে উজ্জ্যাল খোয়াজের[১৫] সিন্নি দিল ॥
শনিবারে উজ্জ্যাল সাধু ছাইড়া যাইব নাও ॥ঞ্চ
অভাগিনী আয়না কান্দে "আমার মাথা খাও।
বন্‌-পাকের[১৬] মুখে তুমি না ধরিবা নাও ॥

১৫। খোয়াজ=যাত্রায় মঙ্গল দাতা পীর। ১৬। বন্‌ ও পাক=বন্যা ও নদীর ঘূর্ণি স্রোত।

পাঠান্তর :—* ভাঙ্গিলে সে গড়া যায় রে পরে আছে আশা।
ঞ্চ '—ছাড়িলেক নাও।

অভাগিনী আয়না কান্দে "শুন পরানের পতি।
দেওয়ায় ডাকিলে বান্ধিও নাও শীঘ্রগতি ॥"
অভাগিনী আয়না কান্দে "আমার মাথা খাও।
রাইত নিশাকালে বন্ধু, না বাহিও নাও ॥
গারুয়া ভাঙ্গড়ের মল্লুক সেই দেশে না যাইও।
ছয় মাসের মধ্যে তুমি ফিরিয়া আসিও ॥
কিবা ধন পাইবা রে বন্ধু, তুমি জুড়াইতে হিয়া।
কোন বা সুখ পাইবারে বন্ধু, তুমি আমারে ছাড়িয়া ॥" +

আয়নারে রাখিয়া উজ্জ্যাল বাণিজ্যেতে যায়।
অভাগী আয়নার হইল ঘরে থাকন্ দায়।
দিন যায় রে কাইন্দ্যা কাইট্যা রাইত যায় জাগিয়া। +
মনের সোয়াস্তি নাই রে কন্যার সোয়ামীর লাগিয়া ॥ +

(১০)

(এই অধ্যায়টি মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই। সেজন্য নূতন বুঝাইতে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল না)।

আষাঢ় মাসের আন্ধাইরা রাইত আকাশ ভরা মেঘ।
জিল্‌কি ঠাডা[১] পড়ে কত দেওয়ার ঘন ডাক ॥
একলা ঘরে শুইয়া আয়না ভাবে মনে মনে।
এমন কালে কোথায় সাধু রইল ঝড় তুফানে ॥
শাওন মাসের ভরা নদী ঢেউয়ে মারে পাক।
নদীর ধারে জমিন ভাইঙ্গা পড়ে ঝুপ্‌ঝাপ্ ॥

১। জিল্‌কি ঠাডা=বিজলির চমক্ ও বজ্র।

নায়ের মাঝি হাইল ধইরাছে হইয়া সাবধান।
আয়না ভাবে এমন গাঙ্গে কোথায় পরাণ ধন ॥
ভাদ্দর মাসে ভরা গাঙ্গ কূল কিনারা নাই।
গাঙ্গের ঘাটে গিয়া কন্যা থাকে দূরে চাই ॥
"ঐনা পথে গেলরে বন্ধু আমারে ছাড়িয়া।
কোথায় গেলা পরাণের বন্ধু পাল উড়াইয়া ॥"
আশ্বিন মাসে গাঙ্গের জলে ধইরা গেছে ভাটা।
বৈদেশী নাও ফিইরা যায় রে কইরা কত ঘটা ॥
ছয় মাস না হইল সাধুর চাইর মাস যায়।
ঘরে বইসা সুন্দর আয়না দিন গইনা রয় ॥
কাত্তিক মাসের দিন যায় রে আশায় চাইয়া।
একমাস আর আছে রে সাধু আইব ফিরিয়া ॥
বাড়ী ঘর সাফ্ রাখে আয়না সোয়ামীর লাগিয়া
ভালা ভালা বস্ত্র রাখে ছিক্কায় তুলিয়া ॥

সেই না দিনে সইন্ধ্যাবেলা ভাগীদার ফিরিল।
উজ্জ্যাল সাধুর নাও ডুইব্যাছে গেরামে রটিল ॥
দারুণ পাহাইড়্যা নদী আকাইল্যা[২] বান।
রাইতে ডুইব্যাছে নাও না হইল সন্ধান ॥
কোথায় গেল উজ্জ্যাল সাধু কেউ নাই সে জানে।
বাঁইচ্যা কি আছে রে সাধু জানে আর পরাণে ॥
মাও কান্দে বইন কান্দে উঠানে পড়িয়া।
ঘরের মাঝে আয়না কান্দে মাথা থাপাইয়া ॥
কান্দিয়া কাটিয়া আয়না উঠিয়া বসিল।
আর্শি আনিয়া কন্যা আপন কপাল দেখিল ॥

২। আকাইলা=অকালে, অসময়ে।

কপালের সিঁদূর জ্বলে যেমন সইন্ধ্যা তারা।
ভাবিতে লাগিল আয়না পাইয়া দিশারা[৩] ॥

'বাঁইচ্যা আছেরে আমার সোয়ামী পরাণ ধন।
না হইলে কপালের সিঁদূর হইত রে মইলান।

বইক্ষের মাঝে দুপ্ দুপ্ কইর্ত রে আমার।
হস্তের আলঙ্কার ভাইঙ্গ্যা যাইত না থাকিত আর ॥

গায়ের আইঞ্চল পায়ে জড়ায়্যা পইড়া যাইতাম পথে।
অঙ্গ আমার কাঁপিত রে থির না রইত কোনো মতে ॥

নিচ্চয় সোয়ামী আমার পরাণে বাঁইচ্যা আছে।
বৈদেশে বেঘোরে কিবা বেবানে[৪] পইড়াছে।'

এই না ভাবিয়া আয়না কোন কাম করিল।
রাইতের নিশা কালে কন্যা ঘর ছাইড়্যা চলিল ॥
নদীর কূলে কূলে কন্যা যায় উজান পথে।
যারে দেখে তারে জিগায় কথা নানান্ মতে ॥
কেউ ত না কইতে পারে কোথায় হইল নাও ডুবি।
দিন রাইত চলে কন্যা পীরের দোয়া ভাবি ॥
পন্থের লোক দেখে কন্যা পরম সুন্দরী।
আশ্মান থাইক্যা লাইমা[৫] আইছে স্বগ্গের হুরপরী ॥
সাধুলোকে দেইখ্যা পন্থে করে হায় হায়।
এমন সুন্দর কন্যা এইমত দুঃখ পায়।
লুচ্চা লোকোন্দরা[৬] লোক পাগ্লীরে দেখিয়া।
ভয়ে পন্থ ছাইড়্যা তারা থাকে ত সরিয়া ॥

৩। দিশারা=ইঙ্গিত। ৪। বেবানে=অসহায় অবস্থায়। ৫। লাইমা=নামিয়া। ৬। লুচ্চা লোকন্দরা=লম্পট বদমাশ।

পেটে নাইরে দানা কন্যার মুখে না দেয় পানি ।
নদীর কুলে কান্দে কন্যা জনম দুঃখিনী ॥

বানিজ্য করিয়া ফিরে এক না বুড়া সদাইগর ।
নদীর পাড়ে দেখে কন্যা পরম সুন্দর ॥
নাও না লাগায়্যা বুড়া কি কাম করিল ।
ঘাটে আইসা সদাগর আয়নারে জিগাইল ॥
"শুন শুন আরে কন্যা আমি তোমার বাপ ।
কি কারণে কান্দ কন্যা পাইলা কিবা তাপ ॥'
কান্দিয়া কহিল আয়না সগল বিবরণ ।
দুঃখিত হইল শুইন্যা সদাইগরের মন ॥
"শুন শুন আরে কন্যা আমি কই যে তোমারে ।
এই মতে খুঁজিয়া তুমি না পাইবা সোয়ামীরে ॥
আমার সঙ্গে চল লো কন্যা চল আমার ঘরে ।
সাত পুত্র্ আছে আমার খুঁইজ্‌ব তোমার স্বামীরে

দয়াদার সদাইগরের কথা শুনিয়া সুন্দরী ।
তার সঙ্গে নায় উইঠ্যা গেল তার বাড়ী ॥
সুজন সদাইগর সেই সাত পুত্ররে ডাকিয়া ।
সাত দিগে পাঠাইল খুঁজিবার লাগিয়া ॥

(১১)

(এই অধ্যায়টি সেন মহাশয়ের সম্পাদিত গ্রন্থে নাই, ইহা সম্পূর্ণ নূতন সংগ্রহ। সেজন্য ছত্রের শেষে নূতন বুঝাইতে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল না।—সম্পাদক।)

উজ্জ্যাল সাধু বৈদেশে আইসা কামে মন নাইত বসে ।
রাইত দিন ভাবে সাধু কবে যাইব দেশে ॥

এক দুই তিন কইর‍্যা চাইর মাস গেল।
পাঁচ মাসে উজ্জ্যাল নায়ের মুখ ফিরাইল ॥
ভাটি গাঙ্গে চলে নাও সুতে খরষাণ[১]।
পাহাড়ীয়া বিষ্টি হইয়া ডাইকা উঠে[২] বান ॥
একে ত পাহাইড়্যা নদী তাতে বান ডাকে।
সাঁঝের আন্ধারে নাও পইড়্যা গেল পাকে ॥
পাকে না পড়িয়া নাও ঘুরপাক খায়।
ডুইব্যা গেল সাধুর নাও মাঝ্‌দরিয়ায় ॥
ভাইস্যা যায় রে উজ্জ্যাল সাধু কাষ্ঠ খণ্ড ধরি।
গারুয়ার[৩] গেরামে আইসা চরায় রইল পড়ি ॥

পরভাত কালে ঘাটে আইসে গারুয়ার নারী।
দেখিল সুন্দর পুরুষ ঘাটে রইছে পড়ি॥
হোঁসগোঁস নাই পুরুষের পরাণ মাত্র আছে।
গেরামে যাইয়া কইল কথা গারুয়ার কাছে ॥
গারুয়া আইস্যা লয্যা গেল আপনার ঘরে।
বাইচ্যা উঠ্‌ল উজ্জ্যাল সাধু ধইরল কালাজ্বরে[৪] ॥
কাইল্যা জ্বর পাহাইড়্যা জ্বর বাঁচন হইল দায়।
জ্বরে ধইরা উজ্জ্যাল সাধুর তিন মাস যায় ॥
সুজন সদাইগরের পুত্তুর খুঁজিয়া পাতিয়া।
একমাস পরে গারুয়ার ঘরে পাইল আসিয়া ॥
নায়ে তুইলা উজ্জ্যালরে লইল আপনে ঘরে।
সোয়ামীরে লইয়া আয়না আইল বাড়ী ফিরে ॥

১। সুতে খরষাণ = খরস্রোতা। ২। ডাইক্যা উঠে বান = সবেগে জল বৃদ্ধি পাইল। ৩। গারুয়ার = গারো জাতির। ৪। কাইলা জ্বর = কালা জ্বর

ঘরে আইসা উজ্জ্যালরে খাওয়ায় দাওয়াই পানি[৫]।
গেরামের লোকে আয়নারে লয়্যা করে কানাকানি ॥

তিন মাসে উজ্জ্যাল মামুদ ভালা যে হইল।
জুম্মাবারে মইস্‌জিদে নামাজ পড়িবার গেল ॥
মোল্লা মৌলানা তারে কহিল ডাকিয়া।
"তোমার বিবি অসতী হইল রাইতে ঘর ত ছাড়িয়া ॥
এই নারী না রাখবা তুমি আপন ঘরে।
খেদাইয়া দেও তারে দূর দেশান্তরে ॥
এহার অতামিল[৬] তুমি কর কোনো মতে।
ঠেকি হয়্যা[৭] থাকবা তুমি এই না সমাজেতে ॥"

আশ্‌মান ভাইঙ্গ্যা ঠাডার[৮] পইড়্‌ল উজ্জ্যালের মাথায়।
পন্থে পন্থে ঘুরে উজ্জ্যাল করে হায় হায় ॥
রাইতের নিশাকালে আইল আপনার ঘরে।
মিছা কথা কইল উজ্জ্যাল সুন্দরী আয়নারে ॥
"দোস্ত এক আছে আমার তিন দিনের পথ।
সেই না দোস্ত আইজ মোরে দিয়াছে দাওয়াদ[৯] ॥
কাইল সকালে শুন লো কন্যা তোমারে লইয়া।
দোস্তর বাড়ী যাইবাম্‌ আমরা নাও ভাসাইয়া ॥"

অত না বুঝিল আয়না শত না বুঝিল।
খুশী মনে সোয়ামীর সঙ্গে নায়ে ত উঠিল ॥
তিন দিন যায় রে নাও ভাটি গাঙ্গে বাইয়া।
সাইগরের কিনারে নাও ভিড়িল আসিয়া ॥

৫। দাওয়াই পানি = ঔষধ ও মন্ত্রপড়া জল। ৬। অতামিল = অপালন, পালন না কর। ৭। ঠেকি হইয়া = সমাজচ্যুত হইয়া। ৮। ঠাডার = বজ্র। ৯। দাওয়াদ = নিমন্ত্রণ।

"এইখানে লাইমা লো কন্যা, আমরা যাইবাম্
দোস্তের বাড়ী।
এইখানে থাকিব নাও নায়ে যাইবাম্ আমরা ফিরি ॥
দূর না হইব কন্যা, বন জঙ্গলার পথ।
বনে দেখ্‌বা কত পশু পঙ্খী শতে শত্ ।।"
এইনা মতে আয়নারে উজ্জ্যাল কথায় ভুলাইয়া।
বনের মাঝে লয়্যা গেল সঙ্গে ত করিয়া ॥
বনের মাঝে গিয়া উজ্জ্যাল আয়নারে বুঝায়।
'এইখানে বইস লো কন্যা তিষ্টায় চলন হইল দায় ॥
বনের মাঝে পানি আছে খুঁইজ্যা আন্‌ব আমি।
আমার লাইগা বিরিক্ষের তলায় বইসা রইবা তুমি ॥'

পূবের সূরুজ পচ্চিমে গেল রে
বেলা দুইপর হইল পার।
সোয়ামীরে না দেইখ্যা আয়না
হায়রে দেখিল আন্ধার ॥
জঙ্গলায় আছে বাঘ ভাল্লুক
তারা কিবান্ অনিষ্ট করিল।
বিয়াকুল হইয়া আয়না
বনে খুজিতে লাগিল ॥
বনের কাণ্টায় ছিঁড়ি যায় রে
পিন্ধনের আশমান তারা শাড়ী।
বনে বনে খুঁইজ্যা ফিরে
আয়না হইয়া বাউড়ী ॥
পচ্চিমে সূরুজ ডুইব্যা গেল
আন্ধাইর আইল লামি।

কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা ডাকে রে আয়না
'কোথায় রইলা সোয়ামী' ॥
বন জুনাকী আলো দেয় রে
আশ্‌মানে তারা দেখে চাইয়া।
সোয়ামীর লাইগ্যা পাগল কন্যা
বনে চইল্যাছে ধাইয়া ॥
বনের পশু পঙ্খী কান্দে
হায় রে কন্যার কান্দনে।
বিরিক্ষ লতা নোয়ায় মাথা
তারা কান্দে মনে মনে ॥

(১২)*

কুরুঙ্গিয়া[১] এক না জাতি শুন সভাজন।
নায়ে থাকে নায়ে বাসা নায়েতে মরণ ॥
পুরুষ লোকে রান্ধে বাড়ে নারীয়ে বইস্যা খায়।
ঘরের নারী যত তারা গাঁওয়ালে[২] বেড়ায় ॥
সজ্‌মসল্লা বিকায়্যা[৩] তারা ফিরে দেশে দেশে ॥
বারো মাসে তের পাতি জল হাওড়ে ভাসে ॥

১। কুরুঙ্গিয়া=মঘ জাতির একটি শাখা, স্থান বিশেষে ইহারা 'সাম্‌দার' ও 'বারোমাইস্যা' নামে পরিচিত, ইহারা ধর্মে মুসলমান। ২। গাঁওয়ালে=গ্রামে গ্রামে ফিরি করিয়া পণ্য বেচিতে। ৩। বিকায়্যা=বিক্রয় করিয়া।

পাঠান্তর :—* মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত পালার সমগ্র ১০ম অধ্যায়টি উদ্ধৃত হইল :—

হায় কুরাঙ্গিয়া এক না জাতি ভালা কহি সভার আগে।
নায় থাকে নায় বাসা ফিরে বিদেশে ॥
পুরুষেরা রান্ধে বাড়ে সুখে বস্যা খায়।
ঘরের নারী তারা গাওয়ালে বেড়ায় রে ॥

হাটে বাজারে বাণিজ্যি যত মাইয়া লোকে করে।
ঢেকুইড়্যা[৪] পুরুষেরা কেবল নাও বাইয়া মরে॥
বাইতে বাইতে নাও তারা নানান্ দেশে যায়।
শুক্না কাষ্ঠের লাইগা নাও চরাতে ভিড়ায়॥
দৈবযোগে ডেঙ্গার চরে তামাম্[৫] নাও লাগাইল।
শুক্না কাষ্ঠের খোজে জঙ্গলাতে চলিল॥
জঙ্গলাতে ঢুইক্যা দেখে এক কন্যা সে সুন্দরী।
আচানক্[৬] দেইখ্যা অবাক্ হইল যত কুরুঞ্জিয়া নারী॥

তারা আয়নাকে জিজ্ঞাসা করল,—

'কোন দেশেতে ঘর লো কন্যা,
আলো কন্যা, কোন দেশে তর বাড়ী।
ঘোর জঙ্গলায় বসত কেন লো
এমন হইয়া সুন্দর নারী॥'

৪। ঢেকুইড়্যা=আলস্য পরায়ণ অকর্মণ্য। ৫। তামাম্=সমস্ত। ৬। আচানক =আচম্কা, আশ্চর্য।

পাঠান্তরঃ—সজমসল্লা বিকাইয়া তারা ফিরে দেশ ও বিদেশে।
বারমাসে তের পাতি জল হাওরে ভাসে॥
বাণিজ্যি বেসাতী যত আর দেখ মাইয়া লোকে করে।
ঢেকুরা পুরুষের দল কেবল বায় সে নাও॥
বাইতে বাইতে নাও নানান্ দেশেরে গেল।
দৈব যোগে ডেঙ্গার চর তামাম নৌকা লাগাইল রে॥

আরে ভাইরে শুকুনা কাষ্ঠের লাগ্যা আরে ভালা চরেতে ভিড়ায় নাও।
দৈবেতে আসিয়া দেখ ভালা কন্যারে মিলায়॥
হায় কোন দেশে ঘর কন্যালো কন্যা আলো কোন দেশে বাড়ী।
ঘোর জঙ্গলায় বসত কেন লো হইয়া সুন্দর নারী॥

তাদের প্রশ্নের উত্তরে আয়না বলল,—

'বাড়ী নাই রে ঘর নাই রে
আমার কপাল গেছে পুইড়্যা।
ঘোর জঙ্গলায় আইন্যা মোরে
সোয়ামী গেল ছাইড়্যা॥
তিষ্টার পানি লাইগা সোয়ামী
কোন বা জঙ্গলায় গেল।+
দিন রাইত চইলা যায় রে
সোয়ামী ফিইর্যা না আইল॥'+

আয়নার কথায় তারা অবস্থাটা বুঝে বলল,—

'বাঘে না খাইছে তারে
ভাল্লুক না ধইর্যাছে।+
তোমারে বনবাসে দিয়া
তোমার সোয়ামী দেশে গেছে॥+
কোন দেশেতে ঘর লো কন্যা
কোন দেশে তর বাড়ী।+
কত না দেশে ঘুইরা বেড়াই
আমরা কুরুঙ্গিয়া নারী॥+
কেবা তোমার বাপ মাও
কেবা তোমার ভাই।+
তোমারে লইয়া যাইব
সেই কারণে শুধাই॥'+

"বাড়ী নাই ঘর নাই কপাল পুড়া আমি গো।
নির্বন্ধ করিয়া আল্লা মোরে বনে পাঠাইল গো॥

এই কথা শুনে আয়না কাঁদতে কাঁদতে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল,—

'আমার মাও নাই রে বাপ নাই রে
নাই গর্ভসোদর ভাই।
পানির স্রুতে[৭] শেওলার মত
আমি ভাইস্যা বেড়াই ॥
যেইনা বিরিক্ষের তলে যাইরে
আমি ছায়া পাওনের আশে।
পত্র ছেন্দা[৮] কইরা রৌদ্র লাগে
আমার কপাল দোষে ॥
দরিয়াতে ডুবিতে গেলে
হায় রে দইরা শুকায়্যা যায়।
গায়ের না বাতাস লাগ্‌লে
আরে ভালা, আগুনি ঝিমায় ॥
হায়, কাল কাটারী নাই রে
আমি গলায় দিয়া মরি।
বাঘ সাপে না খায় আমার রে
কিবান্ আমি করি ॥ +

৭। স্রুতে=স্রোতে। ৮। ছেন্দা=ছিদ্র।

মাও নাই সে বাপ নাই সে রে আমার গর্ভ সোদর ভাই।
পানির মুখে সেওলার মত আমি ভাসিয়া বেড়াই রে ॥
যেইরে বিরিক্ষের তলে যাই আরে ছায়া পাওনের আশে রে।
পত্র ছেন্দা রৌদ্র লাগে দেখ কপালের দুষে রে ॥
দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইরা শুকায়।
গায়ের না বাতাস লাগলে আরে ভালা আগুনি ঝিমায় রে ॥
হায় কাল কাটারী নাই রে গলায় মারিব রে।
জমিনে নাহি যে ফাঁক থাকিবাম্ লুকাইয়া রে ॥'

জমিনে না ফাঁক দেয় রে
আমি থাক্‌বাম্ লুকাইয়া।
আল্লা বনে পাঠাইল গো
মোরে নির্ব্বন্ধ করিয়া ॥'

আয়নার দুঃখের কাহিনী শুনে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে তারা বলল,—

'না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা লো
তুমি মোদের ধর্মের ঝি।
সঙ্গেতে থাকিবা কন্যা
তরে আর কইবাম্ কি ॥'

এক দুই কইরা বচ্ছর যায় রে
আয়নার জলেতে ভাসিয়া।
নানান্ দেশে ঘুরে কন্যা
সোয়ামীর লাগিয়া ॥
এহি মতে ঘুইরা ঘুইরা
আয়নার গেল তিন বচ্ছর।
ঘুরিয়া না পাইল খোঁজ রে
তার চান্দের ভিটার[৯] ঘর ॥
সজমসল্লা লয়্যা রে আয়না
গাঁওয়াল কইর‍্যা ফিরে।
দুই নয়ানের জলে রে আয়না
পন্থ না ঠাহরে[১০] ॥

৯। চান্দের ভিটা = আয়নার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামের নাম। ১০। ঠাহরে = দেখিতে।
'না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যালো তুমি ধর্মের ঝি।
সঙ্গেতে থাকিবা কন্যা অইয়া মোর ঝি রে ॥'

নানান্ দেশে যায় রে আয়না
জিগায় নানান্ জনে।
চান্দের ভিটার উজ্জ্যাল সাধুরে
কেউ নাইত চিনে ॥

পূবের মুল্লুক থাইক্যা আইসে
বড়ো সদাইগরের নাও।
মাঝিরে জিগায় কন্যা
'আরে মাঝি, আমার মাথা খাও ॥

চান্দের ভিটা পাইবাম্ রে আমরা
কোন বা পন্থে গেলে।
সেই দেশে নি তোমার নাও
পাল উড়ায়্যা চলে ॥

কোন বা পথে যাইবাম্
আরে ভালা, কোন বা নদী বাইয়া
উজান ধইর্যা যাইবাম্ কিবা
যাইবাম্ ভাটি বাইয়া ॥'

পাঠান্তর :—

এক দুই বছর গেল আয়না জলেতে ভাসিয়া।
নানান্ দেশে যায় কন্যা সাধুর লাগিয়া রে ॥
হায় এহিমত কইরা আরে ভালা তিন বছর গেল রে ॥
ঘুরিয়া না পাইল কন্যা আরে ভালা চান্দের ভিটার ঘর রে ॥
সজমসল্লা লইয়া কন্যারে গাওয়াল কইরা ফিরে।
দুই নয়ানের জলে কন্যা পন্থ না ঠাওর করে রে ॥
দেশ বিদেশ সে জিজ্ঞাসা করে কন্যা কত কত জনে।
চান্দের ভিটা পাইবাম আমরা কোন বা পন্থে গেলে রে ॥

কেউ বলে শুইনাছি কানে
ভালা, কেউ বলে নয়।
তিন বচ্ছর খোঁজ কইরা কন্যা
চান্দের ভিটা নাইত পায় রে॥

মৈষ লইয়া যায় মইষাল
আয়না খবর কইরা চায়।
সেইনা মইষাল চান্দের ভিটার
আরে ভালা, খবর কইয়া যায়॥+

তের বাঁক পানি উজান রে
আরে ভালা, চান্দের ভিটা ঘর।
পাল উড়ায়া চলে আয়না
আরে ভালা, সঙ্গে নায়ের বহর॥+

সইন্ধ্যা বেলা কুলের বউ ঝি
আরে ভালা, গিরে পর্‌দীম[১১] লাগায়।
হেনকালে কুরুঞ্জিয়ার বহর
চান্দের ভিটার ঘাটেতে ভিড়ায়॥+

১১। গিরে পর্‌দীম = গৃহে প্রদীপ।

পাঠান্তর :—কোন বা পথে যাইবাম আরে ভালা কোন বা নদী বাইয়া
উজান যাইবাম ধরি কি যাইবাম ভাটি বাইয়া রে॥
কেউ বলে শুন্যাছি কানে ভালা কেউ বলে নয় রে।
তিন বচ্ছর ধইরা খোজে কন্যা চান্দের ভিটা ঘর রে॥
মৈষ লইয়া যায় মৈষাল রে খবর কইরা চায় রে।
তের বাঁক পানি গেলে চান্দের ভিটা ঘর রে॥
সন্ধ্যাবেলা কুলের বউঝি পরদীম লাগায়।

নাও বান্ধিল সবে ঘাটে
আরে ভালা কন্যার কারণ।
সেই না ঘাটে জল লইতে
আইসে গ্রামের নারিগণ॥+
তা সবারে জিগাইয়া আয়না
হায় রে জানিল সগ্‌গল বিররণ।
রাইত ভোর করিল আয়না
হায় রে আয়না করিয়া কান্দন॥

(১৩)*

হায় রে, পরভাত কালে উইঠ্যা কন্যা
আরে ভালা, কোন কাম করিল।
কুরুঞ্জিয়া নারীর বেশ কন্যা
আরে ভালা, অঙ্গেতে ধরিল॥
আগা ডুরি পাটের পাছা[১]
আরে ভালা, কোমরে বান্ধিয়া।
খোপা ত বান্ধিল কন্যা
আরে ভালা, উব্‌দা[২] করিয়া॥

১। আগা ডুরি পাটের পাছা=উপরের দিকে রঙ্গীন ডোরা মোটা কাপড়ের ঘাগ্‌রা। (সেন মহাশয়ের মতে 'পাটের পাছা=মোটা পাটের শাড়ী।)
২। উব্‌দা=উল্টা।

পাঠান্তরঃ—তা সবে জিজ্ঞাসে কন্যা জানে বিবরণ।
নাও বান্ধিল সবে কন্যার কারণ রে॥

হায় পরভাত কালে উট্যা কন্যা ভালা কোন কাম করিল।
কুরুঞ্জিয়া নারীর বেশ অঙ্গেতে ধরিল॥
আগা ডুরি পাটের পাছা ভালা কোমরে বান্ধিয়া।
খোপাত বান্ধিল কন্যা উব্‌দা করিয়া রে॥

গলায় ত পরিল কন্যা
আরে ভালা নয়া গুঞ্জির[৩] মালা।
মাথায় তুইলা লইল কন্যা
আরে ভালা, বেসাতির ছালা ॥

সাইর্‌বইনি[৪] কুরুঞ্জিয়ার নারী
আরে ভালা, সঙ্গে নাইত লয়।
বেসাতি বেচিতে একেলা
বাইর হইল গাওলায় ॥

হায় চান্দের ভিটার গাছ-গছালী
আরে ভালা, সেইমত না আছে।
গাছের ডালে বাউই-টিয়া
সেইমত বাসা কইর‍্যাছে ॥

এই না ঘরে থাইক্যা আয়না
আরে সুন্দর কইরাছিল গিরস্থালি রে।
সেই না সংসারের আশায় কন্যার
আইজ পইড়্যা গেল ছালি[৫] রে ॥

আস্তে বেস্তে যায় কন্যা
আরে আপনার বাড়ী রে।
পাও নাই সে চলে কন্যার
আরে হিয়া কাঁপে থরথরি রে ॥

৩। গুঞ্জি=লাল কুঁচ। ৪। সাইর্ বইনি=অন্তরঙ্গ ভগ্নীর মত যাহারা। (সেন মহাশয়ের মতে 'সাইরবইনি=সারিবদ্ধ হইয়া।) ৫। ছালি=ছাই।

হায় গলায় ত পরিল কন্যা ভালা নয়া গুঞ্জির মালা রে।
মাথায় তুলিয়া লইল কন্যা বেসাতির ছালা রে ॥

তিন বচ্ছর পরে কন্যা
হায় রে, দেখে আপন বাড়ী ঘর।
সোয়ামীর মুখ দেখে কন্যা
হায় রে, তিন বচ্ছর পর ॥+

হায় রে, দুই নয়ানে বহে ধারা
কন্যা আইঞ্চল দিয়া মুছে ;
অভাগীর চৌক্ষের জল দেইখ্যা
হায় রে, কেউ নাইত পুছে[৬] ॥

উঠানের কান্‌ছায়[৭] দেখে
আরে, সেই না মেন্দি গাছের চারা।
রুইয়াছিল অভাগিনী আয়না
ঢাইল্যাছে কত না জলের ধারা ॥

৬। পুছে=সহানুভূতি সহকারে জানিতে চাহে ; ৭। কান্‌ছায়=কিনারায়।

পাঠান্তর :—

হায় চান্দের ভিটায় গাছ গাছালী আরে ভালা সেইমত আছে।
ডালেতে বাউই টিয়া বাসা না কইরাছে ॥
এই ঘরে থাক্যা সুন্দর আয়নারে করিলা গিরস্থালি রে।
সংসারের আশায় কন্যার আইজ পইড়্যাছে ছালি রে ॥
আস্তে বেস্তে যায় কন্যা আরে আপনার বাড়ী রে ॥
থরথরি কাঁপে হিয়া আরে নাই সে চলে পাও রে ॥
তিন বচ্ছর পরে দেখে কন্যা আরে ভালা আপন বাড়ীঘর।
তিন বচ্ছর পরে দেখে কন্যা আপন সোয়ামীর মুখ ॥
হায় দুই নয়ানে বহে ধারা ভালা আইঞ্চল ধুইয়া মুছে রে।
অভাগীর চক্ষের জল কেউ না চাইয়া দেখে রে ॥
উঠানের কান্‌ছায় দেখে মেন্দি গাছের চারা।
রুইয়াছিল অভাগিনী এই মেন্দির চারা রে ॥

এই ঘর এই দুয়ার আয়নার
ছিল রে মনের মত।
লেইপ্যা পুইছ্যা ঘর দুয়ার
আয়না দুব্‌রাজি[৮] কইর্‌ত কত॥
এই ঘরে অভাগী আয়না
আর না পাইব ঠাঁই রে।
সোয়ামী তার পর হয়্যাছে
আর ত আশা নাই রে॥+
বিয়া কইরা মামুদ উজ্জ্যাল
আইজ সুখে বইসা খায়।
অভাগী দুঃখিনী আয়না
আইজ পন্থে কান্দিয়া বেড়ায়॥
কোলেতে সুন্দর ছাওয়াল
আরে ভালা কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
পুত্তুর কোলে লইয়া সতীন
আরে কত আলাঝালা[৯] করে রে॥

৮। দুব্‌রাজি=ধব্‌ধবে পরিষ্কার। (সেন মহাশয়ের মতে—রাজত্ব)।
৯। আলাঝালা=আদরের ঝগ্‌ড়া।

পাঠান্তর :—সেই ঘর সেই দুয়ারে সকলই ত আছে রে।
লেপিয়া পুছিয়া কন্যা দুব্‌রাজি করিত রে।
বাউয়ের বাসা যেমন কামে নাই সে লাগে রে।
ঘর থাকিতে যেন বাইরে বস্যা ভিজে রে॥
সেই ঘর সেই দুয়ার সেইত পইড়া আছে রে।
এই ঘরে অভাগী আয়না আর না পাইব ঠাঁই রে॥
বিয়া কইরা মামুদ উজ্জ্যাল সুখে বইস্যা খায়।
আভাগী দুষমণ আয়না কান্দিয়া বেড়ায় রে।
কোলেতে সুন্দর ছাওয়াল কাঞ্চা সোনা জ্বলে রে।
পুত্র কোলে লইয়া সতীন আলাঝালা করে রে॥

সেইনা ঘর সেই সোয়ামী
আরে ভালা সগলই ত আছে রে।
পন্থের দুঃখিনী আয়নার
আর না লাইগ্‌ব কোনো কাজে রে ॥+
বাউয়ের বাসা যেমন হায় রে
কামে নাই সে লাগে।
ঘর থাকিতে যেমন তারা
বাইরে বইসা ভিজে রে ॥

(১৪)

কুরুঙ্গিয়া নারীর বেশে আয়না মামুদ উজ্জ্যালের বাড়ী আসার পথে দেখেছে তার স্বামীকে, উজ্জ্যাল কিন্তু তাকে চিনল না। দুঃখিনী আয়না বাড়ীর উঠানে এসে দাঁড়াতেই এগিয়ে এল তার ননদী।—

'হায়, কার বা ঘরের সুন্দর কন্যা লো
আরে কন্যা, কও না আমি শুনি।
কোন দৈবে কইরাছে কন্যা লো
তোমারে এমন দুক্ষিনী ॥
হায়, সুখের ঘর সুখের বাড়ী লো
তুমি সগল ছাড়িয়া।
নগরে বেসাতি কর
কেনে লো কুরুঙ্গিয়া হইয়া ॥'

ননদিনীর একথার কোনো উত্তর আয়না দিল না। সে কেবল চোখের জল মুছতে লাগল। এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন শাশুড়ী,—

'কার বা কন্যা কার ঝি তুমি লো
আলো কন্যা, তর[১] কেবা বাপ মাও।

১। তর=তোর।

মাথা খাও সুন্দর কন্যা লো
আমারে পরিচয় দেও ॥
হায় ভালা, অনেক দিনের কথা লো কন্যা,
আমি দেখি বা না দেখি।
আয়নার লাইগ্যা কাইন্দ্যা আমার
আন্ধাইর তুইডা আঁখি
লো কন্যা, পরিচয় কও ॥'*
এই মতে কান্দন করে
হায় রে, শাশুড়ী ননদী।
আয়নার চৌক্ষের জলে ভাসে
তুঃখের নালা নদী রে,
আয়না কিবান উত্তর দিব ॥
'মাও আমার নাই তুনিয়ায়
বাপ আমার সে নাই।
দারুণ কপালের দোষে
আমি সগলই হারাই ॥
আমার লাইগ্যা তোমরা ভালা
কিয়ের[২] লাইগ্যা কান্দ রে।
যেই না বাড়ী যাই রে আমি
সেইনা বলে মন্দ রে ॥ +
দারুণ কপালের লেখা রে
আমি ঘুইরা সে বেড়াই।
সোতের শেওলার মতন রে
আমি ঘাট ত না পাই ॥ +

২। কিয়ের = কিসের।

পাঠান্তর :—* কান্দিয়া তোর লাগ্যা আমার আন্ধাইর তুই আঁখি।

আমি কান্দি তোমারে দেইখ্যা
আমার মায়ের মতন লাগে* ।
ছুটু বেলার কথা রে আমার
ভালা, মনের মধ্যে জাগে৳ ॥

গায়ে ত লাগিলে ধূলা রে
মায় আইঞ্চলে দিত ঝাইড়া ।
কান্দিলে অভাগীর মাও গো
আইত রে দৌড়ায়্যা ॥

এখন দেশে দেশে কাইন্দ্যা ফিরি গো
হায় রে, কেউ না দেখে চাইয়া ।
চৌক্ষের জল হস্তে মুইছ্যা গো
আমি চলি পন্থ বাইয়া ॥+

থেকান্[৩] খায়্যা পড়্‌লে জমিনে
মায় তুইল্যা লইত কোলে রে ।
এখন হৃদ্‌রে বিন্‌লে[৪] ছক্কিছেল
কেউ আহা নাইত বলে রে ৳ ॥'

হায়রে, তুই নয়ানের ধারা বাইয়া
আয়নার বইক্ষ ভাইস্যা যায় ।
আস্তে বেস্তে বেসাতি তুইল্যা
যাইবার লাইগা পাও বাড়ায় ॥

৩। থেকান=হোঁচট্। সেন মহাশয়ের মতে—'আছাড়'। ৪। হৃদ্‌রে বিনলে =হৃদয়ে বিদ্ধ হইলে।

পাঠান্তর :—* '—দেখ্যা রে। ৳ '—মনে ভালা পড়ে রে। + '—কেউ না দেখে রে।

এবার আর উজ্জ্যালের মা স্থির থাকতে পারলেন না, ব্যাকুল হয়ে বললেন।—

"আয়না যদি হইয়্যা থাক্‌ছ লো কন্যা
আলো কন্যা, নাই সে যাও ফিরিয়া।
ভিক্ষা মাইগা খাইবাম্ লো কন্যা
আলো কন্যা, আমি তোমারে লইয়া॥
আয়না যদি হইয়া থাক্‌ছ লো কন্যা
আলো কন্যা, ঘরে ফিইরা আয়।
পান্-পঞ্চাইত্[৫] ছাড়বাম্ লো কন্যা
আমি না ছাড়্‌বাম্ তোমায়॥
আয়না যদি হইয়া থাক্‌ছ লো কন্যা
আলো কন্যা, তুমি আমার মাথা খাও।
অভাগীরে থুইয়া লো কন্যা
আর ভিন্‌দেশে না যাও॥
আয়না যদি হইয়া থাক্‌ছ লো কন্যা
আলো কন্যা, আমার গিরে নাই সে কাজ।
তরে লইয়া করবাম্ লো কন্যা
আমি বন জঙ্গলাতে বাস
লো কন্যা, ফিইরা নাই সে যাও॥"+

হায় রে, এহি মতে শাশুড়ী ননদী যত করিলা কান্দন।
খুইলা ফেলাইল আয়না কেশের বন্ধন॥
আরে ভালা মাথার বেসাতি কন্যা জমিনে ফালাইল।
পাগল হইয়া আয়না ছুইট্ট্যা পলাইল* ॥

৫। পান পঞ্চাইত=সমাজের ব্যবস্থা ও সমাজ।

পাঠান্তর—*'—পরবেশ করে নায় রে

ছুইট্টা পলাইল কন্যা পরবেশ করে নায় ।। +
নায়ের কাছি কাইট্ট্যা নাও দরিয়ায় ভাসায় ।। +
"ছাড়্ ছাড়্ নাও্ রে বাইছা[৬]
আর না থাক্‌বাম্ এই দেশে ।
এই দেশে ডাকাইতের বাসা
ভালা যাইবাম্ আর বা দেশে
রে বাইছা, নাও ছাইড়া দে ।।"

মার মার করিয়া[৭] নাও ছাড়িয়া সে দিল ।
চান্দের ভিটা ছাইড়া নাও মাঝ দরিয়ায় পড়িল ।।
"আশা গেল রে বাসা গেল রে
আর কিসের লাইগা বাঁচি ।
আপন সোয়ামী* পর হইল রে
আর কোন্ বা সুখে থাকি ।।

আপন ঘর পর হইল রে
হায় আর বাঁইচ্যা কার্য নাই ।
এইনা ঘরে আয়নার নাই রে
আর আঙ্গুল পাত্‌বার ঠাঁই ।।
মনের কথা পরাণের কথা আইজ পারিত জানিতে ।
এই না বিচ্ছেদের জ্বালা আইজ না হইত সহিতে ।।❋
হায় চান্দের ভিটার পউখ্‌পাখালী[৮]
আমি কই যে তোমরার আগে ।

৬। বাইছা=মাঝি মাল্লা যাহারা নৌকা বায়। ৭। মার মার করিয়া=অতিশয় তারাহুড়া করিয়া। ৮। পউখ পাখালী=পশুপক্ষী।

পাঠান্তর :—* অপন বন্ধু—'।
❋ বিরয় বিচ্ছেদের জ্বালা না থাকিত পিরীতে।

+আমি যে আইসাছি খবর
না কইবা বন্ধুর লগে[১] ॥

কথা যদি সুধায় রে বন্ধু
তোমরারে কোনো কালে।
কইও দুশ্‌মন আয়না
ডুইব্যা মইর‍্যাছে জলে ॥+

সুখেতে থাক রে বন্ধু
তুমি পুত্তুর কোলে লইয়া।
সুখে কর গির-বাস
বন্ধু, সতীনরে লইয়া ॥

আমি অভাগী দেইখ্যাছি আইজ
বন্ধু, তোমার চান্দ মুখ।*
জন্মের মতন দেইখ্যা আইলাম
এই না আমার সুখ ॥+

এই আসা শেষ আসা রে বন্ধু,
আর ত ফিইরা আসা নাই।
সুখে থাইক রে পরাণের বন্ধু
আমি আর না কিছু চাই ॥"

১। লগে=সঙ্গে।

পাঠান্তর ঃ—* আমি অভাগী দেখ্যা যাই চান্দ মুখ রে জন্মের লাগিয়া।
+—+ আমি যে আইসাছি খবর বন্ধে যেন না জানে।
কথা যদি সুধায় রে বন্ধু কইও তাহার আগে।
অভাগী দুষমণ আয়না তোমার লাগি জলে ডুব্যা মরছে ॥

আষাঢ়িয়া তোড়ের[১০] নদী
ঢেউয়ে ভাইস্যা যায়।
কাঞ্চা সোনার তনু কন্যা
হায় রে, জলেতে ভাসায়॥
মাও নাই রে বাপ নাই রে
নাই রে সোদর ভাই।
মরিলে কান্দইয়া[১১] সুহৃদ্
হারাইলে বিচ্‌ড়াই[১২]।
হায়, কন্যা দরিয়ায় ডুবিল॥

(১৫)

দিশা—কান্দে মামুদ উজ্জ্যাল রে—
হায়, বাতাসে কয় কানে কানে
আশ্‌মান কয় রোইয়া[১] +
আইসাছিল দুক্ষিনী আয়না
হায় রে তোমারে খুঁজিয়া॥
নয় সে কুরুঙ্গিয়ার নারী
আরে নয় সে বাদিয়া।
আইসাছিল দুক্ষিনী আয়না
হায় রে সোয়ামীর লাগিয়া॥

১০। তোড়ের=বেগবতী। ১১। কান্দইয়া=কাঁদিবার মত ১২। বিচ্‌ড়াই =খুজিবার মত।
১। রোইয়া=কাঁদিয়া।
+ '—রইয়া। (রইয়া=থামিয়া থামিয়া)।

আইসাছিল পঙ্খিনী হায় রে
আপন বাসা ত খুঁজিতে।
ফিইরা গেল দুঃক্ষিনী পঙ্খী
হায় রে কান্দিতে কান্দিতে ॥ +
সেইনা মুখ সেই চউখ সেই ত সগল রে।
কথা কইয়া গেল রে আইসা কেউ না চিনিল রে ॥
জিল্‌কির পশর আঁৎকা[২] আন্ধাইর হইল রে।
কই বা গেল অভাগী আয়না কেউ না খুঁজিল রে ॥ +
হায় কান্দে সাধু উজ্জ্যাল রে ॥
যারে দেখে উজ্জ্যাল সাধু কাইন্দ্যা জিজ্ঞাস করে।
"কই বা গেল আয়না আমার কোন্ বা পন্থে রে ॥
ফকির হইয়া সাধু দেশে দেশে ফিরে ॥
আয়নার তল্লাসে সাধু দাওয়ানা[৩] ✤ হয়্যা ঘুরে।
আয়নার তল্লাসে সাধু বনে বনে ঘুরে ॥
হায় তারা হইল ঝিমি ঝিমি ফুল হইল বাসি।
জন্মের মতন মায়ের পুত্তুর হইল রে বৈদেশী ॥
কান্দে মামুদ উজ্জ্যাল রে ॥

২। জিল্‌কির পশরা আঁৎকা=মেঘ বিজলীর আলো হঠাৎ। ৩। দাওয়ানা=ভাবোন্মাদ।

পাঠান্তর :—* কেউ না পুছিল অভাগিনীরে কেউ না কইল থাক রে ॥
✤ '—দাওয়ালেতে—'।

শ্যামরায়ের পালা

কবি নিতাইচাঁদ রচিত

শ্যামরায়ের পালা

ভূমিকা

শ্যামরায় পালার ছত্র সংখ্যা ৪১২, এই গণনায় গানের 'ধুয়া' ও 'দোয়ারকি' ছত্র ধরা হইল না। এই ৪১২ ছত্রের মধ্যে ১৬টি ছত্র নূতন সংগ্রহ। ৩৯৬টি ছত্র মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। নূতন সংগৃহীত ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল।

সেন মহাশয়ের সংগ্রহের সঙ্গে এই সংগ্রহের বহু পাঠান্তর ঘটিয়াছে। প্রয়োজনীয় পাঠান্তরগুলি তৎতৎস্থলেই পাদটীকায় দেওয়া হইল। ছন্দ, বানান ও উচ্চারণ ভঙ্গীর পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। কারণ, অনেকে সেন মহাশয়ের সংগ্রহে এই ত্রুটিগুলি পালার প্রাচীনত্বের নিদর্শন বলিয়া মনে করিলেও পূর্ববঙ্গে যাঁহারা এগুলি গান করেন, সেই 'গায়েন' ও 'বয়াতী'রা এরূপ মনে করেন না।

এই পালার ভণিতায় কবির নাম 'নিতাই চাঁদ' উল্লেখ আছে। এই পালার ঘটনা-স্থান ও কাল সম্পর্কে সেনমহাশয় কোনো মন্তব্য করেন নাই। 'গাবর'-এর দেশ যে কোথায়, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। বাঙলা দেশে 'গাবর' গালাগালির শব্দ, উহার অর্থ—নির্বোধ কদাচারী। পালাটার ঘটনা সুপ্রাচীন, এমন কি প্রাক্-মুসলিম যুগেরও হইতে পারে। কারণ, যেকালে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেকালে হিন্দুজমিদার বা ছোটো রাজা নিজের সৈন্য বাহিনী লইয়া অপরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া অধিকার করিতে পারিতেন।

এই পালার ভাষায় মৈমনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার কথ্য ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। এ ব্যাপার অনেকগুলি পালায়ই ঘটিয়াছে। ইহার কারণ বোধহয়, পালাগুলির জনপ্রিয়তা।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

পালা আরম্ভ

(১)

রাজার পুত্র শ্যাম রায়। রাজ বাড়ীর অদূরে ডোম পল্লী। ডোম পল্লীতে এসেছে এক সুন্দরী ডোমবধূ।

কাঙ্কে কলসী ডোমের নারী জল আন্‌তে যায়।
রংমওলায় থাইক্যা তাহা দেখে শ্যাম রায়॥
বাডিগুডি[১] ডোমের নারী দীঘল আগল[২] কেশ।
এহার যইবন দেইখ্যা পাগল হইল দেশ॥
পিন্ধনে পাটের খুয়া[৩] বায়েতে[৪] উড়ায়।
এরে দেইখ্যা পাগল হইল মায়ের শ্যাম রায়।

শ্যাম রায়ঃ—
"আমার যদি হইতা লো কন্যা করতাম তরে বিয়া।
বাইন্ধ্যা দিতাম চিরল[৫] কেশ সোনার ঝুরি দিয়া॥
খাট দিতাম পালঙ্ক দিতাম আর শীতল পাটি।
কেলিকদম্ব রসে কন্যা পোয়াইতাম রাতি॥
পিন্ধনে পাটের খুয়া তারে খসাইয়া।
যইবন ঢাকিয়া দিতাম নীলাম্বরী দিয়া॥
গলায় সন্‌কাচের[৬] মালা তারে খসাইয়া।
গজমতির হার কন্যা দিতাম পরাইয়া॥

১। বাডিগুডি=মজবুত গড়ন। (সেন মহাশয়ের মতে—'ছোটোখাটো')। ২। আগল=এলাইত, আগলা। ৩। খুয়া=রঙ্গীন মোটা শাড়ী। (সেন মহাশয়ের মতে—'খুয়া=বস্ত্র, ক্ষৌমের অপভ্রংশ)। ৪। বায়েতে=বাতাসে। ৫। চিরল=চিকণ, কুঞ্চিত। ৬। সন কাচ=সোনা পোকা।

হস্তে দিতাম তার-বাজু গলায় ত হাসুলী।
নিজ হস্তে আইক্যা দিতাম নয়ানের কাজুলী॥
আমার যদি হইতা লো কন্যা পাইতাম মনে সুখ।
জ্বালায়্যা ঘির্তের বাতি দেখতাম চান্দ মুখ॥"

শ্যাম রায়ের এই আকুল কামনায় ডোমবধূ কোনো সাড়া দেয় না, কিন্তু তার মনে যে একটা আলোড়ন জেগেছে, তা বুঝে শ্যামরায় দূতী পাঠালেন।

"গিরকর্ম করলো কন্যা, কামে দিছ মন।
আমারে পাঠাইছে রায় তোমার কারণ॥
আমার কথা শুন লো কন্যা, একটুখানি রইয়া।
তোমার বন্ধু গাঙ্গের পাড়ে আছে খাড়াইয়া॥
আমি যে আইসাছি কন্যা, ঠেইক্যা বিষম দায়।
তোমার যইবন দান লো কন্যা, মাগে শ্যাম রায়॥"

"আমি নারী পরের অধীন রে।—ধুয়া
সইন্ধ্যা বেলা আইলা দূতী লো
আলো দূতী, পাছদুয়ারে খাড়া।
একে ত অবুলা নারী তাতে শাশুড়ী পাহারা রে—'
আমি নারী পরের অধীন রে॥
সইন্ধ্যা বেলা আইলা দূতী লো
ঘরে নাই মোর বাত্তি।
বেসাত[৭] লয়্যা আইব বাড়ী এইক্ষণে মোর পতি রে—'॥
ভরা ভাদরে আইলা দূতী লো
আলো দূতী, মাইঝ গাঙ্গে মোর চরা[৮]।
কোন ছলে যাইবাম্ জলে কলসী আমার ভরা রে—'॥

৭। বেসাত=পণ্যদ্রব্য। ৮। চরা=শুষ্ক বালুকাময় চর, অল্প জল যাহাতে নৌকা চলে না।

ছানের সময় এই নয় লো দূতী,
যাইবাম্ সিনানের ছলে।
ভরা কলসী ঢাইল্যা রাইখ্যা কেম্‌নে যাইবাম্ জলে রে—' ॥
বণিক বেপারী নই লো দূতী,
যাইবাম্ বেসাতি[৯] লইয়া।
চউক্ষের দেখা সোনা-বন্ধে[১০] আইবাম্[১১] লো দেখিয়া রে—' ॥
বাথানের রাখালী নই লো
আমি গোষ্ঠে যে যাইব।
গোষ্ঠের ছলে পরাণ বন্ধে দেইখ্যা আইব রে—' ॥
মালীর মাইল্যানী নই লো দূতী
আমি মালা গাইন্থ্যা লব।
ধুবার ধুবানী নই যে কাপড় আন্‌তে যাব রে—' ॥
দেইখ্যা দেইখ্যা হায় লো দূতী
আমার নয়ানে বয় লো ধারা
শুয়া[১২] শালিক নইলো আমি শূন্যে দিয়ম্[১৩] উড়া রে—' ॥
জোড়ের কইতরী নই লো দূতী
যাইবাম্ আধারের[১৪] ছলে।
দেইখ্যা আইব পরাণ বন্ধে এই না সইন্ধ্যা কালে রে*—' ॥
ডালের পুষ্প হইতাম লো দূতী
তবে যাইতাম সাথে সাথে।
আপনারে গাইন্থ্যা মালা দিতাম তর লো হাতে রে—' ॥

৯। বেসাতি=পণ্যদ্রব্যের আধার। ১০। সোনার বন্ধে=সোনার বন্ধুকে। ১১। আইবাম=আসিব। ১২। শুয়া=শুকপাখি। ১৩। দিয়ম=দিব (এখনি দিব)। ১৪। আধার=শাবকের আহার্য।

পাঠান্তর :—* '—মবুণ সময় কালে

ফুর্ ফুর্যা ফুল নই লো দুতী
আমি বায়েতে[১৫] মিশিয়া
পরাণ বন্ধের কাছে যাইবাম ভাসিয়া ভাসিয়া রে—' ॥

ডাব ডালুমের রস নয় লো দুতী,
বন্ধের পিয়াসা মিটাব।
ডাবুর[১৬] ভরিয়া লো তর হস্তে তুইলা দিব রে—' ॥

পান নয় গুয়া নয় লো দুতী,
আমি সাজায়া দিবাম্ বাটা*।
চুয়া চন্দন নয় লো দুতী বন্ধের কপালে দিবাম্ ফোটা রে—' ॥

শশা কলা নয় লো দুতী,
আলো দুতী রেকাবি ভরিয়া।
পরাণ বন্ধের আগে লো আমি দিবাম্ পাঠাইয়া রে—' ॥

পায়স পিঠা† নয় লো দুতী,
আলো এ মোর যইবন।
বাটি ভইরা দেওন না যায় করিতে ভোজন‡ রে—' ॥

বনের কুইলা[১৭] হইতাম লো দুতী,
হইতাম পুষ্পের ভমরী।
মধু আনবার ছলে লো আমি যাইতাম উড়ি উড়ি রে—' ॥

১৫। বায়েতে=বাতাসে। ১৬ ডাবুর=ডাবর, পানপাত্র।
১৭। কুইলা=কোকিলা।

পাঠান্তর :—* '—ভইরা দিমু বাট। † পলান্ন পায়স নয়—
‡ বাটী ভরিয়া দিতাম বন্ধুর ভোজন কারণ ॥

বাঁশের বাঁশি হইতাম লো যদি
আমি পাইতাম বড়ো সুখ।
বাজনের ছলে দিতাম লো আমি বন্ধের মুখে মুখ রে—' ॥

এ মোর যইবন লো দুতী
নয় ত গাঙ্গের পানি।+
পানি হইলে লোটায় দিতাম ধুইতে চরণখানি রে—' ॥‡

ধাই-ধান্ধুরী[১৮] নইলো দুতী
বন্ধের ধুয়াইতাম চরণ।
এমতি নিদানে[১৯] আমার কেন না হয় মরণ রে—' ॥

পরের অধীন নারী লো দুতী
আমার এই হইল দায়।
মনে লয় বইক্ষের কইলজা কাইট্যা দিয়ম[২০]
বন্ধের পায় রে—' ॥*

ঘরের বাত্তি নিমি ঝিমি লো দুতী,
আলো দুতী, এইক্ষণ গিরে চইলা যাও।
আইজ না হইব লো দেখা বন্ধেরে বুঝাও,
আমি নারী পরের অধীন রে ॥'
নিতাই চান্দে ডাক দিয়া কয় ভুবন নিছিয়া[২১]।
পিরীতি গইড়াছে বিধি কোন্ বা চিজ[২২] দিয়া ॥**

১৮। ধাই ধান্ধুরী=ধাত্রী দাসী। ১৯। নিদানে=চরম বিপদে। ২০। দিয়ম =প্রদান করি। ২১। নিছিয়া=ছাঁকিয়া। ২২। চিজ্=বস্তু।

পাঠান্তর :—+ নয়া ত গঙ্গের পানি নয় লো দূতী এ মোর যৈবন।
‡ লোট্টায় ভইরা দিতাম বন্ধুর ধোয়াইতে চরণ রে ॥
* মনে লয় পতিরে কাট্টা দিতাম বন্ধের পায় লো।

(২)

একদিন নির্জন ঘাটের পথে ডোমবধূর পথরোধ করে দাঁড়ালেন শ্যামরায়। নিরুপায় ডোমবধূ তাঁকে বুঝিয়ে বলল,—

'পন্থ ছাড় রে শ্যাম রায়
পন্থ ছাইড়া সইরা যাও রে।
আমার জল আননের সময় যায়,
পন্থ ছাড় শ্যামরায়।।—ধুয়া।

আমি ত ডোমের নারী রে বন্ধু,
তুমি হাত দিও না গায়।
ছোটোর সঙ্গে বড়োর পিরীত
বড়োর জাতি যায় রে বন্ধু,
হাত দিও না গায়, পন্থ ছাড়।।

তুমি ত বাগের পুষ্প রে বন্ধু,
আমি হইলাম কাঁটা।
জিয়নে মরণে বন্ধু,
দেশে থাকব খোঁটা রে বন্ধু,
হাত দিওনা গায়, পন্থ ছাড়।।

রাজার ছাওয়াল তুমি রে বন্ধু
আমি ত ডোমের নারী।
সুমুদ্দুর সায়র[১] থুইয়া রে বন্ধু,
কেনে শুক্‌নায় বাইছ তরী রে বন্ধু,
হাত দিও না গায়, পন্থ ছাড়।।

১। সায়র = বড়ো নদী।

চান্দের সঙ্গে শাফ্‌লার[২] পিরীত
আরে বন্ধু, উজান সুতে[৩] ভাসা।
ছোটোর সঙ্গে কর্‌লে পিরীত
বড়োর জাতি নাশা রে বন্ধু,
হাত দিও না গায়, পন্থ ছাড় ॥
রাজার ছাওয়াল তুমি রে বন্ধু,
আরে বন্ধু, তুমি পূর্ণমাসীর চান্দ।
আশ্‌মান ছাইড়া কেনে রে বন্ধু
জমিনে বাড়াও হাত রে বন্ধু,
হাত দিও না গায়, পন্থ ছাড় ॥'

শ্যামরায় :—

'হায়, সুন্দর ডোমের নারী লো অল্পে না ছাড়িব।
কলঙ্করে কাজলী কইরা নয়ানে পরিব ॥
দুশ্‌মনে বলিব মন্দ তাতে নাই লো ক্ষেতি।
যইবন নয় ধূলা মাটি লো কন্যা, জাত নয় পিরীতি ॥'

ডোমবধূ :—

'বিধি বিড়ম্বিলা রে বন্ধু,
তরে করিতে পরখাই[৪]।
চন্দন থুইয়্যা কেন রে বন্ধু অঙ্গে মাখ্‌বা ছাই
রে বন্ধু, পন্থ ছাড় ॥
আম্‌ড়া খাইয়্যা রে বন্ধু,
বুঝ্‌বা কি আমের সোয়াদ্[৫]।
ঘোলে কি পাইবা বন্ধু, দধির আস্বাদ
রে বন্ধু, পন্থ ছাড় ॥

২। শাফ্‌লা=কুমুদ ফুল। ৩। সুতে=স্রোতে। ৪। পরখাই=পরীক্ষা
৫। সোয়াদ=স্বাদ।

ময়ূর হয়্যা কেন রে বন্ধু,
পর্‌বা ভেউরের[৬] পেখম।
খঞ্জন হয়্যা কেন রে বন্ধু, চড়াইয়ের নাচন,
রে বন্ধু, পন্থ ছাড়॥
মণি মুক্তা থুয়্যা রে বন্ধু,
কেনে বাইছ্যা তুল্‌বা কড়ি।
মণিহার রাইখ্যা রে বন্ধু, কেনে গলায় বাঁধ্‌বা দড়ি,
রে বন্ধু, পন্থ ছাড়॥
গজমতি থুয়্যা রে বন্ধু,
তুমি পইর্‌ছ হাড়ের মালা।
আবির কুঙ্কুম থুয়্যা বন্ধু, কেনে অঙ্গে মাখবা ধূলা
রে বন্ধু, পন্থ ছাড়॥
খাট পালঙ্ক আছে রে বন্ধু
তুমি কত সুখে নিদ্রা যাবে।
কডিন[৭] মাটির শেজ[৮] রে বন্ধু অঙ্গে ত বাজিবে,
রে বন্ধু, পন্থ ছাড়॥
হীন জাতি ডুম্‌নী আমি রে বন্ধু
তুমি নাই সে বুঝ দায়[৯]।
সায়র থুয়্যা কুয়ার পানি কও কোন গাবরে[১০] খায়
রে বন্ধু, পন্থ ছাড়॥
তুমি ত রাজার বেটা রে বন্ধু,
আরে বন্ধু আমি ত ডোমনী।
পাথর নিংড়ায়্যা বন্ধু পাইতে চাও কি পানি
রে বন্ধু, পন্থ ছাড়॥

৬। ভেউর=একজাতি কুৎসিত পাখি। ৭। কডিন=কঠিন। ৮। শেজ=বিছানা। ৯। দায়=ঝুঁকি। ১০। গাবর=নির্বোধ, অসভ্য।

অসময়ে জলের ঘাটে রে বন্ধু,
আমারে ফালাইলা বিপাকে।
কই থাইক্যা দুশমনের চৌখ উঁকি মাইরা দেখে
রে বন্ধু, পন্থ ছাড়॥'

শ্যামরায় :—

"থাকুক কলঙ্ক লো কন্যা, লোক অপযশ।
পাথর নিংড়ায়্যা দেখি পাই কিনা রস॥
দুশমনে বলিব মন্দ লো কন্যা, তাতে নাই সে ক্ষতি
যদি পাই তর মন লো কন্যা, সোনার পিরীতি॥
তোমারে লইয়া লো কন্যা, হইব দেশান্তরী।
রাজ্য ছাইড়া যাইব আমি হইব দণ্ডধারী।
গির করব বিরিক্ষের তল বসতি জঙ্গলা।
গজমতি থুয়্যা গলায় পরব হাড়ের মালা॥
এ সব বদলে* কন্যা লো তরে যদি পাই।
সুগন্ধি চন্দন থুয়্যা অঙ্গে মাখব ছাই॥
দধি দুগ্ধ থুয়্যা লো কন্যা, খাইব বনের ফল।
উত্তম বসন থুয়্যা আমি পরব লো বাকল॥
খাট পালঙ্কে কন্যা, আমার কোনোঞ্চ কার্য নাই।
মাটিতে শুইয়া আমি বড়ো সুখ পাই॥
সাওরের লোনা পানি মুখ করব তিতা।
তার থাইক্যা কুয়ার পানি শতগুণ মিঠা
লো কন্যা, শত গুণ মিঠা।"

নিতাই চান্দে কয় পিরীতি আসল যদি হয়।
রসিকে পাইলে তারে শিরে তুইলা লয়॥

পাঠান্তর :—* '—ওদলে—'। ঞ্চ '—কনু—'।

ডোমবধূ :—

"পন্থ ছাড় রে বন্ধু, আমি চইলা যাই রে গিরে।
এখনও সইন্ধ্যার বাত্তি না জ্বাইল্যাছি ঘরে ॥
দারুণ শাশুড়ী রে বন্ধু, মোরে দিব গালি।
না ভরিলাম জলের কলসী কাঙ্কে রইছে খালি ॥
সইন্ধ্যার আন্ধার লাইমা[১১] আইল বাসায় পউখ্ পাখালী ।*
এমন অইন্ধকার পন্থে একলা কেমনে আমি চলি ॥+
কাইল ত যাইব আমার ডোম বাঁশ কাটিবারে।
কাইলের রান্ধন আইজ করিব ছাইড়া দেও আমারে ॥" +

দ্বৈত উক্তি :—

'আমি কই লো আন্ধাইরা পন্থে দেই আগুয়াইয়া।'
'দুশ্ মনে কলঙ্ক বন্ধু দিব ত রটাইয়া ॥'
'আমি কই জলের ঘাটে ভইরা দেই গাগরী।'
'পরপুরুষ তুমি রে বন্ধু আমি একলা নারী।"
'পলাইয়া যাই লো কন্যা চল আমার সাথে।'
'কলঙ্কের পশরা বন্ধু কেনে লইবা মাথে।'
'পন্থে লাগাল পাইছি লো কন্যা আইজ নাই সে যাইব ছাড়ি।'
'বুরলতা[১২] হয়্যা কেম্ নে চন্দন বিরিক্ষরে বেড়ি[১৩] ॥
কাজ নাইরে পরাণের বন্ধু, একলা যাইয়ম্ ঘরে।
কাইল সকালে যাইব ডোম বাঁশ কাটিবারে ॥

১১। লাইমা=নামিয়া। ১২। বুরলতা=একপ্রকার দুর্গন্ধী লতা, গাঁধালে।
১৩। বেড়ি=বেষ্টন করি।

পাঠান্তর :—* সন্ধ্যা ত মিলাইয়া যায় রে বন্ধু আরে পউখপাখালী।
+ অন্ধকাইরা পথে আমি কেমুনে যাই ঘরে ॥

আইজকার রাইত রে বন্ধু, চিত্তে ক্ষেমা দিও।
কালুকা নিশিতে বন্ধু আমার ঘরে আইও[১৪] ॥
ভাঙ্গা ঘরে যইবন লয়্যা আমি রইবাম্ একেলা।
শাশুড়ীর অপরক্কে[১৫] রাখ্‌বাম্ পাছের দোয়ার খোলা ॥

(৩)

ডোমবধূর সঙ্গে শ্যামরায়ের মিলন হয়েছে। সে মিলন গোপন রাখার জন্য যে প্রয়াস চালাতে হয়, তাতে দুঃখিতা হয়ে একদিন ডোমবধূ বলল,—

'পাছদোয়ারে আনাগুনা রে বন্ধু, খেজালতে[১] মরি।
রাজার ছাওয়াল হয়্যা রে বন্ধু পরের ঘরে চুরি
রে বন্ধু, আমি খেজালতে মরি ॥
অভাগ্যা ডোমের নারী রে বন্ধু, আমার খাট পালঙ্ক নাই।
তোমারে শুইতে বন্ধু কি দিব বিছাই
রে বন্ধু, আমার খাট পালঙ্ক নাই ॥
ঘরে আছে চাটি[২] পাটি* রে বন্ধু, তাই দিব বিছায়া।
এইখানে ঘুমাও রে বন্ধু, খাট পালঙ্ক ছাড়িয়া
রে বন্ধু, কি দিব বিছায়া ॥
এই না ভাবে শুইয়্যা রে বন্ধু, তুমি যদি পাও ক্লেশ।
মাইঝ্যাতে বিছায়্যা দিবাম্ মাথার চিকন কেশ
রে বন্ধু, যদি পাও ক্লেশ ॥

১৪। আইও=আসিও। ১৫। অপরক্কে=অপরক্ষে।
১। খেজালত—বিড়ম্বনা। ২। চাটি=বাঁশের চাটাই।

পাঠান্তর :—* '—মাটিরে—'।

ফুলের বিছানা রে বন্ধু তোমার কঠিন ঠেকে গায়।
কেশে কি পাইবা সুখ এই না হইল দায়
রে বন্ধু, কঠিন ঠেক্‌ব গায় ॥
কেশের বিছানে বন্ধু. যদি সুখ নাই সে পাও
অবুলার বইক্ষে শুয়্যা নিরলে[৩] ঘুম যাও
রে বন্ধু, যদি সুখ নাই সে পাও ॥
চৌক্ষের জলে ধুইয়া রে পাও আমি কেশেতে মুছাব।
সিথানের[৪] সিন্দূর দিয়া আমি চরণ রাঙ্গাইব
রে বন্ধু, চরণ কেশেতে মুছাব ॥
না জ্বালিলাম ঘরের বাত্তি, অন্ধ আমার আঁখি।
হাত বুলায়্যা বন্ধু তোমার মুখ খানা দেখি
রে বন্ধু, অন্ধ আমার আঁখি ॥
একটু খানি রও রে বন্ধু, তুমি একটু খানি রও।
মুখেতে রাখিয়া মুখ মনের কথা কও
রে বন্ধু, একটুখানি রও ॥
আমি যে অবুলা নারী রে বন্ধু, আর কারে বা দুষী।
বুকে আঁইক্যা রাইখ্যাছি আমি তোমার মুখের হাসি
রে বন্ধু, আর কেউ নয় দুষী ॥
নিশি বুঝি নাই রে বন্ধু, তুমি ঘুমে ত কাতর।
গাছে ত কুইলা ডাকে পুষ্পে ত ভমর
রে বন্ধু, তুমি ঘুমে ত কাতর ॥
সুয়ামী গেছে নল কাইট্‌তে দূরের না হাওড়ে[৫]।
কাইল নিশি আইস রে বন্ধু, মোর এই বাসরে
রে বন্ধু, সুয়ামী গেছে দূরে ॥

৩। নিরলে = নিরুপদ্রবে, নিঃশব্দে, নির্জনে। ৪। সিথানের = সিঁথির।
৫। হাওড় = জল জঙ্গল ভরা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, বিল।

যতেক ফুলের মধু রে বন্ধু তোমারে খাওয়াব।
হৃদয় নিংড়ায়া* মধু মুখে তুইলা দিব
রে বন্ধু, তোমারে খাওয়াব ॥
সুখেরে কইরাছি বৈরী দুঃখেরে দোসর[৬]।
তুই বন্ধের পিরীতে মইজা আপন করলাম পর
রে বন্ধু, কইরাছি দুঃখেরে দোসর ॥
কুলেরে কইরাছি বৈরী রে আমি অবুলা রমণী।
তোমার পিরীতে ডাইকা আমি কলঙ্কেরে আনি
রে বন্ধু, আমি অবুলা রমণী ॥
ঘরে ত লাইগ্যাছে আগুন রে, আমার পাছ দোয়ারে কাঁটা।
সাধ কইরা খাইয়্যাছি আমি পিরীত গাছের গোটা[৭]
রে বন্ধু, বিষ বিরিক্ষের গোটা ॥"

যে জন খাইছে বিষ পিরীত গাছের ফল।†
কলঙ্ক মরণ দূর তার জীবন সফল ॥‡

(৪)

ডোমবধূর সঙ্গে শ্যামরায়ের প্রেম কাহিনী আর গোপন রইল না। কথাটা রাজ-অন্তঃপুরে মা-বোনেদের কানে উঠল।

মায়ে ত বুঝায় বইনে বুঝায় বুঝন্ হইল দায়।
ডোমনীর লাইগ্যা পাগল হইল মায়ের শ্যাম রায় ॥
'শুন শুন পরাণের ভাইরে শুন মন দিয়া।
কাঞ্চন বরণ কন্যা তোমারে করাইবাম্ বিয়া।'

৬। দোসর=সঙ্গী। ৭। গোটা=ফল।

পাঠান্তর :—* যৈবন নিগড়াই—'।
† যে জন খাইয়াছে বন্ধু পিরীত গাছের ফল।
‡ কলঙ্ক মরণ দূর বন্ধু জীবন সফল ॥

'শুন শুন গুণের বইন গো কই যে তোমারে।
এহি ত ডোমের নারী বিয়া করাও তুমি মোরে॥'

'জাতি নাশ ধরম নাশ ভাই রে, এততৃ[১] হইব দায়।
হীন ডোমের নারী ছুইলে মোদের জাতি যায়॥
পন্থ থুয়্যা কেন রে ভাই গইচে[২] দেও পাড়া[৩]।
জাইত্ সাপ হয়্যা কেন রে হইতে চাও ঢোড়া॥
পদ্ম ফুল হয়্যা কেন রে গাও[৪] গোবরের আশা।
শুয়া[৫] পঙ্খী হয়্যা কেন ভাই ভূমিতে করবা বাসা॥'

মায়ে সে বুঝায় বইনে বুঝায় বুঝন্ হইল দায়।
সাচ্চা সাপে খাইছে যারে কি করব ওঝায়॥
জাতি ধরম ভুয়া কথা, নিতাই চান্দে বলে।
বিষ অমৃত হয় রে দেখ সাচ্চা ওঝায় পাইলে॥
ধূলা মাটি বাইছা লও রে পিরীত বড়ো ধন।
সুস্থান কুস্থান নাই রে সুজন কুজন॥
আসল পিরীত নাই সে জানে জরা আর মরা।
দুশ্মনে কাটিলে অঙ্গ পিরীত লাগায় রে জুড়া॥
নিতাই চান্দে কয় রে পিরীত আসল যদি হয়।
হউক না ডোমের নারী তাতে কিসের ভয়॥

(৫)

শ্যামরায়ের এই প্রেমের কথা রাজ-অন্তঃপুরে প্রচারিত হলেও পিতা চান্দরায়ের কানে ওঠে নি। একদিন কয়েক ব্যক্তি এসে তাঁকে শুনাল,—

চান্দ রায়েরে বলে—'রায়, কি কর বসিয়া।
তোমার পুত্র পাগল হইল ডোমনী লাগিয়া॥'—

১। এততৃ=ইহাতে। ২। গইচে=নোংড়া গর্তে, নর্দমায়। ৩। পাড়া =পদক্ষেপ। ৪। গাও=পচা, গরুর।

চান্দ রায়রে বলে—'রায়, কি কর বসিয়া।
তোমার পুত্র শ্যাম রায় ডোম্‌নীর করে বিয়া॥'
কানাকানি জানাজানি লোক মুখে শুনি।
গুস্‌সায়[১] জলিল রায় জ্বলন্ত আগুনি॥
লোক লাঠ্যাল ডাইক্যা রাজা কোন কাম করিল।
বাড়ী ঘর ভাইঙ্গ্যা ডোমের সায়রে ভাসাইল॥

দেশের রাজা ডোমদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ডোমেরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। শ্যামরায় অনুসন্ধান করে তাঁর প্রিয়তমা ডোমবধূর সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব করলেন, এই অবস্থায় তিনি তাকে নিয়ে পালিয়ে দূর দেশে যাবেন। এ প্রস্তাবের উত্তরে ডোম বধু বলল,—

'বৈদেশী না হইও রে বন্ধু, আরে বন্ধু বৈরাগী না হইও।
রাজপাট জমিদারী রে বন্ধু, ছাইড়া নাই সে যাইও—
রে বন্ধু, বৈরাগী না হইও॥
আমি ছাইড়া যাইরে বন্ধু, আরে বন্ধু, তুমি দেশে থাক।
আপন মায়েরে বন্ধু, মা বলিয়া ডাক—
রে বন্ধু, তুমি দেশে থাক॥
আমি যাই রে ভিন্ দেশে বন্ধু, হায় রে এই দেশ ছাড়িয়া।
বাঁচি বা না বাঁচি তোমার পায়ের নিছুন্[২] লইয়া—
রে বন্ধু, যাই এই দেশ ছাড়িয়া॥
ঝাইড়্যা ফালাও রে বন্ধু, আমি তোমার পায়ের ধূলা।
গজমতি ছাইড়্যা কেন পরবা হাড়ের মালা—
রে বন্ধু, আমি পন্থের ধূলা॥
কাষ্ঠ পিড়ির বদলে বন্ধু, কেন ছাড়্‌বা সিঙ্গাসন।
সুধাই[৩] আইঞ্চলে গিরা ফালাইয়া কাঞ্চন—
রে বন্ধু, না ছাইড় সিঙ্গাসন॥

১। গুস্‌সায়=ক্রোধে। ২। নিছুন=নিছনি, অমঙ্গল। ৩। সুধাই= শুধুই।

অমৃতের বদলে রে, বন্ধু তুমি বিষ কইরাছ দানা[৪]।
বাখরের[৫] লাগিয়া তুমি ছাইড়্‌তে চাও রে সোনা—
রে বন্ধু, তুমি বিষ কইরাছ দানা ॥
রাজার ছাওয়াল রে বন্ধু কেনে রাইজ্য ছাইড়া যাও।
অভাগ্যা ডুম্‌নীর লাইগ্যা কষ্ট কেনে পাও—
রে বন্ধু, কেনে রাইজ্য ছাইড়্যা যাও ॥
না জাইন্যা অজানা বিরিক্ষে* কোন বা ফল ফলে।
জাইত সাপ গলায় বাইন্ধ্যাছ তুমি মালার বদলে—
রে বন্ধু, এই না বিষে অঙ্গ জ্বলে ॥
ডোমনী হয়্যা হইলাম রে বন্ধু, আমি তোমার সুখের কাঁটা।
আমার লাইগ্যা তোমার দেশে থাকব বিষম খুঁটা[৬] —
রে বন্ধু, হইলাম তোমার সুখের কাঁটা ॥
চিত্তে ক্ষেমা দেও রে বন্ধু, তুমি না যাও পলাইয়া।
শতেক রাজার কন্যা মায় করাইব বিয়া—
রে বন্ধু, তুমি না যাও পলাইয়া ॥
বিপদের* কথা রে বন্ধু, তুমি না বুঝ সহজে।
পরদীম ঝিমাইয়া[৭] কেবা অইন্ধকারে বুঝে—
রে বন্ধু, তুমি না বুঝ সহজে ॥
আমারে লইয়া রে বন্ধু, তুমি পড়্‌বা যে বিপাকে।
হস্তের আঙ্গুলি কেবা আর্‌সি দিয়া দেখে—
রে বন্ধু, তুমি পড়বা যে বিপাকে
বন্ধু, তুমি দেশ ছাইড় না ॥'

৪। দানা=খাদ্য। ৫। বাখর=লাল মাটি। ৬। খুঁটা=কলঙ্ক নিন্দা। ৭। পরদীম ঝিমাইয়া=প্রদীপ নিবু নিবু করিয়া, (সেনমহাশয়ের মতে—'নির্বাণ করিয়া')।

পাঠান্তর :—* না জানি দারুণা বৃক্ষে—'। * বিষাদের—'।

(৬)

শ্যামরায় ডোমবধূর হিতোপদেশ অনুনয় বিনয় কিছুই শুনলেন না, তাকেনি য়ে পালিয়ে গেলেন দক্ষিণে পার্বত্য অঞ্চলে। সেকালে পূর্ববঙ্গে দক্ষিনের পার্বত্য জাতিদের 'গাবর' বা 'গাবুর' বলা হ'ত।

হায় ভালা গাবরিয়া মুলুকের ভাইরে শুন বিবরণ।
সহজে গাবরিয়া জাতি অতি কদাচ্রণ॥
রাজার পছন্দ যারে সেই পড়ে ফেরে।
দেখিলে সুন্দর নারী আইন্যা বিয়া করে॥
দেশের নিয়ম কথা শুইন্যা লাগে ধন্ধ।
আইজ যে সুন্দর নারী কাইল সেই সে মন্দ॥
টাট্কা ফুলের কলি হায় রে না হইতে বাসি।
আইজ যে জয়ের রাণী কাইল হইব সে দাসী॥
কদাচার গাবরিয়া মানুষ মুখে কড়া দাড়ি।
এক এক পুরুষের হয় দশ বিশ নারী॥
আচার ব্যাভারে তারা রাইক্ষসের মত।
সেই না দেশে শ্যাম রায় হইল উপনীত॥ঞ

ডোমের বেশেতে নল-খাগড় কাইট্যা আনে রায়।
খাড়ি[১] বিউনি[২] বানাইয়া বাজারে বিকায়॥
ফাগুন চৈতের রোইদে শ্যামরায়ের অঙ্গ জ্বইল্যা যায়
কান্দে রে ডোমের নারী কইর‍্যা হায় হায়॥

'রাজার ছাওয়াল রে বন্ধু, তুমি ছিলে রাজার বেটা।
মুই অভাগীর লাইগ্যা হইল তোমার এত লেঠা—
রে বন্ধু, তুমি রাজার বেটা॥

১। খাড়ি=মাছ ধরা যন্ত্র, (সেন মহাশয়ের মতে—বাঁশের কুচি কাঠি)
২। বিউনি=বিজনি, পাখা।

পাঠান্তর :—ঞ দৈব যোগে সেই না দেশে হইল উপনীত॥

কোন বা দারুণ লোকে মোরে দিল এমন গালাগালি।
সোনার বরণ বন্ধুর অঙ্গ আমার হইয়া গেল কালি*—
রে বন্ধু, কে দিল এমন গালি ॥
আর কারে বা দোষি আমি নিজের কর্ম দোষি।
রাজার ছাওয়াল বন্ধু আমার হইল বনবাসী—
রে বন্ধু, আমি নিজের কর্ম দোষি ॥
কাঞ্চন জিইন্যা[৩] অঙ্গ রে বন্ধু ঘামে হইল মৈলান[৪]।
অমাবশ্যার কোলে[৫] যেমন পূন্নুমাসীর চান্—
রে বন্ধু, অঙ্গ হইল মৈলান ॥
অঙ্গ বাইয়া পড়ে রে ঘাম, বন্ধু কেশ ধইরা মুছে।
মোর লাইগ্যা কপালে বন্ধুর এত দুঃখ আছে—
রে বন্ধু ঘাম কেশ দিয়া মুছে ॥
গাবরিয়া জাইতের দেশ রে বন্ধু দেশে দয়া ধর্ম নাই।
এই দেশ না ছাইড়্যা বন্ধু, চল ভিন্ দেশেতে যাই
রে বন্ধু, দেশে দয়া ধর্ম নাই ॥'

ডোম কন্যার পরামর্শ কান্নাকাটিতে শ্যামরায় সে দেশ ছেড়ে গেলেন না। এদিকে ডোমকন্যার রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। একদিন এক গুপ্তচর গিয়ে রাজাকে জানাল,—

'শুন শুন গাবর রাজা বলি যে তোমারে।
আইসাছে ডোমনী এক তোমার নগরে ॥
চান্দের ছুরত্[৬] কন্যার অগ্নি হেন জ্বলে।
না দেখি এমন কন্যা গাবরিয়া মুল্লুকে ॥
তোমার যতেক রাণী মনে হেন লয়।
ডোমের নারীর কাছে তারা ধাই দাসী নয় ॥'

৩। জিইন্যা=জিনিয়া। ৪। মৈলান=মলিন। ৫। অমাবশ্যার কোলে= অমাবশ্যা তিথির নিকটবর্তী তিথিতে। ৬। ছুরত=সৌন্দর্য।

পাঠান্তর :—* সোনার বরণ বন্ধু মোর বরণ হৈল ছালি

এরে শুইনা গাবর রাজা কোন কাম করিল।
ডোমনীরে ধইরা তবে নগরে আনিল ॥
হুকুম করিল রাজা ডোমেরে দেও শূলে।
রায়েরে বান্ধিয়া তারা লইল হাতে গলে ॥

ডোম কন্যা শুনল, রাজা তার পরাণ বন্ধুকে শূলে চড়াবে। শুনে সে আহতা বাঘিনীর মত ছুটে গেল রাজসভায়। রাজাকে বলল,—

'শুন শুন গাবর রাজা আমার বচন।
জোর কইরা বশাইতে[৭] চাও রমণীর মন ॥
শুন শুন গাবর রাজা আমার কথা শুন্।
শিকলে বান্ধিতে চাওরে নারীর যইবন ॥
গাছ না রূপিয়া আগে ফল খাইতে আশ।
না বঞ্চিলাম ঘরে তোমার দুই চারি মাস ॥
ফল না পাকিলে আগে কুথায় পাও রস।
বলে কি করিতে চাও অবলারে বশ ॥
খিদা পাইলে তপ্ত ভাত জুড়াইয়া খায়।
আগে ত পিরীত কইরা পরে মধু পায় ॥
ধাঙ্গরা[৮] গাবর রাজা তাহাতে বর্বর।
একদিন না কইরাছ ভালো নারীর ঘর ॥
প্রেম পিরীতের কিছু নাই সে জান ভাও[৯]।
পুষ্প বাটিয়া খাইলে মধু কোথায় পাও ॥'

এই না কথা শুইনা রাজা হরষিত হইল।
দাঁত বাইর কইরা রাজা হাসিতে লাগিল ॥ +
বিয়া করিতে রাজা মন স্থির করি।
ডোমনীর কথায় রাজা ডোমেরে দিল ছাড়ি ॥

৭। বশাইতে=বশীভূত করিতে। ৮। ধাঙ্গরা=কদাচারী। ৯। ভাও=ভাব, মূল্য।

আইল বিয়ার দিন বাজিল বাজন।
নারী পুরুষ মিইল্যা হইল গাবরের নাচন।।
মইষের চামড়া দিয়া বানাইছে ঢাক।
নারীগুলা নাচে যেমন কুমারের চাক ।।
মইষের শিং দিয়া বানাইছে শিঙ্গা।
ডেউয়ার ছাল[১০] খায়্যা কইরাছে দুই ঠোঁট রাঙ্গা ।।
আইজ যত নাচন গাওন কাইল হইব বিয়া।*
নিশ্চিন্তে থাক্ লো কন্যা ঘরে দোয়ার দিয়া ।।+

(৭)

রাজার বিয়ে। রাজবাড়ীতে চলছে নাচ গান। ব্যাপার দেখে ও শুনে রাজার বড়ো রাণী ভয় পেয়ে গোপনে ডোম কন্যার সঙ্গে দেখা করে বললেন,—

'ভিন্‌দেশী সুন্দর কন্যা লো বলি যে তোমারে।
গোঁয়ার সুয়ামীর গুণ কি কইবাম্ আর তরে ।।
ভাত জুড়াইয়া গেলে নাক কান কাটে।
একটু করিলে দোষ বেচে নিয়া হাটে ।।
পানে যদি চূন কম মাথার চুল দেয় ছিঁড়ি।
উদ্‌লা[১] পিঠেতে মারে দুহাতিয়া[২] বাড়ি ।।
শুনিলে গুণের কথা গায়ে আইসে জ্বর।
কেম্‌নে করিবা কন্যা এমন গোঁয়ারের ঘর' ।।

আষাইঢ়্যা মেঘ যেমন রোইদে যায় রে গলি।
এত দুঃখে পইড়্যা কন্যা হাসে খলখলি ।।

১০। ডেউয়ার ছাল=ডহুয়া বা বনকাঁঠাল নামক বন্যফল বৃক্ষের বাকল।
১। উদলা=খোলা। ২। দুহাতিয়া=লাঠি দুই হাতে ধরে সজোরে।

পাঠান্তর :—* নাচন গাওন আইজ মিল্যা যত পাইল।
+ নিশ্চিত তাকলো কন্যা বিয়া হইবে কাইল ।।

কন্যা বলে,—'গাবর রাণী মোর কথা ধর।
দুইজনা মিইল্যা করবাম্ গাবরের ঘর॥
গাবর রাজারে কাইট্যা কর দুইখান্।
তুমি ত অর্ধেক লইবা আমি অর্ধেকখান্॥
দুই সতীনে মিইল্যা সুখে বাস করি।
পাইয়্যাছি রাইজ্য-পাট অল্পে কেন ছাড়ি॥'

এই না কথা শুইনা রাণী কাইন্দ্যা জারেজার[৩]।
বিহিত[৪] করিয়া বুঝায় দুঃখের পরকার[৫]॥
এত দুঃখ পাইয়া তবু ছাড়িতে না জুয়ায়।
বিয়া যে হয়্যাছে তার কি করে উপায়।॥
ডোমের কন্যা কয় 'রাণী, দুঃখ নাই সে কর।
আমি না করিতে চাই গাবরের ঘর॥
পলাইতে পারিলে আমি পলাইয়া যাই।
গাবর ভাতার লয়্যা থাক্‌তে নাই ত চাই॥
এই কথা রাণী তুমি কর অবধান।
মুস্কিলে পইড়্যাছি কিসে পাই পরিত্রাণ॥
রাজা আইনাছে আমার আষ্ট অলঙ্কার।
বাইছা গুইছ্যা আইনাছে শাড়ী পবনবাহার॥
এই সবে আমার নাই ত কোনো কাজ।
এই সব পইরা তুমি বিয়ার কন্যা সাজ॥
যতেক দাসীর সাজ আমারে সাজাও।
পলানর কথা মোর কারে না জানাও॥

৩। জারে জার=জর্জর, আকুল। ৪। বিহিত=বিস্তারিত। ৫। পরকার=প্রকার।

পাঠান্তর :—॥ মড়ার কীড়া যেমন মড়াতে লুকায়॥

ছুমে ধুমের[৬] মধ্যে আমি যাই পলাইয়া।
তোমার ভাতাররে* তুমি ফিইর‍্যা কর বিয়া॥'

কন্যার কথায় রাণী খুশী ত হইল।+
দাসীর সাজ পইরা কন্যা পলাইয়া গেল॥+

(৮)

ডোমকন্যাকে রাজ অন্তঃপুরে বন্দী করায় শ্যামরায় নিরূপায় হয়ে চললেন স্বদেশে।—

হায় ভালা, অনেক পরকারে রায় দেশেতে ফিরিল।
পাষণ্ডী গাবরের কথা বাপেরে কহিল॥†
নিদয়া আছিল বাপে সদয় হইয়া।+
লোক লস্কর সব যত আনিল ডাকিয়া॥+
হস্তে ফালা[১] ঢাল কিরিচ কমরে বান্ধিয়া।+
ছয় শত লাঠ্যালের সহিত চলিল ধাইয়া॥‡
গাবরের দেশে যায় মার মার করি।+
শ্যামরায় সঙ্গে যায় তুরন্ত[২] ঘোড়ায় চড়ি॥+
গাবরের বাড়ী ঘর ভাইঙ্গ্যা ফালায়।
বাড়ী ঘর ভাইঙ্গ্যা তবে সায়রে ভাসায়॥
দাড়িতে বান্ধিয়া দাড়ি কুবে[৩] মুণ্ড কাটে।
পলাইতে না পথ পায় গাবরেরা কান্দে॥
ধরিয়া গাবর রাজারে শূলেতে চড়ায়।
গাবরের লোয়ে[৪] নদী রাঙ্গা হয়ে যায়॥

১। ফালা=বর্শা। ২। তুরন্ত=দ্রুতগামী। ৩। কুবে=কোপে।
৪। লোয়ে=রক্তে

পাঠান্তর :—* গাবর রাজারে—'।
† পাষণ্ডী বাপের কথা সকলি শুনিল॥
‡ ছয়শত লাঠিয়ালের সহিত মেলা যে করিল।

গাবর রাজার দণ্ডবিধান করে শ্যামরায় অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন তাঁর প্রিয়-তমার। হঠাৎ একটা তীর এসে তাঁকে আহত করল। আহত হয়েই তিনি বুঝলেন তীরটা বিষাক্ত, আর বাঁচার সম্ভাবনা নেই। হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন শ্যামরায়।—

"হায়, কোথায় রইলা সুন্দর কন্যা এমন সময়কালে।
বিষেতে ছাইল অঙ্গ দেখা নাই সে দিলে
কন্যা, এমন সময়কালে॥—ধুয়া

মাইরাছে বিষের তীর রে দুরন্ত গাবরে।
নিদয়া হইল পিতা আমি দোষ দিব বা কারে॥
ছাইড়া যাই লো সুন্দর কন্যা, এইনা সংসারের সুখ।
নিদান কালে না দেখিলাম কন্যা তোমার চান্দ মুখ॥
আর না ভুঞ্জিবাম্* লো কন্যা, তরে লয়্যা কোলে।
একবার না দেখ্‌লাম লো কন্যা, তরে মরণের কালে॥
আর না পাইতা দিবা লো কন্যা, কোমল‡ বিছানা।
বৈদেশী হইতে মোরে আর নাই সে করবা মানা॥
আর না দেখবাম্ লো কন্যা, তোমার মুখের হাস।
জিয়ন্তে না পুরাইল বিধি আমার মনের আশ॥
বিরিক্ষ যদি হই লো কন্যা, তুমি হইও লতা।
বন-বিরলে[৫] বইস্যা কইবাম্ দোয়ে[৬] মনের কথা॥
পঙ্খী যদি হই লো কন্যা, তুমি হইও পঙ্খিনী।
উইড়্যা বুইড়্যা[৭] বেড়াইবাম্ কইবাম্ দুক্ষের কাহিনী॥

৫। বন-বিরলে=নির্জন বনে। ৬। দোয়ে=দুইজনে। ৭। উইড়্যা বুইড়্যা=ইচ্ছামত উড়িয়া বেড়াইয়া।

পাঠান্তর:—* একদিন না ভুঞ্জিলাম—'।
‡ '—কোনেতে—'।

নদী যদি হই লো কন্যা, তুমি হইও পানি।
শুয়া যদি হই লো কন্যা, তুমি হইও সারীরাণী ॥

ভমর যদি হই লো কন্যা, তুমি হইও ভমরী।
পুষ্পে পুষ্পে বেড়াইবাম্ মধু পান করি ॥ +

দুক্ষের* মানুষ জন্ম আমি আর নাই সে চাই।
জিয়নে মরণে কন্যা তোমারে যেন পাই ॥”

রাজবাড়ী থেকে পালিয়ে ডোমকন্যা নগরেই আত্ম গোপন করে ছিল। সে হঠাৎ সংবাদ পেল, বিষাক্ত তীরে আহত হয়ে শ্যামরায়ের মৃত্যু ঘটেছে। সংবাদ পেয়ে ডোমকন্যা ছুটে এল।—

কান্দে সুন্দর কন্যা রে।—
আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে কান্দে নদীর পানি। +
লোক লস্কর কান্দে দেইখ্যা জনম দুঃখিনী ॥ +

সুন্দর কন্যা লো কান্দে পর্‌ভু[৮] কোলে লইয়া।
‘অল্পকালে ত পর্‌ভু, মোরে গেলা রে ছাড়িয়া ॥

নিদয়া তোমার বাপ রে বন্ধু, কি কাম করিল ।‡
গাবরিয়ার দেশে বন্ধু, তোমারে পাঠাইল ॥

মানা না শুনিলা বন্ধু, এখন হইল বিপরীত।
কেমনে ভুলিবাম্ রে বন্ধু, আমি তোমার পিরীত ॥

গলার সে পুষ্পের মালা বন্ধু না হইল বাসি।
আর না দেখবাম্ রে বন্ধু†, তোমার মুখের হাসি ॥

৮। পরভু = প্রভু, স্বামী।

পাঠান্তর :—* দুষমন—’।
‡ পাষণ্ডী তোমার বাপরে বন্ধু দুষমনি করিল।
† একদণ্ড না দেখিলাম বন্ধু—’।

মাও বাপ রাজ-পাট রে বন্ধু, সগল ছাড়িয়া † ।
বনবাসী হইলা রে বন্ধু, তুমি আমার লাগিয়া ॥

সুন্দর রাজার পুত্তুর রে বন্ধু আমি ত ডোমিনী ।
হেলায় হারাইলাম রে রত্ন আমি অভাগিনী ॥

ভাল ত বাস রে মোরে একবার চৌক্ষু মেইল্যা চাও ।
এই না নিদান কালে† বন্ধু, মোরে কিবা কইয়া যাও ॥

উঠ উঠ পরাণের বন্ধু, আর মোরে না ভাড়াও[১] ।
মাটিতে শুইয়া রে বন্ধু, আর কেন কষ্ট পাও ॥

বুকেতে বন্ধু রে লইয়্যা আমি দূরেতে পলাই ।
গাবরের দেশ ছাইড়া বন্ধু, চল ভিন্ দেশেতে যাই ॥

সংসার সায়রে বন্ধু, আমার আর ত কেহ নাই ।
হাসি মুখে কও না কথা একবার পরাণ জুড়াই ॥

এক রাইত না বঞ্চিলাম বন্ধু, সুখে আর সম্মানে ।
এই দুঃখ রইল রে বন্ধু আমার জীবনে মরণে* ॥

তোমারে করবাম্ রে সুখী আমি আর কিছু না চাই ।+
তোমার চরণে বন্ধু, মোরে দেও রে ঠাঁই ॥

একদিন না করলাম রে বন্ধু, ভালামতে ঘর ।
আপন হয়্যা রে বন্ধু, আইজ হইয়া যাইছ পর ॥

দেহের মধ্যে পরাণ রে বন্ধু, পরাণের মধ্যে হিয়া ।
আগে যদি জানতাম রে বন্ধু, তরে রাখ্তাম লুকাইয়া ॥

১। ভাড়াও=ফাঁকিদেও।

পাঠান্তর :—† মাও বাপ রাজ পাটরে বন্ধুরে পায় না ঠেলিয়া ।
† মরিবার কালে—' ।
* এই সে দুঃখ রইল বন্ধু আর সে দুঃখ নাই ।

বুকের কইল্‌জা তুমি রে বন্ধু, হৃদয়ের পুতলী^ক^ ।
কার ঘরে কইরাছি চুরি কে দিল রে গালি ॥
দারুণ গাবরিয়া রে বন্ধু, হায় রে বধিল পরাণে ।
এই না বিষ খায়্যা আমি তেজিব জীবনে ॥
সোনার বরণ বন্ধু রে আমার বিষে হইলা কালি ।
এমন আশায় রে আমার আইজ কে দিল রে ছালি[১০] ॥
আমি যে মরিব বন্ধু, তাতে দুঃখ নাই ।
জিয়নে মরণে বন্ধু, তোমারে যেন পাই ॥"

নিতাই চান্দে ডাক্যা কয়[১১] যমেরে ভয় নাই ।
পরাণে পরাণ মিশে পুনর্জন্ম নাই ॥
আসল পিরীতি দেখ যেই জন চায় ।
দুই অঙ্গ মিলাইয়া এক হইয়া যায় ॥
অভাগ্যা ডোমের নারী সফল জীবন ।
রাঙ্গা পায় মাথা রাইখ্যা হইল মরণ ॥

১০। ছালি = ছাই। ১১। ডাক্যা কয়—উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছে।

পাঠান্তর :—ক বুকের কালিজা বন্ধুরে হৃদয়ের তুমি শাল।

ছুটা গান

(১)

বালবিধবা বধূ, থাকে শ্বশুর বাড়ী ; পিত্রালয় বহু দূরে, সহজে সংবাদ আদান-প্রদান চলে না! পিত্রালয়ের দেশে আছে কুড়া পাখি, শ্বশুরের দেশে নেই। এক গ্রীষ্মের দুপুরে বাড়ীর পাশে চন্দন গাছে ডেকে উঠেছে একটা কুড়া। দুপুরে কুড়ার ডাক বড়ো করুণ শোনায়। কুড়ার ডাক শুনে বধূটি ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে গাছ তলায়। বধূটির মনের দুঃখ-কথা প্রকাশ পেয়েছে মরমী পল্লীকবির এই গানে।—

আগুন জ্বইল্যাছে বাপ্, তোমার বেটীর কপালে—(ধুয়া)

আরে, বাপের দ্যাশের কুড়ুয়া রে,

ক্যানে কান্দেন তোমরা চন্দন বিরিক্ষের ডালে ॥

বাবার দ্যাশের কুড়ুয়া তুই,

চিটুল[১] বিধুয়া[২] মুই রে,

কিবা কথা কও রে মোর আগে।

গাবুর বয়সে[৩] হইয়্যা রাঁড়ী,

একেলা পালঙ্কে শুতিয়া[৪] থাকি রে

বালিশ ভিজে মোর চৌক্ষের জলে ॥

হাউস কইরা[৫] বাইন্ধ্যা দিলা ঘর

ও ঘর সুখের লাইগ্যা রে

সেও ঘর উড়ায়্যা নিল ঝড়ে।

কোন বা দ্যাশে রইলা রে বাপ,

ও বাপ্, বেটীরে ভুলিয়া রে,

একবার আইসা দেইখ্যা যাও বেটীরে ॥

১। চিটুল=উঠন্ত বয়স কিশোরী। ২। বিধুয়া=বিধবা। ৩। গাবুর বয়সে=পূর্ণ যৌবন কালে। ৪। শুতিয়া=শুইয়া। ৫। হাউস কইরে=সখ আশা করিয়া।

ঘরে শউর[২] বাইর‍্যা ভাহুর[৩]
হিয়রে[৪] ননদী জাগে রে
মুই কেমনে বাইরা যাওঁ ॥

কোন বা দ্যাশের রসিয়া[৫] বাইন্যা[৬] রে
মোরে ঘুঙ্‌রা বানাই[৭] দ্যাছে।
সেই না ঘুঙ্‌রার প্যাট্‌ভইরা[৮]
কালাই পুইরা দ্যাছে ॥

ঠাসিয়া ধরোম্‌[৯] চিপিয়া[১০] ধরোম্‌
মুই আস্তে ফ্যালাওঁ[১১] পাও।
তউ না[১২] ঘুঙ্‌রা বাইজ্যা উঠে
মুই কেম্‌নে বাইরা যাওঁ ॥

জলের কলসী কাঙ্কে কইরা রে
মুই কেম্‌নে ঘাটে যাওঁ।
পুড়া[১৩] ঘুঙ্‌রা মোকে ছাইড়া
ননদীর পায় বা যাও ॥

ঘুঙ্‌রা ঝামুর ঝুমুর বাজে রে
মুই কেম্‌নে বাইরা যাওঁ ॥

২। শউর=শ্বশুর। ৩। ভাহুর=ভাশুর। ৪। হিয়রে=শিয়রে। ৫। রসিয়া=রসিক। ৬। বাইন্যা=অলঙ্কার শিল্পী। ৭। বানাই=প্রস্তুত করিয়া। ৮। প্যাট ভইরা=পেটভরিয়া। ৯। ধরোম্‌=ধরি। ১০। চিপিয়া=চাপিয়া। ১১। ফ্যালাওঁ=ফেলি। ১২। তউনা=তবুও না। ১৩। পুড়া=পোড়া, হতভাগা।

প্রথম খণ্ড গ্রন্থ সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	ভুল	শুদ্ধ
৩৩	৮	ফুত যদি হইলা—'।	ফুল যদি হইতা—'।
৭২	১০	(ছাপা অস্পষ্ট)	পায়ে ধইর‍্যা—'।
২৩৭	১৫	শুম	শুন
২৩৮	১	(মলুয়া অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল) এই ছত্রটি ভুল করিয়া ছাপা হইয়াছে, উহা হইবে না।	
২৪৯	১৪	কাব	কবি
২৫৩	১৫	অন্তধান	অন্তর্ধান
৩০৭	৭	উডে	উড়ে